শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

ফাল্গুন
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির
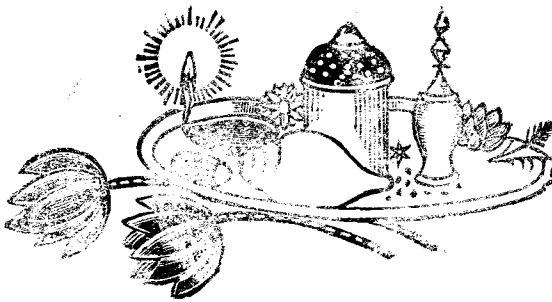
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

বিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২০শ বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮৬
২৭ গোবিন্দ, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ } ১ম সংখ্যা

প্রকৃত গোস্বামী কে?

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

পার্থিব অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। বাগ্‌বেগ, মানসবেগ ও শারীরবেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত হইলে জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্য বেগসহনশীল জীব পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্ত্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হন। বাক্যের বেগ বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনাসমূহ, কর্ম্মকাণ্ড নিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর অভিলাষীর যথেচ্ছাভোগপর অনুভব জন্য বাক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগসহনের ফল, উহাই বাগ্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর বিষয়ক অনুভব জন্য বাক্‌চেষ্টা বিশেষ। মনের বেগ দ্বিবিধ; অবিরোধ প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কর্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে বিশ্বাস—এই তিন প্রকার অবিরোধ প্রীতি। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ প্রীতিবেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি জন্য, কর্ম্মফললাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি-হেতু ক্রোধ। কৃষ্ণলীলা চিন্তাই মানসবেগ-সহনের ফল, উহাই মানসবেগ নহে। শারীরবেগ ত্রিবিধ,—জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ। ষড়্‌রসের কোন রস লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকলপ্রকার পশুমাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিতজাত শবশ্রেণীস্থ অমেধ্য দ্রব্য, বর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ্ লতা ও শাক গব্যপ্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অম্ল প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারী প্রভৃতি তাম্বূলোপকরণ, তাম্বূল, ধূম্রপান, গঞ্জিকাদি উৎকট ধূম্রপান, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবন জিহ্বাবেগের অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধজীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজ জড়ভোগ বাসনার উদ্দেশে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ

বর্দ্ধন করিতে হইলে নানা প্রকার অসচ্চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। "জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" 'ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে' ॥—চরিতামৃতে। উদরবেগ অনেক সময় জিহ্বাবেগেরই সহচর। উদর-বেগগ্রস্ত-ব্যক্তি অধিকাংশ সময়ে রোগবিশিষ্ট। অধিক ভোজনচেষ্টা করিতে গেলে নানাপ্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি পালনে ও কৃষ্ণ-সেবা প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়। উপস্থবেগ দ্বিবিধ —বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধিমতে নিশিচর্য্যাপালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন। অবৈধ উপস্থবেগ নানাবিধ। শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী-গ্রহণ; অষ্টপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"বৈরাগি ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥ স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী দরশন। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥ যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥ ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে।" বাক্য, মন ও শরীরের পূর্ব্বকথিত ষড়্‌বিধ চেষ্টা যিনি সম্যক্‌রূপে সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই **গোস্বামী**। বেগ-ষট্‌কের হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব **গোদাস** শব্দবাচ্য হন। গোস্বামিগণই কৃষ্ণসেবক। গোদাসগণ মায়ার দাস সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামীর চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অদান্তগো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থ-গতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।" —শ্রীভাগবত॥ ১॥
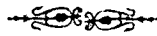
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি)

প্রঃ—একান্তভক্তের বিশ্বাসটি কি?

উঃ—"কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্য দ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,—একান্ত-ভক্ত এইমাত্র বিশ্বাস করেন।"

— চৈঃ শিঃ ৬।৩

প্রঃ—ব্যবহারিক দুঃখ উপস্থিত হইলে নামাশ্রিত ভক্ত কি করেন?

উঃ—"ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়।
অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায়॥
নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লবমতি হঞা।
গোবিন্দশরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া॥"

—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন

প্রঃ—পরা মুক্তি ও পরা ভক্তি কি পৃথক্ তত্ত্ব?

উঃ—"মুক্তি ও পরা ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং যাঁহারা ভেদ দৃষ্টি করেন, তাঁহারা উভয়ের মধ্যে কোনটিকেই উপলব্ধি করেন নাই,—ইহাই প্রতীত হয়।"

—তঃ সূঃ, ১৯সূঃ

প্রঃ—ঐকান্তিকগণ কোন্-কোন্ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন?

উঃ—"একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়; প্রায়শঃ তাঁহারা ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

প্রঃ—নামসাধকের কোন্ বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক?

উঃ—"যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটি বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ়ভাব বা পরাকাষ্ঠা; ইহাকে 'নির্ব্বন্ধ' বলা যায়।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

প্রঃ—'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ কি?

উঃ—"'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে একগ্রন্থি হয়। একগ্রন্থি নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে একলক্ষ নামের নির্ব্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিলকাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্ব্বমহাজনগণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"

—'প্রসাদ', হঃ চিঃ

প্রঃ—ব্যবধানদোষ কি পরিত্যাজ্য নহে?

উঃ—"নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক,—নামগ্রহণসময়ে যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৫

প্রঃ—নামগ্রহণকালে সাধকের কিরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত?

উঃ—"নাম গ্রহণ করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে প্রিয়া যেরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৬

প্রঃ—নামাশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ম্মজ্ঞানসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করণীয় কি?

উঃ—"যাঁহারা নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম-জ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয় ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৭

প্রঃ—ঐকান্তিক নামাশ্রিত ব্যক্তির আচার-বিচার কিরূপ?

উঃ—"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি চিত্তপ্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই পাপ হয়। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণসেবামূলক বৈষ্ণব-সংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া পরস্ত্রীসংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাতৎপরতা, বঞ্চনা ও চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম্ম আর করেন না; কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন; সুতরাং পরপীড়ন ও নির্য্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন,—ক্রোধ সে স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতায় পরিণত হয়; কৃষ্ণরসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থসঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না; মোহকে চিদ্রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলাসৌন্দর্য্য ও বৈষ্ণব-চরিত্রে মোহিত হন; ধনজন ও জড়-সুখাদিতে মোহ-প্রাপ্ত হন না;—অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ বা নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না; মদকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে নিযুক্ত করিয়া জাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। **মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরহিংসা দ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন একেবারে ত্যাগ করেন।** এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখনও কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে; তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তেই প্রশমিত হয়।"

—'নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

প্রঃ—মতবাদের কপটতাশ্রিত নামসাধকব্রুব ব্যক্তিগণ কি প্রেম লাভ করেন?

উঃ—যেরূপ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও রোগী ফল প্রাপ্ত হয়, সেরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও

যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নাম-ফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাঁহাদিগকে কপটতানুরূপ যে ফল দিবার শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, প্রেমাদি উচ্চ ফল আর দেন না।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।২৪

প্রঃ—প্রকৃত ব্রজবাস কিরূপ?

উঃ—"অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জনবাসই 'ব্রজবাস'। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে। সমস্ত দেহযাত্রা যাহাতে বিরোধী না হয়—এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সেবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তেজপুর
(আসাম)
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮

প্রীতিভাজনেষু,—

"*** ক্রমশঃ প্রাচীন বৈষ্ণবগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরমার্থানুশীলনে অধিকতর মনোযোগী হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। পরমায়ু আমাদের খুবই কম অথচ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের সুযোগ সুবিধা ও পথ জানিয়াও তীব্রতর ভজনে নিযুক্ত হইতেছে না। জন্মজন্মান্তরীন সংস্কারবশতঃ স্বরূপবিস্মৃত হইয়া দেহগেহাদিকে বা তদ্সম্পর্কিত মায়িকবস্তুগুলিকে নিজধন ও সর্ব্বস্বজ্ঞানে নিজের প্রকৃত সর্ব্বস্ব অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইলাম। অহঙ্কার পরিবর্ত্তিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত অনুশীলন সম্ভব নয়। মায়িকাভিমানে যে অনুশীলন করা হইবে তাহা জড়ীয় হইতে বাধ্য। এই মায়িক barrier transcend না করিলে পরমাত্মানুশীলন হয় না। বৈকুণ্ঠাস্মিতায় প্রাকৃত বস্তুর প্রতি লোভ বা কর্ত্তব্যবোধ অন্তর্হিত হইতে বাধ্য হয়। তদীয়াভিমান জাগ্রত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভজনগণ কিংবা তদ্সম্বন্ধীয় যে কোন বস্তুই প্রীতির বিষয় হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবাই হরিভজন। শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞান উদিত না হইলে কর্ম্মার্পণ আদি মিশ্রভক্তের কার্য্য হইতে পারে। শুদ্ধভক্তি দুষ্প্রাপ্য হইলেও উহাই আমাদের মৃগ্য। কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের ফলাবটীতে জনগণমনোমোহকর অনেক কিছু দেখা গেলেও উহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধানুশীলন হয় না। আত্মভূমিকায় না পৌঁছিলে বৈকুণ্ঠভজন হয় না। গতানুগতিক বা মামুলি কার্য্যের জন্যই এই বহুমূল্যবান্ জীবন নষ্ট করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমত্তা হইবে না। "To make the best of a bad bargain" policy গ্রহণ করা আবশ্যক।

আপনারা "কেবল" হরিনাম করিতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম। শাস্ত্রে বিশেষতঃ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, যাগ, ব্রত ও তপস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিনাম করিবার জন্যই উপদেশ করিয়াছেন।

"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অন্য কোন প্রকার সাধনাদির মোহ ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীনাম ও নামী অভিন্নজ্ঞানে শ্রীনামভজন করিতে পারিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভজন ও দ্রুত ফলপ্রদ অন্য কিছুই নাই। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনামভজনই শ্রীচৈ দেবের শিক্ষার সার। শ্রীভগবান্‌কে ডাকাই শ্রী ভজন। শ্রীভগবান্‌কে ডাকার অভিনয়ে অন্য বি আবাহন শ্রীনামভজন নয়। উহা নামাপরাধ ম আপনারা উভয়ে নিরন্তর প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণনামানুশী করিলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আ গুরুদাস্য সফল হইবে।"

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✳ ✳ ✳ ✳

(২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তেজপুর
(আসাম)
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

প্রীতিভাজনেষু,—

শ্রীহরিভজন করিতে গেলে মায়ার অনুচরগণ সকলেই ন্যূনাধিক উৎপাত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। কিন্তু শ্রীহরিভক্তের তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হইবে না অধিকন্তু তাঁহার ভক্তিবৃদ্ধি ও যশঃ বিস্তৃত হইবে। সমস্ত শক্তির উৎস একটিই মাত্র বস্তু; তাহা বাস্তব সত্য। সুতরাং সেই বাস্তব সত্য পরমেশ্বরের সহিত যিনি বা যাঁহারা এক স্বার্থভূত হইয়া চলেন, তিনি বা তাঁহাদের অনিষ্ট কি প্রকারে সেই পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা বিশেষতঃ জড়াশক্তির দ্বারা সম্ভব হইবে? জ্ঞানহীন জনগণ প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবিষ্ট থাকার দরুন সর্ব্বদা ভীতিগ্রস্ত থাকে। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বা বিবেকিগণ জানেন যে, সমস্ত বস্তুরই নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণানুগ জনগণের ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। যে পরিমাণে জীবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তফাৎ থাকিবার বিচার থাকে, সেই পরিমাণেই তাহার মধ্যে মায়া প্রবেশ করিয়া অজ্ঞানজ দুঃখ, ভয় ও শোকাদি প্রদান করিয়া থাকে। লোক দেখানো ধর্ম্ম বা নিজের মন ভোলানো ধর্ম্ম এক জাতীয় এবং বাস্তব শ্রীকৃষ্ণভ অন্য প্রকারের। শ্রীকৃষ্ণেচ্ছার সহিত নিজেচ্ছার থা থাপে মিল হইলে তবে শুদ্ধ ভক্তি হইবে; আ তজ্জন্য চেষ্টা করিব। আপনি শ্রীকৃষ্ণের হইলে শ্রীকৃ আপনার হইবেন। লৌকিক ও কৌলিক মামুলি ধ মোহ আসিয়া শুদ্ধ ভক্তি হইতে কদাপি যেন আপনা বিচলিত না করে। যে সকল ব্যক্তি আপনার শ্রীহ ভজন-চেষ্টায় বাধা প্রদান করে, তাহাদের চরিত্র জীবন আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতঃ অনুসন্ধ করিয়া জানিতে পারিবেন যে, তাহাদের জীবন কৃষ্ণে বিষয়কে উদ্দেশ করিয়াই পরিচালিত হইতেছে এইরূপ একান্তভাবে মায়াবদ্ধ জীবের-বিচার শুদ্ধ ভক্ত চরিত্র ও বিচারের সহিত কিছুতেই একীভূত হই পারে না। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। বি সুচতুর ভক্তগণ ভজন-বিষয়ে নিষ্ঠা সম্পূর্ণ বজায় রাখি

'বাহে লোক ব্যবহারে পশ্চাৎপদ হন না। কেবলমাত্র ভক্তিবিরোধি-লোকাচার বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল নয় যে-সকল লোকাচার ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, তাহা বর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা নাই। গৃহস্থগণ হরিভজন করিতে গেলে তাঁহারা সাধারণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপ কেন পরিত্যাগ করিবেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আপনার আত্মীয়-স্বজনাদির গৃহে বিবাহাদি কার্য্যে আপনি যোগদান করিবেন। কেবল দেবতান্তরের প্রসাদ বা অমেধ্যাদি গ্রহণ করিবেন না। আপনার সমাজের বা স্বজনগণের মধ্যে সকলেই উচ্চ-শিক্ষা লাভ করেন নাই বলিয়া, আপনি কি উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণে বিরত ছিলেন? তদ্রূপ পারমার্থিক শিক্ষা সম্বন্ধেও আত্মীয়স্বজনগণ যদি উন্নতাধিকারের শিক্ষা লাভ না করিয়া থাকেন, তজ্জন্য আপনাকেও তাহাদেরই ন্যায় পরমার্থ-সম্বন্ধে অশিক্ষিতই থাকিতে হইবে, ইহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিবেন না। বরং আপনার উন্নত আদর্শ জীবনের দ্বারা আপনি নিজের ও সমাজের হিত সাধন করুন, ইহাই সজ্জন মাত্রেই উপদেশ করিবেন। পার্থিব জীবনের জন্য পরমার্থ নষ্ট করিবেন না। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা লোকের মন রক্ষা আপনি কতভাবে কতটুকু পরিমাণ করিতে পারিবেন, তাহা কত স্বল্পকাল স্থায়ী হইবে এবং আপনার ও তাহাদের কল্যাণ সাধন করিবে, তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন। যে কোন সময়ে মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে। তাহা হইলে সাধারণ লোকের তথাকথিত সহানুভূতি তার-পরেও কার্য্যকরী বা সহায়ক হইবে কি? আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ-সম্পর্কিত পার্থিব সমস্ত পদার্থই পড়িয়া থাকিবে এবং আমাদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কাম-ক্রোধাসক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধজীবের মন রক্ষার জন্য আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন হইবেন না। শ্রীভগবান্‌ই সকলের রক্ষক ও পালক। অসহায় ও কল্যাণ-বঞ্চিত মূঢ় জনগণের গতানুগতিক পন্থা অনুসরণে আপনার বহু মূল্যবান্ ও কোমল শ্রদ্ধাযুক্ত জীবনটাকে নষ্ট করিবেন না। উৎসাহ না থাকিলে কোন ব্যক্তিই কোন দিকেই উন্নতি করিতে পারে না। আপনি উৎসাহের সহিত যত অধিক সময় সম্ভব শ্রীভগবান্‌কে ডাকিবেন। সংখ্যাপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধ সংকারে অপরাধ বর্জ্জন করতঃ শ্রীমালিকায় মহামন্ত্র জপ করিবেন। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি জানিলে অন্যের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য উহা ব্যয় করার উৎসাহ জাগিবে না। শ্রীকৃষ্ণ সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেই আনন্দ ও উৎসাহ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। তাঁহা হইতে সকল রস-প্রার্থীরই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। যাঁহাদের কোন বিশেষ মতলব না থাকে, তাঁহারা ভগবান্‌কে অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণরসময় স্বরূপকে পূর্ণরূপে আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। যিনি যেই রস তাঁহাকে দিবেন, তিনি তজ্জাতীয়-রসই শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তিপথে ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দেওয়ার কথা। নিজের সুখ সুবিধা চাহিবার প্রবৃত্তিগুলি তাঁহার সুখের জন্য বলি দিতে হইবে। ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকটে দুঃখ, ভয়, শোকাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কায়, মন, বাক্যাদি বলি দিয়া লাভ নাই। অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই এই সকল উপহার বিধেয়। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ডাকুন। তিনি অবশ্যই আপনার যাবতীয় অনর্থ বিদূরিত করিবেন।"

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * * *

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
সেক্টর—২০বি
চণ্ডীগড়-২০
২৫।৩।৭৭

স্নেহভাজনেষু,—

* * * আশা করি তুমি ভুলিয়া যাও নাই যে, আমরা বৈষ্ণবানুগত্যে শাস্ত্র-নির্দ্দেশিত পন্থায় জীবন-যাপন করিবার জন্য নিজের পিতামাতা কুটুম্বগণকে ছাড়িয়া এবং তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করতঃ একান্ত পরমার্থের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছি এবং শ্রীভগবানের জন্য সংগৃহীত ভিক্ষার দ্বারা আমরা জীবন নির্ব্বাহ করি এবং ভগবৎসেবায় নিজদিগকে নিয়োজিত রাখিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ আছি। ভক্তি ও কামের তারতম্য তুমি অবশ্যই এতদিনে উপলব্ধি করিয়াছ।

তোমাকে শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনের জন্য বিশেষ আবশ্যক ক্ষেত্রে বলাতেও তুমি উহা করিতে অসামর্থ্য জানাইয়াছ, কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর লীলা দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া বৈষ্ণবগণের বা গুরুবর্গের উপদেশ অথবা নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছ না। ইহা শুদ্ধা ভক্তি কি না চিন্তা করিবে। জগন্নাথদেবের নব-কলেবরে কি লীলা হয়, তাহা আমি জানি না এবং তুমি উহা দর্শন করিয়া কিরূপ শ্রীভগবৎপ্রেমে আবিষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। ....তোমার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে তথায় পাঠাইবার জন্য। তুমি অতি বৃদ্ধ হও নাই যে, আর কখনও ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এমনও নহে, এমতাবস্থায় তোমার খেয়াল খুশীমত চলিবার ইচ্ছাটা ভক্তির প্রতিকূল বলিয়া মনে হয় না কি? বর্ত্তমান কালের প্রভাবে সেবকদের মধ্যে এইরূপ প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। ইহা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ....নিজের খেয়ালমত চলিয়া কর্ম্মমার্গে উদ্বেগ, দুঃখ, ভয় ও অশান্তি থাকিবেই। কিন্তু শরণাগতির পথে নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতে পারি। শরণ্যের ইচ্ছানুসারে চলিবার যত্নই শরণাগতের কৃত্য। ....

—নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
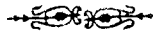
বর্ষারম্ভে শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্দনা

সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মাসিক মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'-পত্রিকা কৃপাপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে শ্রীগুরুমুখামৃতদ্রবসংযুত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পরিবেশন করিতে করিতে অদ্য বিংশতিতম বর্ষে শুভ-পদার্পণ করিলেন। আমরা তাঁহার বরাভয়প্রদ শ্রীচরণারবিন্দ সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করিয়া তদীয় অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থী হইতেছি, তিনি প্রসন্ন হউন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

[আমি মন্ত্রদীক্ষা-গুরু বা ভজনশিক্ষাগুরুর শ্রীচরণ-কমল, পরমগুরু-পরাৎপরগুরু প্রভৃতি গুরুগণ তথা শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ-শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রমুখ গুরুবর্গকে, চতুর্যুগোদ্ভূত ভক্ত-ভাগবতবৃন্দকে, সহগণ রূপানুগ শ্রীরঘুনাথ

দাস গোস্বামিসহ, তথা নিজানুকম্পিত রূপানুগ শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিসহ বিদ্যমান সেই শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপ্রভুকে, শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরিজন-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে এবং সখী মঞ্জরী প্রভৃতি গণ-সহ ললিতাবিশাখাদিযুত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদারবিন্দকে বন্দনা করি।]

—এই শ্লোক উচ্চারণ দ্বারা আমরা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ত্তিকারী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনের স্মরণমুখে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী-কৃপাই আমাদিগকে মহাবদান্য মহাপ্রভুর বাণী-কীর্ত্তনে শক্তি সঞ্চার বা যোগ্যতা প্রদান করিতে পারেন।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' বাংলা মাসের প্রতি ১৫শ দিবসে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। ১৯শ বর্ষের শেষভাগে আমরা মূর্ত্তি-মতী শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী—পরাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা, মহাবিষ্ণুর অবতার—'গৌর আনা ঠাকুর' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং সাক্ষাৎ মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবাভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা করিয়া বিংশ বর্ষের প্রারম্ভেই তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবপীঠ শ্রীপুরীধামে তদীয় ১০৬ বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিতে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে তচ্চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছি। সর্ব্বদেবময়—সাক্ষাৎ শ্রীভগ-বদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুকৃপা-শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়েই শ্রীরাধামাধবমিলিততনু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের শুভাবির্ভাব স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে। 'শ্রীগুরুকৃপা হি কেবলম্'। সদ্গুরুকৃপায়ই ভাগ্যবান্ জীবের জীবন সত্যসত্য ধন্য—ধন্যাতিধন্য হইতে পারে। জগতের যাবতীয় অনর্থ গুরুকৃপায় দূরীভূত হইয়া পরম-পুরুষার্থসার—পরাৎ-পরার্থসার শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেমমহাসম্পদ্ হৃদয়ে ধারণ করি-বার সৌভাগ্য উদিত হয়। শ্রীগুরুদেবই শ্রীগৌরকৃষ্ণ-কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপ—"গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।" সেই গুরুকৃপা-বঞ্চিত জীবই সুতরাং কৃষ্ণকৃপা বঞ্চিত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বা কৃষ্ণ-কৃপায়ই গুরু-কৃপা, আবার শ্রীগুরু-প্রসাদেই কৃষ্ণকৃপা—'যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি'। কৃষ্ণ-কৃপা গুরুকৃপানুগামিনী। বেদ "আচার্য্যদেবো ভব", "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহা-ত্মনঃ॥" ইত্যাদি বাক্যে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়ো-জনীয়তা তারস্বরে সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। গুরুকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সাধন ভজন যাহা কিছু—সমস্তই। সেই গুরুপাদপদ্মে বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য, অনাদর বা মরণশীল মনুষ্যবুদ্ধি—মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া গেলেই বহুজন্মের সাধনভজনাদি সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফ হইয়া যায়। শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

—এই শ্লোকে "যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের অর্চ্চনীয়-বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুদেবে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিকলুষবিনাশী পাদো-দকে সাধারণ জলবুদ্ধি, শ্রীবিষ্ণুর কলিমল-বিধ্বংসী নাম-মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাকে সমান জ্ঞান করে, সে নারকী অর্থাৎ নরকগতি লাভ করে"—এই সকল সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা সাধক-জীবগণকে বিশেষভাবে সাবধান করা হইয়াছে। কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুপাদপদ্মকে অনাদর করিয়া শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলাকে আদর করিতে গেলে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সে আদর কখনই গ্রহণ করিবেন না। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

যাঁহারা গুরু-পাদাশ্রয়েরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুযামলাদি-শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥"

অর্থাৎ হে বামোরু, অদীক্ষিত ব্যক্তিকৃত সমস্ত কর্ম্মই নিরর্থক হইয়া থাকে। দীক্ষা-বিরহিত ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

"বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ॥"
অর্থাৎ দীক্ষা ব্যতীত কোন ব্যক্তিরই পূজাদিতে অধিকার হয় না। আগমেও উক্ত হইয়াছে—

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ জগতে যেমন অনুপনীত বিপ্রের স্বকর্ত্তব্য-কর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার জন্মে না, কিন্তু উপনয়নের পর অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণেরও অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই। এজন্য আত্মাকে শিব-সংস্তুত অর্থাৎ দীক্ষিত করিবে। 'শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণাৎ শ্রীশিবস্যাপি সম্যক্ স্তুতিবিষয়মিতি ভাবঃ' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষা গ্রহণ-হেতু শ্রীশিবেরও সম্যক্ স্তুতিবিষয় বা স্তবনীয় হয়, এইরূপ ভাবার্থ। শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবরাজ শিবের আরাধ্য বলিয়া কেহ বিষ্ণু আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে শিব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া থাকেন। দশপ্রচেতা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার্থ গমনকালে পথিমধ্যে শ্রীশিব তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়া যাঁহারা বিষ্ণু আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তাঁহাদের বিষ্ণূপাসনাচেষ্টাকে বিশেষ প্রশংসা করেন। শ্রীভাগবত ৪র্থ অধ্যায়ে এই সকল প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

দশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তবে লিখিত আছে—

"বিজিত-হৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ॥"

অর্থাৎ "হে অজ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভব-পর নহে, সেই মনোরূপ-তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায় বিষয়ে খিদ্যমান্ এবং শত শত বিঘ্ন দ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্র মধ্যে অস্বীকৃত-কর্ণধার-বণিকের ন্যায় এই সংসার-সমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীবিষ্ণুভক্ত সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে ভক্তিপথাশ্রয়ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি পথ অবলম্বন করিয়া কখনই মনো-নিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

অর্থাৎ সর্ব্বদা কামক্রোধাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেরূপ মুকুন্দসেবাদ্বারা সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রুতিস্তবের টীকায় লিখিয়াছেন—"ননু চ তৈরপি মদ্ভজনে মনোনিশ্চলীকরণার্থমষ্টাঙ্গযোগঃ খল্বনুষ্ঠেয় এব। নৈবং তেষাং শ্রীগুরুচরণদৃঢ়ভক্ত্যৈব মনোনৈশ্চল্যমনায়াসেনৈব ভবেৎ। যদুক্তং "সর্ব্বঞ্চৈতদ্ গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ" ইতি। গুরুভক্তিং বিনা তু মনোজয়ার্থকা অপি যোগা অকিঞ্চিৎকরা এব।"

[অর্থাৎ যদি বল, মদ্ভজনে মনোনিশ্চলীকরণার্থ তাহাদের অষ্টাঙ্গযোগই অনুষ্ঠেয়, তাহাতে বলা হইতেছে, না, শ্রীগুরুচরণে দৃঢ়া ভক্তি দ্বারা তাঁহাদের মনোনৈশ্চল্য অনায়াসেই সাধিত হইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্রও বলিতেছেন—শ্রীগুরুভক্তিবলে পুরুষ এই সমস্তই অনায়াসে জয় করিতে পারিবেন। গুরুভক্তি ব্যতীত মনোজয়ার্থ যোগাদি অতি অকিঞ্চিৎকর।]

শ্রীগীতায় মনোনিগ্রহার্থ—যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি উপায়ের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অভ্যাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'সদ্গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ ভগবদ্ধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনম্' অর্থাৎ সদ্গুরুর

উপদেশানুসারে ভগবদ্ধ্যানযোগের নিরন্তর অনুশীলনই অভ্যাস। শুদ্ধভক্তি পথারূঢ় ভক্তশ্রেষ্ঠই সদ্‌গুরু, তিনি শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিক্রম মধ্যে নামসংকীর্ত্তনেরই বিশেষ প্রাধান্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারাই চেতোদর্পণ বুভুক্ষা মুমুক্ষা সিদ্ধিলালসাদি মালিন্য মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বচ্ছ হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যবাণীপত্রে সদ্‌গুরুপদাঙ্কানুসরণে সেই শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতই বিশেষভাবে অনুসরণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাই আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য সহকারে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই পরম মঙ্গলময়ী শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাই অনুশীলনার্থ অনুরোধ করি। উহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ পথ।

(শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী, বি-এ)

ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অনুক্ষণ রত—সেবা-সৌন্দর্য্য-ভূষিত, তাই তিনি সুদর্শন। তাঁহার সেই সুন্দর-রূপে বা স্নেহ-সেবার মাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন-মন-মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। আর আমি হরিভজন করি না বলিয়াই কুরূপ বা কুদর্শন। সমদর্শনই ভগবদ্দর্শন বা সুদর্শন। ময়া সহ বর্ত্তমানঃ ইতি সমঃ—মা অর্থে লক্ষ্মী বা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা। 'মা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তিতে ময়া হয়। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রীরাধার সহিত যিনি বর্ত্তমান, সেই শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণই 'সম' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়। শ্রীভগবান্‌ই শ্যামসুন্দর বা পরমসুন্দর। এজন্যই ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎ-সম্পর্কিত দর্শনই সুদর্শন, সুন্দর দর্শন, সুষ্ঠু দর্শন, ইষ্ট দর্শন, সুখময় দর্শন। এই সুদর্শনই কৃষ্ণ-ভোগ্য-দর্শন। দ্রষ্টৃ-অভিমানের পরিবর্ত্তে নিজেকে দৃশ্য জানিয়া সতত ভগবৎ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে সর্ব্বত্র ভগবানের কর্ত্তৃত্বের অনুভূতিতে ভগবৎ-সুখের জন্য ব্যস্ততা, তাহাই প্রকৃত সুদর্শন। কর্ত্তা একজন—তিনি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের অনুভূতি ব্যতীত নিজ-কর্ত্তৃত্বের লেশমাত্র সুদর্শনে নাই, তথায় দাসাভিমান প্রবল। সেখানে সকলেই ভগবৎ-কর্ত্তৃক চালিত, সকলেই ভগবানের ভোগ্য বা সেবক—এই দর্শন রহিয়াছে। এই সুদর্শন বড় সুখময় আর ভোগ্য-দর্শন বা কুদর্শন ভয় বা চিন্তার মূল। সুদর্শনে একাভিনিবিষ্টতা আর কুদর্শনে দ্বিতীয়াভিনিবিষ্টতার প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

আমি দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য আমি ভোক্তা নহি পরন্তু ভোগ্য—এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্রধাবিত হইতেছে। জগতের ভোগিসম্প্রদায় আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করেন, ত্যাগিসম্প্রদায় উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে উহার প্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্ব্বিশেষভাবই চরম মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শুনিয়াছি—ভগবৎসেবক হইয়া নিজেকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা অমঙ্গল। কিন্তু একমাত্র ভোক্তা ও দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই মঙ্গল ও শান্তি।

ভগবদ্ভক্তকে জগতের প্রত্যেক বস্তুই ভগবদুদ্দীপনা প্রদান করে—ভগবৎ-স্মৃতির সাহায্য করে, ভগবানের সন্ধান দেয়। এইজন্য তিনি সকলকে গুরু-রূপে দর্শন করেন। ভক্ত কখনও কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজ ভোগ্য জ্ঞান করেন না, তাঁহার সর্ব্বত্র সেব্যদর্শন স্বাভাবিক। প্রহ্লাদ হরিভক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি স্তম্ভ-মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ দৃষ্টিতে ইষ্টদর্শন, অনন্ত দর্শন বা সুদর্শন ছাড়া অন্য দর্শন বা কুদর্শন ছিল না। শাস্ত্র বলেন—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৭২-২৭৩)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমদর্শী সাধুর সঙ্গ দ্বারাই আমাদের সুদর্শন লাভ হইবে। সঙ্গ শব্দে আদর বা প্রীতির সহিত সম্যক্ গমন অর্থাৎ সুখানুসন্ধান। সাধু-সঙ্গ অর্থে সাধুর সুখানুসন্ধান বা সাধুর অন্তরে প্রবেশ। অকিঞ্চন না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কিছুই চান না—যাঁহার নিজ সুখ-বাঞ্ছা নাই তিনিই অকিঞ্চন। যাহার কিঞ্চনতা আছে বা যে কিছু চায়, তাহার সঙ্গে আমাদের কি দরকার? কেহ অকিঞ্চন না হইলেও আমাদের হতাশার কিছুই নাই। কারণ অকিঞ্চন ও শরণাগতের সঙ্গই আমাদের প্রয়োজন। আমরা অকিঞ্চনের পদধূলি হইব—অকিঞ্চনকেই ভালবাসিব। আমাদের ভাব-ভাষা, আচার-ব্যবহার, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি সকলই ভক্তের মত হউক। সকলেই কৃষ্ণদাস—এই বুদ্ধি আমাদের হউক। সর্ব্বত্র আমাদের গুরুদর্শন প্রবল হউক। প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে ভগবান্ আছেন, সুতরাং সকলেই আমার প্রভুর সেবক—এই বিচার আমাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করুক। অকিঞ্চন হইয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক। কারণ সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন বা অভীষ্ট দর্শন না হইলে কুদর্শনের হস্ত হইতে আমাদের কে রক্ষা করিবে?

জড়দর্শনই বিশ্বদর্শন, ভোগ্যদর্শন বা কুদর্শন। চেতন-দর্শনই গোলোকদর্শন বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ দর্শন। বিশ্বকে বিশ্বনাথের সেবোপকরণরূপে দর্শন করিতে পারিলে আর কোন অসুবিধা হয় না। সেব্যদর্শনে জড় বা ভোগ্যদর্শন নাই। সেবক-অভিমানেই সেব্যদর্শন হয়। যেখানে প্রাকৃত অভিমান সেখানে প্রাকৃত দর্শন, আর যেখানে অপ্রাকৃত অভিমান সেখানে অপ্রাকৃত দর্শন বা প্রভুদর্শন—ইহাই স্বাভাবিক। প্রভু অভিমানই প্রাকৃত অভিমান, আর দাস-অভিমানই অপ্রাকৃত অভিমান বা শুদ্ধ অহম্। বিশ্বে থাকিলেই যে বিশ্বকে ভোগ করিতে হইবে এরূপ নহে। ভোগবুদ্ধি বা ভোক্তাভিমান না থাকিলে ভোগ করা যায় না। সেবকাভিমানী ভক্তগণ বিশ্বের সঙ্গ করেন না। ভক্তের সহিত বিশ্বের বা মায়ার কোন সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা বিশ্ব-নাথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মুক্ত জীব জড়-জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও তিনি তাঁহার সঙ্গ করেন না। ভক্ত আচারবান্ ও ভক্তিমান্। বিশ্বদর্শন বা জড়-দর্শনই অভক্তি। ভোক্তাভিমানে যে দর্শন, তাহাই কুদর্শন। কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানেই ভোক্তা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। জড় চক্ষে ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

অপ্রাকৃত অভিমান বা সুদর্শন লাভের উপায়-সম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

সাধুসঙ্গপ্রভাবেণ দাসোঽস্মি-ইতি-অপ্রাকৃত-অহঙ্কার-বিশেষস্য উপলব্ধ্যা ভক্তিঃ সিদ্ধ্যতি।

সাধুসঙ্গ দ্বারা 'আমি কৃষ্ণের দাস'—এই অপ্রাকৃত অভিমান লাভ হয়। তখনই ভক্তি সহজলভ্য হইয়া থাকে।

গুরুকৃষ্ণদাস অভিমানই সুদর্শন আর কর্ত্তা-অভিমানই কুদর্শন। সুদর্শনই ভক্তকে রক্ষা করে।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অস্তু তাবৎ ভজনপ্রয়াসঃ, কেবল-ভগবদ্দাস-অভিমানেনাপি সিদ্ধিঃ স্যাৎ। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ)

ভগবদ্ভজন ত' দূরের কথা, কেবলমাত্র ভগবদ্দাস অভিমান হইলেই ভগবৎ-প্রাপ্তি বা ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ তীর্থ মহারাজ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"।

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণানুযায়ী আমিই (শ্রীভগবান্ই) গুণ-কর্ম্মবিভাগ-পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয় যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছি। বেদশাস্ত্রে ও অষ্টাদশ পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মকে, জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানকেই সর্ব্বোত্তম বলা হইয়াছে। মায়াবদ্ধ জীব স্বভাবানুসারে বহির্ম্মুখতাবশতঃ কেহ কর্ম্মমার্গে, কেহ জ্ঞানমার্গে, কেহ বা যোগমার্গে আসক্ত হয়। অবিবেকী মায়ামুগ্ধ জীব স্বরূপভ্রান্ত হইয়া দেহাত্মাভিমানে নিজেকেই কর্ত্তা ও ভোক্তা জ্ঞানে জড় ইন্দ্রিয়তোষণই জীবের চরম লক্ষ্য স্থির করে। তাহার ফলে নিত্যবস্তু ত্যাগ করিয়া অনিত্য, নশ্বর ঐহিক ও পারত্রিক সুখের কামনা করে। পরিণামে নিত্যবস্তুর অপ্রাপ্তি ও অধোগামী হইয়া অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে।

শ্রীভগবান্ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"

(গীঃ ৩।৯)

অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সমস্তই বন্ধনের হেতু হয়।

পুনরায় নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি
দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ (গীতা ৯।২০)
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" (গীঃ ৯।২১)

অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া বেদ অধ্যয়ন করতঃ যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্ম হয় ও পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ কামনার নশ্বরতা জ্ঞানে ব্রহ্মে লয় কামনা করিয়া নিজের সত্তা লোপ করেন। কিন্তু—

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা লজ্জা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৮

অষ্টাঙ্গ যোগীরা অষ্ট বা অষ্টাদশ সিদ্ধির জন্যই যত্ন করেন। তাঁহাদেরও চরম লক্ষ্য পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য বা কৈবল্য। কিন্তু "ব্রহ্ম সাযুজ্য হৈতেও ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥" —চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৯

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, কর্ম্মী, ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গযোগীদের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষামূলা সমস্ত চেষ্টাই স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণবাঞ্ছামূলা কামাত্মিকা। বিশেষতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তত্ত্বের যথাক্রমে অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতি হওয়ায় তাঁহাদের আরাধনা ভগবত্তত্ত্বের সম্যক্ আরাধনা নহে। যদিও ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনের অতি নশ্বর ফল, তথাপি ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ঐ সকল ফল কখনই স্বতন্ত্রভাবে দিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভুক্তি মুক্তি নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণ ভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥"

কর্ম্মী, নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী ও যোগীদের প্রত্যবায় ও সাধনকালে পতনের আশঙ্কা থাকে, তাহার ফলে এই তিন প্রকার জীব ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১২শ অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

কিন্তু ভক্তিযোগে কোন প্রত্যবায় বা পতনের আশঙ্কা থাকে না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥"

গীঃ ২।৪০

অর্থাৎ ভক্তিযোগের অতিক্রম ব্যর্থ হয় না ও তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসার-রূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগীর ভেদ এই যে, উপায়কালে ভক্তযোগী অতি সহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্ব্বক ফলকালে নির্ভয়ে তাঁহাকে লাভ করেন। জ্ঞানযোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক চেষ্টার যে কষ্ট তাহা ভোগ করেন। সেই জীব দেহ-বিশিষ্ট হইয়া উপায়কালে বা ফলকালে অব্যক্তের ধ্যান করিয়া দুঃখরূপ ফলই লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে চমস মুনি নিমি-রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ পিতা পরমেশ্বরকে ভজন করেন না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীনারদ-ব্যাস সংবাদে বলিয়াছেন—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"

অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মলজ্ঞানই যখন শ্রীঅচ্যুতে ভক্তি-ভাব বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্য কর্ম্ম এবং অকাম্য কর্ম্মও যদি ভগবানে অর্পিত না হয় অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা কি প্রকারে শোভা পায়, কেননা উহা বহির্ম্মুখী ও সত্ত্বশোধকভাবহীন।

শ্রীভগবান্ বিভুচৈতন্য, নিত্য ও ত্রিগুণাতীত। তাঁহার তটস্থাশক্তি ও বিভিন্নাংশ হইতে জাত জীব অণুচৈতন্য, নিত্য ও ত্রিগুণাতীত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায় ৭ম শ্লোকে বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"।

জীব স্বরূপে কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। শ্রীভগবানে ভক্তিই জীবের আত্মবৃত্তি ও নিত্যসিদ্ধ ভাব। জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শিক্ষায় বলিয়াছেন—

"নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
'নিত্য সংসার', ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১১-১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

(ভাঃ ১।২.৬)

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধাদি ভক্তিপ্রতিকূল বিঘ্নাদি দ্বারা অনভিভূতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সুষ্ঠুরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

ভাগ্যবান্ জীব জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতির ফলে কৃষ্ণের কৃপায় শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ লাভ করেন। তাহার ফলে শ্রদ্ধা ও শ্রবণজনিত সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধভক্তির আরম্ভ হয়। সদ্গুরু পাদাশ্রয় হইলে গুরু কৃপা করিয়া জাতশ্রদ্ধ শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তিরূপ সর্ব্বোত্তম অনুগ্রহ দান করেন। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ লাভ হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে কোন জীবের যদি অনন্য-ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ কীর্ত্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সেই পরিমাণে সাধনভক্তিতে অনর্থসকল নিবৃত্ত হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়কাল হইতেই শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা স্থূল অনর্থ নিবৃত্ত হইলে শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তির প্রতি নিষ্ঠারূপে উদিত হয়; নিষ্ঠাই ক্রমে 'রুচি' হইয়া পড়ে। সেই রুচি হইতে পরে আসক্তি জন্মে। আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর-স্বরূপ ভাব বা রতি হয়। সেই রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রেমই সচ্চিদানন্দধামস্বরূপ প্রয়োজন-তত্ত্ব।

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩ অঃ প্রঃ ভাঃ

ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে জানাইয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৯-১০ পূঃ বিঃ)

সাধন ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধান সাধনাঙ্গ শ্রবণাদি নয়টী বলিয়াছেন যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

ইহার মধ্যেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের শিক্ষায় বলিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২২।১২৮-১২৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু চরমে সমস্ত সাধনাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনাম সাধনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জানাইয়াছেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বশক্তি সমন্বিত ও নাম নামী অভিন্ন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেইত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৮, ৯, ১১, ১৪)

জড় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাতীত 'অধোক্ষজ' শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা অনন্যা ভক্তিতেই বশীভূত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ স্বয়ং বারংবার এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রিয়তম উদ্ধবকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব, প্রদীপ্তভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাংখ্য-জ্ঞান, বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না।

"অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

(ভাঃ ৩।৩৩.৭)

দেবহূতি পুত্র কপিলদেবকে বলিতেছেন—হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন সুতরাং তাঁহারা আর্য্য মধ্যে পরিগণিত।

"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥"

(ভাঃ ৭।৯।১০)

কৃষ্ণ পাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশ গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি, কেননা তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমান বিশিষ্ট অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

"ন মেহভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম ॥"

(শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিলাস)

অভক্ত চতুর্ব্বেদপাঠী ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহে, কিন্তু আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও আমার প্রিয়। ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং তাঁহা হইতে তাঁহার প্রসাদ গ্রহণীয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইলেও আমার ন্যায় ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥

(চৈঃ চঃ মৃঃ অঃ ৪,৬৬-৬৭)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥"

(গীঃ ৮।১৪)

অর্থাৎ যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত-যোগিদিগের পক্ষে সুলভ।

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥"

(গীঃ ৮।২২)

সেই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পরম-পুরুষ অনন্য-ভক্তি লভ্য। হে পার্থ, সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়া ভূত সকল বর্ত্তমান।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

(গীঃ ৯।২২)

যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমার চিন্তা পোষণ ও ভজন করেন, সেই সকল একনিষ্ঠ ভক্তের ভরণপোষণ ও সংরক্ষণের ভার আমিই বহন করিয়া থাকি।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

(গীঃ ৯।২৬)

প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক স্বীকার করি।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

(গীঃ ৯.৩৪)

হে অর্জ্জুন, তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, তোমার শরীরকে আমার ভক্তি যজন ও প্রণতিতে নিযুক্ত কর, তাহা হইলেই মৎপরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ করিবে।

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

(গীঃ ১০।১০)

নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেম যোগ দান করি। তাহা দ্বারা তাঁহারা আমার পরমানন্দ ধামকে লাভ করেন।

"ময্যাবেশ্যমনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"

(গীঃ ১২।২)

যাঁহারা নির্গুণ শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্ত-ব্যক্তিই সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তি-রেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।

(শ্রুতি-বচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

(মুণ্ডক ৩।২।৩ ; কঠ ২।২৩)

এই পরমাত্মাকে বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণা শক্তি অথবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই এক-মাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন এবং তিনি যাঁহাকে নিজের আশ্রিত বলিয়া গ্রহণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীপাদের শিক্ষায় বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটী-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটী মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

(চৈঃ চঃ মঃ মঃ ১৯।১৪৭-১৪৯)

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥"

(তন্ত্রবাক্য)

উপরিউক্ত প্রমাণ সকল দ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগ হইতে ভক্তিযোগেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রেই কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি বিচারে শেষ মীমাংসায় সাধন পরাকাষ্ঠারূপে কেবলা ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

[বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ১০৬বর্ষ পূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিপূজা তদীয় প্রিয় অধস্তন পার্ষদ নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ২২ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৬ ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন বৃন্দাবনস্থ প্রাচ্য দর্শনানুশীলন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ। নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরম পুজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের লিখিত নিবেদন তথায় পঠিত হয়। বিস্তৃত সংবাদ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলীতে তদীয় শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসবে

॥ নিবেদন ॥

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতি বিদিতো গৌড়ীয়গুর্ব্বন্বয়ে
ভাতো ভানুরিব প্রভাতগগনে যো গৌরসংকীর্ত্তনৈঃ।
মায়াবাদ-তিমিঙ্গিলোদরগতানুদ্ধৃত্য জীবানিমান্
কৃষ্ণপ্রেম-সুধাব্ধি-গাহনসুখং প্রাদাৎ প্রভুং তং ভজে।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

অদ্য মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথি। শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-রামানন্দ-হরিদাসাদি-পার্ষদগণ-পরিসেবিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলার পীঠস্থানে তথা পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম-শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যধারায় নবযুগ-প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবচূড়ামণি পরমহংসবর ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদের যে দিব্যভজনময় গৃহ আলোকিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিমলাপ্রসাদরূপে শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সেই শ্রীজন্মভূমি—শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের পরমপবিত্র তীর্থস্থান। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্ব আজ তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যাদি অনুগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা যেভাবে শ্রীগৌরবিহিত মহা-সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত—প্লাবিত তাহাতে "হ্যুৎকলে পুরু-ষোত্তমাৎ" এই প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবাক্যের উদ্দিষ্ট মহাপুরুষই যে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, তাহা সন্দেহাতীত ভাবেই সুধীজনের বোধগম্য হইয়াছে; অতএব এ বিষয়ে নূতন করিয়া আর কি বলিব!

আজ এই মহাপীঠে সেই শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সরস্বতী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-মহামহোৎসব সংকীর্ত্তন-মুখে উদ্‌যা-পনের জন্য তাঁহারই পারমার্থিক পুত্রপৌত্রাদি বৈভবগণ সম্মিলিত হইয়া যে শ্রীহরিকীর্ত্তনময় আনন্দ কোলাহলে

ত্রিভুবন পরিপূরিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত সাক্ষাদ্ভাবে যোগদানে অক্ষম হইলেও অন্তরে পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের পরমসুহৃৎ সতীর্থপ্রবর ও শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম বিশেষ স্নেহভাজন পার্ষদ অসাধারণ সেবোদ্যমের মূর্ত্তবিগ্রহ (শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় ভ্যাল্‌কানিক্ এনার্জ্জী বিশিষ্ট সেবকোত্তম) শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, যিনি বহুদিন হইতেই পরমাগ্রহে ও আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ এই অপ্রাকৃত পীঠস্থানের সমুজ্জ্বল সেবা-প্রকাশ সম্ভব করিয়া আমাদিগকে এইস্থানে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব আরাধনার পরম সুযোগ প্রদানপূর্ব্বক লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া সেবা-সঙ্গ প্রদান করিলেও আজ তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ ও দর্শন-বঞ্চিত-হৃদয় স্বতঃই বেদনার্ত্ত হইয়া পড়িতেছে। তথাপি আজকের এই মহদনুষ্ঠানে তাঁহার সুযোগ্য স্নেহ-ভাজন অনুচরগণের সেবা-প্রচেষ্টায় তাঁহারই উপস্থিতি অনুভব করিতে করিতে বিরহ-মিলনরূপ অনির্ব্বচনীয় বিপ্রলম্ভ-রসোপলব্ধি লাভ করিয়া ধন্যবোধ করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের যে-সমস্ত ভাগ্যবান্ পার্ষদগণ ও ও সুকৃতিমান্ ভক্তগণ আজ সাক্ষাদ্ভাবে সমুপস্থিত থাকিয়া এই মহামহোৎসবে সর্ব্বতোভাবে যোগদান ও আনুকূল্য-বিধান করিতেছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জয়!

অমলোৎকল-বিমলোৎসব পুরুষোত্তম-জননম্
পতিতোদ্ধৃতি-করুণাস্তুতি-কৃতনূতনপুলিনম্॥
মথুরাপুর-পুরুষোত্তম-সমগৌরপ্রকটনম্।
হরিকামক-হরিধামক-হরিনামক-রটনম্॥
শুভদোদয়দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্॥

মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতিথি
৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ খৃঃ

শ্রীচৈতন্যজনকিঙ্করাভাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর

All Glory to Sree Guru & GauranGa

Humble Oblation to the Lotus-Feet of the

Most Revered All Merciful Param Gurudeva
108 SREE SREEMAT BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMI
PRABHUPAD
In His 106th Year-Ending Advent Anniversary at His
Birth-Site in Sree Purushottamdham

First I pay my innumerable prostrated obeisances to the Lotus-Feet of our Most Revered Gurudeva Om 108 Sri Srimat Bhakti Dayita Mabhav Goswami Maharaj Visnupad,-Founder-Acharya, All India Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation as well as

Revered Shiksha-Gurus—the favourite associates of Sreela Prabhupad for their causeless mercy unto us to confer us eligibility and strength to feel the glories of Sreela Prabhupad for purification of our minds and attainment of the highest goal of life.

Most Revered Param Gurudeva Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad appeared in the year 1874 A. D. on Friday 6th February corresponding Bengali Calendar year 1280 Maghi Krishna Panchami Tithi 25th Magh at the lap of Sree Bhagawati Devi with radiation of transcendental effulgence of beauty and amidst incessant chanting of Sree Harinam inside the house of Sreela Bhaktivenode Thakur at this memorable sacred place in Sree Purushottamdham where Sree Chaitanya Gaudiya Math Institution is now established. Many holy unusual signs were seen in the body of the baby when he was born. When the child was only six months old, the Chariot of Sree Jagannath Deva came upto the gate of the house of Sreela Bhakti Venode Thakur and did not move for three days till the boy stretched his hands towards Sree Jagannath Deva and got the wreath of blessings from Him. The inundation of the whole world with Harinam Sankeertan through wide preaching of the disciples and grand disciples of Sreela Prabupad has proved beyond doubt that the target of the dictum of Padma-Puran—"Hyutkale Purushottamat" is this Great Acharyya after Whose advent the effectiveness of the dictum is seen to be materialised.

After the disappearance of Lord Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu, His associates and their immediate suceessors, an era of darkness discended in the spiritual horizon of Gaudiya Vaisnavism. The unadulterated devotional-cult of Sree Chaitanya Mahaprabhu was misrepresented and different sectarian views cropped up marring the dignity of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu's teachings. In fact the educated section of the society had the repulsive notion about Vaisnabism that this cult wast for the vulgar and the unchaste and as such they could not embrace it. Seeing the sad plight of the people Sree Chaitanya Mahaprabhu, the Most Munificent Supreme God, out of His causeless Mercy, sent His own men—Sree Thakur Bhaktivenode in household order and Sree Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad in ascetic order to rescue the people from darkness and show the actual path of bliss. Sree Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad actually took up the task started by Thakur Bhaktivenode and propagated the theachings of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu in its true perspective by leading an ideal life in an undaunted spirit and founded the world-wide Sree Chaitanya Math, Sree Gaudiya Math and Gaudiya Mission Organisation. After the disappearance of Sreela Prabhupad His disciples are now stirring the whole world with their mission of Krisna Consciousness movement.

We have been brought nearer by science physically but our hearts are apart now. Cultivation of love can remove this distance between hearts. Sreela Prabhupad preached the Doctrine of Divine Love of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu. Love for Sree Krishna—the Absolute Whole will foster love for all. Non-violence is automatic in the culture of pure love. Love of God is the greatest spiritual force on earth which can bring unity of hearts among all human beings. Cultivation of love for Sree Krishna

—"Krisnaprema" is to be widely propagated for bringing abiding peace in the hearts of the people which is the basis for progress of human civilisation. Amongst all spiritual practices Nama-Sankirtan is the best and most effective sadhan to attain "Krishnaprema" in "Kaliyuga." This spiritual practice of "Namasankirtan" is a universal religion under which banner people of all sects and rank can unite.

If Thakur Bhaktivenode and Sreela Saraswati Goswami Prabhupad would not have appeared in the world, we would not have got the opportunity to uderstand the super-excellence and highest philosophical significance of the teachings of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu. So the whole world is indebted to these gigantic Spiritual Personalities for their unparallel contribution.

At the end I again bow down to the Lotus Feet of our Most Revered Gurudeva, by Whose long untiring persistent efforts, the birth-place of Sreela Prabhupad has been recovered and we are getting the opportunity of offering our humble oblations to the Lotus Feet of Sreela Prabhupad at His holy birth-site. We are unfortunate that we are deprived of seeing our Gurudeva in Person here in this Holy Function and hearing from, His lips His inspiring valuabie instructive words. We pray to His Lotus Feet from the core of our hearts to pardon us for our innumerable frailties and offences we might have committed at His Lotus Feet.

Sree Vyasapuja Tithi
Sree Chaitanya Gaudiya Math
Grand Road, PURI (Orissa)
6th February, 1980

Unworthy Servitor
BHAKTI BALLABH TIRTHA
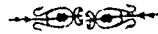
বিরহ-সংবাদ

শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ তীর্থ মহারাজ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সতীর্থ এবং কলিকাতা (বেহালা) ও খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত সন্ন্যাসী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ তীর্থ মহারাজ বিগত ২৭শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় কলিকাতায় শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে শ্রী পি, বি, সারঙ্গি নামে পরিচিত ছিলেন। রেলওয়ে পুলিশ বিভাগে সিকিউরিটি অফিসারের কার্য্য করিতেন। তিনি জামসেদপুরে অবস্থান করতঃ আদর্শ গৃহস্থ ভক্তরূপে নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতেন এবং মঠের বিভিন্ন সেবায় নিজ সামর্থ্যানুসারে সাহায্য করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং সর্ব্বপ্রকারে সম্মানিত ব্যক্তি হইয়াও নিরভিমানী স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারের দ্বারা তিনি সমস্ত বৈষ্ণবগণের প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে নিরন্তর ভগবদারাধনার অভিপ্রায়ে গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ কলিকাতা (বেহালা) স্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমে সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে সকল ভক্তগণ বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। অন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬-৫৯০০

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উক্ত পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যয়নপরিনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

১। প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

২। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত— ভিক্ষা '৮০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, '৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১'০০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, '৮০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১'০০

(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬'০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২'০০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১'৫০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, '৭৫

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, '৮০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — ভিক্ষা ৭'৫০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ১'৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ২'০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — ,, ১২'০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, '৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — ,, ২'০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ১'৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ২'০০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ১'০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৯৪ ; বঙ্গাব্দ—১৩৮৬-৮৭

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসব-নির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ১৭ ফাল্গুন (১৩৮৬), ১ মার্চ্চ (১৯৮০) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—১'৪০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত— '৩০ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

চৈত্র
১৩৮৬

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮৬
২৮ বিষ্ণু, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, শনিবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৮০ | ২য় সংখ্যা

ভক্তিবিরোধিচেষ্টা ছয়টী

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

জ্ঞানিগণের অতিরিক্ত জ্ঞানসংগ্রহ, কর্ম্মফলবাদিগণের ফলসঞ্চয়, অন্যাভিলাষিদিগের অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। জ্ঞানিগণের জ্ঞানাভ্যাস বিধি, কর্ম্মীর তপস্যা ব্রতাদি, অন্যাভিলাষীর স্ত্রীপুত্রদ্রবিণাদিবিষয়েই প্রয়াস। জ্ঞানিগণের শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাজন্য পাণ্ডিত্য, কর্ম্মিগণের অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়প্রীতিমূলক বাক্যাবলীই প্রজল্প। মুক্তিপ্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান-শাস্ত্রের নিয়মাবলী গ্রহণে আগ্রহ। ইহামুত্র সুখভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশে প্রয়োগ শাস্ত্রের নিয়মের প্রতি আসক্তি, তাৎকালিক সুখ প্রাপ্তির উদ্দেশে ইউটিলিটেরিয়ান্‌দিগের ন্যায় নিজ অবস্থোচিত বিধির প্রতি মর্য্যাদা স্থাপনই নিয়মাগ্রহ। ভক্তিলাভের নিয়মাদিতে উদাসীন। যথেচ্ছাচারকে অনুরাগমার্গ বলিয়া আপনার গর্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমানন করেন। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস। কল্যাণকল্পতরু—"মন, তোরে বলি এ বারতা। অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক-পা-য়, বিকাইলে নিজ-স্বতন্ত্রতা॥ সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি, করিবারে হইলে সাবধান। না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা, নিজে কৈলে নবীন বিধান॥ পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া, নিজে অবতারবুদ্ধি ধরি। ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে, মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি॥ ফোঁটা, দীক্ষা, মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ। মহাজনপথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ॥ এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই, ইহকাল পরকাল যায়। কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে, দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥" "কি আর বলিব তোরে মন। মুখে বল 'প্রেম প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥ অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া। এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥ প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তাতে নৈলে অনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে। দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি, কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে॥ না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ। না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি, দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন। অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম, এই ফল নৃলোকে দুর্লভ।

কৈতবে বঞ্চনা-মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র, তবে প্রেম হইবে সুলভ॥ কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়। তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥" "কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম-প্রায়। চর্ম্মমাংসময়কাম, জড়সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥ জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম-মর্ম্ম, তাহার বিষয় মাত্র হরি। কাম আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্তপ্রায়, প্রেমে জাগাও কাম দূর করি॥ শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে, নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়। আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥ ইহাতে যতন যার, সেই পায় প্রেমসার, ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে। এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়, কামে প্রেম কভু নাহি লাগে। নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ। ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ এবং আশু ইন্দ্রিয় পরায়ণ লৌকিক সঙ্গই জনসঙ্গ। হরিজনসঙ্গ লাভ ঘটিলে বিষয়ী-জনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। মুক্তি ও ভুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয়সুখ চেষ্টার বৃত্তিসমূহই লৌল্য। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য এই ছয় প্রকার সাধনদ্বারা কৃষ্ণানুগত্য প্রবৃত্তি থাকে না। মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণের জন্য এইগুলি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি বৃদ্ধি হয় নতুবা কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রাগাত্মিকা ভক্তি)
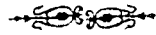
প্রশ্ন—রাগাত্মিকা ভক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর—"বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয়প্রেমাকারে 'রাগ' হয়। সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে, তদ্রূপ এস্থলে বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে এবং চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বলা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায় ; কৃষ্ণভক্তি যথা সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। * * কৃষ্ণলীলায় লোভই রাগাত্মিক ভক্তিতে ক্রিয়া করে।"

—জৈঃধঃ ২১শ অঃ

প্রঃ—রাগাত্মিকা ভক্তির স্থিতি কোথায় ?

উঃ—"ব্রজবাসিভক্তজনের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নামই রাগানুগা ভক্তি।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ' ; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (সেই রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন। ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।"

—আঃপ্রঃভাঃম ২২।১৪৫, ১৩৬-১৫০

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani.'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly.
3 & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary.
Nationality	Indian.
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 29. 3. 1980

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা—২৬
২৯।১২।৭৫

স্নেহভাজনেষু,—

* * * তুমি শ্রীমান্ * * * ব্যবহারে কিছু দুঃখ লাভ করিয়াছ জানিলাম। সে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং যদি তোমার কোন ত্রুটির জন্য তোমাকে তিরস্কার করিয়া থাকে বা মৃদু শাসন করিয়া থাকে তজ্জন্য তোমার অধিক দুঃখ করা উচিত নয়। কারণ সে তোমাকে হিংসা করে না, তোমার হিতই কামনা করে, মঠের সেবার ত্রুটি দেখিয়া সে বা শ্রীপাদ...প্রভু না বলিলে কে তোমাদের সংশোধিত করিবে। তদুপরি সবটাই করুণাময়

শ্রীহরির ব্যবস্থা, পরস্পরের কল্যাণের জন্য বুঝিতে পারিলে দুঃখ হইবে না অধিকন্তু ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইয়া চলিতে পারিবে।

কখনও নিজের ইচ্ছামত একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে চেষ্টা করিবে না। মঠের দায়িত্ব যাহাদের উপর থাকে তাহারা যখন যাহাকে অন্য মঠে পাঠাইবে তখন অসংকোচে তথায় যাওয়া ভাল। স্বেচ্ছাচারিতা কাহারো পক্ষে সমীচীন নয়। জাগতিক নীতি এবং পারমার্থিকনীতি উভয়েরই মর্য্যাদা দিয়া চলিতে পারিলেই বুদ্ধিমত্তা হয়।

তোমাদের কাহারো বিশেষ কোন অসুবিধা হইলে আমাকে জানাইবে, আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিকারের যত্ন যথাসময়ে করিব।......

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * * *

(৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ—শ্রীমায়াপুর,
নদীয়া
১৭।৬।৭৬

স্নেহভাজনেষু,—

* * * শ্রীমান্ বৃন্দাবন মঠ হইতে পলাইয়া বোধহয় মহাবনে গিয়া আরাম করিতেছে।...... পত্র লিখিয়া জানিবে যে শ্রীমান্ মঠের মঠরক্ষকের আদেশ না লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে কি' না অথবা তাহাকে বৃন্দাবনে পাঠান হইবে কি'না পত্র মাধ্যমে জানাইবে। অর্থাৎ ....প্রভু, মহারাজগণের অনুমতি লইয়া আসিয়া থাকে অথবা মঠের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে তাহাকে তথায় এখন রাখিতে পার নচেৎ নিজের খেয়াল খুশিমত যখন যেখানে খুশি যাইবে অথবা নিজের খেয়াল খুশিমত মঠের কার্য্য করিবে বা বলিলেও করিবে না এরূপ হইলে তাহাকে নিজের গৃহে যাইয়া হরিভজন করিতে ও পিতামাতাদির সেবা করিতে বলিবে। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদের জন্য মঠে স্থান হইবে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমান্ গৌরদাস কলিকাতা মঠে গুরুতর অন্যায় করার দরুণ আমি তাহাকে একবৎসরের জন্য গৃহে যাইয়া পিতামাতার সেবা করিতে, সংযত জীবন যাপন করার অভ্যাস করিতে এবং বৈষ্ণব সদাচার পালন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া মঠ হইতে তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া ছিলাম, কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কাহাকেও না বলিয়া বা অনুমতি না লইয়া মঠে থাকিতে আসিলেই তাহাকে মঠে রাখা যাইবে না। সে বহুবিধ কাজের যোগ্য সেবক ইহা আমি জানি। তাহাকে যথেষ্ট স্নেহও করিতাম। আমার স্নেহ তাহাকে সংশোধন করিতে পারে নাই বলিয়া আমি নিজেই অনুতপ্ত। তাহার দুরাচার প্রকৃতির প্রশ্রয় মঠে কিছুতেই দেওয়া যাইবে না। কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী সাধকের পরম শত্রু,—ইহা দমনের চেষ্টা যদি সাধকের মধ্যে না থাকে তবে তাহার সাধকরূপে মঠে বাস করা সম্ভব নয়। বদ্ধজীবের অথবা অনর্থগ্রস্ত-সাধকের কখনও ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে পারে, কিন্তু যদি সংশোধনেচ্ছু হয় এবং ভক্ত ও ভগবানের সেবা করে এবং নিয়মিত সংখ্যা রাখিয়া নিষ্কপটে 'হরিনাম' করে তাহা হইলে উক্ত

সাধকের ত্রুটিগুলি ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি ভোগের মতলব লইয়া সেবার ছলনা করিয়া মঠে বাস হয়, তবে তদ্দ্বারা শীঘ্র চিত্ত বিশোধিত হইবে না। তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাদি কোনটাই প্রশমিত হইবে না। আমার এই কথাগুলি লোকের সমক্ষে তাহাকে না বলিয়া একান্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং বুঝাইয়া বলিবে। আমার বিবেচনায় এইভাবে ভ্রমণ অথবা থাকা অপেক্ষা গৃহে যাইয়া পিতা-মাতার সেবা করিলে এবং ভ্রাতার সহিত ঝগড়া না করিয়া কিছুদিন সংযত জীবন যাপনের অভ্যাস করিলে বৎসরকাল পরে হৃদয়ে কিছু নির্ব্বেদ আসিলে পুনঃ মঠে আসিলে মঠে থাকা ভাল হইবে।...

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

ভক্তির অবিচিন্ত্য শক্তি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক শ্রীহরিগুণকীর্ত্তনের জন্য প্রার্থিত হইয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী (ভাঃ২।৪) বলিতেছেন— শ্রীভগবান্‌কে জানিবার একমাত্র বর্ত্ম বা পথ যে ভক্তিযোগ, তাহা যোগিগণেরও দুর্জ্ঞেয়—'অনুপলক্ষ্য বর্ত্মনে'—'অনুপলক্ষ্যং যোগিভিরপি দুর্জ্ঞেয়ং বর্ত্ম ভক্তিযোগো যস্য তস্মৈ।' তিনি সম্যক্‌ প্রকারে ভবদুঃখবিনাশকারী— 'অসম্ভবায়'—'সম্যগ্‌ ভবদুঃখ নিবর্ত্তকায়'। তিনি অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বপুবিশিষ্ট—'অখিল সত্ত্বমূর্ত্তয়ে'—'খিলং নিকৃষ্টং প্রাকৃতং সত্ত্বং ; অখিলং প্রকৃষ্টং অপ্রাকৃতং সত্ত্বম্‌; শুদ্ধসত্ত্বমেব মূর্ত্তিঃ শরীরং যস্য তস্মৈ।' তিনি কুযোগী অর্থাৎ ভক্তিহীন মানবগণের নিরন্তর দুর্ব্বিজ্ঞেয় —'বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্‌'—'কুযোগিনাং ভক্তিহীনানাং বিদূরা কাষ্ঠা দিগপি যস্য তস্মৈ' (কাষ্ঠা উৎকর্ষে স্থিতৌ দিশীতি। মর্য্যাদা ধারণা স্থিতিরিতি চামরঃ।—ভাঃ ১১।১।২৩ বিশ্বনাথ); তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই— 'নিরস্তসাম্যাতিশয়েন'। তিনি সেই 'রাধসা' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা, 'স্বধামনি' অর্থাৎ মথুরামণ্ডলে, 'ব্রহ্মণি' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে ('তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্‌ ব্রহ্ম-গোপাল পুরী হি' ইতি গোপাল তাপনী শ্রুতেঃ। অত্র 'রাধসা' ইতি ঐশ্বর্য্যম্‌, 'রংস্যতে' ইতি মাধুর্য্যম্‌।) —ব্রহ্মস্বরূপ গোপালপুরে নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তাঁহাকেই নিত্য নমস্কার। তিনি এতাদৃশ অনন্ত— অবিচিন্ত্য—অবিতর্ক্য তত্ত্ব হইলেও—

> "যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
> যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্‌।
> লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
> তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥"
>
> —ভাঃ ২।৪।১৫

অর্থাৎ 'যাঁহার বিষয় কীর্ত্তন ও স্মরণ, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার বিষয় শ্রবণ এবং যাঁহার অর্চ্চন সদ্য সদ্যই লোকসমূহের সকল অনর্থ বিনাশ করে, সেই সুমঙ্গলকীর্ত্তি মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—'তৎপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধকং কল্মষং তৎকীর্ত্তনাদিভিরেব নশ্যতি' অর্থাৎ সেই শ্রীভগবানের প্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক যাবতীয় কল্মষ তাঁহার কীর্ত্তনাদি দ্বারাই সমূলে বিনষ্ট হয়। যদীক্ষণং অর্থাৎ যাঁহার প্রতিমাদি অবলোকন—"জগন্নাথ প্রতিমাদিষু ঈক্ষণং" (জগন্নাথাদি শ্রীমূর্ত্তির দর্শন—'ভক্তিরত্নাবলী')

লোকস্য মনুষ্যমাত্রস্য প্রাণিমাত্রস্য ইতি বা অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই অথবা প্রাণিমাত্রেরই পাপাদি কলুষরাশি সদ্যঃ সদ্যঃ সমূলে বিনষ্ট হয়। "অন্যেষাং যজ্ঞদেবাদীনাং কীর্ত্তনাদি মাত্রং ন তথা সর্ব্বস্য সদ্যঃ সুমঙ্গলম্" (শ্রীভক্তিরত্নাবলী) অর্থাৎ অন্য যজ্ঞদেবাদির কীর্ত্তনাদি-মাত্রে সেই প্রকার সকলের সদ্য সুমঙ্গল লাভ হয় না।

শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে শরণাগতি মাত্রেই, তাঁহার লীলা শরণাগতের হৃদয়ে শীঘ্র স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীগীতায় সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্ববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইবার কথা বলা হইয়াছে। পরমমঙ্গলময় পথ শরণাগতিমূলা ভক্তি, সেই ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পথ অবলম্বন করিয়া কেহই প্রকৃত মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না, 'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য' ইত্যাদি শ্লোকে তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার কৃপা অঘটনঘটন-পটীয়সী—দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী—অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া দেন। পরম করুণাময় সেই শ্রীহরির শুদ্ধভক্ত সদ্-গুরুর চরণাশ্রয় মাত্রেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মগত সকল কর্ম্মদোষ, দুর্জ্জাতিকল্মষরূপাদি সকল দোষ নিঃশেষে দূরীভূত হইতে পারে—

"কিরাত-হূণান্ধ্র পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীর-শুহ্মা-যবনাঃ-সাদয়ঃ।
যে হন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

[অর্থাৎ "কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল লোক জাতিগত পাপে দুষ্ট এবং যাঁহারা কর্ম্মতঃ পাপযুক্ত, তাঁহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবতস্বরূপ সদ্গুরু-চরণাশ্রয় মাত্রেই জাতিগত ও কর্ম্মগত সকল দোষ হইতে শুদ্ধি লাভ করেন, সেই স্বাভাবিকী প্রভুতাসম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার।"]

[**কিরাত**—"অসভ্য ব্যাধ জাতিবিশেষ। 'কির' অর্থাৎ শূকরাদিকে হনন করে বলিয়া কিরাত সংজ্ঞা প্রাপ্ত। মহাভারত সভাপর্ব্বে (২৬।৯) পাওয়া যায়—প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত চীন ও কিরাত সৈন্যসহ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।" **হূণ**—"ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ।" **আন্ধ্র**—"অন্ত্যজ জাতিবিশেষ, বিষ্ণু-পুরাণ ও মৎস্যপুরাণে উহাদের উল্লেখ আছে।" **পুলিন্দ**—"ভারতবর্ষে আদিম অসভ্য জাতিবিশেষ। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়—বিশ্বামিত্রের অভি-শপ্ত পতিত পুত্রগণ হইতেই পুলিন্দ জাতির উৎপত্তি। বায়ুপুরাণে, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে পুলিন্দ জাতির উল্লেখ আছে।" **পুক্কশ**—"মনু বলেন— (মনু সং ১০।১৮) নিষাদ হইতে শূদ্রাগর্ভজাত জাতিবিশেষ।" **আভীর**—"সঙ্কীর্ণ জাতি বিশেষ, বিষ্ণু পুরাণে ইহারা ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া বর্ণিত। কোনও মতে গোয়ালা। আভীর শব্দের অপভ্রংশ আহীর।" **শুহ্ম**—"শুহ্ম-দেশবাসী যবন জাতিবিশেষ। সাঁওতাল।" **যবন**—"যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু। যযাতির অভিশাপ-ক্রমে অবরত্বপ্রাপ্ত তুর্ব্বসুর বংশই যবন। যথা মৎস্যপুরাণে—

যদোস্তু জাতা যদবস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ সুতাঃ।
দ্রুহ্যোস্তু তনয়া ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥

খস—ব্রাত্যক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ। মনু (মনু সং ১০।২২) বলেন—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥

অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামক পুত্র জন্মে।

'আভীর' সম্বন্ধে মনুসংহিতায় (১০।১৫) উক্ত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণাদম্বষ্ঠকন্যায়াং আভীরো নাম জায়তে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা অম্বষ্ঠ কন্যাতে জাত পুত্রকে আভীর বলা যায়। কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ামুৎপন্না অম্বষ্ঠা তস্যাং ব্রাহ্মণাদাভী-রাখ্যো জায়তে।" মনুসংহিতা ১০।৮ সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

অর্থাৎ পরিণীতা বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলা যায়।

টীকাকার কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন,—"কন্যা গ্রহণাদত্র উঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যম্। * * ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াং উঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে।"

(ব্রাহ্মণাৎ) শূদ্রকন্যায়াং নিষাদঃ। (ঐ মঃ সং ১০।৮)

কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন—(ব্রাহ্মণাৎ) শূদ্রকন্যায়ামূঢ়ায়াং নিষাদ উৎপদ্যতে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্র গর্ভজাত সন্তানকে নিষাদ বলা যায়।

'কন্যা' শব্দ গ্রহণ-হেতু পরিণীতা বলিয়া বুঝিতে হইবে।]

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ৯।৩২ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখে বলিতেছেন—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

[অর্থাৎ "হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রী সকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা গতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতিবর্ণাদি সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই।"]

ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন—

"এবং কর্ম্মণা দুরাচারাণামাগন্তুকান্ দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়তীতি কিং চিত্রম্? যতো জাত্যৈব দুরাচারাণাং স্বাভাবিকানপি দোষান্ মদ্ভক্তি র্ন গণয়তি।" পাপযোনয়ো অন্ত্যজা ম্লেচ্ছা অপি।"

[অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—এই প্রকারে কর্ম্মগত দুরাচারগণের আগন্তুক দোষসমূহকে যে আমার ভক্তি গণনাই করেন না, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? জাতিগত দুরাচারগণের স্বাভাবিক দোষসমূহকেও আমার ভক্তি গণনা করেন না। পাপযোনি বলিতে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণও।]

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম উপরিউক্ত কিরাতাদি ভাগবতীয় শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"ভক্তজীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধনভক্ত্যঙ্গের পরম মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন না, তাঁহাদিগের ভগবদ্ ভক্তিতে কোনও কালে অধিকার হয় না। আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার, প্রতিষ্ঠা (তপস্যা-পরায়ণ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্ম্মিগণ, মনস্বী যোগিগণ, সদাচারী পুরুষগণ, প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিগণ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্ত্তৃগণ) প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমূহ এবং শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সুফল প্রসব করিতে পারে না। * * যিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপদান্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারই কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা লাভ ঘটে। আংশিক আদানপ্রদানে 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হওয়া যায় না। সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক বিচ্যুতি ঘটে। * * শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-ভরদ্বাজসংহিতা-বাক্য এই যে,—"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥" ব্রাহ্মণেতর বহির্ম্মুখজন্মলব্ধ পাপিগণ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়েই সংস্কার লাভ করেন। সংস্কার লাভ করিলে তাঁহারা আর অশুদ্ধ থাকেন না। যামল বলেন—"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥" কলিকালে কেহই আপনাকে কিরাতাদি পাপযোনিসম্ভব বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত হন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি পরিচয়ও শুদ্ধ নহে। শূদ্র ও অন্ত্যজসামা হইলেও অনধিকারী, আশ্রয়গ্রহণফলে শ্রীগুরুকৃপালব্ধ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ইহজন্মেই সবন-যজ্ঞাধিকার লাভ করেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা ব্যতীত সুজাতি পরিচয় মাত্রে তাঁহাদিগের শুদ্ধি হয় না। বৈষ্ণব গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়েই শুদ্ধি। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ঠাকুর বলেন—(ভাঃ ২।৪।১৮ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা দ্রষ্টব্য)—ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অনভিজ্ঞজন দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাঁহার দীক্ষার পূর্ব্বের পরিচয়ে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক বিচারে তাঁহার পূর্ব্ব দুর্জ্জাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। দীক্ষিত ব্যক্তিতে জাতিসামান্য বিচার, দ্রষ্টার পাতিত্যের কারণ। তাহাতে দীক্ষিত গর্হিত হন না, বৈষ্ণব-

নিন্দাকারী অনভিজ্ঞতাবশে প্রায়শ্চিত্তার্হ মাত্র। ভগবানের গৌণবিধি বলে পাপপুণ্য বিচারে জীবের গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ। যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার সেবায় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, সেই বর্ণাশ্রমাতীত দীক্ষিত বৈষ্ণবকে যাঁহারা সাধারণ পাপপুণ্যজীবী মানবের সহিত সমজ্ঞান করেন বা তদপেক্ষা হেয় মনে করেন, তাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুর কোন সন্ধানই পান নাই। যে ভগবান্ স্বীয় ভক্তকে শ্রীগুরুদেবরূপে প্রপঞ্চে পাঠাইয়া পতিত জীবকে উদ্ধার করেন এবং সেই পতিত জীব প্রাগশুদ্ধ (প্রাক্+অশুদ্ধ) ভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে ভগবদ্ ভজনে প্রবৃত্ত হন, সেই সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার করি।"

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুর্ব্বুষু নরমতি বৈঁষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্ত বা নারকী সঃ।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অনুশীলনীয়।

ভক্তির প্রারব্ধ পাপপরিহারিত্বাদি সম্বন্ধে "যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্", 'অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্' (ভাঃ ৩.৩৩।৬-৭) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এতৎসহ আলোচ্য।

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরহরি তৎপ্রিয়তম শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪ ৬৬-৬৭

"প্রভু কহে—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১-১৯৪

[অর্থাৎ যে কালে (যাদৃচ্ছিক মদ্‌ভক্তকৃপাপ্রসাদক্রমে) মনুষ্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহিত যাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎস্বরূপভূত—মন্ত্রোপদেশক গুরুপাদপদ্মে 'যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্॥' (হে নাথ, ইহলোকে এবং পরলোকে 'আমি' ও 'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদয়ই অদ্য ভবদীয় পদারবিন্দে সমর্পণ করিলাম।) —ইহা বাক্য ও মন দ্বারা বলিতে বলিতে ও চিন্তা করিতে করিতে অহন্তাস্পদ ও মমতাস্পদ যথা সর্ব্বস্ব নিবেদন করেন, তৎকালে তিনি আমা কর্ত্তৃক বিশিষ্ট কর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করতঃ 'আত্মভূয়ায় স্বভৃত্যৈ কল্পতে যোগ্যো ভবতি'—আমার ভৃত্য হইবার যোগ্য হন এবং 'চ'কার দ্বারা তাহার অননুসংহিত ফলস্বরূপ প্রেমবৎ পার্ষদত্ব পর্য্যন্ত লাভ করেন।]

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ উপরিউক্ত পয়ার ও শ্লোকের তৎপ্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীনয়নানন্দভাষ্যে ভাঃ ১১।২৯।৩৪, ১১।২৫।৩২, ভাঃ ৫।১২।১১ ও ভাঃ ১।৬।২৯ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ টীকা এবং বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ১।৩।৬১ ও ২।৩। ১৩৯ শ্লোকের শ্রীসনাতন টীকা উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

"দীক্ষার সময়ে ভক্ত ভগবন্মন্ত্র উপদেষ্টা গুরুরূপী ভগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মসম অর্থাৎ তাঁহার সেবাযোগ্য করিয়া নেন এবং সেই দেহ সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ অপ্রাকৃত করিয়া দিলে ভক্ত সেই অপ্রাকৃত দেহে তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন।" "স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়, ভক্তি সংসর্গেও তদ্রূপ সাধকের প্রাকৃত দেহ ইন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত হইয়া থাকে।" "সাধকের দেহ ইন্দ্রিয়াদি ত' ভক্তিপ্রভাবে অপ্রাকৃত হয়ই, এমনকি, অন্ন-জল-পত্র-পুষ্পাদি-ভগবৎসেবায় প্রাকৃত উপকরণসমূহও

ভক্তি সম্পর্কে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সাধকের সঙ্কল্পমাত্রেই অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামি পাদ বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩৯ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—"পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ" অর্থাৎ ভক্তিরস্ফূর্ত্তি হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপ হইয়া থাকে। ঐ ১।৩।৬ শ্লোকে লিখিত আছে—"কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিক-বিস্মৃতেঃ। তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা॥" অর্থাৎ মর্ত্ত্য-লোকবাসী সাধকগণ যদি কৃষ্ণভক্তিরূপ সুধাপানহেতু অহন্তাস্পদ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ এবং তৎসম্বন্ধি মমতাস্পদ পুত্রকলত্রাদি ও বিষয় ভোগাদি বিস্মৃত বা অনুসন্ধানরহিত হন, তবে সেই সকল সাধকের পাঞ্চভৌতিক শরীরে সচ্চিদানন্দরূপতা সিদ্ধ হয়। উহার টীকায়ও লিখিয়াছেন—মর্ত্ত্যশরীরমপি সচ্চিদানন্দরূপেণ পরিণমেদিত্যর্থঃ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণ অপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু বুদ্ধ্যামহে" অর্থাৎ স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভক্তি সংসর্গেও সাধকের প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রিয়তম ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।২১

অর্থাৎ শ্রদ্ধা-জনিত অনন্যভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। আমাতে একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। (সম্ভবাৎ জাতি-দোষাদপীতি শ্রীস্বামি চরণাঃ তেন প্রারব্ধ পাপনাশকতা ভক্তে র্ব্বোধ্যতে—চঃ টীঃ—অর্থাৎ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'সম্ভবাৎ' শব্দে 'জাতিদোষ হইতেও' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তদ্ধেতু ভক্তির প্রারব্ধ পাপনাশকতা বোধগম্য হইতেছে।) শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিকে ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—এই ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়াছেন।

তবে এই ভক্তি 'উর্জ্জিতা' (ভাঃ ১১।১৪।২০)—প্রবৃদ্ধা বা কেবলা না হইলে তাহা শ্রীভগবান্‌কে লাভ করাইতে সমর্থা হয় না। অতিহীন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও এই ভক্তি পরায়ণ হইলে দ্বাদশ গুণোপেত ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় হন।

ভগবদ্‌ভক্তগণ পরম দয়াল—পর দুঃখ দুঃখী। যে সকল স্ত্রী ও শূদ্রাদি নীচ জন সর্ব্বদা হরিকথা শ্রবণ ও অচ্যুত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন হইতে দূরে অবস্থিত, তাদৃশ সকলেই ভগবদ্ ভক্তগণের অনুকম্পার পাত্র হয়—

"দূরে হরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যুত-কীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥"

—ভাঃ ১১।৫।৪

এই শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তি যেরূপ মানুষকে প্রকৃত শুদ্ধ করিতে পারেন, কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি কোন উপায়ই তাদৃশ সমর্থ নহে। ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাবৃন্দ এক সময়ে ভগবদ্দর্শন-লালসায় দ্বারকায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—

"শুদ্ধি র্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়ন দান তপঃ ক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥"

—ভাঃ ১১।৬।৯

অর্থাৎ হে জগদ্বন্দনীয়, হে পুরুষোত্তম, ভবদীয় বিমলকীর্ত্তি শ্রবণজনিতা প্রকৃষ্টা শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিষয় বাসনাসক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান এবং তপস্যা দ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জন-প্রসঙ্গে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোপরি জয়-গান করিয়াছেন এবং ইঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া ইহা হইতেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভের ভরসা দিয়াছেন। অন্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইলে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেই তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। বিশেষতঃ কলি-যুগে এই নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞই সর্ব্বযজ্ঞসার।

অস্মদীয় পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সপ্তাধিকশততম আবির্ভাববাসরে তদীয় শ্রীচরণসরোজে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

হে পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব !

আজ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের ২২ মাঘ শুভকৃষ্ণাপঞ্চমীতিথি। এই প্রকার পবিত্রতম দিবসের কোন এক শুভ লগ্নে এক-সিদ্ধমহাপুরুষের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত গৃহে এই পুরুষোত্তম-ধামে তুমি আবির্ভূত হইয়াছিলে। আমরা সেই শুভবাসর ও শুভলগ্নকে স্মরণ করি এবং বরণ করি।

এই ধামস্থিত যে গৃহখানি তোমার প্রকটলীলায় একদা আলোকিত হইয়াছিল, তাহা সুদীর্ঘকাল বহির্ম্মুখ-জনের বাস-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মর্ম্মবেদনার কারণ হইয়াছিল। পরে তাহা আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া পুনরুদ্ধার করিলে আজ সেই গৃহখানি ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহ হরিকীর্ত্তন মুখরিত হইয়াছে। বঙ্গ, উৎকল তথা সমগ্র ভারতের তোমার গুণমুগ্ধ অগণিত ভক্তবৃন্দ আজ তোমার আবির্ভাব পীঠে সমবেত হইয়াছেন তোমার শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য।

অতীব দুঃখের বিষয় দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এই মহদনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম। তোমার আবির্ভাব ধর্ম্ম জগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। তুমিই দেখাইলে "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" এই জগতে অধিকাংশক্ষেত্রে যাহা ধর্ম্ম নামে প্রচলিত, তাহা মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। তৎসমুদয় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক হওয়ায় সবই ছল ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপ্রিয়পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামিগণের অপ্রকট লীলা-ভিনয়ের পরবর্ত্তিকালে ধর্ম্মজগতে যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল, যাহার ফলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজেরও এক ঘৃণার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা তুমি নিজ মহিমায় অপসারিত করিয়া প্রকৃত আলোক জগৎকে প্রদর্শন করিলে জগদ্বাসী জানিতে পারিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বা নিম্ন-শ্রেণীর ধর্ম্ম নহে, ইহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম। শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-মার্গের তথা তথাকথিত ভক্তি মার্গাশ্রয়িগণের অপসিদ্ধান্ত ও অনাচারের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার পত্র-পত্রিকা-প্রকাশ, বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন, পূর্ব্বমহাজনগণ-রচিত অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ মুদ্রণ, অগণিত ভক্তিপ্রচারকেন্দ্র স্থাপন, বহু প্রচারকের দ্বারা সমগ্রবিশ্বে প্রেমধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলে, তাহা এক বিপ্লব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার তোমার ধর্ম্মজগতে এক অবিস্মরণীয় অবদান। প্রচলিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে জন্ম দ্বারাই জাতি নির্ণীত হইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতি নির্ণীত হয় তাহার গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা; ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধান হইলেও কেহ বিশ্বাস করিত না বা কার্য্যে পরিণত করিত না। সেই কারণে বহু ব্যক্তি হরিভক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া পারমার্থিক উন্নতির সুযোগ লাভ করিতে পারিত না। তুমিই সেই ভ্রম দৃঢ়তার সহিত অপনোদিত করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলতাৎপর্য্য যে হরিভক্তি, তাহা প্রদর্শন করিয়াছ।

তোমার গুণ কীর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমার বিন্দুমাত্র নাই। কেবলমাত্র যাঁহারা তোমার কৃপাভিষিক্ত, তাঁহারাই তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতে পারেন। আজ

তোমার এই শুভ আবির্ভাববাসরে তুমি যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছ, তাহাদের কয়েকটি মাত্র আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত স্মরণ করিতেছি,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ তুমি স্বয়ং আজীবন আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছ।

"প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবলকৈতব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত সেই সব॥
সেই দুটি কথা, ভুল না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম রব।
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ একাকার সব॥
কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই কি আর কহব॥
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দুয়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব॥" ইত্যাদি

তোমার এই শুভ আবির্ভাব বাসরে কি উপচারে তোমার পূজা করিব জানি না, কেবলমাত্র তোমার অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ ভক্তিপূরিত পুষ্পাঞ্জলি তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া এই প্রার্থনা করি যেন তোমার কৃপালেশ লাভ করিয়া এই দীন ব্যক্তি তাহার জীবন সার্থক করিতে পারে। ইতি—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পুরুষোত্তমধাম
১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, ২২ মাঘ

ভবৎকৃপালেশপ্রার্থী দীনসেবক
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে তদীয় ১০৬ বর্ষ পূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ-আচার্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও সেবাব্যবস্থায় বিগত ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৮খৃষ্টাব্দে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীশ্রীপুরীধামস্থ আবির্ভাবপীঠে তদীয় চতুরধিকশততম (১০৪) বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিতে তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত ও আশ্রিতাশ্রিত সারস্বত-বৈষ্ণবগণ তৎপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ১০৫ বর্ষ-পূর্ত্তি তিথিকেও পরমপূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের ইচ্ছা ছিল পুরীধামে ঐরূপ শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠান করা। কিন্তু আমাদেরই দুর্দৈববশতঃ আমাদিগকে সেই সেবাসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। পূজ্যপাদ মাধব দেব গোস্বামিপাদের সেই ইচ্ছা পূর্ত্তিকল্পে বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীপুরীধামে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠেই তাঁহার ষড়ধিক-

শততম (১০৬) বর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে সারস্বত বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও তাঁহার মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদন লীলাক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধাম গৌরগতপ্রাণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গৌরলীলা-বৈশিষ্ট্য-উদ্দীপক পরমরমণীয় ভজন-স্থান। এই স্থানেই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ-প্রবর শ্রীশ্রীস্বরূপ রামানন্দসহ গম্ভীরাভ্যন্তরে দিবারাত্র গম্ভীরার্থবোধক চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথ বল্লভ নাটক, কৃষ্ণকর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দ গ্রন্থপঞ্চকাবলম্বনে কেশশেষাদ্যগম্য অপ্রাকৃত ব্রজরসমাধুরী আস্বাদনের লীলাভিনয় করিয়াছেন, এই স্থানেই নীলাম্বুধিকে নীল-যমুনা ও চটকপর্ব্বতকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শনে মাথুর-বিরহ-কাতরা রাধাভাব বিভাবিত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু "কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥" বলিয়া কতই না কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলে বক্ষঃ প্লাবিত করতঃ কৃষ্ণান্বেষণ-লীলারূপ ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, এই স্থানেই গদাধর-প্রাণ সর্ব্বস্ব গৌরহরি গোপীনাথে আত্মসঙ্গোপনলীলা প্রকট করতঃ তাঁহার প্রিয়তম গৌড়ীয়গণকে অকূল-বিরহসমুদ্রে চির নিমজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষেত্রেই স্বরূপ রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া স্বয়ং মহাপ্রভু নিজমুখে 'নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়' বলিয়া জানাইয়া ভাগবত ধর্ম্মরহস্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—সাধ্যসাধন তত্ত্বের চরম আদর্শ মহাপ্রভু আচার-প্রচারমুখে এস্থানেই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপাশক্তি প্রভুপাদের এইস্থানেই আবির্ভাবলীলা। আবার তন্নিজজন মাধব গোস্বামি-পাদেরও সেই প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানটির উদ্ধারে ও সংরক্ষণে এত প্রযত্ন—এত উদ্যম—এত প্রাণান্ত পরিশ্রম—এত অকাতরে অজস্র অর্থব্যয়! তিনি আবার ইহা উদ্ধারকরতঃ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের আকর্ষণে তচ্চরণান্তিকে মহাপ্রয়াণকালে তৎপ্রিয়তম শ্রীমদ্ ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তেই এই স্থানের সেবাভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। তদীয় সুযোগ্য অধস্তনরূপে তীর্থ মহারাজ তদীয় গুরু-পাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারকল্পে শ্রীগুরুদেবের সতীর্থ-গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের এবং নিজ সতীর্থগণের সহায়তায় এবার প্রবল উদ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভা পীঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন।

এখান হইতেই 'হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনার্থ এবং এই পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বে "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" —এই শ্রীমুখবাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদনার্থ তন্নিজজন শ্রীল প্রভুপাদকে এখানে প্রকট করাইয়া তাঁহাতে স্বীয় শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন মহিমা আচার-প্রচারোপযোগী সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, তাই আজ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় প্রায় সমগ্র জগতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে, বিশ্বের আকাশ বাতাস সর্ব্বত্রই আজ নামগানে মুখরিত। মহাবদান্য মহাপ্রভুর নিজজন সেই বিশ্ববরেণ্য জগদ্‌গুরু প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠস্থানে তদীয় আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসবের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব মহাপ্রভুর নিষ্কপট ভক্তমাত্রেই ধারণা করিতে সমর্থ।

উৎসব ২১শে মাঘ (১৩৮৬), ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮০) মঙ্গলবার হইতে ২৬শে মাঘ, ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয়দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়। আমরা কলিকাতা হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় যাত্রা করিয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে পুরীধামে উপস্থিত হই। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য স্বয়ং, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও কএকজন ব্রহ্মচারিসহ ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে স্বাগত জানান। আমরা মঠে পৌঁছিয়া স্নানাদির পর শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাই। সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমণাদির পর ঐ মন্দির-প্রাঙ্গণে সভার

অধিবেশন হয়। আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়—এবার শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ প্রাচ্যদর্শনানুশীলন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ এবং শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক পাশ্চাত্ত্য-দেশে প্রেরিত শ্রীচৈতন্যবাণীর সর্ব্বপ্রথম প্রচারকবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার অভিনয় সত্ত্বেও কৃপাপূর্ব্বক এই দিবস-ষট্‌কব্যাপী উৎসবে যোগদান করতঃ আমাদিগকে নানাভাবে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি-দিবসের ভাষণই অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অধিবাস-সভায় তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, কলিকাতা দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ ও পূজনীয় সভাপতি মহারাজের ভাষণ হইয়াছিল। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজা শুভবাসরে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর মঙ্গলারতি, মন্দির পরিক্রমণ ও প্রভাতী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ আচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী ও তাঁহার জন্মলীলার কএকটি ঘটনা পাঠ করেন। অতঃপর বেলা ৯ ঘটিকায় শ্রীমঠের বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ বিরাট্ সভামণ্ডপের এককোণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৃহৎ আলেখ্যার্চ্চা সুসজ্জিত মঞ্চোপরি শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে সংস্থাপিত হইলে পূজ্যপাদ বন মহারাজ মহাসংকীর্ত্তন মধ্যে তাঁহার যথাবিধি পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। তৎপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চক, শ্রীসনকাদিপঞ্চক, শ্রীআচার্য্যপঞ্চক ও শ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীগুরু-পারম্পর্য্য পূজা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি ও গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিলে অন্যান্য গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং তচ্ছিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দ যথাক্রমে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, বাংলা, বিহার, আসাম ও ওড়িষ্যা প্রদেশের বহু স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। সকলের পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অনেক সময় লাগিয়া যায়। মধ্যাহ্নে বহুভক্ত প্রসাদ পান। বলাবাহুল্য শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ মন্দিরেও পূজারী ভকতরামজী যথাবিধানে দৈনন্দিন পূজা ও ভোগারাত্রিকাদি সম্পাদন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর বাহিরের বিশাল সভামণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার সভাপতি—পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। উদ্বোধক উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস মহাশয়কে বিশেষ কার্য্যবশতঃ দিল্লী যাইতে হওয়ায় সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। অদ্যকার প্রধান অতিথি—ওড়িষ্যার প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র এবং বিশিষ্ট বক্তা—পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূত-চরিত্র ও অবদান-বৈশিষ্ট্য। শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন বলিয়া উদ্বোধন সঙ্গীত আর পৃথক্ করিয়া করা হয় নাই। প্রথম বক্তা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

তিনি প্রথমে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ লিখিত 'নিবেদন' পাঠ করেন, পরে উৎকল ভাষায় অনূদিত ঐ নিবেদনের অনুবাদ পাঠ করেন—ডাঃ শ্রীযশোদারঞ্জন দাসাধিকারী, অতঃপর শ্রীল তীর্থ মহারাজ তল্লিখিত ইংরাজী 'oblation' পাঠ ও বক্তৃতা করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র ও বিশিষ্ট বক্তা শ্রীসদাশিব রথ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী উৎকল ভাষায় ঘণ্টাধিককাল ভাষণ দান করেন। তৎপর সভাপতি শ্রীপাদ বন মহারাজ বঙ্গ ভাষায় অভিভাষণ দান করেন। অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর—অপূর্ব্ব ভাষণ তাঁহার। অশীতিপর বৃদ্ধের সুমধুর কণ্ঠস্বর ও বাগ্-বিন্যাস শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া যান। শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারীজী উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। বহু শ্রোতৃসমাবেশ হয়।

৭।২।৮০—অদ্য সকাল ৭টায় নগরকীর্ত্তন বাহির হইবার

কথা, কিন্তু ভক্তগণের প্রস্তুত হইতে হইতে ৮টা বাজিয়া যায়। শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রথম দিকে, শেষের দিকে শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ কীর্ত্তন ধরেন। শ্রীপতিতপাবনজীউকে বন্দনা করিয়া বড়-দেউলের বহির্মণ্ডল পরিক্রমণান্তর S. D. O. মহোদয়ের বাসগৃহের সম্মুখ দিয়া আমরা প্রায় ৯৷৷টায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীপাদ বন মহারাজও অদ্য পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন, তিনি বড়দেউল পরিক্রমা করিয়াই মঠে ফিরিয়া আসেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় শ্রীমঠের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণস্থ বিশাল সভামণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল—বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ। সভাপতি—ওড়িষ্যা বিধান সভার স্পীকার শ্রীসত্যপ্রিয় মহান্তি। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তা উভয়েই অনুপস্থিত। সভারম্ভে উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী। প্রথমে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ইংরাজী ভাষায় ভাষণ দান করেন। পরে অন্ধ্রপ্রদেশান্তর্গত রাজমহেন্দ্রীস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বৈভব পুরী মহারাজ উৎকল ভাষায় এবং তৎপর পূজ্যপাদ বন মহারাজ বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করেন। অতঃপর সভাপতির অভিভাষণ হয়। কিন্তু তাঁহার বিশেষ কার্য্য থাকায় তিনি শ্রীপাদ বন মহারাজের উপর সভার কার্য্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিয়া উঠিয়া যান। আবার কিছু পরে পূজ্যপাদ বন মহারাজও অসুস্থতা বোধ করিতে থাকায় তিনি শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও পুরী মহারাজকে যথাক্রমে বলিতে বলিয়া উঠিয়া যান। তাঁহাদের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারীজী উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

৮.২.৮০—অদ্যও সকাল ৮টায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর—শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া মহাশয় মৃদঙ্গমন্দিরাদি বাদ্যধ্বনিসহ সংকীর্ত্তনরত আমাদিগকে মন্দির ভিতরে লইয়া যান। আমরা অন্তর্মণ্ডল—চক্রবেড় উদ্দণ্ড-নৃত্য-কীর্ত্তনসহ বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। তথায় গরুড়স্তম্ভ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমরা শ্রীশ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথদেব শ্রীজগন্নাথের দক্ষিণে শ্রীশক্তি, বামে ভূশক্তি ও সুদর্শনচক্র দর্শন এবং রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আসি। শ্রীপাদ বন মহারাজও আমাদিগের সহিত পরিক্রমা করেন, তিনি ভগবদ্দর্শনানুরাগে নিজ শারীরিক অসুস্থতার কথা বিস্মৃতই হইয়াছিলেন। আমরা অতঃপর শ্বেতগঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া সার্ব্বভৌম ভবন বা গঙ্গামাতা মঠে শ্রীরাধারসিক রায় ও শ্রীসার্ব্বভৌম পূজিত শ্রীশাল-গ্রাম ও গোপাল দর্শন করি। শ্রীল তীর্থ মহারাজ এখানকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। আমরা এখান হইতে শ্রীরাধাকান্ত" মঠে যাই, তথায় প্রথমে শ্রীগম্ভীরা দর্শন ও প্রণাম করি। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ এস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পরে বক্রেশ্বরের প্রাণধন শ্রীশ্রী-রাধাকান্ত দর্শন করিয়া আমরা সিদ্ধবকুলে গমন করি। শ্রীরাধাকান্তের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার অতীব চিত্তাকর্ষক। সিদ্ধ-বকুলও এক অপূর্ব্ব দর্শন, আমরা তাঁহাকে চারবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করি। ভিতর মন্দিরেও ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীলক্ষ্মী নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা এস্থান হইতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

সন্ধ্যারতির পর সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ। অদ্যকার নির্দ্ধারিত সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি পুরী সামন্ত চন্দ্রশেখর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা মহাশয়ই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিশিষ্ট বক্তা—শ্রীনারায়ণ মিশ্র মহাশয়—প্রসিদ্ধ এ্যাড্ভোকেট। ভাষণ দেন—যথা-ক্রমে শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীনারায়ণ মিশ্র এ্যাড্ভোকেট (ইংরাজী ভাষায়), শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ (হিন্দী ভাষায়), শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ (পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিভুপদ পাণ্ডালিখিত অভিনন্দন পাঠ ও বক্তৃতা) এবং শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ (ইংরাজী ভাষায়)।

অতঃপর ধন্যবাদ প্রদান করেন—শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ।

৯।২।৮০—গত মধ্যরাত্রে শ্রীপাদ বন মহারাজ হার্টের অসুস্থতা বোধ করেন। এজন্য তিনি অদ্য স্থিরভাবে বিশ্রাম করিতে থাকেন। আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সকাল ৮টায় নগর-কীর্ত্তনে বহির্গত হই। প্রথমে বড় দেউলে শ্রীপতিতপাবন জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া আমরা শ্রীযমেশ্বর মহাদেবের চরণ বন্দনা করতঃ শ্রীগদাধর-প্রাণনাথ শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে যাই। অদ্য মধ্য মন্দিরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয়। পূজারীজী কৃপাপূর্ব্বক কিছু চরণতুলসী দেন। অতঃপর শ্রীগোপীনাথের বাম পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধা-মদনমোহনজিউ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণামান্তে শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে শ্রীরেবতী ও বারুণীরমণ শ্রীবলদেব দর্শন ও প্রণাম করিয়া আমরা সকলে শ্রীগোপীনাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হই। শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুকণ্ঠে শ্রীগোপীনাথ-বিজ্ঞপ্তি কীর্ত্তন করেন। অনন্তর এখান হইতে আমরা চটক পর্ব্বত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যাই। তথায় শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধামাধব জীউ দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীচটকশীর্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটী দর্শন ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি স্পর্শ করি। ঐ কুটীরেই শ্রীল প্রভুপাদের খট্টাপার্শ্বে বিরাজিত শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বিগ্রহদ্বয়কেও প্রণাম করি। অতঃপর এখান হইতে আমরা নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস-সমাধি মন্দিরে গমন করিয়া তথায় শ্রীসমাধিমন্দির ও শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-সীতানাথ বিগ্রহত্রয়কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠে আসি এবং তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-জিউ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করি। তৎপর শ্রীভক্তিকুটীতে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমরা সকলে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতটে যাই। তথায় আমরা অনেকেই সমুদ্র স্নান করতঃ তত্তটবর্ত্তী এক মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা জীউ দর্শন করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

রাত্রে পূর্ব্ববৎ শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীস্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয় দর্শনে শ্রীজগন্নাথতত্ত্ব ও তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিচার বৈশিষ্ট্য। অদ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন—শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। প্রধান অতিথি—ওড়িষ্যা হাইকোর্টের জাষ্টিস—শ্রী পি, কে, মহান্তি; বিশিষ্ট বক্তা—পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র এবং বাঁকী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায়। ভাষণ দান করেন যথাক্রমে—শ্রীমঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, রাজমহেন্দ্রীমঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, বাঁকী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় (উৎকল ভাষায়), সভাপতি পুরী মহারাজ, চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র মহোদয় (উৎকল ভাষায়), প্রধান অতিথি জাষ্টিস্ শ্রী পি, কে মহান্তি (উৎকল ভাষায়); শ্রীমদ্ ভক্তি-সৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ (ইংরাজী ভাষায়)। বিশাখাপত্তনম্ মঠের শ্রীমৎ পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজের নাম বক্তার লিষ্টে থাকিলেও তিনি তৎকালে উপস্থিত ছিলেন না। উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী।

১০।২।৮০—অদ্য উৎসবের ৬ষ্ঠ বা সমাপ্তি দিবস। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সকালে পরিক্রমায় বাহির হই। প্রথমে যাই শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীক্ষেত্র গ্রন্থ হইতে এই মহাতীর্থের মহিমা শ্রবণ করান। আমরা সকলেই এই তীর্থকে বন্দনা এবং তীর্থের পবিত্রোদক মস্তকে ধারণ ও আচমনাদি করিয়া আঠার-নালা পাদপীঠ মন্দিরে যাই। তথায় বৃদ্ধ পুরী মহারাজ পাদপীঠ পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই এই পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি দান ও পরিক্রমা করেন। অতঃপর এস্থান হইতে আমরা আসি শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে। এখানে শ্রীমন্দিরে প্রথম প্রকোষ্ঠে দর্শন করি চতুর্ভুজ গোপীনাথ, তাঁহার উপরের দুই হস্তে শঙ্খ চক্র, নিম্নের দুই হস্তে মুরলী বিরাজিত। পূজারী কহিলেন,—ইনি শ্রীরায় রামানন্দের পূজিত বিগ্রহ। ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই দ্বারকেশ রূপ। অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ—এই শ্লোকোদ্দিষ্ট বিপ্রলম্ভ-রসব্যঞ্জক বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে—শ্রীগৌর-

ও শ্রীরায় রামানন্দ এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীবলরাম সুভদ্রা জগন্নাথ মুর্ত্তি। আমরা প্রণামান্তে উদ্যান মধ্যে গিয়া শ্রীহনুমান মন্দির দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করি। এখান হইতে আমরা আমাদের মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন-লীলাক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলারহস্য। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন—দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তি-সৌধ আশ্রম মহারাজ। প্রধান অতিথি—ওড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি—শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। বিশিষ্ট বক্তা—পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র প্রাক্তন এম-এল-এ এবং রঙ্গধর ষড়ঙ্গী (অধ্যাপক)। ভাষণ দান করেন যথাক্রমে—সভাপতি মহারাজ, শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয়, শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, শ্রীরঙ্গধর ষড়ঙ্গী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ (উৎকল ভাষা), শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিবিলাস, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ (ইংরাজী ভাষায়)। শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় এবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের সকল অঙ্গই নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে।

১১।২।৮০ সোমবার—অদ্য সকালে আমরা কএক-মূর্ত্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন, আচমন ও প্রণামাদি করিয়া শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেব, পঞ্চমুখী হনুমান, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব এবং গুণ্ডিচা মন্দির বন্দনা করিয়া আইটোটায় শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের নবনির্ম্মীয়মাণ মঠ দর্শন করি। মহারাজ আমাদিগকে পাইয়া বিশেষ উল্লাস সহকারে প্রসাদাদি দিয়া আপ্যায়িত করেন। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা মঠে প্রত্যা-বর্ত্তনপূর্ব্বক প্রসাদাদি পাই এবং কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভের পর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। পুরীধামে থাকাকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যহই একবার করিয়া আসিয়া সপরিকর শ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, অদ্যও তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া যাইতেছি। অদ্যই রাত্রি ৯টায় শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে আমাদিগকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীজগন্নাথ কৃপা করিয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর প্রসাদান্নও প্রেরণ করেন। উদর ভরিয়া প্রসাদান্ন পাইয়া যাই। শ্রীবিগ্রহ দর্শন, প্রসাদ প্রাপ্তি সবই করিলাম বটে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল হইতে পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপটে জাগরূক হইয়া উঠিতেছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদি ত' প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন, স্বতঃ স্ফূর্ত্ত বস্তু, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সেই সেবোন্মুখতা কোথায়? শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীগুরুদেব ও তৎপ্রিয় বৈষ্ণবগণের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আজ বিদায়কালে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শ্রীপাদ-পদ্ম-স্মৃতি মুহুর্মুহুঃ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। প্রভুপাদ তন্নিজজন তাঁহাকে দিয়াই তাঁহার আবির্ভাবস্থান পুনঃ প্রকটিত করাইলেন। তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচারের ব্যবস্থাও তন্নিজজন দ্বারাই তিনিই করাইতেছেন বা করাইবেন। জয় সগণ শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়।

১২।২।৮০ মঙ্গলবার সকাল ৯টার পূর্ব্বেই শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছায়। পূজ্যপাদ বন মহারাজ ফার্ষ্ট ক্লাসে ছিলেন, তিনি তাঁহার এক শিষ্য ভবনে গমন করেন। পূজ্যপাদ আশ্রম মহারাজ তাঁহার সেবক শ্রীমান্ উত্তমসহ তাঁহার দমদমস্থ মঠে যান। শ্রীপাদ জগমোহন প্রভু, কেশবপ্রভু, বৃদ্ধ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন।

এবার শ্রীপুরীধামের সভামণ্ডপটি অতি উত্তমরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। এতৎ সম্পর্কে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীজীর অক্লান্ত সেবাচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা

গত ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৮৬), ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮০) রবিবার শুক্লা প্রতিপত্তিথিতে দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমপূজনীয় মাধব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব তদীয় অতিমর্ত্ত্য মহিমা-শংসন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে একটি বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রপূজ্য-চরণ মাধব গোস্বামিপাদের সুগন্ধি পুষ্পমাল্যাদি-বিমণ্ডিত আলেখ্যার্চ্চা সভাস্থলে সুসজ্জিত মঞ্চোপরি সংস্থাপন করা হইয়াছিল। ভাষণ দান করিয়াছিলেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ।

মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারী প্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

বোলপুরে বিরাট্ ধর্ম্মসভা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও বোলপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে গত ৬ই ফাল্গুন (১৩৮৬), ইং ১৯।২।৮০ মঙ্গলবার এবং গত ৭ই ফাল্গুন, ইং ২০।২।৮০ বুধবার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে বিরাট্ ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। নিমন্ত্রণ পত্রাদিতে দুইদিনের কথা থাকিলেও ৮ই ফাল্গুন তৃতীয় দিবসও সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিবস মধ্যাহ্নে অগণিত ভক্তনরনারীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

প্রথমদিনের সভার বক্তব্য বিষয় ছিল—শাস্ত্র ও ধর্ম্ম মানিবার প্রয়োজনীয়তা। সন্ধ্যা ৭টায় সভার শুভারম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন—শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ, এম্.এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন—মাননীয় ডাক্তার চপলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দান করেন যথাক্রমে—শ্রীমঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ডাঃ চপলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি শ্রীযুত ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয়। শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় মঙ্গল মহারাজ রাত্রি প্রায় ৮টায় আসিয়া সভায় যোগদান করেন। তিনি বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমাদের সহিত কলিকাতা হইতে সকালের ট্রেণে আসিতে পারেন নাই। বেলা প্রায় ৩টা নাগাদ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ৮টায় বোল-পুরে উপস্থিত হন। তাঁহার আর অত্য বলিবার অবকাশ হইল না। তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ দান করেন। উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ।

উক্ত ৬ই ফাল্গুন কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ,

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও শ্রীমদ্ বলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী হাওড়া হইতে সকাল ৬-৫৫এর মজঃফরপুর-গামী ট্রেণে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১১-৩০টায় বোলপুর ষ্টেশনে পৌঁছান। ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা মঠ হইতে আগত শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ স্থানীয় ভক্তবর শ্রীমৎ প্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি দ্বারা আমাদিগকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। আমরা ষ্টেশন হইতে মোটরযান ও রিক্সাদিযোগে সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে রেলবাজার ধর্ম্মশালায় আগমন করি। এখানেই আমাদের বিশ্রাম ও প্রসাদাদি প্রাপ্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)
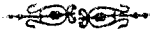
শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজের শ্রীধামরজঃ প্রাপ্তি

৯ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীমায়াপুর খেয়াঘাটে পৌঁছিবা মাত্রই ব্রহ্মচারী রবির নিকট শ্রীপাদ্ ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজের অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। শ্রীক্ষেত্রপাল শিব-মন্দিরে প্রণাম করিয়া পূজ্যপাদ মধুসূদন মহারাজ ও যাযাবর মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা এবং তাঁহাদের শ্রীমঠের বিগ্রহগণকে প্রণাম করিয়া আমরা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া দেখি—পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গৃহে খট্টোপরি শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজের কলেবর বস্ত্রাবৃত, ভক্তবৃন্দ ভূতলে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। সকাল হইতে অবিরাম কীর্ত্তন চলিতেছে। সন্ধ্যায়—শ্রীমান্ শ্রীপতি (শ্রীনিবাস দাস ব্রহ্মচারী) কলিকাতা হইতে শ্রীধামে আসিয়া পৌঁছিলে সমাধির ব্যবস্থা হইল। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও মধুসূদন মহারাজ সেবকবৃন্দসহ আসিলেন। শ্রীপাদ গোস্বামি-মহারাজের মঠের সেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই সমাধির গর্ত্ত খনন করাইয়া রাখিয়া ছিলেন। কলেবর আপাদ-মস্তক যে পরিমিত, তৎসহ উহার চতুর্থাংশ যোগ করিয়া গর্ত্ত খনন করিতে হয়। অর্থাৎ ৫ ফুট উচ্চ হইলে উহাতে ১। ফুট যোগ করিয়া ৬। ফুট গর্ত্ত হইবে। মহারাজের কলেবর ৫ ফুটের একটু অধিক বলিয়া ৬৷ ফুটের মত গর্ত্ত করা হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহাকে দড়ির খাটে সংরক্ষণ পূর্ব্বক বস্ত্র পুষ্পমাল্যাদি মণ্ডিত করিয়া কীর্ত্তন মুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করাইয়া কিছুক্ষণ শ্রীমন্দির সম্মুখে রাখা হয়। পরে তথা হইতে সমাধি-স্থানে আনিয়া সর্ব্বাঙ্গে গব্য ঘৃত ম্রক্ষণান্তে প্রচুর গঙ্গোদকে স্নান করান হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ স্নানের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেন। অনন্তর গাত্র মার্জ্জন করাইয়া সোত্তরীয় নববস্ত্র পরিধান করান' হয় এবং দ্বাদশাঙ্গে তিলক সেবা করাইয়া কপালে বক্ষে ও বাহুমূলে মহামন্ত্র এবং বক্ষে শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সংস্কার-দীপিকোক্ত সমাধিমন্ত্র লিখাইয়া প্রসাদী মাল্যচন্দনাদি দেওয়া হয়। তৎপর গর্ত্ততলে আসন পাতিয়া তদুপরি তাঁহাকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া সচন্দনগন্ধপুষ্প-মাল্য ও প্রসাদাদি দ্বারা পূজা করা হয়। পূজার পর শ্রীপতি বা ব্রহ্মচারী শ্রীনিবাস দাস আরতি করেন। আরতি হইয়া গেলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সকলেই ক্রমশঃ লবণ মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া দেন। ৬,৭ মণ লবণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ গোস্বামি-মহারাজের শিষ্য গিরি মহারাজ ও ভূরিজন মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শিষ্যগণের উদ্যম ও পরিশ্রম ত অবর্ণনীয়। সমাধির উপরে বেদী করিয়া তদুপরি তুলসীবৃক্ষ রোপণ করা হয়। বলাবাহুল্য সমস্ত কার্য্যই অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন সহযোগে সম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বশেষে কীর্ত্তনমুখে সমাধি পরিক্রমা করা হয়।

শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীনারায়ণ চন্দ্র

মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি শ্রীপাদ মাধব মহারাজের (পূর্ব্ব নাম শ্রীহেরম্ব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত নাম শ্রীপাদ হয়গ্রীব দাস ব্রহ্মচারী, পরবর্ত্তিকালে সন্ন্যাস নাম—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজ) ও তাঁহার আবির্ভাব স্থান ছিল ফরিদপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চন পল্লী বা কাঞ্চনপাড়া গ্রামে। শ্রীপাদ মাধব মহারাজ তাঁহার ১১ এগার দিনের জ্যেষ্ঠ। মাধব মহারাজের আবির্ভাবকাল (শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজের শ্রীমুখে শ্রুত) ১৮২৩ শকাব্দায় ৩রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ণে। ইঁহার ১১ দিন পরে সুতরাং বোধায়ন মহারাজের জন্মকাল। যাহা হউক উভয়ে একসঙ্গে লালিতপালিত, বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। মাধব মহারাজ তাঁহাকে স্নেহের 'তুই' সম্বোধন করিতেন। সিংহরাশি, একটু রাগ বেশী ছিল, কিন্তু মাধব মহারাজ সবই মানাইয়া লইতেন, চিরদিনই তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। উভয়ে একদিনেই পরমারাধ্য প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করেন। শেষে আবার তিনি শ্রীপাদ মাধব মহারাজের নিকটেই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ নামে খ্যাত হন। 'ভক্তিসুহৃৎ' আবার ছিল প্রভুপাদের দেওয়া গৌরাশীর্ব্বাদ। মাধব মহারাজ ছিলেন—আকুমার ব্রহ্মচারী। নারায়ণ প্রভু গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিয়া বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীভগবদিচ্ছায় উভয়ের জন্মস্থান ছিল যেমন একই স্থানে, এক্ষণে সমাধিস্থানও হইল সেই একই স্থানে—সাক্ষাৎ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঈশোদ্যানে—শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বর্ণিত মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক বিহারক্ষেত্রে। শ্রীধামে—বৈষ্ণবগণের সম্মিলিত কণ্ঠোচ্চারিত মহাসঙ্কীর্ত্তন মধ্যে দেহরক্ষা সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। সকাল ৮টায় দেহরক্ষা করেন, তৎপূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে সমাধি প্রদানকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত নামসঙ্কীর্ত্তন চলিয়াছে। ৮ই ফাল্গুন রাত্রিতেও তিনি শ্রীভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন, কাহাকেও কোন উদ্বেগ দেন নাই। পরিক্রমা আরম্ভের পূর্ব্বেই দেহ রক্ষা করিলেন, পরিক্রমায়ও কোন বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব প্রভুর সহিত তাঁহার খুব নর্ম্মালাপ হইত। মাধব মহারাজের অপ্রকটের একবৎসর মধ্যেই তাঁহার অপ্রকটের কথা তিনি তৎসমীপে প্রায়ই বলিতেন।

পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীদেবী নামেও যেমন লক্ষ্মী, কাজেও ছিলেন তেমনই লক্ষ্মী স্বরূপা। তিনিও শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত শিষ্যা ছিলেন। ভাগ্যবতী, তাই সধবাবস্থাতেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র তুলসীর উপনয়নকালে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁও গ্রামস্থ নিজ বাসভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইবারই তিনি উক্ত পুরী মহারাজকে তাঁহাদের উভয়ের আবির্ভাবস্থান দেখাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধব মহারাজ কলিকাতায় মঠ করিলে তিনি মঠবাসী হন। মঠের অনেক সেবাকার্য্য তিনি পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতেন। শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকা অফিসের যাবতীয় কার্য্য তাঁহারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। শ্রীমঠের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ও উৎসবাদিতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামি মহারাজ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। মাধব মহারাজের মিশন ছিল তাঁহার প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বদাই তাহার শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা করিতেন। কাহারও কোন ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অন্যায় আচরণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য মঠের অধিকাংশ সেবকই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। উচিত বক্তা ছিলেন। সিংহরাশির সিংহবিক্রম ছিল। কিন্তু তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। পূজ্যপাদ জগমোহন প্রভুকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। আমার (বৃদ্ধ পুরীর) সহিত তাঁহার (জগমোহন প্রভুর) বৈষ্ণবোচিত আদর্শ চরিত্রের কথা তিনি বহুবার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন বৈষ্ণবের অভাব আজ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি। তিনি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে-কৃত সকল ত্রুটি বিচ্যুতি অমায়ায় ক্ষমা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ খগেন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু, সরভোগ (আসাম)—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী *শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত* মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী প্রভু বিগত ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতে কৃষ্ণানবমী তিথিতে আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলার অন্তর্গত সরভোগে নিজ বাস-ভবনে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেহরক্ষাকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত প্রথমদিকের প্রাচীন শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি গুরুগত প্রাণ, নিষ্ঠাবান্, নিষ্কপট গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব পার্ষদবৃন্দসহ তাঁহার গৃহে কএকবার অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গ তৎকালে শ্রীশ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের সেবা-সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণবিনোদ ব্রহ্মচারী, সরভোগ (আসাম)—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী *শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের* শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত ত্যক্তাশ্রম শিষ্য শ্রীকৃষ্ণবিনোদ ব্রহ্মচারী মাত্র ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গত ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ মঙ্গলবার কৃষ্ণাদশমী তিথিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সেবাপরায়ণ স্নিগ্ধ সেবক ছিলেন। তাঁহার রন্ধন, ভিক্ষা, মৃদঙ্গবাদন, কীর্ত্তন বহুবিধ সেবায় যোগ্যতা ছিল। তিনি বহুদিন চণ্ডীগড় মঠে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। পরে অসুস্থ হইয়া কলিকাতা মঠে সুচিকিৎসার জন্য আসেন। বহু প্রকার চিকিৎসা করা সত্ত্বেও কোনও প্রকার সুফল না হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছানুসারে শেষ সময়ে তাঁহাকে সরভোগ মঠে অবস্থানের জন্য প্রেরণ করা হয়। তাঁহার জন্মস্থান কামরূপ জেলার অন্তর্গত সরভোগের নিকটবর্ত্তী গ্রামে। তাঁহার পিতৃদেব শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী প্রভু পুত্রের দেহ রক্ষাকালে নিকটেই অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিনোদ প্রভুর আকস্মিক স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত মাত্রই বিশেষভাবে বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছেন।

ইং ১৯৮০ সালে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

প্রথম বিভাগ

১। শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাস (ওড়িষ্যা)

তৃতীয় বিভাগ

২। শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী (আসাম)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, যাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আদর্শনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		৮০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—	,,	৮০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	৮০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	১৬.০০
(৭)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.০০
(৮)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	১.৫০
(৯)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	৭৫
(১০)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	৮০
(১১)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত —	,,	১.৭৫
(১২)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE —	Rs.	1.00
(১৩)	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — —	ভিক্ষা	৭.৫০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — —	,,	১.৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত —	,,	৩.০০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১২.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	৫০
(১৮)	একাদশীমাহাত্ম্য — — —	,,	২.০০
(১৯)	অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ— গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	২.৫০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	২.০০
(২১)	শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — —	,,	২.০০
(২২)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) — —	,,	১৮.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ১৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২০শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮৭
২৮ মধুসূদন, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, সোমবার; ২৮ এপ্রিল, ১৯৮০ { ৩য় সংখ্যা

ভক্তিপ্রসিদ্ধির ছয়প্রকার সাধন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ তাৎপর্য্যে যে সকল সাধন বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয় কথা আছে, তাহাতে উদাসীন হইয়া সাধনভক্তির অঙ্গবিশেষে উৎসাহ। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।"—শ্রীগীতা। ভগবদ্‌ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা। জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ মার্গত্রয় নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং একমাত্র ভক্তিমার্গই জীবমাত্রেরই অনুসরণীয় এরূপ স্থির ধারণাই নিশ্চয়। জ্ঞানাদি মার্গত্রয় জীবকে চঞ্চল করায়। একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ—এরূপ স্থির বিশ্বাসই ধৈর্য্য। ভক্তিপথ হইতে কোন কালে, কাহারও অসুবিধা হইবে না এরূপ ধারণা। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।"—শ্রীভাগবত। "খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"—শ্রীচৈতন্যভাগবত। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণের আদিষ্ট কর্ত্তব্যানুষ্ঠানসমূহে কৃষ্ণেতর সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়া ভক্তির সাধনকে তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন বলে। ভক্তের ত্রিবিধাধিকারের স্ব স্ব উপযোগী অনুষ্ঠান করা এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বিষয়মূঢ় জানিয়া সঙ্গ পরিবর্জ্জন। ভক্তসঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্তসঙ্গীকে জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত সকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে যাক্ তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। বদ্ধনিরসন চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাষীর তো কথাই নাই, এই ত্রিবিধ অনিত্য অভিমানিগণকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনামাশ্রিত ভক্তসাধুর বৃত্তি গ্রহণ কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। 'জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।' ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গত্রয় অসৎ অর্থাৎ নিত্য নহে। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো

মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"—শ্রীভাগবত। সুতরাং ভক্তিমার্গ ই সাধুর বৃত্তি। তাহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রাগানুগা ভক্তি)

প্রশ্ন—রাগময়ী ভক্তির অধিকারী কে?

উত্তর—"বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপাদন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপাদন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠাই প্রবলা; ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

প্রঃ—সাধন কত প্রকার ও তাহার প্রণালী কি?

উঃ—"শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা সাধনভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয় প্রকারকে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টিপ্রকার করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে, সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধা। রাগানুগা সাধনভক্তি (প্রধানতঃ) কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণসেবা।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

প্রঃ—আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি কি?

উঃ—"লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, তরলতা যেমন জলের গুণ, দহন যেমন অগ্নির শক্তি, সঙ্কল্প যেমন মনের ধর্ম্ম তত্তৎকার্য্যোপযোগিতা যেমন দ্রব্যগণের স্বভাব, পরমেশ্বরে অনুরাগই সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্তাবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি নির্ম্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়।"

—তঃ সূঃ ১৭সূঃ

প্রঃ—বিষয়ানুরাগ ও পরানুরাগে পার্থক্য কি?

উঃ—"শরীরী জীবগণের বিষয়ানুরাগই পরানুরাগের বিকার। ঐ বৃত্তি নিরুপাধি হইলে 'পরানুরাগ' হয়; কিন্তু উপাধি প্রাপ্ত হইলে ঐ ঐ উপাধিতে তাহা বিকৃতরূপে পরিণত হয়।"

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

প্রঃ—উপাধিভেদে অনুরাগের নাম ও ক্রিয়া কি?

উঃ—"অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধি-ভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে 'লোভ' বলা যায়, স্ত্রীসৌন্দর্য্যে অনুরাগ জন্মিলে 'লাম্পট্য' বলা যায় দুঃখি-লোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে 'দয়া' কহা যায়; ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি প্রদত্ত হইলে 'স্নেহ' হয়, উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে 'কৃতজ্ঞতা' হয়, আনুকূল্যরূপ উপাধি-যুক্ত হইলে 'প্রীতি' হয়, প্রাতিকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে 'দ্বেষ' হয়। এই প্রকার একটি বৃত্তিই নানা বৃত্তি-রূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বহুত্বই ইহার উপাধি। মুক্তজীবের সহিত ইহা নিরুপাধি অবস্থায় অবস্থিতি করে; তথাপি কেবল একই অবস্থায় অবস্থিতি করে,—এমত নহে; কিন্তু ঐ নির্ম্মল অনুরাগের অনন্ত পরিমাণে উন্নতি স্বীকার করা যায়, ইহাই ইহার শ্রেয়স্করতা।"

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

প্রঃ—কাহারা যথার্থ বিশুদ্ধ ভজনপরায়ণ ?

উঃ—"ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয়। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—রাগানুগা ভক্তির অধিকারী কে ?

উঃ—"যাঁহার আত্মায় রাগতত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্রশাসনমতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরিভজনে শাস্ত্রশাসনের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহার আত্মায় হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদিত হইয়াছে, তিনিই রাগানুগ ভজনের অধিকারী।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

প্রঃ—রাগময়ী উৎকণ্ঠা কিরূপ ?

উঃ—"প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, তুহুঁ পদাম্বুজ স্ফূর্ত্তি,
সেই দুহুঁজন দরশন।
এ জন্মে কি হবে মন, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন॥"

—'কার্পণ্য পঞ্জিকা' ৩২ গীঃ মাঃ
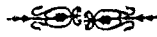
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২৬।১১।৭৭

স্নেহভাজনেষু —

* * * তোমার যদি সত্যই পড়িবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি কলিকাতায়, কৃষ্ণনগরে বা শ্রীমায়াপুর মঠে থাকিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে পার।

তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা সাধন ভজন করিবার জন্য গৃহে পিতামাতা বা কুটুম্বগণকে পরিত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়াছি। ত্যক্তগৃহিগণের সাধন ভজনই জীবনের মুখ্য ব্রত। ভক্তিসাধন সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে সম্ভব হয়। স্বেচ্ছাচারী হইলে অর্থাৎ নিজের খেয়ালমত চলিতে গেলে অথবা নিজের মনে যাহা ভাল লাগিবে তাহাই করিবে এইরূপ বিচার করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী এবং নানাপ্রকার দুঃখও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভিক্ষা করিয়া ভোজন এবং কোথাও দেহটাকে সংরক্ষণ করিবার চেষ্টামাত্রই ভক্তির কোন অঙ্গ নয়। ভগবান্ এবং ভক্তের নির্দ্দেশানুসারে চলিবার চেষ্টাই ভক্তি। উহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ সাধক। আহারের কষ্ট পশুপক্ষীরও হয় না তাহারা কেহ না খাইয়া মরে না। সুতরাং মনুষ্য দেহ লাভ করতঃ কেবল আহার, নিদ্রা ইত্যাদির জন্য ব্যাকুল হইলে পরমার্থ সাধন হইবে না। দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইবে।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই মনুষ্যের নরকের (ক্লেশের) দ্বার এবং উহাই আত্মধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। সাধকের প্রথম অবস্থায় কাম, ক্রোধ ও লোভাদি থাকিতে পারে, কিন্তু সাধন করিতে থাকিলে ভক্তি-প্রভাবে ভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় উহা নিশ্চয়ই প্রশমিত হইবে

এবং সাধক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। বহু সাধকের সহিত একত্র বাসের অনেক প্রকার সুযোগ সুবিধা আছে। কাহারও চিত্তে কখনও দুর্ব্বলতা আসিলে অন্য সাধকের ভয়ে বা উপদেশে গর্হিত কার্য্য হইতে সাধক সংযত হয়। যখন মন কিছু খারাপ হইবে বা অসৎ চিন্তা করিতে চাহিবে তখন আর্ত্তির সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে ডাকিবে। তিনি কৃপাময় এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী হওয়ায় আমাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া অবশ্যই কৃপা করিবেন এবং রক্ষা করিবেন।

ইতি—

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * * *

(৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২২।১২।৭৮

স্নেহভাজনেষু,—

* * * আমি তোমাকে স্বেচ্ছাচারী বলিয়াছি বলিয়া তোমার মনে দুঃখ হইয়াছে জানিলাম। যে সাধক সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যানুসারে না চলে, নিজের ইচ্ছামত চলিতে থাকে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী ছাড়া কি বলে? যাহা হউক তুমি যদি শিষ্য হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাকে শাসন ও সংশোধন করার অধিকার আমার আছে কি না তাহাও চিন্তা করিও। তুমি পুনরায় যখন প্রচারে যাইবে সে সময়ে আমাদিগকে পূর্ব্বে জানাইয়া আমাদের অনুমতি লইয়া সেই প্রচার পার্টিতে যাইতে পার। শ্রীবঙ্কবিহারী সাহার বাড়ীতে আমাদের মঠের সমস্ত লোক যাইবে এবং কিছুদিন করিয়া থাকিবে ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। তাহারা ভাল লোক ও সেবাপরায়ণ সন্দেহ নাই। সম্মুখে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি কার্য্য রহিয়াছে। তৎপ্রতি মনযোগ দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীমন্দির বরাবর ১০ ফিট চওড়া একটি রাস্তা পুষ্করিণীর (কুণ্ডের) পাড় পর্য্যন্ত যাইবে। উক্ত পুষ্করিণীর দুইটী ঘাট হইবে। একটি শ্রীমন্দিরের বরাবর; অপরটি দক্ষিণ বা উত্তর পাড়ে হইতে পারিবে। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক্ ঘাট করিতে হইবে। উক্ত কুণ্ডের অষ্টদিকে অষ্টসখীর মন্দির হইতে পারে।

তুমি আশ্রম মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে প্রচারাদি করিলে ভাল হয়। একাকী, যাইবে না মঠের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে। ত্যক্ত গৃহীর নিজের খেয়ালমত চলা আমি কোন প্রকারেই সমর্থন করিতে পারি না।

শ্রীমায়াপুরে আমাদের বহু জমি রহিয়াছে। উহা হইতে যাহাতে মঠের সেবার জন্য শস্যাদি ও তরিতরকারী আমদানি হয় তজ্জন্য দায়িত্বশীল মঠসেবকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

সাধকগণ সাধনপথে সমুন্নতির জন্য ইচ্ছা করিলে শ্রীগীতার এই উপদেশটি স্মরণ রাখিতে হয়।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

কাম, ক্রোধ ও লোভ দমন না করিলে প্রতি পদে পদে অশান্তি ভোগ করিতে হইবে এবং সাধন পথে বাধা সুনিশ্চিত হইবে। এইগুলিকে নিজের সাধন পথের শত্রু বলিয়া জানিবে। সুতরাং এই কথা স্মরণ রাখিয়া চলিও। নিজের চেষ্টায় এইগুলি দমন করা সহজ হয় না। তজ্জন্য নিরন্তর শ্রীহরির শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবার জন্য আত্মনিবেদনের প্রার্থনা লইয়া তাঁহাকে ডাকিবে। তাঁহারই কৃপাতে সাধকের অনর্থরাশি দূরীভূত হইবে এবং পরমার্থ প্রবৃত্তিও প্রবলা হইবে।............

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

বঙ্গীয় নববর্ষারম্ভে শুভাভিনন্দন

বঙ্গীয় কালগণনায় ১৩৮৬তম বর্ষ গত হইয়া ১৩৮৭তম বঙ্গাব্দের শুভারম্ভ সূচিত হইল। বৈশাখ মাস হইতেই বঙ্গাব্দের শুভারম্ভ হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের চতুর্দ্দশ বিলাসের প্রথমে অগ্রহায়ণ মাসকেই সকল মাসের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ও স্বয়ং শ্রীমুখে তাঁহার বিভূতি-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং' (গীতা ১০।৩৫), 'অয়নস্য সংবৎসরস্য অগ্রকর্ত্তিত্বাদাগ্রহায়ণিক ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বমাসাত্যত্বেন সিদ্ধং তস্য শ্রেষ্ঠ্যম্' অর্থাৎ সম্বৎসরের অগ্রবর্ত্তিত্ব হেতু আগ্রহায়ণিক এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সর্ব্বমাসের আদ্যতা হেতু তাহার শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ। কিন্তু বৈশাখ মাসই বঙ্গাব্দের প্রথম মাস বলিয়া গণিত হয়। ইহারও বহু মাহাত্ম্য ঐ বৈষ্ণবস্মৃতি-গ্রন্থের উক্ত ১৪শ বিলাসে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ হরিভজনযুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত ধন্য, তদ্রহিত ব্যক্তিই অত্যন্ত অধন্য—নগণ্য।

আমরা বঙ্গীয় শুভবর্ষারম্ভে আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠক পাঠিকা মহোদয়/মহোদয়াগণকে আমাদের পরমাত্মীয়-জ্ঞানে বঙ্গীয় নববর্ষের হার্দ্দ শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে নারদাম্বরীষ সংবাদে লিখিত আছে যে, মাধবপ্রিয় মাধবমাস বা বৈশাখমাসে ভাস্কর মেষরাশিস্থ হইলে শ্রীহরির প্রীত্যর্থ কেশব-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। সকাল সন্ধ্যায় নদীজলে স্নান, সামর্থ্য থাকিলে মধু, ঘৃত, তিল, জল, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা, বস্ত্র, ধেনু, পাদুকা, ছত্র, জলপূর্ণ কুম্ভ প্রভৃতি ভগবন্নিবেদিত বস্তু ভক্ত ব্রাহ্মণকে দান কর্ত্তব্য। ত্রিসন্ধ্যা শ্রীরাধামাধবের পূজা কর্ত্তব্য। বরাহধরণীসংবাদে লিখিত আছে—"অবৈশাখী ভবেচ্ছাখী বিপ্রঃ শ্রোত্রপরোঽপি চ" অর্থাৎ বৈশাখব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে শ্রোত্রিয় বিপ্রকেও শাখী অর্থাৎ বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। হরিপ্রিয় বৈশাখে ভক্তি সহকারে দান, জপ, হোম ও স্নানাদি অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। উক্ত নারদাম্বরীষ সংবাদে আরও লিখিত আছে—তুলারাশিগতসূর্য্যে কার্ত্তিক মাসে স্নানদানাদি কর্ম্ম দ্বিপরার্দ্ধগুণ ফলপ্রদ হয়। মকররাশিগত সূর্য্যে মাঘ মাসে ঐ সকল কর্ম্ম তদপেক্ষা সহস্রগুণিত ফল দান করে এবং মেষরাশিগত সূর্য্যে বৈশাখমাসে ঐ সকল কর্ম্ম তদপেক্ষাও শতগুণিত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যাঁহারা বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করতঃ যথাবিধানে শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তাঁহারাই ধন্য ও পূজ্যবান্। বৈশাখমাসে যাঁহারা মধুর দ্রব্য প্রধান ভোজ্য, যবান্ন, তিল, বারিপাত্র (জলকলসাদি), ছত্র, বসন ও পাদুকাদি আদৌ ভক্তিসহকারে শ্রীভগবান্কে নিবেদন করিয়া তৎপ্রীত্যর্থ তদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকে ঐসকল দান করেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করতঃ হরিপূজার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত আছে।

বিশেষতঃ অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য অনন্ত। মৎস্য পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ।
যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চ কৃতবান্ কৃতম্॥
ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ।
তস্যাঃ কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ॥
যবান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রযতঃ প্রাশয়েদ্ যবান্॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ জনার্দ্দন বৈশাখমাসে শুক্লা-তৃতীয়ায় যবের সৃষ্টি ও সত্যযুগের বিধান করেন এবং ত্রিপথ-গামিনী সুরধুনীকে ব্রহ্মপুর হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। এই হেতু উক্ত তিথিতে যবহোম ও যবদ্বারা শ্রীহরির পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণকেও ঐ দিবস যব দান করতঃ সযত্নে যব ভোজন করাইতে হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীবরাহ-ধরণীসংবাদে লিখিত আছে—

"কৃতযুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মাসি মাধবে।
প্রবৃত্তঞ্চ ত্রয়ীধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তাস্তে প্রবর্ত্তিতাঃ॥

অক্ষয়া সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা।
স্নানে দানেঽর্চ্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ব্বজতর্পণে॥

যেঽর্চ্চয়ন্তি যবৈর্বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ।
তস্যাং দদতি দানানি ধন্যাস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥"

অর্থাৎ বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগের উদ্ভব এবং ঐ দিবস হইতেই বেদত্রয়ী প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই তৃতীয়াতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃ-তর্পণাদি করিলে অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। এই তিথি শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধা। যাঁহারা যত্ন সহকারে এই তিথিতে যবদ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন, যব দ্বারা শ্রাদ্ধ করেন এবং যব দান করেন, তাঁহারা ধন্য ও বৈষ্ণব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথি হইতে ২১ দিনব্যাপী পুরীধামে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই শুভতিথিতে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের দ্বার খোলা হয়।

ঐ পদ্মপুরাণে নারদাম্বরীষ সংবাদে বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী বা জহ্নু সপ্তমীর কথাও এইরূপ লিখিত আছে—

"বৈশাখের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে জহ্নু মুনি ক্রোধ-বশে সমস্ত গঙ্গা পান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র দ্বারা বাহির করিয়া দেন। তখন হইতে গঙ্গা জাহ্নবী নাম ধারণ করেন। এই হেতু এই তিথিতে ভুবনমেখলা গঙ্গাদেবীর বিশেষভাবে অর্চ্চন করিতে হয়। সম্যগ্ বিধানে ঐ দিন গঙ্গায় স্নান করিলে মানুষ ধন্য ও পুণ্যবান্ হইতে পারেন। ঐ দিবস দেবতা, পিতৃবর্গ ও মর্ত্ত্যগণকে যথাবিধানে তর্পণ করিলে তাঁহারা সেই গঙ্গাস্নায়ী পুরুষকে নিষ্কলুষ দর্শন করিয়া থাকেন।

অথ শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত। বৃহন্নারসিংহ-পুরাণে শ্রীভগবন্নৃসিংহ প্রহ্লাদ-সংবাদে ব্রতবিধিকথনে কথিত হইয়াছে—শ্রীনৃসিংহদেব বলিতেছেন—"হে বৎস প্রহ্লাদ, যাঁহারা ভব ভয়ে ভীত, তাঁহারা উপবাসাদি নিয়ম-পালনসহ মৎপ্রীত্যর্থ বর্ষে বর্ষে এই মহাগুহ্য ব্রতরাজ চতুর্দ্দশীব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। মদ্দিন বিদিত থাকিয়াও যাঁহারা তাহা লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা মহা-পাতক লিপ্ত হইয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর নরকগতি প্রাপ্ত হইবেন। যাবতীয় ব্যক্তিই এই ব্রতের অধিকারী, বিশেষতঃ মদ্ভক্ত ও মন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

এই ব্রতের মাহাত্ম্য উক্ত পুরাণেই এইরূপ বর্ণিত আছে,—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিরূপে শ্রীনৃসিংহ পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি ভক্ত-বৎসল শ্রীনৃসিংহদেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট শুনিতে চাহিলে শ্রীভগবান্ নরহরি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা এইরূপ কহি-লেন—বৎস প্রহ্লাদ, তুমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলে। অবন্তীনগরে সর্ব্বজন প্রথিত বসু-শর্ম্মা নামে একজন বেদবিচক্ষণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার সধ্বা পতিভক্তিপরায়ণা সুশীলা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ৫টি পুত্র জন্ম হয়। প্রথম চারিটী পুত্রই পিতৃমাতৃভক্তিমান্ সদাচারনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও সুবিদ্বান্ ছিলেন, কিন্তু তুমি বসুদেব নামে খ্যাত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, তুমি অধ্যয়নাদি কিছুই না করিয়া সর্ব্বদা পাপ কর্ম্মে লিপ্ত, মদ্যপানরত ও বেশ্যাসক্ত হইয়া বেশ্যাগৃহেই পড়িয়া থাকিতে। দৈবক্রমে একদা এই চতুর্দ্দশী তিথিতে বেশ্যার সহিত তোমার মহাকলহ উপস্থিত হয়, তাহাতে তোমরা উভয়েই উপবাসী থাকিয়া নিশি জাগরণ করিয়াছিলে। অজ্ঞানবশেও এই বহু পুণ্যপ্রদ সদ্ ব্রতরাজের অনুষ্ঠান-হেতু তোমরা নিষ্পাপ হইয়া গেলে। এই ব্রত পালন করিয়াই সুরধামে সুরগণ আনন্দ ভোগ করিতেছেন, ব্রহ্মাও আমার এই ব্রত সাধন করেন, তৎপ্রসাদেই তিনি চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, ত্রিপুরারি মহেশ্বর এই ব্রতানুষ্ঠানক্রমেই তৎপ্রসঙ্গে ত্রিপুর বিনাশ করেন। অন্যান্য বহু সংখ্যক দেবতা, প্রাচীন

মুনিঋষি ও মহামতি নৃপতিগণ এই ব্রতরাজের অনুষ্ঠান প্রসাদে সকলেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই বেশ্যাও ত্রৈলোক্যে সুখচারিণী হইয়া আমার প্রিয়পাত্রী হইয়াছে। হে বৎস, আমার এই ব্রত ত্রিভুবনে বিদিত, ধূর্ত্তা বিলাসিনী নারীও এই ব্রত পালন করিয়া তৎফল লাভ করিতে পারে। তাত, এই ব্রতানুষ্ঠান প্রসাদেই আমার প্রতি তোমার এরূপ উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে। বেশ্যাও এই ব্রতপ্রভাবে সুরপুরে অপ্সরারূপে বহুবিধ ভোগ সম্ভোগ করতঃ আমাতে প্রবিষ্টা হইয়াছে, তুমিও আমাতে প্রবেশ করিয়াছ। কার্য্য সাধনার্থ মদীয় দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াই তোমার এই অবতার, আবার তুমি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ শীঘ্র আমাতেই প্রবিষ্ট হইবে। আমার এই ব্রতরাজ পালন করিলে শতকোটিকল্পেও তাহাকে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, শিব পঞ্চবদনে, শেষ সহস্রবদনে এই ব্রতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অন্ত পান না। এই ব্রত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেও কীর্ত্তনকারীর যাবতীয় অভীষ্ট পূর্ণ ও ব্রতফল লাভ হয়।

স্বর্ণদ্বারা শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া সদাচার্য্য বচনানুসারে যথাশাস্ত্র তাঁহাদের পূজা বিধেয়। প্রথমে প্রহ্লাদের অর্চ্চন করাই বিধি। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্ তাঁহার পূজার অগ্রেই তাঁহার ভক্তের পূজা বিধান করাইয়া তৃপ্ত লাভ করেন। আগমে লিখিত আছে—

"প্রহ্লাদক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥"

অর্থাৎ প্রহ্লাদের দুঃখনাশার্থ যে পরম পবিত্রা চতুর্দ্দশীর আবির্ভাব, সেই তিথিতে শ্রীনৃসিংহ পূজার পূর্ব্বেই সযত্নে প্রহ্লাদের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।

[শ্রীহরিভক্তিবিলাসের চতুর্দ্দশ বিলাসে চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য পূজামন্ত্র ও প্রার্থনাদি লিখিত আছে। ব্রতপালনার্থী তদনুসরণে যথাবিধানে পূজায় ব্রতী হইবেন।]

অথ পৌর্ণমাসী—পদ্মপুরাণে যমব্রাহ্মণসংবাদে লিখিত আছে—মেষসংক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশৎ সংখ্যক উত্তমা তিথি সর্ব্বযজ্ঞাপেক্ষা সমষ্টিক পুণ্যস্বরূপা হইলেও শ্রীহরিপ্রীতিকরী বৈশাখী পূর্ণিমা অধিকতর পুণ্যস্বরূপিণী, এই তিথিই বরাহকল্পের আদি ও মহাফলদায়িনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, জাহ্নবী সদৃশ তীর্থ নাই, জলদান ও গোদান তুল্য দান নাই এবং বৈশাখী পূর্ণিমার তুল্য তিথি আর নাই। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে—কোন শ্রোত্রিয় বিপ্র পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিক কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিলেও পৌরাণিক বৈশাখীকৃত্য একটিও আচরণ করেন নাই। তাহাতে তাঁহার সমস্ত বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান বিফল হইয়া গিয়াছিল, প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয় বৈশাখানদের হেতু তাঁহাকে প্রেতত্ব লাভ করিতে হইয়াছিল। ধমশর্ম্মার প্রতি ঐ প্রেতের এইরূপ উক্তি আছে যে—আমি স্নান, দান, অর্চ্চনা বা পুণ্যদ্বারা একটিমাত্রও পূর্ণফলপ্রদা বৈশাখী পূর্ণিমা পালন করি নাই, তজ্জন্য মৎকৃত সমস্ত বৈদিককর্ম্ম বিফল হইয়াছে এবং অহঙ্কারবশতঃ আমাকে বৈশাখ নামক প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বৈশাখী পৌর্ণমাসী ব্রত পালন না করিলে তাহাকে শাখী অর্থাৎ বৃক্ষ জন্ম লাভ করিতে হয়। তদনন্তর ১০ জন্ম তাহাকে তির্য্যক্ যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয়।

বৈশাখ মাসের যাবতীয় কৃত্য পালনে সমর্থ না হইলে বৈশাখী শুক্লাত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পৌর্ণমাসী—এই তিনদিনে পূর্ব্বকথিত নিয়ম পালনরত হইয়া নিজ-শক্তি অনুসারে প্রভাতে স্নান করিলে যাবতীয় পাতক মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভের সৌভাগ্য উদিত হয়।

শাস্ত্রে পরতত্ত্বানুশীলনে রুচি উৎপাদনার্থ যে সকল রুরিষ্ণু ফলশ্রুতিমূলক পুণ্যফল কীর্ত্তিত হয়, তাহাতে শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তগণ কখনও প্রলুব্ধ হন না। শুদ্ধ ভক্তি লাভ ব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনাই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-তোষণই তাঁহাদের অন্তরের চরম পরম উদ্দেশ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কে এবং তাঁহার শিক্ষাই বা কি?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

বৃন্দাবননাথ নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্, মূল-ভগবান্, অংশী ভগবান্, পূর্ণতম ভগবান্ ও পরমেশ্বর। অন্যান্য অবতারগণ তাঁহা হইতেই প্রকাশিত। এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জগদুদ্ধারার্থ কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ পৃথক্ তত্ত্ব নন। তবে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্যবিগ্রহ—ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েরই ধাম ও পরিকর নিত্য।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ণতম বস্তু, বিভুচেতন বস্তু, ত্রিকালসত্য বস্তু। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত। তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনিই থাকিবেন। তিনি স্বয়ং অনাদি এবং সকলের আদি বা সকল কারণের কারণ। তিনি জগৎকে কৃষ্ণের কথা জানাইয়া চৈতন্য দান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেমদাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া কি দেবতা, কি মনুষ্য ও অন্যান্য সকলের নিত্য আশ্রয়, সেব্য ও উপাস্য। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল বাঙ্গালীর ঠাকুর নন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী সর্ব্বজীবের ঠাকুর এবং ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণেরও নিত্য আশ্রয়স্থল ও উপাস্য দেবতা।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরম-পুরুষোত্তম পরমেশ্বর বস্তু। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ। এজন্য তিনি অবতার মাত্র নন, তিনি সকল অবতারের অবতারী ও সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি অসমোর্দ্ধ বস্তু—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় কেহ নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন—

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥

শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

যশোদা-নন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরমমহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাই॥
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

হরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এই কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন নিজে আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিয়া কলিযুগবাসী জনগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে ব্রাহ্মণ-বংশে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এজন্য এই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গদেবই সকলের একমাত্র উপাস্য বস্তু এবং তচ্চরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপাসনা।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ১১।৫।৩২)

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজসুখে॥
'কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ'।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ যদি কহে তাঁরে কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥

দেহ-কান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বরণে তাঁরে কহে পীত-বরণ॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সে-ই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে 'কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ' সার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য়)

বামন-পুরাণ বলেন—

কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচার-বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—হে নারদ, আমি শচীগর্ভে প্রকটিত হইয়া আচারহীন কলিহত জনগণকে উদ্ধার করিব।

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

আমি কলির প্রারম্ভে গৌরাঙ্গরূপে গঙ্গাতটে নবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীপুত্র হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইব।

ব্রহ্মপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন—

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যামি সনাতনঃ॥

আমি কলিযুগপ্রারম্ভে গঙ্গাতটে (নবদ্বীপে) গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হইব।

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুকলা-রোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—হে তপোধন! কলিকালে আমাকে সকলে প্রেমানন্দে-বিহ্বল সন্ন্যাসিরূপে দেখিতে পাইবে।

মৎস্যপুরাণে—

মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীর-সম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—আমি কলিযুগে গঙ্গাতটে সুদীর্ঘমূর্ত্তি গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়া জগতের প্রতি করুণাবশতঃ মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসিবেশে সকলকে যুগধর্ম্ম হরিনাম কীর্ত্তন করাইব।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবদুক্তি—

অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—হে বিপ্র, আমিই কলিকালে ভগবদ্ভক্তরূপে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে সকল লোককে নাম-প্রেম প্রদান করতঃ রক্ষা করিয়া থাকি। হে দেবতাগণ, তোমরা সকলে শীঘ্র পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ কর। আমি কলিকালে শচীপুত্ররূপে প্রকটিত হইয়া জগতে হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিব।

কূর্ম্মপুরাণে ভগবদ্বাক্য—

কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় মহীতলে।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং গ্রহীষ্যামি দ্বিজাতিষু॥

অর্থাৎ কলিকবলিত জনগণকে উদ্ধারের জন্য আমি কলিকালের প্রারম্ভে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইব।

গরুড়পুরাণে—

অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—আমি যুগসন্ধিতে অর্থাৎ কলি-প্রারম্ভে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীনন্দন গৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত হইব।

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

কলিযুগের প্রারম্ভে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীহরি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়া সন্ন্যাসিবেশে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপে শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিবেন।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে—

গোলোকং চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলালাবণ্য-বিগ্রহঃ॥

লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে জীবগণের উদ্ধারের

জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকেও বলিয়াছেন—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥

হে ব্যাস, আমি কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক পাপমলিন জীবগণকে হরিনাম কীর্ত্তন করাইব।

দেবীপুরাণও বলেন—

নাম-সিদ্ধান্তসম্পত্তিপ্রকাশনপরায়ণঃ।
ক্বচিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা লোকে ভবিষ্যতি॥

কোন সময় ভগবান্ শ্রীহরি নামসংকীর্ত্তনরূপ পরম-সম্পত্তি বিতরণের জন্য জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে প্রকাশিত হইবেন।

নন্দনন্দন কৃষ্ণ প্রত্যেক দ্বাপরযুগে পৃথিবীতে আসেন না। ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার বিশ্বে প্রকটিত হন। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্মার একদিনে বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হন। যে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ আসেন, সেই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিশ্বে আবির্ভূত হইয়া নাম-প্রেম প্রচার করেন। প্রত্যেক কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব এখানে আসেন না। অন্যান্য কলিতে যুগাবতার হইলেন—কৃষ্ণ। তখন সেই কলিযুগাবতার কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি আবেশাবতার। যে কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন, তখন যুগাবতার 'কৃষ্ণ' তাঁহাতে প্রবেশ করেন।

এখন **প্রশ্ন**—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মতটি কি?

উত্তর—শ্রীচৈতন্যদেবের মত মহাজন-কৃত শ্লোকে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপ বৈভব শ্রীধামবৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ এবং প্রেমই পরম-পুরুষার্থ, ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

প্রশ্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কি?

উত্তর—প্রথমতঃ আমাদিগকে জানিতে হইবে—'আমরা কে'? তৎপরে 'আমাদের কর্ত্তব্য কি' সহজেই জানা যাইবে। ভগবদ্ভজন ও ভগবৎকৃপাই জীবের নিত্য-মঙ্গলের উপায়। নরতনুই ভগবদ্-ভজনের মূল। মনুষ্যেতর দেহে হরিভজন হয় না। 'কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে কৃষ্ণদাস।' আমরা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু। কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্য কৃত্য, সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বা একমাত্র কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নাই। ইহাই দিব্যজ্ঞান। কিন্তু যখন আমরা পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির ভোক্তা বা কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু এই কর্ত্তা অভিমান বা কর্ত্তৃত্বাগ্নিই দুঃখের হেতু। সাধু-গুরু-কৃপায় যখন আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি—আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' অর্থাৎ জাগতিক সকল বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য। তিনি 'তৃণাদপি' শ্লোকে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁহারা সতত শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন করিবেন। এই হরিনাম হরি হইতে অভিন্ন। শব্দ-ব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে এবং কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারেন। (প্রভুপাদ)

পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী শ্রীতপন মিশ্র মহাপ্রভুকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

কলিযুগধর্ম্ম—হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র, কলিকালে নাহি তপ, যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি-নাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

(চৈঃ ভাঃ)

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্যত্রও ভক্তগণকে এই কথাই বলিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥
হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

(চৈঃ চঃ)

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ভাঃ ১০।৩০। ৪৪ শ্লোকের টীকায়) বলিয়াছেন—

"ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ তৎকারুণ্যে চ তৎসংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ।" ভগবৎকৃপাই ভগবদ্দর্শনলাভের একমাত্র উপায়। ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই ভগবৎকৃপা লাভ হয়।

গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভ ২৭০ সংখ্যায় বলিয়াছেন—

"শ্রীনামসংকীর্ত্তনেনৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।"

অর্থাৎ কলিকালে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিলে ভগবান্ শ্রীহরি অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপাপূর্ব্বক এই শ্লোকের অর্থে জানাইয়াছেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এব-কার॥
কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত এব-কার॥"

(চৈঃ চঃ)

ঐ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথটীকা—কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভি বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তৎযজ্ঞাদি নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব,

কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। অন্যথা ধ্যানগতিরন্যথা যাগাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং শ্রীহরিকীর্ত্তনাৎ—হসন্ রোদন্ গায়ন্ নৃত্যন্ হরিং প্রাপ্নোতি।

জগদ্গুরু শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীনারদ বলিতেছেন—হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন। এতদ্ব্যতীত কলিকালে মঙ্গললাভের আর কোন পন্থা বা আশ্রয় নাই—নাই—নাই।

যজুর্ব্বেদও বলিতেছেন,—

"দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ—ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—তন্নাম কিমিতি? স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষ-নাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কোঽসৌ বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি।

দ্বাপরান্তে নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো! কলিকালে সংসার হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—ভগবান্ শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কলিকালে কি নাম করিতে হইবে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—কলিকালে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রই কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই নাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব যাবতীয় পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এই নাম-কীর্ত্তনের বিধি কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—হরিনাম-কীর্ত্তনের কোন বিধি বা নিয়ম নাই। এই হরিনাম-কীর্ত্তন শুচি, অশুচি, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদা করা যাইবে। হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ব্রহ্ম-হত্যা, হিংসা, চৌর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে, সংসার হইতে মুক্তি, প্রেম ও ভগবদ্দর্শন সহজ-লভ্য হইবে।

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কলিকালে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র সাধন—একমাত্র সাধন—একমাত্র সাধন। কারণ হরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এইজন্য হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে আর কোন ধর্ম্ম নাই। শাস্ত্র বলেন—

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন, একমাত্র সাধন, মহাবদান্য সাধন, অদ্বিতীয় সাধন, অব্যর্থ সাধন, অকুতোভয়-সাধন, অসীম-শক্তিশালী সাধন, পরম-বলিষ্ঠ সাধন, অসাধারণ সাধন, পরম-মহা-সাধন, সাধন-শিরোমণি বা সাধন-সম্রাট্। এই হরিনাম-সংকীর্ত্তন সাধন ও সাধ্য, উপাসনা ও উপাস্য, ভগবান্ ও ভক্তি যুগপৎ।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তদানুগত্যে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও গুরু-বৈষ্ণব-সেবা আদর ও প্রীতির সহিত করিলে ভগবৎ-কৃপায় মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনায়াসে কৃষ্ণকে লাভ করা যাইবে।

বোলপুরে বিরাট্ ধর্ম্মসভা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৩৮ পৃষ্ঠার পর]

৭ই ফাল্গুন (১৩৮৬) বুধবার—আমরা সকাল সকাল প্রস্তুত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে আসি, ৭॥ ঘটিকায় বন্দনা আরম্ভ হয়। প্রায় পৌনে ৮ ঘটিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুড়িপাড়া, কাছারী পটি, ষ্টেশন রোড্, শ্রীনিকেতন রোড্, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শান্তিনিকেতন রোড, নেতাজী রোড্, বাসন্তীতলা প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া বেলা ৯॥ ঘটিকায় ঐ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও মঙ্গল মহারাজই প্রধান কীর্ত্তনীয়া। অতঃপর ভক্তবর প্রণতপাল প্রভুর বিশেষ অনুরোধে আমরা তাঁহার গৃহে গমন করি। তথায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর পূজা করতঃ ফলমূল-মিষ্টান্নাদি ভোগ নিবেদনান্তে আরাত্রিক সম্পাদন করেন। এদিকে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল তীর্থ মহারাজ অপূর্ব্ব ভাবাবেগে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বেলা ১২ ঘটিকা পর্যান্ত মহা-সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর আমরা ফল-মূলাদি প্রসাদ সম্মানান্তে ধর্ম্মশালায় আসিয়া অন্নপ্রসাদ পাই। অপরাহ্নে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ পুনরায় প্রণতপাল প্রভুর গৃহে গিয়া পাঠ কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় মহতী সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু'। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন—বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী মহোদয়। ভাষণ দান করেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং অধ্যাপক সুধীর বাবু। সর্ব্বশেষে সভাপতির সারগর্ভ অভিভাষণ হয়। সভাপতি মহাশয়ের বৈষ্ণবোচিত দৈন্য খুবই হৃদয়স্পর্শী। উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজয় বামন মহারাজ। অদ্যকার সভায় বহু শ্রোতৃ-সমাবেশ হইয়াছিল। সভাশেষে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ দান করেন। আমরা রাত্রি প্রায় ১০॥ ঘটিকায় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—অদ্য ভোরে বিশেষ কার্য্য-বশতঃ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভূধারী দাস ও বলভদ্র দাস ব্রহ্মচারীসহ রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীমদ্ বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমৎ তীর্থপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ রামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান দর্শনার্থ একচক্রা যাত্রা করেন। স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে আমরা (শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ) প্রফেসর সুধীর বাবুর সহিত দুইখানি রিক্সাযোগে রায়পুরস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ দর্শনার্থ গমন করি। পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ আমাদিগকে পাইয়া বিশেষ উল্লাস সহকারে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-সূচক অনেক অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা শ্রবণ করান। তাঁহার শ্রীমুখের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে এত দীর্ঘকালও যেন ক্ষণকাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল, আরও শ্রবণ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও ভোগারতি বাজিয়া উঠায় কথা থামিয়া গেল। পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদিগের তিন মূর্ত্তিকেই (শ্রীপুরী মহারাজ, বাবাজী মহারাজ ও মঙ্গল মহারাজ) তৎ প্রকাশিত তিনখানি শ্রীনয়নানন্দ-ভাষ্য-সম্বলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, তিনখানি মন্ত্রার্থদীপিকা ও তিনখানি মহামন্ত্রের বিস্তৃত অর্থ গ্রন্থ প্রদান করেন। আমরা ভোগারতি দর্শনান্তে চতুর্ব্বিধরস সম্বলিত বিচিত্র প্রসাদ সেবন করিবার সৌভাগ্য বরণ করিলাম এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে যে রিক্সায় আসিয়াছিলাম, সেই রিক্সায়ই বোলপুর ধর্ম্ম-শালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ বামন মহারাজেরা একচক্রা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রফেসর সুধীরবাবুর (শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজের শিষ্য) সাদর আহ্বানে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুর মন্দিরে যাইবার পথে সুধীরবাবুর গৃহ হইয়া যান। ভক্তের গৃহ, স্বামী স্ত্রী পরমভক্ত, তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষিত পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যাও ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী। সকলেই গৃহাগত অতিথি বৈষ্ণবদ্বয়ের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌজন্যে কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইল। একটু পরেই শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকেও সগোষ্ঠী প্রফেসরবাবু বিশেষ সমাদর করিলেন। আমরা এখান হইতে বরাবর শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে যাই। তথায় সভারম্ভে প্রথমে উদ্বোধন কীর্ত্তন করেন—শ্রীতীর্থপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসার মহারাজের এক শিষ্য। শ্রীপাদ সার মহারাজের শিষ্য ভজহুঁরে মন ও মহামন্ত্র বেশ সুস্বরে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভাষণ দান করেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ ও প্রফেসর সুধীরবাবু। মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। অদ্যও শ্রোতৃসংখ্যা মন্দ হয় নাই। আমরা অতঃপর প্রণতপাল প্রভুর গৃহে গিয়া প্রসাদ সম্মানান্তে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশ্রাম করি।

৯ই ফাল্গুন শুক্রবার—অদ্য আমাদের বিদায়ের পালা। প্রত্যূষেই শ্রীরাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া দেখা করেন ও ষ্টেশনে যাইবার জন্য রিক্সাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। আমরা ৬-২৮এ বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জারে উঠি, খুব ভিড়। কোন গতিকে একটু বসিবার ব্যবস্থা করিয়া লই। আমরা তিনমূর্ত্তি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ) ব্যাণ্ডেলে ১০টায় নামি। মঙ্গল মহারাজ, বামন মহারাজ, তীর্থপদ ও রামদাস ব্রহ্মচারী বরাবর কলিকাতায় গেলেন। আমরা ১২-২৮এ কাটোয়া লোক্যাল পাই। তাহাতে বেলা প্রায় ৩টায় শ্রীনবদ্বীপধাম ষ্টেশনে নামি। বাবাজী মহাশয় শ্রীপাদ শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার কোলের গঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে গমন করেন, পরদিবস তথা হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিলেন। আমরা দুই মূর্ত্তি (শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ জনার্দ্দন মহারাজ) বরাবর শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গমন করি।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপা-প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও গত ২২ গোবিন্দ (৪৯৩ গৌরাব্দ), ১০ ফাল্গুন (১৩৮৬), ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৮০) শুক্লাষ্টমী তিথি শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীমঠের সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজের উদ্বোধন ভাষণের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থের ১ম হইতে ৩য় অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করেন। রাত্রি প্রায় ১০॥টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলে। চতুর্দ্দিক হইতেই প্রচুর যাত্রিসমাগম হইতেছে।

১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফাল্গুন যথাক্রমে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্ত-

দ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ, ১৪ই ফাল্গুন শ্রীঈশোদ্যানে বিশ্রাম করতঃ ১৫ই ফাল্গুন গঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ এবং ১৬ই ফাল্গুন শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করা হইয়াছে। প্রত্যেক দ্বীপস্থ বিভিন্ন গৌরলীলাস্থানে শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। বেলপুকুরে বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। প্রতিদিবসই সন্ধ্যায় শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্যদেব, সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, উদালা (ময়ূরভঞ্জ) মঠের শ্রীমদ্ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ (তেজপুর), শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দিয়াছেন। কতিপয় হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী ভক্ত থাকায় তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ প্রত্যহ হিন্দী ভাষায়ও ভাষণের প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও সম্পাদক উভয়েই হিন্দীভাষাভিজ্ঞ। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবকৃপায় পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণই পাঠ করা হইয়াছে।

১৬ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব মহাসঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে সুসম্পন্ন হয়। রাত্রির সভায় ভাষণ দান করিয়াছিলেন - শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ। নবধা ভক্তির পীঠস্থান স্বরূপ নবদ্বীপধাম পরিক্রমার সার্থকতা ও সাফল্য সম্বন্ধেই আলোচনা হয়। পর দিবসের অনুষ্ঠেয় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রার অধিবাসবাসর ও অন্য বহু উৎসবাদি দ্বারা পালিত হইয়া থাকে। ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল শ্রীগৌরলীলানুসরণই মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দলীলানুসরণে যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীগৌরশিক্ষাসার-নামানুশীলনক্রমেই নাম নামকৃপায় ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলা-রসমাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা উদিত হয়। "ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজরূপ গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ। পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা দেখায় নিজ স্বরূপ বিলাস॥"—ইহাই মহাজন বাক্য। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদোক্ত (ভঃ সং ২৫৬ সংখ্যায়) সাধনক্রমও এইরূপ—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্॥

[অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণদ্বারা হৃদয়ে তাহার অর্থাৎ সেই রূপের যোগ্যতা লাভ হয়। রূপ সম্যক্ প্রকারে উদিত হইলে গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি সম্পাদিত হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ এবং তদীয় পরিকরসমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই লীলাসমূহের স্ফুরণ সুষ্ঠু হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। কীর্ত্তন এবং স্মরণ বিষয়েও এইরূপ ক্রম জ্ঞাতব্য।]

যাঁহারা এইসকল মহাজনবাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজেদের স্বকপোলকল্পিত মতকেই বহুমানন করতঃ প্রথমেই লীলারসাস্বাদনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে যান, তাঁহারা অবিলম্বেই সাধনক্রমোল্লঙ্ঘনজনিত প্রাকৃত সহজিয়া দলভুক্ত হইয়া অকালপক্কতা লাভ করেন।

"শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে যাতায়াত ও অসুর-মারণাদি নৈমিত্তিক লীলা। তাহা প্রপঞ্চবদ্ধ সাধকের পক্ষে অপরিহার্য্য। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেক ভাবরূপে

গোলোকে আছে। কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশ পায়। সাধকদিগের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। সাধকগণ সেই সেই লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন।

যাহা হউক ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভৌমলীলায় প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ব্রজলীলামাধুর্য্য-আস্বাদনের প্রারম্ভে ব্রজভজনের অন্তরায় স্বরূপ এক একটি অসুরনিধনলীলা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি অসুরকে (যেমন প্রলম্ব ও ধেনুকাদি) কৃষ্ণ বলদেবস্বরূপে নিধন করিয়াছেন। আবার কতকগুলি অসুরকে কৃষ্ণ স্বয়ং নিধন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—কৃষ্ণ যে সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, সেই সকলের চৈত্তরাজ্যে উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্যে ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থ দূর করেন। আর যে সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধিক নিজ চেষ্টায় দূর করিবেন, ইহাই ব্রজভজনের রহস্য। ভারবাহিস্বরূপ কুসংস্কারই ধেনুকাসুর। স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাতারূপ 'প্রলম্ব' নামক অনর্থ সাধক নিজ যত্নাগ্রহে কৃষ্ণকৃপায় দূর করিবেন। স্ব-স্বরূপ, নাম-স্বরূপ ও উপাস্য-স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অবিদ্যা, তাহাই ধেনুকাসুর। তাহা সাধক বহু যত্নে দূর করিবেন। স্ত্রী বা পুরুষসঙ্গলাম্পট্য, অর্থলোভ, বিষয়চেষ্টা, নিজের সম্মানাদি অভিমান বৃদ্ধি, স্বীয় পূজাপ্রাপ্তি, প্রতিষ্ঠালাভ —এই সমস্তই প্রলম্বত্ব। ইহাকে নামভজনের মহাপ্রতিকূল জানিয়া নিজ যত্নাগ্রহে দূর করিবে। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব-ভাবের আবির্ভাবে উহারা ক্ষণেকেই নষ্ট হয়। তাহা হইলে ক্রমশঃ 'অন্বয়' অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবতঃ গূঢ়। সদ্গুরুর নিকট নির্ম্মল চরিত্রে শিক্ষা করা আবশ্যক।

আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ, রাধামদনমোহন এবং পঞ্চতত্ত্ব, গিরিধারী ও শালগ্রামাদি শ্রীবিগ্রহচরণে ফল্গুচূর্ণ নিবেদন করিয়া প্রসাদ মস্তকে ধারণ করি। পিচকারী দিয়া রং খেলা আমাদের শ্রীমায়াপুরে নিষিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণের ফল্গুৎসব বা হোলিখেলার প্রারম্ভে শঙ্খচূড় বধ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডাবির্ভাবলীলার প্রারম্ভে অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুর বধ প্রভৃতি লীলা শ্রীভাগবতে শ্রুত হইয়া থাকে।

১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ শ্রীশ্রীফাল্গুনপূর্ণিমা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমমঙ্গলময়ী আবির্ভাব তিথি। মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও প্রভাতী কীর্ত্তনাদির পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং উদয়াস্ত পর্য্যন্ত চলে। প্রায় সারাদিনই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে থাকে। আমরা প্রাতে যতিধর্ম্মানুসারে ক্ষৌরকর্ম্মাদি সমাপনান্তে ভাগীরথী সরস্বতী সঙ্গমে স্নান করিয়া আসি। তবে গঙ্গাঘাটে যাইবার রাস্তা খুবই দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। খুব সাবধানে পদচালনা করিতে হয়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এমনই কৃপা এই দুর্যোগের মধ্যেও শ্রীধাম-দর্শনার্থী যাত্রিসমাগম কম হয় নাই। আমি স্নানান্তে শ্রীক্ষেত্রপাল শিবকে পূজা করিয়া শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করিয়া আসি।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত দীক্ষা ও মহামন্ত্র দান করেন। তাঁহার শুভেচ্ছানুসারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সত্বং বিশুদ্ধং, অবিস্মৃতিঃ, যথাযথাত্মা, চেতোদর্পণ মার্জ্জনং প্রভৃতি শ্লোককীর্ত্তন মুখে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের মধ্যেই শ্রীভগবানের প্রকটলীলা আবিষ্কারের কথা বলিয়া অভিষেকের সময় আসিয়া পড়ায় শ্রীমন্দিরে যান এবং অভিষেক ও পূজাদি কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীমান্ মদনগোপালদাস ব্রহ্মচারী [গোস্বামী] তাঁহার পূজাদি কার্য্যে সহায়তা করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গকৃপায় অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়।

এদিকে নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধারণ সভা, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয়

সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য চলিতে থাকে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার সভাপতি—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্যকারী নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ সূচক ভক্তিমূলক উপাধি প্রদান করেন—

১। শ্রীযোগরাজ শেখেরি, ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)—**সেবাব্রত**
২। ডক্টর শ্রীউষা গাঙ্গুলী, আগরতলা—**ভক্তিবান্ধব**
৩। শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (শ্রীঅবনীবাবু, কৃষ্ণনগর, নদীয়া)—**ভক্তিসুহৃদ্**
৪। শ্রীব্যোমকেশ সরকার, কলিকাতা (শ্রীবাসুদেব দাস)—**ভক্তিবারিধি**
৫। শ্রীওম্‌প্রকাশ বৈদ, ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)—**সেবাকুশল**
৬। শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, হায়দরাবাদ—**সেবাপ্রাণ**
৭। শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, আগরতলা—**ভক্তিসৌরভ**
৮। শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, জম্মু—**ভক্তিসম্বন্ধ**
৯। শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক, আগরতলা—**সেবাভূষণ**
১০। শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা, আগরতলা—**ভক্তিপ্রমোদ**
১১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক, আগরতলা—**ভক্তবন্ধু**

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেন—

১। শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ
৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ বোধায়ন মহারাজ
৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ তীর্থ মহারাজ (পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত)
৫। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি—শ্রীসলিলকুমার হাজরা
৬। শ্রীসনাতন দাসাধিকারী
৭। শ্রীজগবন্ধু দাস বাবাজী মহারাজ
৮। শ্রীমতী যশোদা দেবী
৯। শ্রীবিষ্ণুপদ দাসাধিকারী
১০। শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী
১১। শ্রীমতী গিরিজা বালা দেবী
১২। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা এবং তদনন্তর ভোগারতি ও সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। তৎপর উপবাসী ভক্তবৃন্দ অনুকল্প করেন। দৈববিড়ম্বন-হেতু বৃষ্টির জন্য সকলকেই একটু একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কেহ দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী থাকেন। অধিকাংশ যাত্রীই ফলমূলাদি অনুকল্প স্বীকার করেন।

১৮ই ফাল্গুন রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। সকালের দিকে আকাশের অবস্থা ভাল না থাকিলেও পরে রৌদ্র বাহির হয়। এবার ভিজা উনুনে রন্ধনাদি ব্যাপারে পাচকগণকে খুবই উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপায় উৎসবের সকল কার্য্যই একরূপ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। রাত্রে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি ভাষণ দান করেন।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে চণ্ডীগড় মঠের দশম বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানের উদ্বোধনের সহিত বিগত ৭ চৈত্র (১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), ২১ মার্চ্চ (১৯৮০ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার হইতে ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত অতিথি উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন। কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস), শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রকান্ত) ও শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দাস চণ্ডীগড় মঠের উৎসবে যোগদানের জন্য ১৭ই মার্চ্চ চণ্ডীগড়ে আসিয়া পৌছেন। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবন হইতে এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ব্রজবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ নন্দগ্রাম হইতে শুভাগমন করেন।

শ্রীমঠের সুবিশাল সুরম্য সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন, যথাক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম্ আর শর্ম্ম (Mr. Justice M. R. Sarma), হরিয়াণা রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীবলবন্ত রায় টায়াল, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের চিফ্ কমিশনার শ্রীজে-সি আগরওয়াল, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী বি-এন্ মেহরা এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীভি-সি পাণ্ডে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম্ এম্ পুঞ্চি, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের ফাইনান্স সেক্রেটারী শ্রীসেবা সিং আই-এ-এস্, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীআই-এস্ টিওয়ানা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর শ্রী ডি-পি-সৈনি এবং হরিয়াণা রাজ্য সরকারের সমবায় ও যোজনা মন্ত্রী ঠাকুর শ্রীবীর সিং। চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপি-এল্ বার্ম্মা ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। সুললিত কণ্ঠে প্রত্যহ উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী।

২২ মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ রথের জন্য নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য সিংহাসন নির্ম্মাণ করতঃ চণ্ডীগড়বাসী সমস্ত ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

২৩ মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীননীগোপাল

দাস বনচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্তামণি বনচারী, শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীসৎ পাল, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীযশপাল শর্ম্মা, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস, শ্রীশুকদেব রাজ বক্সি, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীহরিপ্রেম শর্ম্মা, শ্রীবলবাহাদুর মেদি, শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল, শ্রীআর সি সুদ, শ্রী কে- এল আবরোল, শ্রীকলিরাম প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

লুধিয়ানা :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ,— পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণদাস, আসাম), শ্রীমদ্ রামবিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী (চণ্ডীগড় মঠ), শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীঅমরেন্দ্র দাস সমভিব্যাহারে গত ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় হইতে শুভ যাত্রা করতঃ অপরাহ্নে লুধিয়ানায় শুভপদার্পণ করেন। লুধিয়ানায় মডেল টাউনস্থিত শ্রীকৃষ্ণসনাতন ধর্ম্মসভামন্দিরে বৈষ্ণববৃন্দের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। পরবর্ত্তিকালে চণ্ডীগড়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রচার পার্টির সহিত যোগ দেন। প্রচারপার্টি ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত লুধিয়ানায় অবস্থান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে: নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং প্রত্যহ রাত্রিতে মডেল টাউনস্থিত শ্রীকৃষ্ণসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও উভয় স্থানে বক্তৃতা করেন। শ্রীকৃষ্ণসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে প্রাতঃকালীন সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কএক সহস্র নরনারীর সমাবেশে স্থানীয় দণ্ডীস্বামীর আশ্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ সহরের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে ৩০ মার্চ্চ রবিবার এবং নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে পরদিবস সোমবার নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহর পরিক্রমা করেন।

লুধিয়ানায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর (শ্রীনরহরি দাসাধিকারী প্রভু) এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্র কাপুর বিশেষভাবে যত্ন ও আনুকূল্য করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের সভাপতি শ্রীতুলিচাঁদজী ও সেক্রেটারী শ্রীওমপ্রকাশজী, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সভাপতি শ্রীসোহনলাল আহুজা ও সেক্রেটারী শ্রীবংশীলালজী এবং স্বধামগত শ্রীমঙ্গত রায়ের পুত্র শ্রীমনোহর লালজী ও শ্রীসুখরাম শর্ম্মাজীর সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
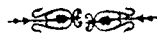
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ২ গোবিন্দ (৪৯৩), ১৯ মাঘ (১৩৮৬), ৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৮০) রবিবার পরমপবিত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে অবস্থানকারী বর্ষীয়াননী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবৈষ্ণব-চরণদাস মহাপাত্র মহোদয় শ্রীমঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকটে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ। তিনি বর্ত্তমানে পুরীধামে উক্ত শ্রীমঠের পক্ষ হইতে পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকরূপে সেবা করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক, য়্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদীয় ত্রিবিধ চিকিৎসাশাস্ত্রেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। ভগবদ্ভজনেও তিনি বিশেষ রুচিসম্পন্ন।

গত ১৩ই চৈত্র (১৩৮৬), ইং ২৭শে মার্চ্চ (১৯৮০) বৃহস্পতিবার একাদশী তিথিতে পাঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীললিতাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (ধর মাষ্টার মহাশয়) শ্রীমঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্ন্যাসনাম হইয়াছে যথাক্রমে (১) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও (২) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিললিত বৃহদ্‌ব্রতী মহারাজ। কায়, মন ও বাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবৎসেবায় দণ্ডিত বা নিয়মিত করিতে পারিলেই বস্তুতঃ ত্রিদণ্ডধারণের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হয়, নতুবা 'বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ'। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি (ভাঃ ১১।২৩।৫৩) কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ। মুকুন্দসেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥" অর্থাৎ তুর্য্যাশ্রমোচিত ত্রিদণ্ডবেষের তাৎপর্য্য হইতেছে—পরাত্মনিষ্ঠা এবং ব্রত হইতেছে মুক্তি সুখকেও কুৎসিৎকারী মুকু অর্থাৎ প্রেমদানকারী মুকুন্দের সেবা। এইরূপ ত্রিদণ্ডধারী জীবপুরুষেই সত্য সত্য পরমপিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রকৃত পুত্রস্বরূপ এবং তিনিই ঋষিগোত্র বা চ্যুত গোত্র হইতে অচ্যুত গোত্রে গোত্রান্তরিত হইবার প্রকৃত অধিকারী।

বেষাশ্রয়

গত ২৯, গোবিন্দ ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ (১৯৮০) শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসী শুভবাসরে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীক্ষেত্রপাল শিবের পূজারী শ্রীমদ্ গোবিন্দদাসাধিকারী মহোদয় শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট পারমহংস্য বেষাশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার বেষের নাম হইয়াছে—শ্রীমদ গোষ্ঠবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ। ইনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবানিষ্ঠ স্নিগ্ধ বৈষ্ণব।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ আমাদের প্রাত্যহিক মঙ্গলের জন্য যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালে সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রিকাতে এবং তাঁহার পত্রাবলী ও বক্তৃতাবলী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহার ঐ সকল উপদেশসমূহ শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যপ্রবর—বীরভূম জেলান্তর্গত চিনপাই গ্রামস্থিত "শ্রীভাগবত আশ্রম" ও উক্ত জেলান্তর্গত রাইপুর গ্রামস্থিত "শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের" প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ সঙ্কলন-পূর্ব্বক প্রশ্ন-উত্তর মুখে গ্রন্থাকারে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত" নামে ১ম ও ২য় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন।

যদি কোন শ্রদ্ধালু সজ্জন উহা ডাকযোগে পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে রেজেষ্ট্রী বুকপোষ্টের ব্যয় বাবদ ৩.০০ তিন টাকা বিস্তারিত নাম ঠিকানাসহ মনিঅর্ডার যোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে যথাস্থানে পাঠান হইয়া থাকে।

ঐ গ্রন্থদ্বয় প্রাপ্তির ঠিকানা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ ও গ্রাম—রায়পুর ভায়া—বোলপুর, জেলা—বীরভূম।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—	ভিক্ষা	.৮০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—	,,	.৮০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	.৮০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	১৬.০০
(৭)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.০০
(৮)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	১.৫০
(৯)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	.৭৫
(১০)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	.৮০
(১১)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত —	,,	১.৭৫
(১২)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE —	Re	1.00
(১৩)	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — —	ভিক্ষা	১.৫০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্বলিত— —	,,	১.৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত —	,,	১.০০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১২.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৮)	একাদশীমাহাত্ম্য — — —	,,	২.০০
	অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—		
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	১.৫০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	২.০০
(২১)	শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — —	,,	২.০০
(২২)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) — —	,,	১৮.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ | ৪র্থ সংখ্যা
১৫ পুরুষোত্তম, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার; ২৯ মে, ১৯৮০

মায়াবাদী আদির সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে সঙ্গজদোষ হয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

সঙ্গবিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। মায়াবাদী এবং মুমুক্ষু, ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী, অন্যাভিলাষী এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই—অশ্রদ্দধানে হরিনামদান অপরাধের অন্যতম। মায়াবাদী প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিনটী দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই। ঠাকুর নরোত্তম বলেন, "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।" তাঁহাদের গোপনীয় রহস্য শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু হরিবিরোধিজন আত্মঘাতী। ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"—শ্রীচরিতামৃত। ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। ভোজন করান ও ভোজন করা এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হয়। সজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্যনিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্যপ্রদানরূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(রাগানুগা ভক্তি)

প্রঃ—রাগানুগা ভক্তির মূল কি?

উঃ—"রুচিমূলা হি রাগানুগা ভক্তিঃ।"

"ব্রজবাসীদিগের সেবানুকরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির মূল।" —আঃ সূঃ ১১৬

প্রঃ—রূপানুগ ভজনে রসজ্ঞান প্রয়োজনীয় কেন?

উঃ—"রূপানুগ তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর,
রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দ রস, সর্ব্বতত্ত্ব যাঁর বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্বধন॥"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ'—৬, গীঃ মাঃ

প্রঃ—বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির মধ্যে তারতম্য কি?

উঃ—"বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতিশীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম সুসাধনে, রুচি হয় যাঁর মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায়॥"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ'—৫, গীঃ মাঃ

প্রঃ—রাগানুগ সাধকগণের ভগবদনুশীলন কত প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি কি?

উঃ—(১) **চিদগত অনুশীলন**—(ক) প্রীতি ও (খ) সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানুভূতি।

(২) **মনোগত অনুশীলন**—(ক) স্মরণ, (খ) ধারণা, (গ) ধ্যান, (ঘ) ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, (ঙ) সমাধি, (চ) সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার, (ছ) অনুতাপ, (জ) যম ও (ঝ) চিত্তশুদ্ধি।

(৩) **দেহগত অনুশীলন**—(ক) নিয়ম, (খ) পরিচর্য্যা, (গ) ভগবদ্ভাগবতের দর্শন-স্পর্শন, (ঘ) বন্দন, (ঙ) শ্রবণ, (চ) হৃষীকার্পণ, (ছ) সাত্ত্বিক বিকার ও (জ) ভগবদ্দাস্যভাব।

(৪) **বাগ্‌গত অনুশীলন**—(ক) স্তুতি, (খ) পাঠ, (গ) কীর্ত্তন, (ঘ) অধ্যাপন, (ঙ) প্রার্থনা ও (চ) প্রচার।

(৫) **সম্বন্ধগত অনুশীলন**—(ক) শান্ত, (খ) দাস্য, (গ) সখ্য, (ঘ) বাৎসল্য ও (ঙ) কান্ত; সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুইপ্রকার—অর্থাৎ ভগবদ্গত প্রবৃত্তি ও ভগবজ্জনগত প্রবৃত্তি।

(৬) **সমাজগত অনুশীলন**—(ক) বর্ণ—মানবগণের স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তা-বিভাগ। (খ) আশ্রম—মানবগণের অবস্থান অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ—গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, (গ) সভা, (ঘ) সাধারণ উৎসবসমূহ ও (ঙ) যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

(৭) **বিষয়গত অনুশীলন**—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাববিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্যকাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকা-যন্ত্রবৎ)—(ক) চক্ষুর বিষয়—শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি। (খ) কর্ণের বিষয়—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা ও কথা ইত্যাদি। (গ) নাসিকার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য। (ঘ) রসনার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয়-গ্রহণ-সঙ্কল্প ও কীর্ত্তন। (ঙ) স্পর্শের বিষয়,—তীর্থ-বায়ু, পবিত্রজল, বৈষ্ণব-শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী-সঙ্গাদি। (চ) কাল—হরিবাসর ও পর্ব্বদিন ইত্যাদি। (ছ) দেশ—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি। —কৃঃ সং 'উপসংহার'

প্রঃ—রাগানুগ ভক্তের কৃষ্ণসেবারীতি কিরূপ?

উঃ—"রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২২।১৫৪

প্রঃ—রাগানুগ-ভজনকারীর ইষ্টবিষয়িণী সেবা, ব্যবহার, লীলাচেষ্টা, পদ্ধতি ও ভাব কিরূপ হইবে?

উঃ—"বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে যেরূপ 'সেবার ব্যবস্থা' আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস'-স্তোত্রে যেরূপ 'ব্যবহার' লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে; 'বিশাখানন্দাদি-স্তোত্রে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলাচেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে; 'মনঃশিক্ষা'য় যে পদ্ধতি দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে এবং 'স্বনিয়মে' যে 'ভাব' প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে। —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(৮)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর
জিঃ নদীয়া
২৬।৭।৭৮

স্নেহভাজনেষু,—

আরাম করিবার জন্য বা খেয়ালমত চলিবার জন্য আমরা সংসার ছাড়িয়া মঠে আসি নাই, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সহনশীলতা ব্যতীত ২টি প্রাণী একসঙ্গে বাস করিতে পারে না। তোমরা অনবরত এখানে নয় সেখানে, সেখানে নয় ওখানে যাইতে ইচ্ছা করিলে ও জানাইলে কেবল আমাদিগকে উদ্বেগই দেওয়া হয়। সহিষ্ণু হইয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া সেবাকার্য্যাদি করিবে। সংখ্যা পূর্ব্বক শ্রীনাম-মন্ত্রাদি যথারীতি জপ করিলে তোমাদের চিত্তে শান্তি ও সুখ লাভ হইবে। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিবার যত্ন করিবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

⁂ ⁂ ⁂ ⁂

(৯)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৮।১।৭৬

স্নেহভাজনেষু,—

মঠসেবকদের পরস্পর সহনশীল হইয়া মঠে বাস করা উচিত। সকলের স্বভাব ও যোগ্যতা একপ্রকার নয় বলিয়া পরস্পরের মধ্যেই সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের অত্যাবশ্যকতা রহিয়াছে। মোটকথা আমার বক্তব্য এই যে, সুকৃতিবলেই মনুষ্য শ্রীহরিভজনের জন্য মঠে বাস করিতে বা সাধন ভজন করিতে আসে। কিন্তু সাধকের মধ্যে কেবল সুকৃতিই থাকিবে, দুষ্কৃতি থাকিবে না এইরূপ নয়। সুতরাং সুকৃতির ফলে সাধন ভজনে ইচ্ছা বা সাধুভক্তের সঙ্গ করে, কিন্তু প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে পুনঃ অন্যায় কার্য্যও করিতে পারে বলিয়া তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তাহাদের সংশোধনের জন্য বন্ধুভাবে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়াই সমীচীন মনে করি। হিংসাবৃত্তি সাধুর স্বভাব নয়।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

(১০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৩।৮।৭৭

স্নেহভাজনেষু,—

তোমার পুনঃ মঠবাসের ইচ্ছা হইতেছে জানিলাম। তোমার অনেক যোগ্যতা রহিয়াছে কিন্তু, ক্রোধের জন্য লোকে অনাদর করে ও বিরক্তি বোধ করে। সাধক মাত্রেরই কোন না কোন দোষ প্রথমে থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক নিজ নিজ যত্নের সহিত উহা বিদূরিত করেন। নিজের দোষ নিজে দেখিতে না শিখিলে তাহার সংশোধন ও সমুন্নতি কখনও হয় না। তুমি যদি নিজেকে নির্দ্দোষ মনে কর, তবে তোমার খুবই ভুল হইবে। অন্যের দোষের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া নিজেকে ভাল করিবার চেষ্টা করিলে বিশেষতঃ ক্রোধ ও মারা-মারির প্রবৃত্তি বন্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলে তুমি পুনঃ মঠে আসিতে পার, নচেৎ নয়। তবে উৎসবাদিতে গৃহস্থদের মত যোগদান সর্ব্বত্রই করিতে পারিবে।

তোমার পিতৃদেবের এখন বয়স কত? তিনি কাজকর্ম্মে এখনও সমর্থ আছেন কি অথবা অসমর্থ—জানিতে ইচ্ছা। যদি নিজে চলাফেরা ও কিছু কিছু সেবাকার্য্যাদি করিতে পারেন, তাহা হইলে বাকী জীবন তিনি মঠে থাকিয়া সাধন ভজন করিতে পারেন। কিন্তু পিতা-পুত্র একত্র থাকিলে অসুবিধা হইবে। প্রাকৃত দেহের সম্বন্ধটা প্রবল করিলে ভজনের অন্তরায় হয়। তোমার জননী কোথায় থাকিবেন? তাঁহার পক্ষে মঠে থাকা সম্ভব হইবে না। উৎসবাদিতে তিনিও মঠে নিজ ব্যয়ে যাতায়াত করিতে পারিবেন।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

করুণাময় শ্রীহরি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ দুর্জ্ঞেয় অনন্ত ও শক্তিবিশিষ্ট—তিনি দুরন্তশক্তি। তিনি কেনই বা শ্রীবিষ্ণুদর্শনাকাঙ্ক্ষী চতুঃসনের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়কে অভিশপ্ত করান, আবার মন্দার পর্ব্বতে সুকঠোর তপস্যারত হিরণ্যকশিপুকে স্বয়ং ব্রহ্মাকে দিয়া কেনই বা তাহার মৃত্যুনিষেধক যাবতীয় বর প্রদান করান, কেনই বা দৈত্যগৃহে তাঁহার পরমভক্ত প্রহ্লাদের আবির্ভাব সংঘটিত করেন, কেনই বা নিজ পিতা হিরণ্যকশিপু দ্বারা প্রহ্লাদকে নানাভাবে নির্য্যাতিত করান এবং সেই ভক্ত রক্ষণার্থ আবার কেনই বা স্বয়ং নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রকট করেন, তাঁহারই বহিরঙ্গা মায়া কর্ত্তৃক ষোড়শ অর অর্থাৎ শলাকা বিশিষ্ট (১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ মহাভূত) সংসার-চক্র সৃষ্টি করাইয়া কেনই বা জীবকে তাহাতে নিষ্পেষ্ট করান, আবার কেনই বা সেই নিষ্পীড়মান জীবকে উদ্ধারার্থ তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন,—ইহার প্রকৃত অন্তর্গত রহস্য বড়ই দুর্জ্ঞেয়। "অনুমান প্রমাণ নহে, ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানে॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥" মঙ্গলময় শ্রীহরি তাঁহার নিষ্কপট শরণাগত ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট তাঁহার অবতারের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন না।

সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা যাঁহারা লীলাময় শ্রীভগবানের

এই লীলা-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যান, তাঁহারা ত' ভগবানের উপর দোষই আরোপ করিয়া বসেন! তাঁহারা বলেন—"ঈশ্বরের লীলার জন্য জীবকে কষ্ট ভোগ করিতে হয় কেন? এই কষ্টপ্রদ লীলা না করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরি কি অন্য কোন প্রকার লীলা করিতে পারিতেন না? জীবের কষ্টের জন্য ত' কৃষ্ণকেই দায়ী হইতে হয়? তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিই যখন জীবের পরম শত্রুরূপে তাহাকে নানা দুঃখকষ্ট প্রদান করে, তখন সেই শত্রুটাকে দূর করিয়া দিলেই ত' জীব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে? পরম করুণাময় ঈশ্বর জীবকে বৃথা কেন কষ্ট ভোগ করান? যদি বল লীলাময়ের লীলা, তাঁহার লীলার জন্য জীবকে কেন কষ্ট ভোগ করিতে হয়?"

অধিকাংশ জীবের মনেই এই সকল নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, অনেকেই এই সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান না পাইয়া ক্রমশঃ ঈশ্বর বিশ্বাসই হারাইয়া ফেলেন, নাস্তিক হইয়া যান। বস্তুতঃ সমস্যা খুবই গুরুতর। শুদ্ধভজনবিজ্ঞ সাধু ভক্তই ইহার প্রকৃত সমাধান দিতে পারেন। এজন্য মহাজনগণ বলেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে॥
চৈতন্যের-ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্রতরঙ্গ॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎপ্রণীত 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থরাজের ষোড়শ অধ্যায়ে ইহার সুন্দর সমাধান প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাক্যের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদান করিতেছি—

শ্রীভগবান্ যেমন করুণাময়, তেমনই লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত লীলা করিবার জন্য তিনি জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাবাদি ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করতঃ যেমন ঊর্দ্ধমানের সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তিনিই পরমানন্দ লাভের অনন্তবাধা-স্বরূপ মায়িক অধোমানেরও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। অধোমান-গত জীব স্বরূপার্থ-শূন্য, নিজ সুখান্বেষণপর ও কৃষ্ণবিমুখ। এই অবস্থায় জীব যত অধোগমন করিতে থাকে, পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া ততই তাহাদিগকে উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীব ঐসকল সুবিধা গ্রহণ করিয়া উচ্চগতি স্বীকার করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ চিদ্ধামে গমন ও নিত্য পার্ষদগণের অবস্থা-সাম্য লাভ করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

স্বতন্ত্র বাসনা লাভ জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের একটি বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। স্বতন্ত্র বাসনাহীন জড়-বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়। জীব সেই স্বতন্ত্র বাসনা লাভ করিয়া জড়জগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, জড় বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়। তাহা আপাতরমণীয় হইলেও পরিণাম দুঃখদায়ক। বিষয়াসক্ত জীব ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারে। দুঃখ অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিলেই তাহার হৃদয়ে অমিশ্র সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। সেই বাসনা হইতে বিবেকোদয় হয়, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, শ্রদ্ধোদয়ে জীব ঊর্দ্ধমানে আরোহণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের ঐ ক্লেশটি চরমে সুখদায়ক হয়।

বিশেষতঃ পরমকরুণাময়—দয়ার্দ্র হৃদয় শ্রীভগবান্ জীবকে তাহার বহির্ম্মুখতা-জন্য নিজ হস্তে দণ্ড দিতে পারেন না, তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া সেই অপ্রীতিকর কার্য্যটির ভার গ্রহণ করেন বলিয়া তিনি (মায়াদেবী) তাঁহার (শ্রীভগবানের) সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইতে বিলজ্জমানা হন, যদিও ইহা তাঁহার ভগবৎকৈঙ্কর্য্যই বটে, কেননা এই দণ্ড না পাইলে জীব ত' একেবারেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িত, ভগবদ্ ভজনের আর নাম-গন্ধও করিত না।

কষ্টটা যদি চরমে সুখদায়কই হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কষ্ট বলা যায় কি করিয়া? কৃষ্ণই পরম-পুরুষ ও কর্ত্তা। সেই কর্ত্তার ইচ্ছাধীন হইতে হইলে জীবকে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই স্বীকার করিতে

হয়, কিন্তু কৃষ্ণলীলা পুষ্টি-নিমিত্ত জীবের এই ক্লেশ পরিণামে সুখদায়কই হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ জীবকে তাঁহার অন্বয়মুখী প্রেমানন্দ দিবার জন্য যাবতীয় ব্যতিরেক ভাবের অবতারণা করেন। সুতরাং ব্যতিরেক ভাবোথ দুঃখকষ্টাদি ঐ অন্বয় ভাবপুষ্টির নিমিত্ত হওয়ায় লীলাময় শ্রীহরির সকল লীলাই পরম উপাদেয় ও সুখাবহ।

শ্রীভগবান্ জীবকে তাঁহার পরম উপাদেয় প্রেমসুখ দিবার জন্য ব্যতিরেকভাবে যে সকল বিপরীত ভাব বা অন্তরায়, তৎসম্মুখে উপস্থাপিত করান, শুদ্ধভক্ত সাধু-সঙ্গক্রমে জীব ক্রমশঃ ঐ সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া যখন প্রেমসম্পদ্ লাভ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় পরমানন্দে ভরপুর হইয়া উঠে, সাধনপথের কোন দুঃখের কথাই আর তখন মনে থাকে না, বরং ঐসকল দুঃখকে শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ বলিয়াই মনে হয়। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা সুখদুঃখ পরমসম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥" লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ একদিকে তাঁহার উর্দ্ধমানারূঢ় ভক্তের পবিত্র জীবনাদর্শ, অপরদিকে অধোমান প্রাপ্ত অধোগামী দুর্গত জীবের নানাদুঃখময় কুৎসিৎ জীবনাদর্শ পাশাপাশি সংরক্ষণ করতঃ আমা-দিগকে সর্ব্বোত্তম শিক্ষাসার গ্রহণের সুযোগ দেন বা উন্নতজীবন লাভের উৎসাহ প্রদান করেন।

জীবের স্বতন্ত্রতা একটি রত্ন বিশেষ। জড়বস্তুতে তাহা দেওয়া হয় নাই, এজন্য তাহা অতীব তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইলে জীব ঐরূপ জড়-বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। কিন্তু শ্রীভগবান্ বিভুচিদ্‌বস্তু—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, জীব অণুচিৎ বা চিৎকণ বলিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রতা ভগবৎ পরতন্ত্র। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের সেবা দ্বারাই জীব সেই স্বতন্ত্রতার সদ্‌ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু জীব তাঁহার স্বরূপগত নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার মূলে ভগবানের ভোক্তৃত্ব বা কর্তৃত্ব দাবী করিতে গেলে অনধিকার চর্চ্চাবশতঃ তাঁহাকে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইতে হয়। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াতে অভিনিবেশ বশতঃ জীব যখন নানা দুঃখ দৈন্যে প্রপীড়িত হয়, তখন পরম করুণাময় কৃষ্ণ অজ্ঞ জীবের সমূহ অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকেন—"জীব কৃষ্ণের অমৃতময়ী লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন। আবার জীব সেই লীলাতত্ত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায় স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ-ভক্ত চরিত্রদ্বারা শিক্ষা দেন।" এমন দয়াময় কৃষ্ণকে কি কোন প্রকারে দোষারোপ করিতে পারা যায়? তাঁহার করুণা অগাধ, জীব তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহার সেই করুণা ধারণা করিতে না পারিয়া তদ্-ভজনে উদাসীন হইয়া পড়ে।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় দ্বারা নানাভাবে তাপ প্রদান করেন বলিয়া তাঁহাকে আমরা পরম শত্রু-জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীভগ-বানের স্বরূপশক্তির ছায়ারূপিণী সেই মায়া কৃষ্ণদাসী। তিনি কৃষ্ণবিমুখ জীবকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করিয়া দেন। তিনি স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত বদ্ধ জীবকে দণ্ড প্রদান না করিলে তাহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে নিদারুণ কষ্টপ্রদ নরকপথের যাত্রী করিয়া তুলে। সুতরাং শ্রীভগবানের কোন ব্যবস্থাই নিরর্থক নহে। দুষ্টের দণ্ডদাতা শাসকসম্প্রদায় না থাকিলে যেমন রাজ্যে দস্যু-তস্করাদির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব-বশতঃ রাজ্য শান্তিহীন হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ভবকারাগারের অধিষ্ঠাত্রী মায়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য।

সচ্ছাস্ত্রবিহিত সদ্ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে পারিলে জীব অবশ্যই নিত্য মঙ্গললাভ করিতে পারিবেন। শাস্ত্রবিধি উল্লঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে গেলে তাঁহাকে সুখ, সিদ্ধি ও পরাগতিলাভে চির বঞ্চিত হইতে হইবে।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥

শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু-ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ—প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন॥

অভিধেয় নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম—মহাধন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২-১২৫

পরম করুণ শ্রীভগবান্ জীবকে মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান বঞ্চিত দেখিয়া বেদ ও সেই বেদার্থপূরক পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই শাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রার্থ প্রকাশক গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মা বা চৈত্ত্য-গুরুরূপে জীবকে নিজতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন। জীব তখন বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা। বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্ব শিক্ষা করা যায়। কৃষ্ণই—প্রাপ্যসম্বন্ধ, ভক্তি সেই প্রাপ্যের সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামক একটি মহানিধিই একমাত্র চরম প্রয়োজন। এই প্রেমই পুরুষার্থ শিরোমণি। এই চরম পরম শ্রেয়ঃ মহামূল্য প্রেমসম্পল্লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য সাধন মার্গে যে সাধনক্লেশ স্বীকারের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে কখনই ক্লেশ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই শীঘ্র শীঘ্র প্রেম-সম্পৎপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ সাধন বলা হইয়াছে। সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে নিরপরাধে সেই মহামন্ত্র নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই অচিরেই সেই প্রেমসম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু আমি সাধুগুরু সঙ্গ লইব না এবং তাঁহাদের সঙ্গে সেই নামগ্রহণে যত্ন করিব না, অথচ প্রেমসম্পদ্ লাভের দাবী করিব, তাহা কখনই সম্ভব হয় না। কৃষ্ণের কৃপাশক্তি সর্ব্বশক্তি-চক্রবর্ত্তিনী। ভক্তের ভজনোত্থ শ্রান্তিদর্শনে কৃষ্ণের ঐ কৃপা অবতরণ করেন। মা যশোদার পরিশ্রম দর্শন করিয়াই কৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধুগুরুর আনুগত্যে সচ্ছাস্ত্র নির্দ্দেশানুসারে ভজন করিতে হইবে, তবেই কৃষ্ণকৃপায় আমরা তাঁহার মহামূল্য প্রেমধনের অধিকারী হইতে পারিব।
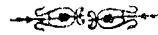
বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ—চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম

কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ ও ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণকেই বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ বলে। ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণকে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে "যাঁহারা কণ্ঠদেশে তুলসীমালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করেন, সেই বৈষ্ণবগণ ত্রিভুবনকে সন্তই পবিত্র করেন।" স্কন্দপুরাণে, লিখিত আছে—"যাঁহার ললাটদেশ গোপীচন্দনে তিলকিত, গাত্র হরিনামাক্ষরে ভূষিত এবং কণ্ঠ তুলসীমালা দ্বারা অলঙ্কৃত, যমদূতগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়—"যিনি চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গে কৃষ্ণনামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।"

পদ্মপুরাণে তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চ সংস্কারের কথা বর্ণিত আছে। পঞ্চ সংস্কারের অন্যতম পুণ্ড্রই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক নামে অভিহিত। ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই এই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সাদরে ধারণ করিয়া থাকেন। হরিমন্দির, হরিপদাকৃতি প্রভৃতি নানাবিধ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সম্প্রদায়ে যে প্রকার তিলকের নিয়ম আছে তাহাই সে সম্প্রদায়ের স্বীকার্য্য। পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভাজনক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম ঊর্দ্ধগতি,

হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম আশ্রয় করার নাম ঊর্দ্ধ্বগতি। তাহা আত্মায়, দেহে ও মনে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র হয়। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শূন্য শরীর শবতুল্য। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শূন্য মন কেবল ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করে।"

কণ্ঠে তুলসী-মালা-ধারণ ও দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ দ্বারা শ্রীহরি প্রসন্ন হন। ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই প্রত্যহ তিলক ধারণ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"প্রভু বলে—কেন ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার?
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ বেদে বলে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১১-১২)

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত আছে—"ভক্তগণ প্রত্যহ ভগবৎপূজা ও মন্ত্রজপাদি কালে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ করিবেন। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ভয়নাশন ও কল্যাণকর। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, তর্পণ প্রভৃতি যাহা করা যায়, তাহাই বিফল হয়। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলে তাহার ফল রাক্ষসগণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি নিরয়গামী হইয়া থাকে, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-রহিত শরীর শ্মশান-সদৃশ। যে ব্যক্তির ললাটে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, সে চণ্ডাল হইলেও পবিত্র হয় এবং অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে যশ অধিষ্ঠান করে, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে মুক্তি বিদ্যমান, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে শ্রীহরি বিরাজিত থাকেন। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীর সহিত শ্রীনারায়ণ সমাসীন থাকেন; সুতরাং যে ব্যক্তির শরীরে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক বিদ্যমান থাকে, সেই দেহ শ্রীহরির পবিত্র মন্দিরস্বরূপ। যিনি ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি বিমানারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করেন, তাঁহাকে দেখিলে অখিল পাপ দূরীভূত হয় এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নাম স্মরণ করিলে যাবতীয় দানের ফল পাওয়া যায়। যিনি শ্রাদ্ধে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী সজ্জনকে ভোজন করান, তাঁহার পিতৃপুরুষ কোটিকল্প যাবৎ পরিতৃপ্ত থাকেন। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ, দান, তপ, জপ ও হোমাদি যে-কোনও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অনন্তগুণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।"

শাস্ত্রে অন্যত্র দৃষ্ট হয়—"অপবিত্র এবং আচার ভ্রষ্ট ব্যক্তিও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিলে পবিত্র হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী মানবের যে-কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও বিমানারূঢ় হইয়া নিত্য সুখময় ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তির গৃহে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি আহার করেন, তাঁহার বিংশতি পুরুষ নরক হইতে পরিত্রাণ পায়। মরণকালে যে ব্যক্তির দেহে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক বিদ্যমান থাকে, তিনি গো-হত্যা, শিশুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যে-ব্যক্তির ললাটে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকে, গ্রহ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, ভূত-প্রেত প্রভৃতি তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে সমর্থ হয় না। ভগবান তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন থাকেন। যাঁহারা অত্যন্ত যত্নের সহিত ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয় না। যমরাজ দূতগণকে বলিতেছেন—হে দূতগণ! যে ব্যক্তির ললাট-দেশে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র বিদ্যমান, তাঁহাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।"

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে—"যাঁহার শরীরে হরি-পদ-চিহ্ন বিরাজমান থাকে, তিনি ভগবানের প্রিয় হন এবং তাঁহাকেই প্রকৃত পুণ্যবান্ বলে। যে ব্যক্তি মধ্যস্থলে ছিদ্রবিশিষ্ট ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।"

সামবেদেও উল্লিখিত আছে—"বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বোত্তম ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ করাই বিধি। যাঁহারা প্রত্যহ সাদরে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ করেন, তাঁহাদের যাবতীয় পাপ দূরীভূত হয়, পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়, সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং শ্রীহরিতে অচঞ্চলা ভক্তি লাভ হয়। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণকারী ব্যক্তি দেবতাগণের দ্বারা পূজিত হন এবং অনায়াসে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর এ মর-জগতে আসিতে হয় না।"

শাস্ত্রে অন্যত্র পাওয়া যায়—"বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন এবং অবৈষ্ণব শূদ্রগণ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। যে ব্রাহ্মণের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে স্নান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণ কখনও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন না। ত্রিপুণ্ড্রধারণ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে সেই কার্য্য ভগবানের সন্তোষদায়ক হয় না। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে পুনরায় ত্রিপুণ্ড্র রচনা করে, সে নরাধম নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব হরিমন্দির-স্বরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র রচনা করিয়া তাহা ভগ্ন করিবে না।"

শাস্ত্রে অন্যত্র পাওয়া যায়—"গোপীচন্দন, তুলসীমূল-মৃত্তিকা বা তীর্থ-মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ বিধি। নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় ভাগকেই নাসামূল বলে। ভ্রূযুগলের মূল হইতে ছিদ্র রচনা করিতে হয়। নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর ও মধ্যে (ভ্রূযুগলের) ছিদ্র বিশিষ্ট ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই হরিমন্দির বলিয়া অভিহিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণ পার্শ্বে সদাশিব ও মধ্যস্থলে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং মধ্যস্থল লেপন করা কর্ত্তব্য নহে। মধ্যস্থলে ছিদ্র না থাকিলে তাহা অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণ কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেই দণ্ডাকার ছিদ্রবিশিষ্ট মনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বক্র, অগ্রভাগে লগ্ন, মূলে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিম্নভাগ পৃথক্, স্থানভ্রষ্ট, মলিন, পরস্পর লগ্ন, অথবা অঙ্গুলী ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত, মহাজনগণ সেইরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে বিফল বলিয়াছেন—সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দ্বারা কোন ফল হয় না।"

অঙ্গুলী দ্বারাই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করা বিধি। তিলক রচনার অঙ্গুলী সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—'অনামিকা' অভীষ্টদাত্রী, 'মধ্যমা' আয়ু বৃদ্ধিকারী, 'অঙ্গুষ্ঠ' পুষ্টিসাধক এবং 'তর্জ্জনী' মোক্ষপ্রদাত্রী। তিলক রচনা-কালে নখ স্পর্শ করিতে নাই।"

কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণও ভক্তি. তুলসীমালা ধারণ করিলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। অতএব ভক্ত মাত্রেরই তুলসীমালা ধারণ করা কর্ত্তব্য। তুলসীমালা ধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"তুলসীমালা ধারণ করিলে মহাপাপ নষ্ট হয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয় এবং শ্রীহরির চরণে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। অপবিত্র অথবা আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিও তুলসীমালা ধারণ দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকেন এবং অন্তকালে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করেন, ভগবান্ তাঁহাকে ভগবদ্ ধামবাসের ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহার শরীরে কোন পাপই থাকে না এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি নিরন্তর সন্তুষ্ট থাকেন। যিনি তুলসীমালা ধারণ করেন, তাঁহাকে দেবতাগণও পূজা করেন, স্বর্গধাম তাঁহার করতলগত হয় এবং দেহান্তে তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। তুলসীমালা ধারণ করিয়া যে কোন পুণ্যক্রিয়া করা হউক, কোটিগুণ অধিক ফল দান করে। তুলসীমালা ধারণকারী ব্যক্তির নরক হয় না, যমদূতগণ তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে পলায়ন করে। কণ্ঠদেশে তুলসীমালা থাকিলে দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শাস্ত্রভয় থাকে না। মহা-অপবিত্র ব্যক্তিও তুলসীমালা ধারণ দ্বারা পবিত্র হন এবং মহাপাপীও তুলসীমালা ধারণ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন।"

শাস্ত্রে এরূপ কীর্ত্তিত আছে—"তুলসীমালা ধারণ করিয়া ভগবানের পূজা করিলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। তুলসীমালা ধারণকারী ব্যক্তি ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। হরিপূজা করিলেও মালা ধারণ ব্যতীত তাঁহাকে ভক্ত বলা যায় না।" গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥"

যে সকল তার্কিক পাপী দুর্ভাগা তুলসীমালা ধারণ করে না, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হন এবং তাহারা অনন্তকাল নরকভোগ করে।
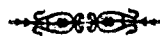
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের যুগ্মসম্পাদক মহোদয়ের

পাশ্চাত্ত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ (প্রাক্তন ব্রহ্মচারী নাম শ্রীমঙ্গলনিলয় দাস ব্রহ্মচারীজী) গত ৫ই চৈত্র (১৩৮৬) ইং ১৯শে মার্চ্চ (১৯৮০) বুধবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে কলিকাতা দমদম বিমান-বন্দর হইতে রাত্রি ১০-৪০ মিঃ এর লণ্ডনগামী বিমানে শুভযাত্রা করিয়া পরদিন ২০শে মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ণে লণ্ডন বিমান বন্দরে পৌছান, তথা হইতে লণ্ডন-কানাডাগামী বিমানে যাত্রা করিয়া ঐ ২০শে মার্চ্চ তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কানাডা বিমানবন্দরে নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করিয়াছেন; তখন ভারতীয় সময় হইবে সকাল ৬টা। প্রায় ১১।১২ ঘণ্টা তফাৎ। উক্ত বিমান বন্দরে বন্ধুপ্রবর শ্রীপ্রেমসাগরজী ও প্রফেসর কোনেল তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার কানাডা হইতে (C/o শ্রীপ্রেমসাগরজী) ২১।৩।৮০ তারিখে শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর নামে লিখিত এক পত্র হইতে আমরা জানিতে পারিলাম—উক্ত প্রেমসাগরজী ও অধ্যাপক কোনেল মহাশয় কানাডা বিমান-বন্দরে উপস্থিত থাকায় তাঁহার কোনই অসুবিধা হয় নাই। সম্পূর্ণ একটি অপরিচিত স্থানে তাঁহারা না থাকিলে তাঁহাকে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের কানাডায় বিমান হইতে অবতরণকালে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। যাহা হউক উক্ত প্রফেসর কোনেল তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের ভাষণের ব্যবস্থা করিবেন বলেন। শ্রীপ্রেমসাগরজীও উক্ত ২১।৩ তারিখে রেডিও যোগে মহারাজের আগমন-সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৩।৩ তারিখে একটি সমাজে তিনি হরিকথা আলোচনা করেন। আপাততঃ কএক দিন শ্রীপ্রেমসাগরজীর নিকট থাকিয়া তিনি প্রচার-কার্য্যার্থ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মহিমান্বিত বাণী সর্ব্বত্র উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিবার অদম্য উৎসাহ মহারাজের হৃদয়ে আছে। ভক্তবৎসল বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি অবশ্যই তাঁহার ভক্তের সেই শুভাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন। মহারাজ তাঁহার প্রতি স্নেহশীল ভারতবাসী সকল বন্ধুর নিকটই তাঁহার যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীনৃত্যগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ যে-সকল মঠসেবক তাঁহাকে কলিকাতা বিমান-বন্দরে বিমানে উঠাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহার অন্যান্য সকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধবকে তিনি তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও অভীষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা জানাইতেছি।

পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের টরেণ্টো হইতে ৩।৪।৮০ তারিখে লিখিত পত্রে জানা গেল—এ পর্য্যন্ত ওদিকে তাঁহার বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। স্থানীয় হিন্দু প্রার্থনা সমাজে চারিদিবস ভাষণ দিয়াছেন। ISKCON Centre-এও দুইদিন ভাষণ দিয়াছেন। একদিন ISKCON devotee এক ভক্তিমতী গুজরাটী মহিলার বাড়ীতেও তিনি ভাষণ দিয়াছেন। গত ২।৪।৮০ তারিখে শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ টরেণ্টো ইউনিভারসিটীতে প্রফেসর জোসেফ টি. ও. কোনেল (Prof. Joseph T. O. Connel) সাহেবের ব্যবস্থাপনায় 'God, Soul and the World' অর্থাৎ 'ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ' সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ ভাষণ দিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষণ শেষে ঐ দেশের প্রথানুসারে কএকজন ছাত্র কএকটি পরিপ্রশ্নও করিয়াছিলেন। মহারাজ

তাহার যথাযথ উত্তরও প্রদান করিয়াছেন। উক্ত প্রশ্ন ও তদুত্তর অনুবাদসহ পৃষ্ঠান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইংরাজী ভাষায় ভাষণ দিতে হইতেছে। যাঁহারা ভারতীয়, তাঁহারাও ঐদেশে অধিক দিন বসবাসের ফলে প্রায় সকলেই ইংরাজী ভাষাভাষী হইয়া গিয়াছেন। ঘরে বাহিরে ইংরাজীরই প্রভাব। শ্রীপাদ মঙ্গল মহারাজ বেশ উৎসাহ সহকারেই বক্তৃতাদি দিতেছেন। বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রফেসর কোনেল প্রায় একঘণ্টাকাল স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখাইলেন। স্বামিজী মহারাজের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই আছে লিখিয়াছেন। প্রচারে তাঁহার অদম্য উৎসাহ।

শ্রীপাদ মঙ্গল মহারাজের কানাডা টরেন্টো হইতে গত ২০।৪।৮০ তারিখে শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুর নামে লিখিত পত্রে জ্ঞাত হইলাম—মহারাজ কানাডায় বিভিন্ন স্থানে প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তনাদি খুব উৎসাহের সহিতই করিতেছেন। অনেক ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ সজ্জন তাঁহাকে সাদরে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। তিনি কানাডার রাজধানী অটোয়ায় ও মন্ট্রিলে কিছুদিন প্রচারকার্য্য করিবেন। তুইস্থান হইতেই আহ্বান আসিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও যাইবেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কএকদিন ইংলণ্ডেও প্রচারকার্য্য করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন।

মহারাজ কানাডার ISKCON কেন্দ্রীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-সেবা দর্শন করিয়া তাঁহাদের সেবা-পারিপাট্যের খুবই প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—শ্রীমন্দিরের প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরনিতাই, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাগোপীনাথ এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথদেব বিরাজিত। মঠের সেবকসংখ্যা লিখিয়াছেন—প্রায় ৪৫ জনের মত হইবে, তন্মধ্যে ৩০ জন সেবক শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন সেবা-সংরত। স্বধামপ্রাপ্ত পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের মূর্ত্তিটিও অতি সুন্দর, তিনি যেন সাক্ষাৎ বসিয়া আছেন, শিষ্যদের সেবাচেষ্টা পরিদর্শন করিতেছেন, শিষ্যগণ কতই-না আর্ত্তির সহিত তাঁহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতেছেন। মোটকথা স্বামিজী মহারাজ তত্রত্য মঠবাসিগণের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা দেখিয়া খুবই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও ভারতের বহির্ভূত বিভিন্ন প্রদেশসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির আদর শ্রবণে খুবই আনন্দ অনুভব করিতেছি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের মন্ট্রিল (কানাডা) হইতে ৯ই মে (১৯৮০) তারিখে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুর নামে লিখিত পত্রে প্রকাশ—

স্বামীজী কানাডার রাজধানী অটোয়ায় ৮ দিন শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করতঃ উক্ত মন্ট্রিলে (Montreal) আসিয়া প্রচার করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মন্ট্রিলে ৭।৮ দিন থাকিয়া তিনি পুনরায় টরেন্টো প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। স্বামীজী প্রায় প্রত্যহই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনালয়ে ভগবৎকথা কীর্ত্তনের সাদর আমন্ত্রণ পাইতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই হরিকথা শ্রবণাগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তিনি খুবই উৎসাহিত ও উল্লসিত হইতেছেন। পাঠ বা বক্তৃতার উপক্রম ও উপসংহারে—আমাদের মঠের কীর্ত্তনবিধানানুসারে স্বামীজী সাধারণতঃ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বড়ই আনন্দের বিষয়—শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার দোহার অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করেন। স্বামীজী লিখিয়াছেন—"যাহা বুঝিতে পারিতেছি—এইদেশে গৌরবাণী প্রচার হইয়াছে ও আরও হইবে। বহু লোকের মধ্যে কথা শুনিবার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া সুখী ও আনন্দিত হইতেছি।" আমরা স্বামীজীর অটোয়ায় প্রচার সংবাদটি সজ্জন-সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম,—

"অটোয়ার সাইন্টিফিক্ রিসার্চের অন্যতম সদস্য শ্রীরবীন্দ্র নাথ বাসু মহোদয়ের আহ্বানে শ্রীমৎ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ টরেন্টো সহরে ব্যাপক প্রচারান্তে গত ২৫ এপ্রিল শুক্রবার রেলযোগে তথা হইতে যাত্রা করিয়া শনিবার প্রাতে অটোয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রী ও শ্রীমতী বাসু শ্রীল মহারাজকে তথায় অভ্যর্থনা করেন। শ্রীবাসু

মহোদয় স্বহস্তে নিজ প্রাইভেটকার ড্রাইভ করতঃ ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল অন্তরে Hadley Circle এ সুসজ্জিত নিজালয়ে শ্রীল মহারাজকে লইয়া যান। উক্ত দিবসই অপরাহ্নকালে তিনি নিজেই পুনঃ ড্রাইভ করতঃ সহরের বিভিন্নাংশ যথা—সেক্রেটারিয়েট্ বিল্ডিং, প্রসিদ্ধ চার্চ্চ, প্রসিদ্ধ হোটেল (যেস্থানে একসময়ে ভারতের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় নিবাস করিয়াছিলেন), অটোয়া-রিভার, রিডু-রিভার, রিডু-ফল (জলপ্রপাত), ইণ্ডিয়ান-এম্ব্যাসি, লেকভিউ ইত্যাদি বহুস্থান দর্শন করান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসেও সহরের অপরাপর স্থান এবং অটোয়া রিভারের অপর পার্শ্বস্থিত ক্যানেডা রাষ্ট্রের কুইবেক্ প্রদেশের কিয়দংশ, তৎসন্নিহিত পার্ব্বত্য-বনভূমির সুউচ্চ শিখর হইতে তৎসংলগ্ন নিম্নভূমি ও অটোয়া-রিভারের মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শন করাইয়া শ্রীল মহারাজকে সুখ প্রদান করেন।

শ্রীবাসু মহোদয় পনের বৎসর যাবৎ ক্যানেডা গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে স্বমর্য্যাদায় বহাল রহিয়াছেন। শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ তাঁহার বাড়ীতে অষ্ট দিবস অবস্থান করতঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কথা কীর্ত্তন করেন। প্রায়দিবস তাঁহার বাড়ীতেই শ্রীহরিকথার আসন হইয়াছিল। দিবসান্তরে শ্রীবাসু মহোদয়ের একটী জার্ম্মাণ বন্ধু Mr. HALMAT KRAUSBAR এবং তৎপত্নী Mrs CLAIR KRAUSBAR এর (French) অনুরোধক্রমে তাঁহাদের গৃহেও ধর্ম্ম-কথার অধিবেশন হইয়াছিল।

Mrs. Basuর গৃহপালিত কুকুর (টেড্ডী) ও Mrs Krausbar এর ভিন্ন ভিন্ন নামীয় গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, ইঁদুর, বিভিন্ন রঙ্-বেরঙের পক্ষিগণকে দেখিয়া মহারাজ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করতঃ বলিয়াছিলেন—প্রীতি এমনই জিনিষ যেখানে খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ ভুলিয়া অতিবড় হিংস্র প্রাণীও তদধীন দুর্ব্বল প্রাণিগণের সঙ্গে একত্রে খেলাধূলা করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে বসবাস করে। মিসেস্ Krausbar-এর স্নেহপালিত জন্তুগণের মধ্যে হিংস্রভাবের কোন লক্ষণ না দেখিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, "পরতত্ত্বের স্বরূপও পরমাকর্ষক। তিনি পরম কৃষ্ণ। তাঁহার আকর্ষণে কর্ম্মফলবাধ্য খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন দেহধারী জীবও মুগ্ধতাবশতঃ নিজ নিজ হিংস্রস্বভাবের পরিচয় ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে প্রীতি করিয়া থাকে। পরতত্ত্বের 'নাম' ও 'স্বরূপ' উভয়ই 'কৃষ্ণ'। তাঁহার 'নাম' ও 'নামী' (শ্রীঅঙ্গ) অভেদ। অভেদ বস্তুই প্রেমময়। ভেদবস্তু প্রেম-শব্দবাচ্য নহেন। 'বস্তুদ্বিতীয়ম্'-শব্দে কেবলকৃষ্ণই পরিলক্ষিত হন। প্রেমই তাঁহার স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম। প্রেমের দুইটি aspect—Dominating এবং Dominated. প্রেমের Dominating স্বরূপটীকে বিষয় এবং Dominated স্বরূপটীকে তাঁহার আশ্রয় বলা হয়। বিষয়-আশ্রয়-সম্বন্ধে প্রেম পরম আস্বাদ্য হন। এই দুইটি ভাবের স্বরূপের উপলব্ধি হইতেই মাত্র বস্তু-জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয়। কুকুরকে কুকুর পর্য্যায়ের, বিড়ালকে বিড়াল পর্যায়ের, মনুষ্যকে মনুষ্য পর্য্যায়ের রুচিতেই মাত্র আবদ্ধ রাখিয়া এবং অন্য প্রাণীর দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করতঃ তাহাদিগকে পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে বিশ্বপ্রীতিতে বাধা উপস্থিত হয়। তাহা প্রতিক্রিয়াশীলতায় ভরা। পক্ষান্তরে যদি উক্ত বিষয়-আশ্রয়-সম্পর্কে নিজে সজাগ থাকিয়া চরাচরকে তদ্বোধে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তবেই সমুদয় প্রতিক্রিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ হয় এবং তাহাই প্রকৃত বিশ্বপ্রেম পর্য্যায়ে গণিত হয়। নতুবা খণ্ডবস্তুর আকর্ষণ কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া পড়ে।

শ্রীশিবানন্দ সেন নামে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার একটী কুকুর ছিল। যেহেতু শ্রীশিবানন্দ মহাভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন, সেজন্য তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার কুকুরটিও ভগবানের প্রিয়বোধে যথাকালে শ্রীভগবন্নৈবেদ্য-প্রসাদ সেবন করতঃ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিল। ভালবাসার সার্থকতা এইস্থলেই পরিদৃশ্যমান্।

আমরা শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি Mrs. Krausbar এবং তদ্বন্ধুবর্গের স্নেহ শ্রীভগবৎ-প্রীতি-পর্য্যায়ে নীত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় প্রাণীরই মঙ্গল বিধায়ক হউক।

Lecture delivered at Toronto University on 2nd April, 1980

BY—Swami B. H. Mangal Maharaj

My friends! let me first offer myself at the Lotus feet of my beloved Spiritual Master, my Mentor His Divine Grace Om Vishnupad Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, the undivided self of Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, the pioneer of Unalloyed Devotional Cult for the present century in the love of Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu who made his appearance in the firmament of India in the 15th Century and inundated the whole of India by Supra-Sensual delights of Divine love from the Himalayas on the North to Cape Commorin in the South. With due respect to you all, I invoke mercy from you all so that I can represent the thoughts of my preceptorial clan very clearly and correctly.

It is natural, that the holy audience will enquire something from the religious preacher regarding God, Soul and the World. So, it will be my proud privilege to speak on this subject only.

My friends, our consciousness is surrounded by matter in this world of nescience. The consciousness is not the living personality but it is formed in the personality of the living being (Spirit Soul) when he comes in contact with matters or embodied by matters like earth, watar, fire, air, ether etc, of 24 kinds. Matters are totally devoid of consciousness. By this material consciousness the living being or the spirit soul can enjoy this material world only with the subsequent formation of false ego, mind and intellect. In that case he will feel his existence in the world only which is full of miseries. Though out of that, the embodied living entity will not feel any comfort but pains only, but yet he will not be able to turn his face towards the other side so long as he does not come in contact with other paraphernalia—the paraphernalia beyond this mundane —the transcendental paraphernalia only which is full of pure consciousness even without any touch of mundane but ever illumined by the Lord—the Supreme Being, the Reservoir of all life-forces and His pure devotees. Spirit Souls coming in contact with this paraphernalia do not crave or feel anything of the mundane in their pure consciousness but the loving service of the Lord and His devotees. So, my friends! you are seeing the consciousness is changing but the Spirit-Soul is ever unchanged. To be more clear, I should say that changes in egoes will be felt in this material domain only but not in the Supra-mundane consciousness where pure ego once formed will never be changed.

My friends, we the human beings feel ourselves at the top of the creations and

thereby lording over other species inferior to man. But my question to the intellectuals is if they have actually superseded the other species by their good qualities. They may be saying that they are the inventors of so many things of this present day Science. They can fly more than birds by inventing aeroplanes, rockets, etc., they can swim over the sea more than fishes and crocodiles by inventing torpedo, boats etc., they can build very big buildings more than builder-birds by inventing some specific methods from Engineering point of view, they can envy others more than lions. tigers, snakes, rhinoceros, etc. who are by birth ferocious, by inventing atom bombs, hydrogen bombs, etc. and so on. My point is that whether man by saying and showing their inferior qualities are superseding the other species. They may be worshipped by tigers, lions, birds, beasts or like personalities in man, because the hellish qualities in the inferior species are lesser than that in man of the aforesaid qualities. So, to achieve those qualities in question from man inferior species will worship man like thief worships dacoits. But no sensible man will appreciate these hellish qualities in man and they will not worship such man, whether he may be the greatest scholar, renowned scientist, the poet, the writer or whoever he may be.

So, how to form superconscious feelings in us (or in our spirit soul—the person) through which we can enjoy eternity, purity, serenity and perpetuity of life ? The way is there to come in contact with bonafide Sadhus (saints) who feel their very existence as well as the existence of the others, sentients or insentients, in the common Reservoir of all life-forces. What is that Reservoir ? That Reservoir is the Almighty—the Supreme Being. He is fully shaped, embodiment of all Supra-sensual delights. He is the Dominator and others are all dominated or potencies of Almighty. So, leaving aside all false egoes of mundane and thinking ourselves fully dominated originally, if we very humbly submit ourselves to the Lotus feet of Almighty, we shall be in fullest delights throughout our eternal existence, because the living entities are not mortal but immortal, primeval, unborn and eternally existing principle So, Submission to God is the solution. So briefly, we have drawn out the pictures of God, Soul and the World. This much for to-day. With all regards and thanks.

অনুবাদ

আমি সর্ব্বপ্রথমে আমার পরমারাধ্য দীক্ষাগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি। আমার শ্রীগুরুদেব বর্ত্তমান যুগে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত) আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল এবং পাশ্চাত্ত্য প্রদেশেও অশেষ-বিশেষে প্রচার প্রসারের মূল মহাপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ। আমি সবিনয়ে এই সভায় সমবেত সকল সজ্জনের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনাদের সকলেরই অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, যেন আমি আমার পরমারাধ্য গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত সদুপদেশ আপনাদের নিকট সুস্পষ্ট ও নির্ভুলরূপে ব্যক্ত করিতে পারি।

ইহা স্বাভাবিক যে, ধর্ম্মানুরাগী শ্রোতৃবর্গ ঈশ্বর, আত্মা এবং জগৎ সম্পর্কে ধর্ম্ম-প্রচারককে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন। অতএব এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার সুযোগ লাভ আমার পক্ষে গৌরবেরই বিষয় হইবে।

বন্ধুগণ! আমাদের চেতনসত্তা এই মায়াচ্ছন্ন জগতে জড়বস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব এক নয়। জীবাত্মা যখন জড়বস্তু অথবা জড়বস্তুর প্রতীক পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ইথার বা আকাশ ইত্যাদি ২৪ প্রকার বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তখনই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়। জড়বস্তু পুরাপুরি চেতনাবিহীন। জড়জ্ঞানের দ্বারা জীবের মিথ্যা অহংকার, মন ও বুদ্ধির উদয় হয় এবং ইহার দ্বারা জীব কেবলমাত্র এই জড়জগৎকেই উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহাকে এই জগৎ হইতে কেবল দুঃখদুর্দ্দশাই লাভ করিতে হয়। জীব মায়িকজগতে এইরূপ পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া দুঃখ ব্যতীত সুখ কখনও লাভ করিতে পারে না। সে তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে (অপ্রাকৃত জগতে) প্রতিফলিত করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সেই অপ্রাকৃত জগতের সংস্পর্শে আসে। সেই স্থানটি জড়জগতের বহির্ভূত এবং সম্পূর্ণ মায়াস্পর্শ রহিত—চিন্ময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দ্বারা সর্ব্বদা দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। সেই স্থান ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাঁহার শুদ্ধভক্তবৃন্দের জন্য সংরক্ষিত। জীবাত্মা তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে কেবল ভগবদ্ভক্তের সেবা লাভ করিতে চাহেন, তখন এই মায়াময় জগতের প্রতি তাঁহার কোন চাহিদা বা অনুভূতি থাকে না।

সুতরাং বন্ধুগণ, আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে, মায়াচ্ছন্ন চেতনা পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু মায়ামুক্ত জীবাত্মা চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয়। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই জড়জগৎ হইতে উত্থিত যে অহংভাব, ইহার পরিবর্ত্তন কেবল এই জড়জগতের মধ্যেই অনুভূত হইবে; কিন্তু ইহা একবার বিশুদ্ধ ভূমিকায় চেতনময় সলিলে অবগাহন করিলে যে নিরুপাধিক অহঙ্কারের উদ্ভব হইবে, উহা নিত্যকাল বিরাজমান থাকিবে।

বন্ধুগণ, আমরা মানবজাতি, আমরা আমাদিগকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করিয়া অন্যান্য (নিম্নশ্রেণীর) প্রাণীর উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকি। কিন্তু সুধী সমাজের নিকট আমার প্রশ্ন এইযে, আমরা কি সত্য সত্যই আমাদের গুণাবলীর দ্বারা অধোমানগত নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগণ অপেক্ষা উচ্চমানে আরোহণ করিতে পারিয়াছি? উত্তরে আমরা হয়ত এই কথা বলিব যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে আমরা অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছি। যেমন আকাশপথে বিমান, রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া আমরা পক্ষীদের তুলনায় অনেক বেশী উড়িতে পারি, টর্পেডো এবং নৌকা আবিষ্কার করিয়া জলপথে মৎস্য এবং কুম্ভীরদের তুলনায় আমরা অনেক বেশী দ্রুতগামী হইয়াছি, শিল্প-নৈপুণ্যের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়া আবাসগৃহ নির্মাণে পারদর্শী—পশু পক্ষীদের অপেক্ষাও সুদৃঢ় ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণে সমর্থ হইয়াছি। মনুষ্যজাতি এ্যাটম্ বোম ও হাইড্রোজেন বোম ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া জন্মগতভাবে-লব্ধ-হিংস্র-স্বভাব-সম্পন্ন—সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, গণ্ডার ইত্যাদি হিংস্র প্রাণিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী হিংস্রতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার প্রশ্ন এই যে, মানুষ তাঁহাদের কথাবার্ত্তা এবং নিকৃষ্ট গুণাচরণ দ্বারাই কি অন্যান্য ইতর প্রাণিগণকে অতিক্রম করিতে চাহিতেছেন? তাহা হইলে অবশ্য তাঁহারা সিংহ, ব্যাঘ্র, পশুপক্ষী অথবা পশুসুলভ প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের দ্বারা পূজিত হইতে পারেন। কারণ, যে নারকীয় গুণাবলী নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান, সেই গুণাবলী মানুষের মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। অতএব মানুষের নিকট হইতে ঐ সমস্ত গুণাবলী আহরণ করিবার জন্য নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যকুলের সেবা করিতে হইবে। যেমন—চোরগণ ডাকাতদের

খাতির করিয়া থাকে। মানুষের মধ্যে এই যে দানবীয় স্বভাব বিরাজমান, তাহা কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রশংসা করিবেন না। হইতে পারেন তিনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, কবি, লেখক অথবা তিনি যেই হউন না কেন, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কখনও নারকীয় প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে শ্রদ্ধা করিবেন না।

অতএব প্রশ্ন দাঁড়ায়—কি প্রকারে আমরা আমাদের মধ্যে অবস্থিত চেতনসত্তার (জীবাত্মার) দিব্যজ্ঞানের বিকাশ ঘটাইতে পারি,—যাহার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের অনন্তকালকে, পবিত্রতাকে, স্থিরতাকে এবং চির-স্থায়িত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিব। ইহার একমাত্র উপায় হইল, শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ—যিনি (যে সাধু) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল আধারের অন্তর্গত জীব, জড় ও চেতনের স্বরূপের অস্তিত্বকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সেই মূলাধার কে? তিনি হইলেন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। তিনি হইলেন পরিপূর্ণ সাকার এবং সর্ব্বপ্রকার পরানন্দের (অপ্রাকৃত আনন্দের) মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তিনি সকলের প্রভু (শাসক) এবং অন্য সকলে তাঁহার ভৃত্য (শাসিত) অথবা তাঁহার শক্তিস্বরূপ। অতএব সর্ব্বপ্রকারে এই মায়িক জগতের মিথ্যা অহং পরিহার করতঃ আমরা আমাদিগকে জন্মাবধি ঈশ্বরের অধীন মনে করিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের পাদপদ্মে যদি নিজদিগকে সমর্পণ করিতে পারি, তবেই আমরা নিত্যকাল অখণ্ড আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে পারিব। কারণ, জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য হইল—ইহা অমর, আদি, অজ এবং নিত্য বিরাজমান। পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণই হইল তাঁহার সমস্ত দুঃখদুর্দ্দশা প্রশমনের একমাত্র সমাধান। সুতরাং ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইল।

আপনাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমার বক্তব্য আজ এখানেই শেষ করিতেছি।

Delivered in Frindale College of Religious studies, Toronto (Canada)

By—Swami B. H. Mangal Maharaj, on 10 th April, 1980.

Question— What is Vedic sacrifice ?

Answer—Sacrifice is a term used in different issues. It means offering to a Deity, the act of sacrificing, a victim etc. Regarding Vedic sacrifice, it is commonly known as the killing of animals of particular species in the name of gods and goddesses. There are several kinds of sacrifices named—'Asvamedha', 'Gomedha' etc. Asvamedha means to kill a horse in the name of god according to Vedic rites. The same is in the case of 'Gomedha' also. Outwardly it, of course, conveys the same meaning of killing, no donbt, bnt the underground meaning conveys otherwise. Rishis (Seers of Vedic Truth) of ancient India wanting to rejuvenate an old bullock showing thereby the potentialities of Vedic-mantras, arranged such sacrifices. So, it was not a violence at all but the act of a real brahmin stands guarantee for Vedic-Mantras. In this iron age of Kali (কলি) no pure brahmin

well-versed in Vedic Mantras is available. So, it will be violence only in the name of sacrifice, if any attempt is made for the aforesaid killings or sacrifices in this age.

> "*Asvamedham Gobalambham*
> *Sannyasam Palapaitrikam.*
> *Devarena Sutotpattim*
> *Kalou pancha vibarjayet.*"

(Puran)

The verse is clearly conveying the meaning that in this present age of Kali (কলি), five kinds of attempt viz. Asvamedha, Gomedha, Sannyas, performance of obsequial rites by offering meats, to obtain a child by husband's younger brother are strictly forbidden. Because in this age of Kali common people are much more addicted to sensual pleasures and cannot do anything with disinterested spirit befitting to a society. So, in this present age where all sorts of sacrifices are forbidden by Vedas, only benediction there, enjoined by scriptures is 'Nama-Sankirtan'—the sincere chanting of Holy Names of Divine only and no other means seperately from Nama-Sankirtan.

> "*Harernama Harernama*
> *Harernamaiba Kebalam,*
> *Kalou Nastyeba Nastyeba*
> *Nastyeba Gatiranyatha.*"

Question—Then why have you taken Sannyas?

Answer—Lo! The aforesaid verse "*Asvamedham* ....'' though included in the *karmakanda* is forbidden for want of proper brahminguidance well-versed in Vedic rites, but not the spirit of renunciation is forbidden there too. In the Vedas the spirit of renunciation is verily welcomed everywhere under the plea of promising mundane pleasure. So the Divine Service in the renunciation order is verily accepted. The Divine Service in the fullest renunciation order is the only promise or real reading of the Vedas. The Vedas are not allowing one to lead a frivolous life but allowing him even some sorts of indulgences to sensual pleasures like wedding, eating meat and liquor etc. under the sacrificial rites for the time being, strictly controlling him upto the renunciation mark to have the complete service of Divinity which is a great solace, a great nectar to him—the spirit soul. So, in that sense only *i. e.* to serve the Lord—Almighty, Sannyas is a view of the renunciation order and this mendicant stick in my hand is conveying the same meaning outright.

Question—Is it essential to approach a Spiritual Master for Divine knowledge?

Answer—Oh! Yes, It is most essential. There are two kinds of knowledge. The knowledge of the mundane kind is acquired by the spirit soul under sensual pursuits coming in contact with matter which is only a bondage to him. Whereas, the self-effulgent knowledge of the Divine can be achieved by the deductive process only by surrendering oneself completely to a bonafide (*Tattvadarshi*, the knower of truth)

spiritual Master (*Guru*). He confers Divinity-relationship Knowledge to a surrendered soul which, when cultivated sincerely by him prosecuting the orders of Divine Master and Scriptures, entitled the surrendered to be immersed in the Divine, the undivided knowledge of eternal Bliss and existence. Factually, Spiritual Master's blessings are the only beacon light to realise the real import of Scriptures.

অনুবাদ

প্রঃ—বৈদিক বলি (পুজোপহার বা নৈবেদ্য) বলিতে কী বুঝায় ?

উঃ—'বলি' শব্দটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ দেবতাকে কিছু উৎসর্গ করা। যেমন পশু বলিদান, ইত্যাদি। দেব-দেবীর নামে কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর পশু বলিদানকে সাধারণভাবে বৈদিক উৎসর্গ বলা হয়। যথা,—অশ্বমেধ, গোমেধ, ইত্যাদি। অশ্বমেধ অর্থ বৈদিক বিধান অনুযায়ী ঈশ্বরের নামে অশ্ব-বলিদান এবং গোমেধ অর্থ ঈশ্বরের নামে গো-বলিদান। বাহ্যতঃ ইহা যদিও পশুহত্যা—এই অর্থ বহন করে, তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ অন্যরূপ। প্রাচীন ভারতের বৈদিক সত্যদর্শী ঋষিগণ, যাঁহারা বৃদ্ধ এবং অথর্ব্ব বৃষকে বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে নবযৌবন দান করিতে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারাই এই ধরণের উৎসর্গের আয়োজন করিতেন। বৈদিক মন্ত্রের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইত। অতএব এইরূপ অনুষ্ঠান আদৌ হিংসাত্মক বলিয়া বিচারিত হইত না। বরং প্রকৃত ব্রাহ্মণের কার্য্য হইল বৈদিক মন্ত্রের প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশ করা।

কলির এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে বৈদিক-মন্ত্র শাস্ত্রবিশারদ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুবই দুর্ল্লভ। অতএব এমতাবস্থায় কেহ যদি এই কলিযুগে উপরিউক্ত পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক পশু-বলি দেন অথবা পশুবলির সাহায্যে দেবতাদের উপহার প্রদান করেন তাহা হইলে ইহা হিংসাত্মক কার্য্য বলিয়াই অভিহিত হইবে এবং প্রকৃত বৈদিক বলিবিধানের প্রতি অবিচার করা হইবে।

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

উপরিউক্ত শ্লোকটি স্পষ্টতঃই এইরূপ অর্থ বহন করে যে, অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবর দ্বারা সন্তান উৎপত্তি এই পাঁচরকমের কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রচেষ্টা কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান কলিযুগে সাধারণ মানুষ অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং সমাজের পক্ষে হিতকর ও উপযুক্ত কোন কার্য্যই তাহারা নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন করিতে অপারগ। সেইজন্য কলিযুগে উক্ত পঞ্চ প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা উৎসর্গ বেদ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কলিযুগে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ পন্থাই হইল নিষ্ঠাসহ একমাত্র ঈশ্বরের পবিত্র 'নাম-কীর্ত্তন', তদ্ব্যতীত আর অন্য কোনও শ্রেয়স্কর পন্থা নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

(বৃহন্নারদীয়-বচন)

প্রঃ—আপনি তবে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন কেন ?

উঃ—আপনারা লক্ষ্য করিবেন, উপরিউক্ত 'অশ্বমেধং' ইত্যাদি শ্লোকটি যদিও কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে পারদর্শী প্রকৃত ব্রাহ্মণের দ্বারা উপযুক্ত পরিচালনার অভাবেই ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু সেখানে ত্যাগের মূলনীতি নিষিদ্ধ হয় নাই। বেদে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য দানের ছলে ত্যাগের মূল-নীতি

সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে আদর করা হইয়াছে। বেদে ত্যাগ-পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবৎসেবার বিচারই সত্য সত্য গৃহীত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের মধ্যদিয়া ভগবৎসেবালাভই—বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত শিক্ষা। বেদ কাহাকেও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিবার অনুমতি দেন নাই। এমনকি তাহাকে (মানুষকে) তাৎকালিকভাবে বলিদান সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছুটা জৈব আনন্দ(—বিবাহ, মাংসভক্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদি) উপভোগের অনুমতি দিলেও, বেদ তাহাকে ত্যাগের সীমারেখার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-সেবা লাভ করিবার জন্য কঠোররূপে নিয়ন্ত্রণ করেন; ইহাই হইল জীবের পক্ষে শাস্ত্রের অশেষ করুণার পরিচয়। অতএব, সেই অর্থে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে সেবা করিবার জন্য সন্ন্যাসই হইল আত্মত্যাগের একটা দিক্ এবং আমার হস্তে এই যে ভিক্ষুকের দণ্ডটি (ত্রিদণ্ড) দেখিতেছেন, ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধিভাবে সেই একই অর্থ বহন করে।

প্রঃ—ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য গুরুর সহায়তার প্রয়োজন আছে কী?

উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন। জ্ঞান দুই প্রকারের। জীবাত্মা তাহার জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড়ের সান্নিধ্যে আসিয়া এবং জড়েতে অধ্যাসিত হইয়া জড় বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহাতে তাহার বন্ধনদশা লাভ হয়। অপরদিকে অধোক্ষজ ভগবজ্‌ জ্ঞান একমাত্র অবরোহপন্থার দ্বারাই লাভ করা যায়, তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য ও শরণাগতির সাহায্যে। তিনি (গুরুদেব) শরণাগত শিষ্যকে ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করেন ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ভগবদনুশীলনে প্রবুদ্ধ করেন। যিনি গুরুদেবের বাক্য ও উপদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন ও অনুশীলন করেন, তিনিই কালে অদ্বয়জ্ঞান লাভ করতঃ ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধিসহ পরাশান্তিতে নিমজ্জিত হন। বাস্তবিকপক্ষে তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও কৃপাই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নিরূপণে এবং অধোক্ষজ জ্ঞান লাভের (অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভের) একমাত্র আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ।

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

জালন্ধর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার উদ্যোগে আয়োজিত ২১শ বর্ষপূর্তি বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য গত ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য সদলবলে লুধিয়ানা হইতে জালন্ধর রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে জালন্ধরবাসী ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রচুর পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। পূজনীয় স্বামীজীগণ দুইটী মোটরযানে উপবিষ্ট হইলে ভক্তবৃন্দ ব্যাণ্ডপার্টি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে রেলষ্টেশন হইতে সমস্ত রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ প্রতাপবাগস্থিত শ্রীবাবালালমন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত মন্দিরের অতিথিভবনে স্বামীজীগণের অবস্থানের সুব্যবস্থা হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও পাঞ্জাব, হরিয়াণার বিভিন্ন স্থান হইতে ও চণ্ডীগড় হইতে ভক্তবৃন্দ যোগ দেন।

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে গত ৪ঠা এপ্রিল জালন্ধরে শুভাগমন করেন।

৩রা এপ্রিল রাত্রি হইতে সম্মেলন আরম্ভ হয়। শনিবারদিন অপরাহ্ণকাল ব্যতীত ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার হইতে ৬ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ

রাত্রিতে ধর্ম্ম সম্মেলনে অভিভাষণ প্রদান করেন। সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও রাত্রির সম্মেলনে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। প্রাতঃকালীন ধর্ম্ম সম্মেলনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসম্মেলনে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ ভাষণ দেন। রবিবারদিন অপরাহ্ণে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে হৃৎকর্ণরসায়ন ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার সভাপতি শ্রীওম্‌প্রকাশজী, শ্রীকৃপারামজী সবরওয়াল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সভার সম্পাদক শ্রীরামভজন পাণ্ডে এবং ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় অন্যতম মুখ্য সদস্য শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

২২ চৈত্র, ৫ এপ্রিল শনিবার দিন শ্রীবাবালালজী-মন্দির হইতে ব্যাণ্ডপার্টিযোগে বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া জালন্ধর সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ পুনঃ শ্রীবাবালালমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শনিবার ও রবিবার দুইদিন মহোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে বিশেষভাবে আনুকূল্য ও সাহায্য করেন শ্রীওম্‌প্রকাশজী, শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীকৃপারামজী, শ্রীজওহরলাল অরোরা, শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা, শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়াল, শ্রীকৃষ্ণকান্ত, শ্রীবিলাইতি রাম শর্ম্মা, শ্রীনরেন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীহিন্দ্‌পালজী আগরওয়াল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শুভানুধ্যায়িগণ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ শুনিয়া উল্লসিত হইবেন, জালন্ধরবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমন্দির ও তৎসংলগ্ন সংকীর্ত্তন-ভবনাদি নির্ম্মাণের জন্য জালন্ধর সহরের কেন্দ্রস্থলে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত ভূখণ্ডে শীঘ্রই প্ল্যান অনুযায়ী মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই ভূখণ্ড সংগ্রহে শ্রীওম্‌প্রকাশজী, শ্রীজওহরলাল অরোরা, শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা ও শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়াল মুখ্যভাবে প্রচেষ্টা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। জালন্ধরে এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।
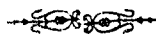
বিরহ-সংবাদ

শ্রীশান্তিলতা দে, সরভোগ (আসাম)—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত এবং পরবর্ত্তিকালে অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নিকট দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত সরভোগ (আসাম)-নিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীবেণীমোহন দে মহোদয়ের (দীক্ষা নাম শ্রীমদ্ বংশীবদন দাসাধিকারী প্রভুর) সহধর্ম্মিণী শ্রীশান্তিলতা দে গত ৬ই চৈত্র (১৩৮৬) ২০শে মার্চ্চ (১৯৮০) বৃহস্পতিবার সকাল ৮-১৫ মিঃ এ সরভোগে নিজালয়ে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা শান্তিলতা দে পতির ধর্ম্ম অনুসরণ পূর্ব্বক একই সঙ্গে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ ভক্তিসদাচারনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সরভোগ গৌড়ীয় মঠের সেবায় তাঁহারা বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করিয়া আসিয়াছেন। বংশীবদন প্রভুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ বিরহ-সন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ৮০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১·০০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ৮০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১·০০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬·০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২·০০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১৫০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ৭৫
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৮০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ১৫০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্বলিত— — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩·০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২·০০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২·০০
(২২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) — — ,, ১৮·০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

আষাঢ়
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮৭ | ৫ম সংখ্যা
১ বামন, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, রবিবার ; ২৯ জুন, ১৯৮০

কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম ভাগবতের তারতম্য বিচার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ" ॥—শ্রীভক্তিসন্দর্ভ। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যমতে যাহা হইতে জড়ভোগবাসনাত্যক্ত অপ্রাকৃত অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দীক্ষা বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ত্ব এবং শ্রীনামই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাসেগ থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত আদর করিবেন। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরাজিত আছেন, তাহাতে সম্বন্ধ-বিবেকের সহিত নামাশ্রয় করিবারই ব্যবস্থা। কৃষ্ণনামাশ্রিতজন ব্যতীত হরিজন হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীচরিতামৃত ২২শ পরিচ্ছেদ—"যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥ রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি তরতম।" শ্রীচরিতামৃত ১৫শ পরিচ্ছেদ—"সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে। কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥ প্রভু কহে যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥" শ্রীভাগবত একাদশ স্কন্ধ—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" যে ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মান করিবে। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬শ পরিচ্ছেদ—"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥" শ্রীসনাতন শিক্ষায়—"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥ শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥" শ্রীভাগবতে একাদশে—'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥' মধ্যম ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি শ্রীনামকে পরম প্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে

আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। ভগবানে প্রীতিরহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতিরহিত কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। যে ভক্ত নামভজনে স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মানস সেবাদ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন-পারিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্যবস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভবরহিত হইয়া নিন্দাদি ভেদভাবরহিত, এরূপ মহাভাগবতকে সজাতীয়-আশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ উত্তমসঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬শ পরিচ্ছেদ:—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥ ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণবলক্ষণ। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥" ঐ ২২শ পরিচ্ছেদে:—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" শ্রীভাগবতে—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাব-মাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

(১) মহাভাগবত কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক্। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায় কৃষ্ণভজন-পরায়ণ এবং কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। (২) মধ্যমাধিকারী কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদরবিশিষ্ট, বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-পরায়ণ, সুতরাং মহাভাগবতের ন্যায় বস্তুমাত্রেই বাহ্যাভ্যন্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপটতা বৃদ্ধি হইয়া অধশ্চ্যুতির সম্ভাবনা। (৩) কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণনামে অখিল মঙ্গল হয় জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। কিন্তু মধ্যমাধীকারির আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাঁহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করেন না। মধ্যম ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায় এক-মাত্র নামপরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্ত্তে একমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গুর্ব্বভিমানক্রমে আপনাকে অনেক সময়ে মহাভাগবত মনে করিয়া অধঃপতিত হন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা)

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার গুরুত্ব কতদূর? তদুপদিষ্ট তত্ত্বসকল কি উপায়ে শিক্ষণীয়?

উঃ—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি—গূঢ় ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব,—একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আজকাল অনেকেই আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল প্রবন্ধ সেইরূপ পাঠ করিলে হইবে না। এই সকল শিক্ষাই বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব;—শ্রদ্ধা সহকারে বিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক, অন্যান্য সাধুগণের সহিত সমালোচনাপূর্ব্বক ধীরে-ধীরে পাঠ করিলেই এইসকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১ম পঃ

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-সার কি কি আকারে ব্যক্ত হইয়াছে?

উঃ—"শ্রীগৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎ উপদেশ এই যে, বেদশাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ হইয়া জীবগণকে নয়টী প্রমেয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রমেয়গুলি এইরূপ—(১) এই বিশ্বে শ্রীহরি একমাত্র পরমতত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, (৩)

তিনি রসসমুদ্র, (৪) তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবগণ, (৫) কতকগুলি জীব প্রকৃতিকবলিত, (৬) কতকগুলি জীব ভাব-বলে প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৭) এই চিদচিদ্ বিশ্ব সমস্তই শ্রীহরির ভেদাভেদ-প্রকাশ, (৮) শুদ্ধভক্তিই সাধন ও (৯) শ্রীহরি-প্রেমই সাধ্যবস্তু।"

—গৌঃ স্মঃ স্তোঃ ১৫

প্রঃ—ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু গর্হণ করিয়াছেন কেন ?

উঃ—"অচিন্ত্য-ভেদাভেদই ভক্তিসিদ্ধান্ত। ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই—(১) ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং (২) রসাভাস অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, কিন্তু রস নয়। এই দুইপ্রকার বস্তু হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য ; কেননা, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয় ; রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে সহজিয়া, বাউল ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১০।১১৩

প্রঃ—মহাপ্রভু কি কোনরূপ দুর্নীতিকে অনুমোদন করেন ?

উঃ—"Mahaprabhu tells us that a man should earn money in a right way and sincere dealings with others and their masters ; but should not immorally gain it. When Gopinath Patnaik, one of the brothers of Ramananda Rai was being punished by the Raja of Orissa for immoral gains, Sri Chaitanya warned all who attended upon him to be moral in their worldly dealings."

—Chaitanya Mahaprabhu's Life & precepts.

প্রঃ—মহাপ্রভু স্বীয় আচরণ দ্বারা গৃহস্থের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

উঃ—"In His own early life He has taught the grihasthas to give all sorts of help to the needy and the helpless, and has shown that it is necessary, for one who has power to do it, to help the education of the people specially the Brahmins who are expected to study the higher subjects of human knowledge."

—Chaitanya Mahaprabhu's Life & precepts.

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার ও শিক্ষায় কোন ত্রুটি আছে কি ?

উঃ—"Sri Chaitanya as a teacher has taught man both by precepts and by His holy life. There is scarcely a spot in his life which may be made the subject of criticism. His Sanyas, his severity to junior-Haridas and such like other acts have been questioned as wrong by certain persons, but as far as we understand, we think, as all other independent men would think, that those men have been led by a hasty conclusion or partyspirit."

—Chaitanya Mahaprabhu's Life & precepts.

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্‌টিকে বেদান্ত-ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ?

উঃ—মহাপ্রভু বলেন—একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য ; তাহাতে যে অর্থ তাহা উপনিষদ্‌গুলিতে জাজ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণাম-বাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে ; "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ভাগবতেও সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'পরিণাম-বাদে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন'—এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল এবং পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব।"

—চৈঃ শিঃ ১।৫

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব কি ?

উঃ—"শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষামূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে ; তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনা-ক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্য বিধান অবশ্যই করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরম-শিক্ষা কি ?

উঃ—"শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরভক্তিরূপ প্রেম লাভ ও জড়োদিত হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন—ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।"

—চৈঃ শিঃ ১।৩

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(১১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
১৯।৯।৭৬

স্নেহভাজনেষু,—

.... শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন ভজনস্থলীতে (কাঁঠাল গাছের নিকটস্থ দরজার সম্মুখের কামরায়) মেজে খনন করিয়া শ্রীপাদ ভক্তি বিলাস তীর্থ মহারাজের সমাধি আদি আমার আপত্তি সত্ত্বেও দিয়াছে। ঝগড়া না করিয়া আমি বেলা ১০-৩০টায় চলিয়া যাই আমাদের মঠে। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কৃষ্ণনগর মঠে পাঠ করিবার সময়ে দেহত্যাগের সংবাদ পাই ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে টেলিফোন করিয়া জানা হয় যে বৈকালে ১০।৯।৭৬ তাং কলিকাতায় অপ্রকট হয়েন। রাত্রি ১২টা নাগাদ তাঁহার দেহ লইয়া শ্রীমায়াপুরে পৌছার কথা ছিল। কিন্তু নানাভাবে জানিয়া বুঝিলাম যে শেষ রাত্রি ব্যতীত শ্রীমায়াপুরে তাঁহাদের পৌছান সম্ভব হইবে না। তখন রাত্রি ১১-৩০ টায় ঈশোদ্যানে যাইয়া কিছু বিশ্রাম করি। পরে ভোর ৪-৪৫ মিঃ সাইকেলে ব্রহ্মচারী পাঠাইয়া জানিলাম যে তখনই মাত্র যোগপীঠে লরী আসিল। সংবাদ পাইয়াই আশ্রম মহারাজ, দামোদর মহারাজ, অন্যান্যরা মঠ থেকে ও আমি শ্রীচৈতন্যমঠে যাই। জানিলাম যে তীর্থ মহারাজ তাহার শেষ মায়াপুরে থাকার সময়ে লিখিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধির পূর্ব্বদিকে ফুলের বাগানের মধ্যে যেন তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু কলিকাতার অমুকের বিশেষ ইচ্ছায় নাকি শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলীতে এই সমাধি দেওয়া হইবে।

এইরূপ কার্য্য মহাজন সম্মত নয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গের-বেদনা দায়ক, সবে বলিলে, অমুক বলিল" দুঃখ দিবেন না"। অশান্তির ভয়ে আমি চলিয়া আসি আমাদের লোক লইয়া। বেলা ২ টায় নাকি সমাধি দিয়াছে। তোমার যে হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, ইহা জানিয়া আমি সুখী হইলাম। তীর্থ মহারাজের শিষ্যদের মধ্যেও বহু লোকেই দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছে। জানিনা ইহার মধ্যে গুরুতর বিষয়-বুদ্ধি-জনিত কি স্বার্থ আছে। পরে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✳　　✳　　✳　　✳

(১২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২০।১১।৭৭

স্নেহভাজনেষু,—

.... তুমি নিজে নিজের চিত্তবৃত্তিকে বুঝিতে পার। যদি চিত্তে স্ত্রীসঙ্গের বা ভোগের প্রাবল্য দেখ, তবে গৃহে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করতঃ বিবাহাদি করতঃ নিজের কাম-তৃপ্তির আংশিক চেষ্টা করিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, আজকালকার বাজারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া একটি সংসার পালন করা কি গুরুতর ব্যয়-সাপেক্ষ এবং গৃহের মধ্যে পরস্পরের অসুখ-বিসুখের জন্য চিকিৎসা-জনিত অর্থব্যয়ের চিন্তা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিত্তের ঐক্য স্থাপিত হইবে এমনও কোন নিশ্চয়তা নাই। তদুপরি স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় অথবা পুত্রকন্যাগণ দুর্দ্দান্ত ও পিতামাতার প্রতি অশালীন ব্যবহার করে, তখন কিরূপ দুর্ভোগ গৃহকর্ত্তাকে ভোগ করিতে হয়, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মারামারি অথবা আত্মহত্যাদিও সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ-শান্তির পরিবর্ত্তে দুঃখ ও উদ্বেগভরা জীবন যাপন করিতে হয়। অথচ ত্যক্ত গৃহীর পক্ষে কামের তাড়নায় অপর বালিকা বা স্ত্রীলোকের সঙ্গে অধিক মেলামেশা অথবা কামের তাণ্ডব-নৃত্য প্রকাশ পাইলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া মারপিট করিয়া জেল এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত কার্য্য করিতে না পারে এমন কিছু নাই। এমতাবস্থায় ভাল মন্দ উভয় দিক্ মঠবাসের এবং গৃহস্থ হওয়া বিষয়ে চিন্তা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলেও গৃহে বিবাহ করিলে কতদিন মিল থাকিবে ইহাতে সন্দেহ আছে। তোমরা, যাহারা তোমাদের পূর্ব্ব সুকৃতি-বলে হরিভজনের জন্য আমার নিকটে আসিয়াছ আমি নিজের যোগ্যতানুসারে তোমাদের হরিভজনের জন্য সাহায্য করি এবং করিব। অভিভাবক সূত্রে জীবনের ভালমন্দ দুইটি দিক্‌ই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম।

সাধক এবং সিদ্ধ এক নয়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহাদিগকে সাধক বলে। অনর্থমুক্ত অবস্থায় ভগবানের প্রীতি-বিধানের জন্য যে প্রীতি-বিধান আদি করেন, তাহা সিদ্ধ লোকের। সুতরাং সাধকের মধ্যে কখনও কখনও কাম, ক্রোধ এবং লোভ আদির লক্ষণ দেখা গেলেও উহাতে ঘাবড়াইবার কিছু নাই। কিন্তু সাধক সর্ব্বদাই সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যের দ্বারা নিজেকে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের জন্য সচেষ্ট থাকেন। ঐরূপ সাধন-চেষ্টায় ভগবানের এবং সাধু গুরু-বৈষ্ণবের

কৃপাও সাধকের প্রতি বর্ষিত হয়। তৎফলে সে অতি সত্বরেই অনর্থ মুক্ত হইতে পারে। অনর্থের প্রাবল্যের তারতম্যানুসারে অনর্থ মুক্তির সময়েরও তারতম্য হইবে। অকপট, শরণাগত ব্যক্তি অতি দ্রুত ভগবৎ-কৃপাবলে অনর্থমুক্ত হইতে পারে।

এখন তুমি নিজের অবস্থা চিন্তা করিবে। মঠবাসী হইয়া থাকিলে গৃহের সহিত বা কুটুম্ব গণের সহিত আদান-প্রদান, এমনকি, পত্রাদি ব্যবহার শুভকর হয় না। বদ্ধজীব মাত্রেরই দেহ, গৃহ এবং তৎসম্বন্ধীয় ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি আসক্তি হইয়া থাকে। উক্ত আসক্তিই বন্ধন, উদ্বেগ, দুঃখ ও ভয়াদির কারণ হয়। যদি মঠবাসে তোমার ইচ্ছা স্থির হয়, তাহা হইলে তোমার দ্রব্যাদিসহ তুমি কলিকাতা মঠে চলিয়া আসিবে। অথবা শ্রীমায়াপুরে আমাদের মূল মঠে চলিয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে প্রচারাদিতেও যাইতে পারিবে। মঠবাসী হইলে নিজের ইচ্ছামত অমুকস্থানে থাকিব অথবা থাকিব না, এইরূপ বিচার হওয়া উচিত নয়।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✻ ✻ ✻ ✻

(১৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীজগন্নাথ জীউ মন্দির
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শকুন্তলা রোড
আগরতলা (ত্রিপুরা)
৯।৬।৭৭

স্নেহভাজনেষু,—

.... তোমার সংবাদে সুখলাভ করিলাম না। তোমাদের দুঃখ ও অশান্তির সংবাদে আমারও দুঃখ ও অশান্তি হয়। তোমার বহু গুণ ও বহু দোষ আছে। তার মধ্যে কাম, ক্রোধই তোমার অহিতের জন্য মুখ্যরূপে দায়ী। প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত না হইয়া দৈন্যের সহিত এবং সহনশীলতার সহিত সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিতে পারিলে তোমার মঙ্গল হইত। "কাম, ক্রোধ ও লোভ" এই তিনটিকে শ্রীকৃষ্ণ নরকের (অর্থাৎ অত্যন্ত ক্লেশের) দরজা এবং নিজের ধ্বংসের দ্বার বলিয়া গীতায় বর্ণন করিয়াছেন। তুমি দৈন্যের অভ্যাস করিবে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের মর্য্যাদা প্রদান পূর্ব্বক চলিবে। তাহা হইলে তুমি নির্ব্বিঘ্নে শ্রীহরি ভজন করিতে পারিবে। চিরজীবন মঠে বাস করতঃ নিজের ও জগতের অনেকের উপকার করিতেও সমর্থ হইবে। কেহ সেবা-কার্য্য বেশী করেন, কেহ কম করেন, ইহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু উগ্র-প্রকৃতির লোককে কেহ পছন্দ করেন না। উহা অশান্তি-প্রদ হয়।

যদি দৈন্যের সহিত মঠে বাস করতঃ শ্রীহরি ভজন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে কর, তবে তুমি নিজে টিকিট করিয়া গৌহাটী লামডিং ও ধর্ম্মনগর হইয়া তথা হইতে বাসে আগরতলায় আসিয়া পৌঁছিতে পার।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধান সমীক্ষা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিকে বিশেষভাবেই গর্হণ করিতেন। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু যখন তাঁহাকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য-পুত্র ষণ্ড ও অমর্কের নিকট বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহারা (ষণ্ড ও অমর্ক) প্রহ্লাদ ও অন্যান্য অসুরবালককে সাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতিমূলক রাজনীতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করাইতে গেলে নয়কোবিদ (নীতিজ্ঞ) প্রহ্লাদ ঐ সকল স্ব-পর-ভেদমূলা শিক্ষা আদৌ বহুমানন করিতে পারিতেন না।

"যত্তত্র গুরুণা প্রোক্তং শুশ্রুবেহনুপপাঠ চ।

ন সাধু মনসা মেনে স্বপরাসদ্ গ্রহাশ্রয়ম্॥"

—ভাঃ ৭।৫।৩

অর্থাৎ "গুরু যে ভাবে দণ্ড ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন, প্রহ্লাদও তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও 'এ ব্যক্তি মিত্র, ও ব্যক্তি শত্রু'—ইত্যাকার অসজ্জ্ঞানকে তিনি ভাল বলিয়া মনে করিতেন না।"

স্ব-পর—ইনি আমার স্বকীয় বা আত্মীয়, ইনি পর বা শত্রু—এই প্রকার বিচার অসদ্গ্রহ বা মিথ্যাভি-নিবেশজাত। ইহা কখনই শ্রেয়স্কর নহে।

ষণ্ডামর্ক গুরুদ্বয় প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তিকে বুদ্ধিবিপর্য্যয় বিচারে যখন তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রহ্লাদ তোমার এই বুদ্ধি-বিপর্য্যয় পর-কৃত, না স্ব-কৃত, তখন প্রহ্লাদ কহিলেন—

"পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ।

বিমোহিত-ধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"

—ভাঃ ৭।৫।১১

অর্থাৎ "যাঁহার মায়া-শক্তিদ্বারা চালিত বিমূঢ়বুদ্ধি মানবগণকে 'আমি' 'পর' প্রভৃতি বৃথা বিচার করিতে দেখা যায়, আমি সেই মায়াধীশ ভগবান্‌কে নমস্কার করি।"

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের প্রথমটিতে স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিজাত দর্শনকে 'অসদ্গ্রহ' বলিয়া এই ২য় শ্লোকে উহাকে 'অসদ্গ্রাহ' স্বরূপ বলিলেন। গ্রাহ অর্থাৎ কুম্ভীর যেরূপ জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলে, ইহাও সেইরূপ সংসার-সিন্ধু মধ্যে পতিত জীবের সত্তাগ্রাসী গ্রাহ-স্বরূপ, আবার পরবর্ত্তী ৩য় শ্লোকেও (ভাঃ ৭।৫।১২) এই প্রকার এষঃ অন্যঃ তথা অহম্ অন্যঃ—এই প্রকার ভেদগতা বুদ্ধিকে 'অসতী পশুবুদ্ধি' বলিয়াছেন—

"স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে।

অন্য এষ যথান্যোহহমিতি ভেদগতাসতী॥"

অর্থাৎ "যখন সেই ভগবান্ মানুষের অনুকূল হন, তখন 'ইনি' ও 'আমি' পরস্পর ভিন্ন অর্থাৎ জীবমাত্রেই ভগবদ্দাস্যৈকসূত্রে আবদ্ধ নহে, এরূপ পশুর ন্যায় বুদ্ধি বিনষ্ট হয়।"

বস্তুতঃ ভগবৎকৃপা ব্যতীত এই 'অসদ্গ্রহ', 'অসদ্গ্রাহ' বা 'অসতী পশুবুদ্ধি' বিনষ্ট হয় না। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচিত্ত বা লঘুচেতা ব্যক্তিগণের এই 'আপন পর' ভেদবিচারই জগদ্ধ্বংসকর। এই বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাকৃত রাষ্ট্রধৃক্ অজ্ঞানান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্যাদি পরবশ হইয়া মানুষ অতি নিকৃষ্ট পশুরও অধম হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই সংসারে নানাপ্রকার অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সংসারের সকল সুখশান্তি পুড়িয়া জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যায়। 'স্ব' বলিতে 'আত্মা', 'অর্থ' বলিতে 'প্রয়োজন', সুতরাং প্রকৃত স্বার্থ বা আত্মার প্রয়োজন—ভগবদ্ রতি বা ভগবৎপ্রেম। প্রগাঢ় প্রীতি-কেই প্রেম বলে। প্রত্যেক জীবেরই আরাধ্য—শ্রীভগবান্, তাঁহার সহিতই তাহার নিত্যসম্বন্ধ, তাঁহাতে প্রীতিই তাহার একমাত্র 'প্রয়োজন' বা প্রাপ্যবস্তু, সেই প্রাপ্য প্রাপ্তির একমাত্র উপায়ই ঐকান্তিকী ভক্তি, ইহাই জীবের সাধন বা অভিধেয়। সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে এই

এই সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজন-জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই জীবের চিত্তের সকল সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া যায়, উদারতা জাগিয়া উঠে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এইরূপ উদার বিচার প্রবল হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরমমিত্রবোধে আলিঙ্গন করিবার প্রবৃত্তি হয়। এদেশ আমার বন্ধু, ওদেশ আমার শত্রু—এই প্রকার সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার বিচার মানুষকে মনুষ্যত্বের অতীব নিম্নস্তরে নামাইয়া দেয়।

অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক এক ব্যতীত দুই নহেন। "জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে 'বাপ'। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥" শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—অর্থাৎ যে যে-ভাবে তাঁহার ভজন করে, তিনিও সেই ভাবে তাহাকে ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহার অক্ষয় অব্যয় ভাণ্ডার সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে, তাহা কখনও ব্যয় দ্বারা কুণ্ঠিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। 'একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' অর্থাৎ তিনি এক হইয়াও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীবের অনন্ত কামনা পূরণ করিতেছেন। একজন বিত্তশালী দাতার নিকট কতকগুলি ভিক্ষার্থী আসিয়া জুটিলে ভিক্ষার্থীদের মধ্যে পরস্পরে কলহ বাধিয়া যায়, যেহেতু তাহাদের মনে আশঙ্কা হয়, বহু প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিবার মত অর্থ বা দ্রব্যাদি দাতার না থাকিতে পারে বা বহু লোককে বণ্টন করিতে গিয়া তাহাদের ভাগে প্রাপ্য কম হইয়া পড়িবে। কিন্তু স্বতঃ পরিপূর্ণ অক্ষয় ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ভগবানের সম্বন্ধে সে ভয়ের কোন অবকাশই থাকিতে পারে না। তবে প্রার্থী তাহার স্ব-স্ব-যোগ্যতা অনুসারেই প্রার্থনীয় দ্রব্য লাভ করিয়া থাকেন। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥"—চৈঃ চঃ আ ৮।১৮। কিন্তু মহাবদান্য মহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য আবার অত্যদ্ভুত, তিনি তাঁহার ব্রহ্মাদি দেবদুর্ল্লভ প্রেমসম্পদ্ এই অবতারে পাত্রাপাত্র-অবিচারে আপামরে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। মহাপাপিষ্ঠ জগাই মাধাই পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মহাদানের অধিকারী হইয়া তাঁহার পার্ষদত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন।

"হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর, প্রেম—নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৮।২০-২১

অপরাধী হউক বা নিরপরাধ হউক, 'হা গৌরাঙ্গ, হা কৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে, সে-ই তাঁহার কৃপার অধিকারী হয়, কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে বিহ্বল হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে শ্রীনামের চরণে দশটি অপরাধের কথা লিখিত আছে। এই অপরাধ থাকা কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণে প্রেমোদয় হয় না। সুতরাং কৃষ্ণনাম-গ্রহণ-ব্যাপারে অপরাধের বিচার আছে, কিন্তু মহাবদান্য পরম দয়াল 'শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ' নামগ্রহণে কোন অপরাধের বিচার নাই। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা কি অপরাধের প্রশ্রয় দেন? না, তাহা নহে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণবলরাম তাঁহাদের এই গৌরনিত্যানন্দ অবতারে এবম্বিধ মহাকারুণ্য বিস্তার করিয়াছেন যে, অনন্ত অনর্থযুক্ত মহা-অপরাধী মহাপাপী তাপী ব্যক্তিও যদি সাক্ষাদ্ ভগবদ্‌বুদ্ধিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা সংকারে তাঁহাদের পাদপদ্মে নিষ্কপটে সকাতরে আর্ত্তিভরে "হা গৌর-নিতাই, তোরা দুটি ভাই, অধম জনার বন্ধু। অধমপতিত, আমি হে দুর্জ্জন, হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥" বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে দয়াময় দীনবন্ধু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় শীঘ্রই তাহাদের সকল অপরাধ দূর হইয়া যাইবে, তাহারা সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়া তদানুগত্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিতে করিতে শীঘ্রই তাঁহাদের বিতরিত প্রেমসম্পদের অধিকারী হইবে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

* * * *

চৈতন্য-নিতানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু, অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৮।২৪, ৩১·৩২

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—"শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর, গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্যস্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। * * 'শ্রীচৈতন্য ভজন' বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণেতর গৌরভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিজজন শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টা দ্বারা গৌরভজন হইল মনে করে, তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না।"

দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে উক্ত পদ্মপুরাণের মূল শ্লোক—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্ বিগর্হাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন
বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি সর্ব্বশুভ-
ক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্য শৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপরাধকৃৎ॥"

অর্থাৎ (১) "সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে। যে সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ প্রচারিত হন, শ্রীনামপ্রভু সেইসকল সাধুনিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা নামাপরাধ; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদদর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নাম-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন,—এইরূপ বুদ্ধি করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিত কর; (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া; (৪) বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা; (৫) হরিনামমাহাত্ম্যকে অতি-স্তুতি এবং (৬) ভগবন্নাম সমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ; (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কল্পিত যোগ-প্রক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভ-কর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামগ্রহণকে সমান বা তুল্য-জ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ—উহাও নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ; (১০) যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।"

এইসকল নামাপরাধ শূন্য হইয়া নামগ্রহণ করিতে পারিলে নামে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় হয়।

ভুক্তি (ঐহিক ও পারত্রিক স্বর্গসুখাদি), মুক্তি ও সিদ্ধি লাভার্থ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক মানুষ প্রকৃত নিঃশ্রেয়স বা পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না, এইজন্যই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ংই তাঁহার ভক্তপ্রবর দেবর্ষি-নারদ-প্রোক্ত 'হরের্নাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ পূর্ব্বক ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক নামসংকীর্ত্তনেরই বিশেষভাবে জয়গান করিয়াছেন। "ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার"—এই শ্রীমুখবাক্য-

দ্বারা মুখ্যসিদ্ধি কৃষ্ণপ্রেমের আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপে বিশ্বের সকল সমস্যারই সম্যক্ সমাধান লাভ হইবে। বুদ্ধিমান্ মনীষিবৃন্দ মহাপ্রভুর এই মহাবাক্যকে হাস্যাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। ইহার অন্তরালে মহা চিদ্ বৈজ্ঞানিক শক্তি নিহিত আছে। জগৎ যে প্রকার ধ্বংসের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা আর শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষাত্রনীতি অবলম্বনে স্তম্ভিত হইবার নহে। 'বলং বলং ব্রহ্মবলম্' এরও অতি ঊর্দ্ধস্থ পরংব্রহ্ম বল —মহা বৈষ্ণবাস্ত্র নামব্রহ্ম চিদ্বলই সকল অচিদ্বল নির্জ্জিত করিয়া—জীবের যাবতীয় কুদর্শন নিরস্ত করিয়া সুদর্শন সংস্থাপন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। প্রণবই সমগ্র বেদের মূল বীজ—সকল সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল রহস্য। তাঁহারই সম্প্রসারিত মহাশক্তি এই শ্রীনামব্রহ্ম। ঋগ্বেদ (১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩য়া ঋক্) এই নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন—

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে ইহার অর্থ করিতেছেন—

"হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণ, তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়-দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে॥"

অর্থাৎ "হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি—অর্থাৎ সেই নামাক্ষর-গুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভয় ও দ্বেষাদি স্থলে শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তির ন্যায় তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারন করিলেও মুক্তিলাভ হইবে। কারণ 'সাঙ্কেত্য' ইত্যাদি স্থলেও নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।"

সুতরাং শ্রীনামকৃপায়ই আমরা সুমতি—শোভনা মতি, —সর্ব্বশুভদায়িনী মতি—পরা বিদ্যা বা পরা ভক্তি লাভ করিতে পারি। শ্রীনামই আমাদিগের যাবতীয় পশুবৃত্তি—হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-মূল প্রাদেশিকতা দূর করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারেন। সমগ্র পৃথিবীর স্কুল-কলেজ-কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-রাজনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষেত্রে নামই আমাদের জীবনের সর্ব্বাবস্থায় এক-মাত্র পরিদর্শক ও সহায়ক হউন, তাহা হইলেই আমাদের মধ্যে অচিরেই সাম্য-মৈত্রী ফিরিয়া আসিবে। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কখনই সার্ব্বকালিক সাম্য-মৈত্রী সংস্থাপিত হইতে পারে না। আধুনিক শিক্ষিতাভিমানিগণও প্রায়শঃই নাস্তিক হইয়া সচ্ছাস্ত্র ও তৎপ্রতিপাদিত সদ্ধর্ম্মকে অবহেলা করিতেছেন, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয়তা ও আনুগত্য অবিসংবাদিত ভাবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই প্রাচীন বৈদিকযুগোচিত পার-মার্থিক শিক্ষা দীক্ষা প্রবর্ত্তন মূলে সমাজের আমূল সংস্কার সাধন করা একান্ত আবশ্যক। ভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-সিংহাসনে কখনও কোন অধর্ম্মই স্থান পাইতে পারিবে না। স্ব-পর-ভেদবুদ্ধি হইতে উত্থিত প্রাদেশিকতাকে কখনই বহুমানন করিতে হইবে না। উহা দ্বারা কখনই মানবতা সংরক্ষিত হইতে পারিবে না। উহা অতি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ হীন নীচ মনোবৃত্তি। এক জগৎপিতার সন্তান আমরা, ধ্রুবের পিতৃস্নেহ দাবীর ন্যায় আমাদের সকলেরই সেই পিতৃস্নেহের সমান দাবী আছে। বিমাতা সুরুচির ভেদবুদ্ধিজনিত কুরুচি হইতেই জগতে নানা অনর্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুনীতির সুশোভনা উদার নীতিই সর্ব্বত্র সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে সুসমর্থ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥"

অর্থাৎ যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে তদনু-

গত ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই স্থানেই অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনা-ধিষ্ঠিত যুধিষ্ঠির-পক্ষেই শ্রী—রাজলক্ষ্মী, বিজয়—শত্রুপরিভব-হেতুক পরমোৎকর্ষ; ভূতি—উত্তরোত্তরা রাজলক্ষ্মী-বিবৃদ্ধি এবং ধ্রুবা নীতি—স্থিরা ন্যায়প্রবৃত্তি বিরাজমান। শ্রীগীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের স্ব-পর-ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত সকল সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির সুমীমাংসা এই সঞ্জয়োক্ত চরম শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। যেখানে সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপক কৃষ্ণের 'মামেকং শরণং ব্রজ' ধর্ম্ম অনাদৃত, সেখানে কখনও শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ধ্রুবা নীতি বিরাজিত থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত, সেই ধর্ম্ম অনাদর করিয়া জগতে কখনই শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। রাজনীতিকে সদ্ধর্ম্মসংস্রব-শূন্য করিলে তাহা কখনই জগন্মঙ্গলবিধায়ক হইবে না। 'ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'। জগতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবন্নামগানে মুখরিত হউক, তাহা হইলেই সকল সমস্যার সমাধান ভগবৎ কৃপায় অবশ্যই হইবে। "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"—ইহাই শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাণী। জীব মাত্রেরই পরমধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তি (ভাঃ ১ম ও ৬ষ্ঠ স্কন্ধ)। সুতরাং সেই ধর্ম্ম পালনে ঔদাসীন্য কি করিয়া জীবমঙ্গল-বিধায়ক হইবে? সুতরাং ধর্ম্মেরই জয় হউক, জগতে শান্তি সংস্থাপিত হউক—ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

"সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥"

"সর্ব্বেষাং ভগবচ্চরণারবিন্দে পরমাভক্তিরুদয়তু।"

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
হরিঃ ওঁ॥

মুদ্রাকর প্রমাদ

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ২০শ বর্ষ ৩য় বৈশাখ-সংখ্যায় ৪৫ পৃষ্ঠায় 'বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য' প্রবন্ধের ২য় স্তম্ভে ৩য় পংক্তিতে 'পূজ্য' স্থলে 'পুণ্য' ও ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'নিজজন' স্থলে 'নিবেদন' এবং ৪৬ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ২১শ পংক্তিতে 'পুত্রজন্ম' স্থলে 'পুত্রের জন্ম' ও ৩৪শ পংক্তিতে 'তৎপ্রসঙ্গে' স্থানে 'তৎপ্রসাদে' এবং ৪৭ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ১৩শ পংক্তিতে 'বৈশাখানদের' স্থলে 'বৈশাখানাদর' ও ১৪শ পংক্তিতে 'খম শর্ম্মার' স্থলে 'ধনশর্ম্মার' এইরূপ পাঠ হইবে। ৫১ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'তৎকারুণোমেব' স্থানে 'তৎকারুণ্যমেব' পাঠ হইবে। ৫৪ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১২শ পংক্তিতে 'বাধ্য' শব্দের পর 'হইতে' এবং ঐ ১৬শ পংক্তিতে 'উদ্বোধন' শব্দের পর 'সঙ্গীত' শব্দ যোজনা করিয়া লইতে হইবে। ৫৬ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১৯শ পংক্তিতে 'প্রতিষ্ঠাতা' স্থলে 'প্রতিষ্ঠাশা' এবং ৬০ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ৪র্থ পংক্তিতে 'বর্ষীয়াননী' স্থলে 'বর্ষীয়ান' এইরূপ পাঠ হইবে।

শ্রীপত্রিকার পাঠকপাঠিকাগণ কৃপা পূর্ব্বক উপরিউক্ত ঐসকল ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

ভগবন্নাম কি বস্তু ?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

শাস্ত্র বলেন—কৃষ্ণনাম এ জগতের কোন বস্তু ন'ন। শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের অবতার। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু বা একই ব্যক্তি। সেই কৃষ্ণই আমাদের নিত্য প্রভু, আর আমরা কৃষ্ণের নিত্য সেবক বা কৃষ্ণের লোক—শাস্ত্রের এই কথাটী ভুলে গিয়েই আমরা কষ্ট পাচ্ছি।

এ জগৎ আমাদের স্বদেশ বা বাসস্থান নয়। কৃষ্ণকে ভুলে আমরা এ জগতে এসে পড়েছি। We have come far off from our eternal Home. We are to go back there. নতুবা আমরা কোন দিনই শান্তি পাইব না। কিন্তু সাধু-গুরু-সঙ্গপ্রভাবে যদি আমরা ভাগ্যক্রমে একবার জানিতে পারি যে, আমি কৃষ্ণের লোক, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণলোকে বা বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিব এবং আমাদের মঙ্গল ও শান্তি অবশ্যই হইবে। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করেন পার॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(চৈঃ চঃ)

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ, কেবল-ভগবদ্দাস-অভিমানেনাপি সিদ্ধিঃ স্যাৎ।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—Back to God and back to Home is the message of Gaudiya Math.

ভগবানের কাছে চল, গৃহে ফিরে চল—ইহাই গৌড়ীয়-মঠের কথা এবং ইহাই আমার শ্রীগুরুদেবের কথা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন কথা বা ভিক্ষা নাই।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
যায় সকল বিপদ্, ভক্তিবিনোদ
বলেন যখন ও-নাম গাই॥

শাস্ত্র বলেন—

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই ব্রজের দিকে গতি এবং ইহাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। কলিকালে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণদর্শনের অন্য কোন রাস্তা নাই—নাই—নাই।

কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীভগবন্নাম ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। কলিকালে কৃষ্ণ, নাম-রূপেই বিশ্বে অবতীর্ণ।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন—এইমাত্র জানি॥

(চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র বলেন—

তমালশ্যামল-ত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

(শ্রীনামকৌমুদী)

কৃষ্ণনামের গায়ের রং—শ্যামবর্ণ। কৃষ্ণনাম—যশোদার দুলাল। কৃষ্ণনাম—শ্যামসুন্দর, ভুবনসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কৃষ্ণনাম—নন্দের নন্দন, যশোদার নিত্য-পুত্র—ইহাই কৃষ্ণনামের সহজার্থ বা প্রকৃত অর্থ—একথা বিভিন্ন শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনাম—শ্যামসুন্দর, রাধাসুন্দর, নন্দসুন্দর, ব্রজ-সুন্দর, ভুবনসুন্দর, পরমসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কৃষ্ণ-নামরূপী কৃষ্ণের সবই সুন্দর। সুন্দরে কিং অসুন্দরম্? সুন্দরে অসুন্দর বলিয়া কিছু নাই বা থাকিতে পারে না।

যাঁহারা শ্রীনামসুন্দরের বা কৃষ্ণসুন্দরের সেবক হইতে পারেন, তাঁহারাও সুন্দর হইয়া সুন্দরের সেবায় নিযুক্ত

হইয়া নিজ সেবাসৌন্দর্য্যে সেই পরমসুন্দর ও শ্যাম-সুন্দর কৃষ্ণশ্যামসুন্দরকে আকৃষ্ট ও বশীভূত করিতে পারেন ও পারিবেন।

সুন্দরে সুন্দরেই মিল হয়। সুন্দরে-অসুন্দরে বা আলো ও অন্ধকারে কদাপি মিল হয় না। এজন্য আমাদিগকে সুন্দরের হইয়া সুন্দর হইতেই হইবে—নিজেকে শ্রীনাম-সুন্দরের সেবক জানিয়া সতত শ্রীনাম-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সেব্য সেবা দ্বারাই আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন এবং হইবেন। সেবক সেব্যের দর্শন ও সেবা অবশ্যই পাইবে। সুতরাং হতাশার কিছু নাই। শাস্ত্র বলেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

(পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

কৃষ্ণনাম চিন্তামণির ন্যায় যাবতীয় অভীষ্ট পূর্ণ করেন বলিয়া সাক্ষাৎ চিন্তামণি। বৈকুণ্ঠে নাম ও নামীতে ভেদ নাই বলিয়া কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কৃষ্ণনাম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। কৃষ্ণনাম পূর্ণবস্তু, বিভুবস্তু, ব্রহ্মবস্তু। কৃষ্ণনাম শুদ্ধ অর্থাৎ পরমপবিত্র এবং পতিতপাবন। কৃষ্ণনাম নিত্যমুক্ত অর্থাৎ মায়াতীত ও মায়াধীশ। কৃষ্ণ-নাম ও কৃষ্ণ অভিন্নবস্তু অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই।

কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামকীর্ত্তন নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই কলিযুগে এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাগ্য-ক্রমে ভগবৎ-কৃপায় আমরা সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত আমাদের প্রত্যেকেরই যে তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনামকীর্ত্তনে তৎপর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। নতুবা আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে, পুনরায় এ জগতেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥
কলিযুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগের ধর্ম্ম—শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম—যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম—শ্রীমূর্ত্তিপূজা এবং কলিযুগ ধর্ম্ম হ'লো—হরিনাম-সংকীর্ত্তন।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

সত্যযুগে শ্রীহরির ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে শ্রীমূর্ত্তিপূজার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপাপূর্ব্বক এই শ্লোকের অর্থে জানাইয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ এব-কার॥
কেবল শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি নিবারণ॥

অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত এব-কার॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২-২৫)

কলিকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। এই কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই জগতের লোক সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণকে লাভ করতঃ চিরসুখী হইতে পারিবে।

জীবের বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আনিবার জন্য 'হরের্নাম' তিনবার বলা হইয়াছে। অল্পবুদ্ধি জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য পুনরায় 'এব' শব্দের প্রয়োগ।

হরিনামকীর্ত্তন ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, দান, যজ্ঞ, ব্রত, শুভকর্ম্ম, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্য এবং লোকের দৃঢ়তা বর্দ্ধনের জন্য আবার 'কেবল' শব্দের প্রয়োগ।

ভগবানের এত কৃপা সত্ত্বেও যদি কেহ এই শাস্ত্র-বাক্য না মানে এবং হরিনাম না করে অথবা মঙ্গলের পথ কল্পনা করিয়া অন্য কিছু করে তাহা হইলে তাহার নিত্যমঙ্গল ত' দূরের কথা, সংসার হইতে মুক্তিও হইবে না।

ঐ হরের্নাম শ্লোকের **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তৎযজ্ঞাদি নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরি-চর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভি র্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। অন্যথা ধ্যানগতিরন্যথা যাগাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং শ্রীহরিকীর্ত্তনাৎ—হসন্ রোদন্ গায়ন্ নৃত্যন্ হরিং প্রাপ্নোতি।

সত্যযুগের ভক্তগণ ধ্যানের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ধ্যান কলিযুগধর্ম্ম নয়। এইজন্য কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। ত্রেতাযুগের ভক্তগণ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাইয়াছেন। কলি-কালে যজ্ঞদ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এইজন্য কলৌ হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন-ভজন। দ্বাপর-যুগের ভক্তগণ অর্চ্চনাদির দ্বারা ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছেন, কলৌ কেবলমাত্র অর্চ্চন দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। এইজন্য কলিকালে হরিনামকীর্ত্তনই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যুগধর্ম্ম নয় বলিয়া ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন দ্বারা কলিকালে ভগবদ্দর্শন সম্ভব নয়। কলিকালে যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই অনায়াসে ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আরও বলিয়াছেন—

হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ)

শাস্ত্র বলেন—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥
(বৃঃ ভাঃ ১।১।৯)

যে আনন্দমূর্ত্তি ভগবন্নামকে আশ্রয় ও সার করিলে যাবতীয় দুঃখ দূর হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয়, ভক্তি, প্রেম ও ভগবৎ-প্রাপ্তি সবই হয়, সেই পরম-অমৃতস্বরূপ শ্রীনামের শ্রীচরণে আমি প্রণত হই অর্থাৎ সেই শ্রীনামকে আমি জীবন, ভূষণ ও আশ্রয় করি।

গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনের ফল লাভ হয়, চিত্ত স্থির হয়, অর্চ্চনের ফল, সৎসঙ্গের ফল, হরিকথা-শ্রবণের ফল, শ্রীধামবাসের

ফল সবই লাভ হয়, যাবতীয় অমঙ্গল দূর হয় এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গলও লাভ হইয়া থাকে, সেই মঙ্গলময় ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণনামই আমাদের জীবন, ভূষণ, আশ্রয়, সেব্য ও সর্ব্বস্ব হউন, ইহাই শ্রীনামের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

শাস্ত্র বলেন—

বাসুদেবজপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্।
নোপসর্পন্তি বৈ বিঘ্না যমদূতাশ্চ দারুণাঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

পাপী ব্যক্তিও যদি আদর পূর্ব্বক হরিনাম করে, তাহা হইলে তাহার কোন দুঃখ ও বিঘ্ন হয় না এবং যমদূতগণ তাহার নিকট যাইতে পারে না।

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি হি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থসিদ্ধো তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদ্ যথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম
সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

সকল কার্য্যে যদি কেহ যথাসাধ্য কৃষ্ণনাম করে, তাহা হইলে তাহার সকল কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্।
সোঽপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতি যথা॥

অশুদ্ধচিত্তে বা অন্য চিন্তা করিতে করিতেও যদি কেহ সর্ব্বদা হরিনাম করে, তথাপি সে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

যে ব্যক্তি জীবনে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করে নাই, অথচ কেবল পাপ করিতেছে, সেরূপ মহাপাপীও যদি সতত হরিনাম করে, তথাপি সে যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকে।

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসার-ব্যাধিভেষজম্।
দুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

হরিনাম পরকালের পাথেয় অর্থাৎ সম্বল, ভব-রোগের অব্যর্থ-মহৌষধ এবং যাবতীয় দুঃখনাশক। এজন্য হরিনামাশ্রয় বিশেষ প্রয়োজন।

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥

হে অর্জ্জুন, যাহারা শ্রদ্ধায় বা হেলায় আমার নামকীর্ত্তন করে, আমি তাহাদিগকে কখনও ভুলিতে পারি না এবং তাহাদের কথা আমি সবসময় হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকি।

শাস্ত্র বলেন—

রাধাকৃষ্ণেতি হে রাজন্ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্পদার্থাঃ কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি লভ্যতে॥

(গর্গসংহিতা)

প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করিলে মহাপুণ্য হয়, অর্থলাভ হয়, নানাপ্রকার বিষয়সুখ লাভ হয়, যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয়, ভক্তি হয়, প্রেমলাভ হয় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

সর্ব্বার্থপ্রদাতা নাম, সর্ব্বশক্তিময়।
জগৎ-আনন্দকারী—নামের ধর্ম্ম হয়॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্ব্বজন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেব্য, সর্ব্বমুক্তিদাতা।
বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা॥
নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গ-প্রধান।
শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ॥

(প্রেমবিবর্ত্ত)

শাস্ত্র বলেন—

বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দ-কীর্ত্তনানলঃ॥

বর্ত্তমান পাপ আর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত।
ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত॥
অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে।
নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে॥

কূর্ম্মপুরাণ বলেন—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

হরিনামে যত পাপ নির্হরণ করে।
তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলেন—

অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ নাম জপ করিলে যাবতীয় রোগ নষ্ট হয়, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

বিষ্ণুযামল বলেন—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

শ্রদ্ধা করি নাম লইলে অপরাধকোটী।
ক্ষমা করে কৃষ্ণ, যদি না থাকে কুটিনাটী॥
ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় সে-জন।
বড়ই দুর্ভাগা তার নাহিক মোচন॥

কুটিনাটী অর্থে কপটতা, সংশয়, অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

শ্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তারে।
যাহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে॥
সর্ব্বতপ কৈল, সর্ব্বতীর্থে কৈল স্নান।
সর্ব্ববেদ অধ্যয়নে আর্য্য মতিমান॥
এই সব সাধনের বলে ভাগ্যবান্।
রসনায় সদা করে হরিনাম গান॥

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৬)

সারগ্রাহী জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ কলিযুগে কেবল নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সমুদয় স্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রেম সবই লাভ হয়।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

(ভাঃ ২।১।১১)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সকলেরই কর্ত্তব্য—অনুক্ষণ হরিনাম-সংকীর্ত্তন। এই হরিনাম-সংকীর্ত্তনের পথে ভয় বা হতাশার কিছু নাই। ইহাতে সাফল্য হইবেই হইবে, আশা মিটিবেই মিটিবে। কারণ ইহা অকুতোভয়-পন্থা। হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, ইহা আমার মুখের কথা নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য বা মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি তোমাকে বলিলাম।

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলিকাল দোষের সমুদ্র হইলেও তাহার একটী মহৎ-গুণ আছে। হরিনাম-সংকীর্ত্তনই সেই মহৎ-গুণ। এই কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবে।

লিঙ্গপুরাণ বলেন—

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দনম্॥
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তং পরং ব্রজেৎ॥

চলিতে বসিতে স্বপ্নে ভোজনে শয়নে।
কলিদমন কৃষ্ণোচ্চারে বাক্যের পূরণে॥
হেলাতেও করি নাম নিজ স্বরূপ পাইয়া।
পরমপদ বৈকুণ্ঠে যায় নির্ভয় হইয়া॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত বলেন—

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু
তন্নাম-সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেম সম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥

কৃষ্ণের নামকীর্ত্তন, রূপকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা

মুখ্য। কারণ ইহার দ্বারা শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ॥

নামকীর্ত্তনের ন্যায় এমন বলিষ্ঠ-সাধন, এমন শক্তিশালী-সাধন ও এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই।

জগদ্গুরু শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন। এতদ্ব্যতীত কলিকালে মঙ্গললাভের আর কোন পন্থা বা আশ্রয় নাই—নাই—নাই।

প্রঃ—পথের সম্বল কি?

উঃ—পথের সম্বল এই হরিনাম—ইহাই মহাজনোক্তি। ইহকালে ও পরকালে হরিনাম ছাড়া গতি নাই। এজন্য দিবারাত্র সবসময় হরিনাম করিতে হইবে।

হরিনামই জীবের আশ্রয়, হরিনামই জীবের রক্ষাকর্ত্তা, হরিনামই জীবের হৃদয়দেবতা, হরিনামই জীবের উদ্ধারকর্ত্তা।

হরিনামই জীবের আত্মীয়, হরিনামই জীবের বন্ধু, হরিনামই জীবের পিতা, হরিনামই জীবের পতি, হরিনামই জীবের গতি, হরিনামই জীবের জীবন, হরিনামই জীবের নিয়ামক বা চালক, হরিনামই জীবের রক্ষক, হরিনামই জীবের পালক, হরিনামই জীবের নিত্যসঙ্গী। হরিনামই জীবের পাথেয় বা সম্বল, হরিনামই জীবের সহায়।

হরিনামই হরি, হরিনামই গুরু। এই হরিনামকে সার করাই জীবনের সার্থকতা।

হরিনামই সাধন, হরিনামই সাধ্য, হরিনামই উপাস্য, হরিনামই উপাসনা, হরিনামই সম্বন্ধ, হরিনামই অভিধেয়, হরিনামই প্রয়োজন। এজন্য সব সময় হরিনামকে লইয়া থাকাই মঙ্গল, হরিনামের সঙ্গই আকাঙ্ক্ষণীয়, হরিনামের মাতাল হওয়া অর্থাৎ হরিনামরস পান ক'রে উন্মত্ত হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইহাতেই জীবনের সাফল্য ও সার্থকতা।

শাস্ত্র বলেন—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়াম।
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম॥

মুখর জগৎ আমার যত নিন্দা করে করুক, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। হরিনামের সেবক আমি হরিনামগানে উন্মত্ত হইয়া কখন ভূমিতে লুটাইব, কখন নৃত্য করিব, আবার কখন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিব।

শাস্ত্র বলেন—

ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্॥

আত্মীয়-স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, গুরুজনগণ আমাকে নিন্দা করেন করুন, তথাপি কৃষ্ণনামই আমার একমাত্র জীবন, কৃষ্ণনামই আমার একমাত্র জীবন ও আশ্রয়। কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করার সাধ্য আমার নাই—নাই—নাই।

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন?

উঃ—নিশ্চয়ই। কলিকালে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই—একমাত্র সাধন—একমাত্র সাধন—একমাত্র সাধন। কারণ হরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এইজন্য হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে আর কোন ধর্ম্ম নাই।

শাস্ত্র বলেন—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

(চৈ চঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, একমাত্র সাধন, অদ্বিতীয় সাধন, অব্যর্থ সাধন, অকুতোভয়-সাধন, অসীম-শক্তিশালী সাধন, পরম-বলিষ্ঠ-সাধন, অসাধারণ সাধন, পরম-মহা-সাধন, সাধন-শিরোমণি বা সাধন সম্রাট্। এই হরিনাম-সংকীর্ত্তন সাধন ও সাধ্য, উপাসনা ও উপাস্য, ভগবান্ ও ভক্তি যুগপৎ।

এই পরমমধুর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার দাস্য এবং শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা অনায়াসেই লাভ হইবে। সুতরাং যাঁহারা ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবালাভে অভিলাষী, তাঁহারা তন্নিজজন ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে বিশেষ তৎপর হউন, ইহাই তাঁহাদের নিকট মাদৃশ কাঙ্গালের হার্দ্দ নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা।

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

(ভাগবত)

পাশ্চাত্ত্যদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের ২৭।৫।৮০ তারিখে টরন্টো ড্যাভেন পোর্ট রোড হইতে শ্রীমন্ নারসিংহ মহারাজের নামে লিখিত পত্রে জানা গেল—শ্রীমন্মহারাজ ভারতে আসাম-প্রদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা শুনিয়া খুবই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ওদেশে কানাডার অন্তর্গত Qubec province ভাষার গণ্ডগোল লইয়া কানাডা হইতে পৃথক্ হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ভোটাধিক্যের জন্য তাহা পারিয়া উঠে নাই। মহারাজ এতৎ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

গণ্ডগোল সর্ব্বত্রই লাগিয়া রহিয়াছে এবং থাকিবেও। তন্মধ্যেই শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। গোলমালেই হরিনাম বাহির হয়। শান্ত পরিবেশে ধ্যানাদির সম্ভাবনা ন্যূনাধিক থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহা কলিহত জীবের পক্ষে তত effective (ফলোৎপাদক) নহে। এমনই যুগ ও যুগের হাওয়া যে, ধ্যানাদির দ্বারা গোলমাল (অন্তরের ও বাহিরের) শান্তি করা অসম্ভব, কেবল দ্বিগুণমাত্রায় শ্রীহরিধ্বনি হইলেই মাত্র গণ্ডগোল আর শুনা যাইবে না এবং তাহাই একমাত্র সমাধান বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শাস্ত্র সমুচ্চয় ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই খুব একটা জাগতিক শান্ত পরিবেশের অনুসন্ধান করার চেষ্টার মধ্যে বুদ্ধির তারিফ নাই, বরং উক্ত সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে সকল সমাধানই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। * * সকলেরই শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকতর রূপে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

এই সকল অঞ্চলের অশান্তি বহিরাগত জনের পক্ষে অনুধাবন সম্ভবপর নহে, পরন্তু ঘনিষ্ঠরূপে মেলামেশা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃতির বিলাস-বৈভবের মধ্যে অবস্থান করিয়াও এইসব দেশের লোক কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন! এই দেশ এতই ধনাঢ্য যে, ভারতবাসী এদেশ সম্বন্ধে দূর হইতে কোন ধারণাই করিতে পারিবেন না যদি এখানে আসিয়া নিজে চোখে দেখিয়া না যান। গরীবলোকের কোন বসবাসই এখানে নাই। বিশাল ভূখণ্ড, লোকসংখ্যা কম। প্রদেশে ভক্ষ্য খাদ্য দ্রব্যের প্রচুর প্রাচুর্য্য। দিবারাত্র ভোগের কথায়ই মানুষ পঞ্চমুখ। পিতৃত্ব মাতৃত্ব এদেশে নাই বলিলেও চলে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ সন্তানগণের কোন কষ্ট নাই। তাহারা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ও রক্ষণাবেক্ষণে লালিত পালিত হয়। এখানের কেহই বেকার নাই। যদি কিছুদিন কাহারও চাকরী না মিলে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি দিয়া তাহাকে পালন করেন। যদি কেহ চাকরী ছাড়িয়া যায়, একবৎসর বিনা আয়াসে বৃত্তি দ্বারা গভর্ণমেণ্ট তাহাকে পালন করেন। তৎপরেও চাকরীতে যোগদান না করিলে বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। কেহ না খাইয়া মারা গিয়াছে, এইরূপ সংবাদ যদি কেহ কখনও বাহির করিতে পারে, তবে গভর্ণমেণ্টের আর রক্ষা থাকে না। সে ব্যক্তি যিনিই হউন না কেন, বহিরাগত অথবা ভিতরের বাসিন্দা। কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য, তাহার মধ্যেও কত দুঃখেরই না ভাগিদার ইহারা। এদেশের লোক প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয়ন-সময় পর্য্যন্ত মেশিনের ন্যায় চলিতেছেন। এমন কোন মানুষ নাই, যাঁহার টেলিফোন, টেলিভিসন, মোটরকার ও গৃহাদি নাই। কিন্তু হৃদয় বলিয়া বস্তুটি যে কি, তাহা আমার মনে হয়, ইঁহাদের যেন জানাই নাই। তজ্জন্য ডাইভোর্স প্রথাটি

এখানকার common (সাধারণ)। দুর্ভাগ্যই হউক, আর সৌভাগ্যই হউক, এইসব চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদা ঘটিতেছে।

যাহা হউক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় এদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার কার্য্য গৌরবের সহিতই হইতেছে। গতকল্য কানাডার রাজধানী অটোয়া (Attawa) ও কানাডার অন্তর্গত কুইবেক প্রদেশের (Qubec Province এর) বড় সহর মন্ট্রিল (Montreal) হইতে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। তদঞ্চলে মাসাধিককাল প্রচারে ছিলাম। প্রচারও ভালই হইয়াছে। আমেরিকা ও গ্রেটবৃটেনেও প্রচার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের শ্রীপাদ জগমোহন প্রভুর নামে Hindu Sabha, Bramalea Out. Canada হইতে ৫।৬।৮০ তারিখে লিখিত পত্রে জানিলাম—

শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ ড্যাভেনপোর্ট রোড, মন্ট্রিল-এ ৫.৬ দিন থাকিয়া বর্ত্তমানে উক্ত ব্রামলীতে অবস্থান করিতেছেন। স্থানটি এবার পোর্টের নিকটেই অবস্থিত। একটু গ্রামের মত হইলেও হাই-ওয়ের উপর। প্রায় দিনভরই নিরালায় বসিয়া ভজন করেন। রাত্রিতে কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জন সমাগমে কিছু ভগবৎকথা বলিবার অবকাশ উপস্থিত হয়। স্বামীজী কানাডার গ্রাম, সহর, নগর সবগুলিরই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা পাইয়াছেন ঐ স্থানটি টরণ্টো সহর হইতে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও প্রত্যেকেরই প্রাইভেট কার থাকায় প্রত্যেকেই সহরের সর্ব্বপ্রকার facility (সুযোগ) পাইতে পারেন। যোগাযোগেরও কোন প্রকার অসুবিধা নাই। ফোন কনেকশন সর্ব্বত্রেই রহিয়াছে।

স্বামীজী ১৮ই জুন রাত্রি ৮টায় বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা করিয়া ১৯শে জুন প্রাতঃ ৭।৪০ মিনিটে তথায় পৌছিবেন। কানাডায় লোকজনের ভগবৎকথা শ্রবণে আগ্রহ দেখিয়া স্বামীজী খুবই সুখ পাইয়াছেন। লণ্ডনেও স্বামীজীর 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রচারে বিশেষ উৎসাহ আছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

গত ১২ই চৈত্র (১৩৮৬), ইং ২৬শে মার্চ্চ (১৯৮০) বুধবার দশমী (ঘ ১১।২৪ মিঃ পর্য্যন্ত) তিথিতে স্বধামগত শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পারলৌকিক কৃত্য সাত্বত স্মৃতিবিধানানুসারে ৩৫ সতীশ মুখার্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা বর্ত্তমানে যে সতীশ মুখার্জী রোডে অবস্থান করিতেছি, সেই স্বনামধন্য শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরই ভ্রাতার মধ্যম পুত্র ছিলেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র। বৈষয়িক জীবনে তিনি একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন—বাংলা ১৩০৬ সালের চৈত্রমাসে, আবার ইহধাম ত্যাগ করিলেনও ঐ চৈত্রমাসে—২রা চৈত্র (১৩৮৬), ইং ১৬ই মার্চ্চ (১৯৮০) রবিবার তাঁহার ২নং রাজা বসন্ত রায় রোডস্থ (কলিকাতা-২৬) নিজ বাসভবনে ভোর ৫-৩৫ মিনিটে। তাঁহার পিতা শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। উপযুক্ত সন্তান পূর্ণচন্দ্র সস্ত্রীক পরমপূজনীয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি-মহারাজের 'শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষা ও হরিনাম প্রাপ্ত হন'—বাংলা ৩০।৯।৬৪, ইং ১৪।১।৫৮ তারিখে। পূর্ণবাবুর দীক্ষার নাম হইয়াছিল—শ্রীপুরুষোত্তম দাসাধিকারী। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥

অর্থাৎ যাঁহাদের কুলে একজন বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের সেই কুল পবিত্র হইয়া যায়, জননী কৃতার্থা হন, বসুন্ধরা, বসতি ধন্যাতিধন্যা হইয়া যান, স্বর্গে পিতৃপুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের বংশের এক বৈষ্ণব পুত্রের হস্তে মহাপ্রসাদান্ন জল পাইয়া কৃত কৃতার্থ হইবেন।

পূর্ণবাবু দেহরক্ষার দুই দিবস পূর্ব্বে তাঁহাদের কুল-

পুরোহিত কর্ম্মজড়-স্মৃতিবিধানানুযায়ী চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা দিতে আসিলে তিনি দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছিলেন—"আমি বৈষ্ণবদাসানুদাস, বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুসারে আমার মহামন্ত্র হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যকোনই প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় পারলৌকিক কৃত্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেই সম্পন্ন হইবে।" মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সাক্ষাৎ কৃপাও অনুভব করিয়াছেন। তাঁহাকে স্পষ্টই বলিতে শুনা গিয়াছে—"ঐ যে গুরু মহারাজ আমাকে ডাক্‌ছেন, আর আমি এখানে থাকবো না' ইত্যাদি।

প্রায় ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পূর্ণবাবু শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগমনে সস্ত্রীক চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বেও ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ ও দানধ্যানাদি করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে পূর্ণবাবু শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় ভজন-কুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কিছুদিন ভজনও করিয়াছেন।

তিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয়—প্রস্থানত্রয় পাঠ, কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-হোম, বৈষ্ণবভোজন, মহাপ্রসাদ নিবেদন, গুরুপাদপদ্মে দানধ্যানাদি যাবতীয় কৃত্যই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বধামপ্রাপ্তিকালে—তিনি প্রতিষ্ঠিত পঞ্চপুত্র, বিবাহিতা চারিকন্যা, ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, জামাতা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীপ্রদ্যোত, প্রলয়, প্রভাস, দিলীপ ও রতনকুমার—এই পঞ্চপুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রদ্যোতকুমারই শ্রাদ্ধকৃত্য করিয়াছেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীমান্ পার্থসারথি পিতামহের ঔর্দ্ধদৈহিক যাবতীয় কৃত্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মঠস্থ বৈষ্ণবগণ এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেরই স্নেহভাজন হইয়াছে। আমরা স্বধামগত পূর্ণবাবুর পুত্রকন্যাগণকে বৈষ্ণব পিতার বিষ্ণুভক্তির আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করিয়া প্রকৃত স্নেহভাজন হইবার জন্যই অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী—

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত—দীক্ষিত শিষ্য শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় বিগত ৯ই বৈশাখ (১৩৮৭), ইং ২২শে এপ্রিল (১৯৮০) পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সজ্ঞানে তাঁহার সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সকাল ৮ ঘটিকার সময় তিনি একটু বাল্যভোগের প্রসাদ পাইয়া তাঁহার বিশ্রামকক্ষে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে কিছু অস্বস্তি মনে করিয়া শয্যাগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বেলা ৯ ঘটিকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অপূর্ব্ব মৃত্যু। "অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে। শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে সে হয়, নহে অন্যে॥" —এই মহাজন-বাক্য সার্থক করিয়া গেলেন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল ঢাকা জেলায় ধামরাই থানার অন্তর্গত—বেরশ-বাইনবাড়ী গ্রামে। বাঙ্গলা ১৩০৩ সালে বৈশাখমাসে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুও সেই বৈশাখমাসে সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গের পর তিনি জলপাইগুড়ি থানান্তর্গত ময়নাগুড়ি গ্রামে কিছুদিন বসবাসের পর কোচবিহার জেলান্তর্গত ১৪৯ নং পানীশালা গ্রামে (পোঃ কামাত চিংরা বান্ধা) স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। তিনি ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে, ইং ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণান্তে শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভবাসরে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সস্ত্রীক গুরুপাদাশ্রয় করেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীনব কুমার মজুমদার, দীক্ষার নাম হয় শ্রীনবীনকৃষ্ণদাসাধিকারী। তিনি ২ বৎসর ৪ মাস কাল মঠবাসী হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করতঃ তাঁহার দেহরক্ষার মাত্র ৪৪ দিন পূর্ব্বে পানীশালা গ্রামে গিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমঙ্গলচন্দ্র মজুমদার সাত্বত স্মৃতিবিধানানুসারে ১১শ দিবসে উক্ত পানীশালা গ্রামস্থ তাঁহার নিজগৃহে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভোজনও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনবীনমদন দাস ব্রহ্মচারী মঠবাসী।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৮০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, .৮০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.০০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.৫০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭.৫০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৫.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.০০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০
(২২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা + মধ্যলীলা) অন্ত্যলীলা যন্ত্রস্থ ,, ৩৩.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্‌॥"

২০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৪ শ্রীধর, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার; ৩১ জুলাই, ১৯৮০

শুদ্ধভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিতি করিলে অপরাধ হয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীর দোষসমূহ দ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"—শ্রী গীতা। কৃষ্ণভক্ত, প্রভুবংশে বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে "গোস্বামী," "প্রভু" না জানিলে প্রাকৃতদর্শন হয় মাত্র। প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচার্য্যবংশীয় ভক্ত এবং অন্যকুলপ্রসূত হরিজন উভয়েই হরিজন; তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত বপুদোষগুণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হয়। আবার ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। যিনি অনন্য শুদ্ধভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃত সংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীন বুদ্ধি করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবাপরাধী হন। আবার অনন্য ভক্তি লাভ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্ত দর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে সকল ভক্তি-

পথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ্য, আচার্য্যবংশ্য ও বৈষ্ণববংশ্যগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে জানিয়া নিজের প্রাকৃত দর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যম-ভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতি-মদোন্মত্ত হইয়া ও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতিসাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(জীবের প্রতি উক্তি)

প্রঃ—মানবের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাথমিক উপদেশ কি ?

উঃ—"মনুষ্যদেহ—দুর্ল্লভ ইহার একদিনও যেন অপব্যয়িত না হয়।"

—'সহজিয়া মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন ?

উঃ—"এই জগতে ধর্ম্মধনাপেক্ষা ধন নাই। শরীর—ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। আমাদের পরম দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া এই জগৎকে যে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন, তাহা সাধু-গুরুর নিকট সংগ্রহ করিবে। জগতের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। যত্ন করিয়া তাহা আলোচনা করিবে। লোককে বিদ্যা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিষ্পাপ জীবনে ধর্ম্মের সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ও আপনার নিজজনকে প্রতিপালন করিবে ; কিন্তু কোন সময়েই কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

প্রঃ—কৃষ্ণভক্ত কি প্লেগকে ভয় করেন ?

উঃ—"এই যে প্লেগকে এত ভয় করিতেছ, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই! প্লেগে কি করিতে পারে ? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্তি করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে ? যদি ভাল চাও, প্লেগ হইতেও একটি শিক্ষা কর। কল্য যদি তোমাকে প্লেগে ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই, তোমার এত সুখ-সম্পদ্ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বৃথাকাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটি কোটি প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

প্রঃ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরদুঃখকাতর ব্যক্তিগণকে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন ?

উঃ—"জগতে সকলজীবের সম্মান করুন, সকল জীবের দুঃখ-নিবারণের জন্য যত্ন করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের

পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সারগর্ভ উপদেশ কখনও ভুলিবেন না।"

—'শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১১।৩

প্রঃ—জীবের এ জগতে আসা সার্থক হয় কখন ?

উঃ—"কৃষ্ণ নিত্য-সুত যার, শোক কভু নাহি তার,
অনিত্য আসক্তি সর্ব্বনাশ।
আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্যতত্ত্বে করহ বিলাস॥"

—'শোকশাতন'—২, গীঃ মাঃ

প্রঃ—সুমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমার্থ-পথিকের কি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ?

উঃ—"সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন,
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ উপলব্ধি'—৩ কঃ কঃ

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর অচিরস্থায়ি-মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ?

উঃ—"তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই; যে কয়েকদিন আছে, তাহাও নানা বিঘ্নে পরিপূর্ণ। অতএব, ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক।"

—'সিদ্ধপ্রেমরস-মধুরিমা', ২০।৩

প্রঃ—জাত্যভিমানিগণের প্রতি ঠাকুরের কি উক্তি ?

উঃ—"সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্॥"

—'উপদেশ'—৯, কঃ কঃ

প্রঃ—ফল্গুবৈরাগী ও প্রতিষ্ঠাকামীর প্রতি ঠাকুরের কি উপদেশ ?

উঃ—"তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধুকৃপা তোমার সম্বল॥"

—'উপদেশ'—১৩, কঃ কঃ

প্রঃ—জড়াসক্তের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি কি ?

উঃ—"তব শুদ্ধসত্তা তাই, এ জড়জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার।
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার॥"

—'উপদেশ'—১, কঃ কঃ

প্রঃ—বৈষ্ণবাভিমানীর প্রতি ঠাকুরের কিরূপ উপদেশ ?

উঃ—"বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও॥"

'উপদেশ'—১৩, কঃ কঃ

প্রঃ—মহাজনপথ-অবহেলাকারী দাম্ভিকের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সদুপদেশ কি ?

উঃ—"ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি' ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে' তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
'কপট' বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥"

—'উপদেশ'—১৭, কঃ কঃ

প্রঃ—লোকদেখান প্রেমিকের প্রতি ঠাকুরের উক্তি কি ?

উঃ—"মুখে বল 'প্রেম প্রেম' বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥"

—'উপদেশ'—১৮, কঃ কঃ

প্রঃ—আসুরিক ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থ ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

উঃ—"ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজমনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥
মরণ-সময় তা'রা, হইয়া উপায়-হারা
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায় জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥"
—'নির্ব্বেদলক্ষণ-উপলব্ধি'—১, কঃ কঃ

প্রঃ—বৃথা সংসারভারবহনকারীর প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি ?

উঃ—"গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম ॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে ॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন ॥"
—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—৪, কঃ কঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(১৪)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জগদ্ধ্রী, আম্বালা
২৯।১১।৫৪

শ্রীভাগবতচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্।

* * * আপনার ২৪।১১।৫৪ তারিখের কৃপালিপি এখানে গত পরশ্ব পৌঁছিয়া পাইলাম।

আপনি শ্রীধাম মায়াপুরে বাবাজী মহারাজের উৎসবে গিয়াছিলেন জানিলাম। তথাকার অন্যান্য কথাও বুঝিলাম। আমি অযোগ্য হইয়া শ্রীহরিকথা প্রচারের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি, ইহা মিথ্যা কথা নয়। তথাপি বামন ব্যক্তিও চাঁদ ধরিবার ইচ্ছা করিতে পারে বলিয়া আমার বাতুল চেষ্টা কিছু অস্বাভাবিক নয়। যদিও শ্রীহরিভক্তি বিস্তার একমাত্র শুদ্ধ ভক্তের দ্বারাই সম্ভব। শ্রীহরিভক্তি সুদুর্ল্লভা হইলেও আমার ন্যায় বিষয়াবিষ্ট অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির জন্য লোভ ও প্রযত্ন হইতে পারে। আমার প্রতি স্নেহশীল বৈষ্ণবগণের স্নেহাশীর্ব্বাদ বলে এবং পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাবলে নির্ভর করিয়া আমিও মায়া জয় করিতে পারিব এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট প্রপূরণে ইন্ধন দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিব। গুরুসাজা ও গুরুদ্রোহাচরণ একই কথা। কিন্তু শিষ্য সাজা বা শিষ্য হইবার চেষ্টা করা দ্রোহাচরণ পর্য্যায়ের নয় বলিয়া মনে করি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বর্ণিত সাধকের জন্য সাধনের যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-বর্ণন রহিয়াছে, উহা কেবলমাত্র সিদ্ধ জনের জন্য যদি হইত, তাহা হইলে সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে উক্ত চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন থাকিত না। আমি মূর্খ ব্যক্তি, শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অধিক বুঝি না। তথাপি যতটুকু বুঝিয়াছি, তদনুসারে আত্ম-কল্যাণের জন্য যথাশক্তি প্রযত্ন করিতে আমি অধিকারী। শ্রীগুরুদেবের উত্তম উত্তম ভক্তগণ তাঁহার উত্তম উত্তম মনোঽভীষ্ট প্রপূরণ করিবেন। আমার ন্যায় দুর্ভাগা শিষ্যনামধারী ব্যক্তি নিজ অযোগ্যতানুসারে অযোগ্যের

ন্যায় সেবাভাস বা সেবাপরাধ ব্যতীত কি করিতে পারে? স্নেহময় সতীর্থগণের ও শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে আমি শ্রীনামাপরাধ, সেবাপরাধাদি দূরে ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগে সমর্থ হইব। শ্রীহনুমানজী বিরাট্ বিরাট্ পর্ব্বত আনিয়া সমুদ্র-বন্ধনে শ্রীরামসেবা করিয়াছিলেন, ঐসময় কাঠ-বিড়ালীও নিজযোগ্যতানুসারে বালুকণা ঝাড়িয়া সেতু-বন্ধন সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমার প্রতি স্নেহশীল আপনাদের নিকট আমার সর্ব্বদা এই প্রার্থনা থাকিল, আমি যেন বৈষ্ণবাপরাধ না করি এবং অনন্যভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি।

শ্রীমান্ গোবিন্দদাসের গৃহে শ্রীউত্থানৈকাদশী-বাসরে যে উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহা ঘুণাক্ষরেও আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। তাহার ভক্তিসাধন বিচারে উক্ত সেবাকার্য্যে আমি বাধা দিতে অধিকারী না হইলেও, সে চতুর হইলে পরিস্থিতি বিচার পূর্ব্বক ঐরূপ উৎসবাদির আয়োজন না করিলেই ভাল হইত বলিয়া মনে করি। স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া চলাই বুদ্ধিমত্তা। ঐরূপ উৎসবের আয়োজনে আমাদের মঠের প্রধান বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। যে কার্য্যে বড় বড় বৈষ্ণবের সন্তোষ হইবে না, তাহা যতটা সম্ভব বুঝিতে পারিলে সতর্কতার সহিত করাই বুদ্ধিমত্তা। যাহা হউক "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

আপনার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পরে এমন কি দুরবস্থা হইল যার জন্য আপনাকে পুনঃ চাকুরী অন্বেষণ করিতে হইবে, বুঝিলাম না। অধিক বাসনাই আমাদের পক্ষে উদ্বেগকর ও অশান্তিপ্রদ। নিষ্কাম হওয়ার চেষ্টাই সমীচীন। সুদীর্ঘকাল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পুত্রাদিকেও লালন পালন করতঃ বড় করিয়াছেন এবং শিক্ষাদিও যথাসম্ভব দিয়াছেন। এখন ছোট কন্যাটিকে বিবাহ দিতে পারিলে আপনার স্কন্ধে লৌকিক কর্ত্তব্যের ভার লাঘব হইতে পারে। আপনার সহধর্ম্মিণীর প্রতি আপনার যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহাও আপনি বিস্মৃত হইবেন না। যদি নিতান্ত আবশ্যক না হয়, তাহা হইলে কেবল অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় নূতন চাকুরী গ্রহণের আবশ্যকতা কি? নিতান্ত অভাব বোধ হইলে অবশ্যই তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। "সংসার তটিনী স্রোতঃ নহে শেষ, মরণ নিকটে ঘোর। সব সমাপিয়া ভজিব তোমায় এ আশা বিফল মোর।" "সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন, ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন, হেন আশায় নাহি প্রয়োজন। এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে, না হইবে দীনবন্ধুর চরণ সেবন। যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণ নাম গাও, গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপরিউক্ত উপদেশগুলি অবশ্যই আপনার স্মরণ আছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে যদি কোন সেবাকার্য্য গ্রহণ করিয়া ধীর স্থিরভাবে সহিষ্ণু হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তথায় থাকিয়া ভজনের যত্ন করেন, উহা নিতান্ত মন্দ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা না থাকিলে কোথাও অধিক সময় থাকা সম্ভব হইবে না। আপনি ধামে বাস করিয়া ভজন করিলে আপনার তথাকার গৃহ আপনাদের ব্যবহারে সত্বর পাইবার সম্ভাবনা মনে করি। এতদ্ব্যতীত যদি স্কুলের নিকটবর্ত্তী মাঠে সস্তায় কিছু জমি রাখিতে পারেন, উহা ভালই মনে করি। যদিও উক্ত মাঠের অধিকাংশ জমি বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়, তথাপি শ্রীধামে কিছু জমি রাখিতে পারিলে ভালই হইবে।

পরমত-সহিষ্ণু না হইলে দুইটী চেতন বস্তু একসঙ্গে বাস করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পরমত-সহিষ্ণু বলিতে আমি অন্যের সুখদুঃখাদির বিষয় বুঝিবার চেষ্টা, বলিতে ইচ্ছা করি। অন্যের সুবিধা অসুবিধা না বুঝিলে, কেবল নিজের পার্থিব স্বার্থের জন্য ধর্ম্মাদির আচরণেও চেষ্টা করিতে থাকিলে উহা কখনও অশান্তি ব্যতীত শান্তি প্রদান করিবে না। নিজের সাধ্যবিষয়ে সুদৃঢ় নিষ্ঠা অথবা প্রগাঢ় লোভ না হইলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার

অভাব সাধনকালে অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। উক্ত অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্য্য হইতে পরস্পরের উদ্বেগ ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। জগদ্বাসীকে আমার রুচির অনুকূলে সম্পূর্ণভাবে পাইতে চেষ্টা বৃথা বলিয়াই মনে করি। জগতের সহিত নিজেকে Adjust করিয়া, পরমার্থ-পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া চলার চেষ্টাই পরমার্থানুকূল বলিয়া মনে করি। Adjustment অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবেই করিতে হইবে।

আমাদের পরমায়ু কমিয়া আসিতেছে এবং ইন্দ্রিয়গ্রামও শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আর অধিক বিলম্ব না করিয়া আমাদের এখন তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের প্রযত্ন করাই বিধেয়। বিপ্রলম্ভরসাত্মক ভজন-সাধনই শ্রেয়ঃ। সুতরাং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দাস্যে নিষ্কিঞ্চন হইয়া যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করাই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সাংসারিক বা লৌকিক কর্ত্তব্য সুদীর্ঘকাল করা হইয়াছে। এখন তজ্জন্য অধিকসময় ও শক্তি প্রয়োগ না করিয়া যতটা কমসম্ভব, তজ্জন্য সময় ও শক্তি দিয়া অধিকমাত্রায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপানুসন্ধানে ও শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। আপনার সহধর্ম্মিণীকেও আমার এই পত্রের সংবাদ জানাইতে পারেন।

⁂ ⁂ ⁂ ⁂

(১৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
বৃন্দাবন
১৫।১০।৬০

স্নেহভাজনেষু,—

* * তুমি দোকান দিয়াছিলে, কিন্তু কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছ না জানিলাম। শ্রীকৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি অধিক প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে তোমাকে তিনি কেন বিষয়-রস-সেবনে উৎসাহিত করিবেন? তিনি নিজ সেবন-রস পান করাইয়াই বিষয়ে উদাসীন করিবেন। আমরা জন্ম জন্মান্তর বিষয়-বিষ্ঠার কীড়া হইয়াও এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহাদের সেবার আশা পোষণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া অন্য রসের জন্য উৎসাহিত হইতে বা করিতে ইচ্ছা করি না। তথাপি যদি আমার কোন বন্ধুপ্রতিম ব্যক্তি পরমার্থপথে আসিয়াও পুনঃ জড়রসে আকৃষ্ট হন, তাহা হইলে আমি তাদের প্রাক্তন (কর্ম্ম) মন্দ জানিয়া দুঃখই অনুভব করিব, কিন্তু সামর্থ্য না থাকায় বাহ্যতঃ বন্ধুগণের স্বতন্ত্রতায় অধিক হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। যদি অহৈতুক কৃপাময় শ্রীগৌরহরি আমার ন্যায় কাঙ্গালের হৃদয়-বেদনা দেখিয়া আমার কোন বন্ধুকে বিষয়-পিপাসায় মত্ত হইতে সুযোগ না দেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুখী হইব। সুতরাং যদি তুমি বিষয়ের প্রলোভন ত্যাগ করতঃ শ্রীহরিভজনে অনন্যভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পার, তাহাহইলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইব। দেহ-সম্বন্ধী ব্যক্তিগণের সহিত সাধকের অধিক মেলামেশা অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। পত্র ব্যবহারও ভাল নয়।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

(১৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২৬.৮।৬৮

স্নেহভাজনেষু,—

* * * যাঁহারা একান্ত শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উদ্দেশ্যে জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহারা বহু সুকৃতিশালী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়ই নিজের জীবন রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যেখানে থাকিয়া তাঁহার সেবা হইবে, সেখানেই ভক্ত উল্লাসের সহিত অবস্থান করেন। নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই আমাদিগকে কষ্ট দেয়।

জীবের পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতেই স্বভাব গঠিত হয়। উহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, হঠাৎ কেহ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে না। সাধকগণ সাধু, শাস্ত্র ও শ্রীগুরু-বাক্য দ্বারা নিজের মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন। স্বেচ্ছা-চারিতা ভজনান্তরায় আনয়ন করে। আমরা নিষ্কপটে আরাধ্য শ্রীহরির সেবোৎসুক হইলে তিনিই তাঁহার সেবার সর্ব্বতোভাবে সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবেন। তাঁহারই ইচ্ছায় তুমি হায়দ্রাবাদ মঠে গিয়াছ ও তথায় সেবা করিতেছ। তোমরা সকলে আমার অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয়জন নিকটে থাকিলে প্রিয়জনের সুখ হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর সেবার জন্য আমার প্রিয়জনের নিকটে অবস্থান-সুখকেও বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। তোমরা আমারই আরাধ্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য বহু দূরে অবস্থান করতঃ যত্ন করিতেছ; ইহাও আমার তোমাদের নিকট হইতে বাহ্যতঃ দূরে থাকার ক্লেশকে দূরীভূত করিতেছে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

দুরাত্মা বেণ ও মহাত্মা পৃথু

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

লীলাময় শ্রীহরির লীলা-রহস্য সাধারণ মানব-মনীষার দুরধিগম্য। অসুরের পুত্র হয় পরমভক্ত, আবার সেই ভক্তের পুত্র হইয়া পড়ে মহা অসুর, পুনশ্চ সেই অসুরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন আবার কৃষ্ণের পরম-ভক্ত অর্থাৎ মহাসুর হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন মহাভাগবত প্রহ্লাদ, কিন্তু প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন হইলেন অসুর, আবার বিরোচন-পুত্র বলি হইলেন পরমভক্ত। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীবিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে দেখা যায়—পরমভক্ত ধ্রুবের বংশে জন্মগ্রহণ করেন অঙ্গরাজ, তাঁহার পত্নী সুনীথা। উভয়েই ধর্ম্মানুরক্ত হইলেও তাঁহাদের সন্তানরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল মহা অধার্ম্মিক বেণ। আবার 'বেণ' হইতে উদ্ভূত হন পরমধার্ম্মিক পৃথু। অঙ্গরাজ রাজ-সিংহাসন লাভ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সেই যজ্ঞে দেবতাবৃন্দ যথাবিধি আহূত হইলেও কেহই আসিয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন না

দেখিয়া ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া যজমান অঙ্গরাজকে কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আপনি এই যজ্ঞে শ্রদ্ধা সহকারে হবনীয় দ্রব্য সমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্দোষ, আমরাও ধৃতব্রত হইয়া যে সকল বেদমন্ত্র প্রয়োগ করিতেছি, তাহাও বীর্য্যহীন নহে এবং আহবনীয় দেবতাগণকেও বিন্দুমাত্র অনাদর করা হয় নাই, তথাপি দেবগণ আসিয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহারাই যজ্ঞকর্ম্মের সাক্ষী, তাঁহাদের আগমন ব্যতীত সমুদয় কর্ম্মই ত' নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে!"

অঙ্গরাজ পুরোহিতগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে খুবই চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়া সদস্যগণকে তৎকারণ নির্দ্ধারণার্থ সানুনয় প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা মহারাজকে জানাইলেন—"মহারাজ, এজন্মে আপনার ঈষণ্মাত্রও পাপ নাই সত্য, কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত একটি পাপ আছে, তজ্জন্য এজন্মে ধার্ম্মিক হইয়াও আপনি অপুত্রক রহিয়াছেন। অতএব আপনি পুত্রকামনারত হইয়া যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করুন, তিনি আপনার মনোঽভীষ্ট পূরণ করিবেন, দেবতারাও তৎসহ আসিয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' অর্থাৎ আমাকে যাহারা যেভাবে ভজন করে আমি তাহাদিগকে সেইভাবে ভজন করিয়া থাকি। —ইহাই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উক্তি।"

সদস্যপতিগণের এই বাক্যানুসারে ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ পশু মধ্যে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট শ্রীভগবান্ বিষ্ণুদ্দেশ্যে পুরোডাশ নামক হবিঃ আহুতি প্রদান করিলেন। তখনই সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে এক শুভ্রবসন পরিহিত স্বর্ণমালা-ধারী দিব্যপুরুষ স্বর্ণপাত্রে সুপক্ক পায়স লইয়া উত্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞাক্রমে অঙ্গরাজ পরমানন্দে অঞ্জলি দ্বারা ঐ পায়স গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং আঘ্রাণ করতঃ পত্নী সুনীথাকে উহা প্রদান করিলেন। পুত্রহীনা রাণী ঐ পুত্রোৎপাদক পায়স সানন্দে ভক্ষণ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে একটি পুত্র সন্তান লাভ করিলেন। কিন্তু সেই সন্তানটি বাল্যকাল হইতেই অধর্ম্মাংশোদ্ভূত মাতামহ যমভ্রাতা মৃত্যুর অনুগামী হইয়া অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"মাতৃদোষাদধার্ম্মিকোঽপি বিষ্ণুযজ্ঞোদ্ভূতত্বাৎ পিতৃবৈরাগ্যকারণীভূতত্বেন পিতুরুপকারকঃ পৃথুজনকত্বেন তদ্যশোবর্দ্ধনশ্চ বভূবেতি জ্ঞেয়ম্।"

অর্থাৎ মাতৃদোষে অধার্ম্মিক হইলেও বিষ্ণুযজ্ঞোদ্ভূতত্ব-হেতু পিতার বৈরাগ্যোদয়ের কারণ স্বরূপ হওয়ায় পিতার উপকারক হন এবং পৃথুজনকত্বনিবন্ধন তাঁহার যশোবর্দ্ধনও হইয়াছিল জানিতে হইবে।

শিশুকাল হইতেই বেণ অত্যন্ত নির্দ্দয় নিষ্ঠুর স্বভাব হইয়া অযথা প্রাণিপীড়ক হইয়া পড়ে। পিতার নিতান্ত অবাধ্য হওয়ায় পিতা কুপুত্রজন্মজনিত খেদে বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়েন। আবার মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ সুসন্তান দানের পরিবর্ত্তে কুসন্তান দান করতঃ তাঁহার বিষয়বন্ধন ছেদনোপযোগী নির্ব্বেদ উদয় করাইয়া পরম-মঙ্গলই করিয়াছেন, ইহা বিচারপূর্ব্বক রাত্রিযোগে পত্নী সুনীথার অজ্ঞাতসারেই গৃহত্যাগ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। আত্মীয়স্বজন অমাত্যবর্গ কেহই কোথায়ও তাঁহার সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে প্রজাহিত-চিন্তারত ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদি-মুনিগণ রক্ষক বিরহিত রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া বেণ-জননী সুনীথার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অনুমত্যনুসারে প্রজাগণের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও বেণকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। অত্যুগ্র-শাসন বেণ রাজাসন প্রাপ্ত হইলে চোর দস্যুগণ তাৎকালিকভাবে সন্ত্রস্ত হইলেও বেণ অহঙ্কার-বলদৃপ্ত হইয়া ভাগবতগণকে অবমাননা করিতে লাগিল। মদান্ধ ও লোকবেদাচার শূন্য হইয়া বেণ 'কেহ কোথাও যজ্ঞ, দান বা হোমাদি ক্রিয়া করিতে পারিবে না' ইহা ভেরী-নিনাদে সর্ব্বত্র প্রচার করতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিতে লাগিল। মুনিগণ দুরাচার বেণের জগদ্ধ্বংসকর ধর্ম্মবিরোধচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্মকর্ম্মাদি নাশ হেতু রাজ্যে প্রজাগণের মহৎ কষ্ট উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া কৃপা-

পরবশ মুনিগণ সকলে একত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন—“একখানি কাষ্ঠের মূলদেশ ও অগ্রভাগ জ্বলিতে থাকিলে তন্মধ্যদেশবর্ত্তী পিপীলিকাগণের যেরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয়, এই প্রজাগণেরও তদ্রূপ একদিকে রাজা, অপরদিকে দস্যুতস্করাদি হইতে মহাক্লেশ উপস্থিত। আমরা অরাজকভয়ে রাজাসনের নিতান্ত অযোগ্য বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলাম প্রজা রক্ষণার্থ, এক্ষণে সে কি না রক্ষক হইয়া ঘাতক হইয়া পড়িতেছে! দুগ্ধ দ্বারা পালিত কৃতঘ্ন কালসর্প যেমন তাহার পালকেরই অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই খলপ্রকৃতি বেণও তাহার পালক আমাদেরই অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে! আমরা জানিয়া শুনিয়াই যখন এই দুরাচার বেণকে রাজা করিয়াছি, তখন তাহার পাপ যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, এজন্য প্রথমে সৎপরামর্শ দ্বারা তাহার পাপচেষ্টাকে প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিব। ঐ অধাম্মিক বেণ যদি আমাদিগের হিতানুশাসনে কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে একেই লোকধিক্কারে সন্দগ্ধ উহাকে আমরাও কোপাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব।” মুনিগণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজ নিজ ক্রোধ সঙ্গোপন পূর্ব্বক বেণ সমীপে গমন করিলেন এবং তাহাকে এইসকল সান্ত্বনাপ্রদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন—

“হে নৃপশ্রেষ্ঠ, হে বৎস, আমরা তোমার নিকট যাহা বলিব, তাহা তোমার আয়ুঃ ঐশ্বর্য্য, বল ও কীর্ত্তিবর্দ্ধক হইবে, তুমি সাবধানে সেই সকল কথা শ্রবণ কর। কায়-মনোবাক্য-বুদ্ধি-দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম সকাম মনুষ্যগণের পক্ষে স্বর্গাদি লোক ও নিষ্কাম মনুষ্যগণের পক্ষে মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে। সুতরাং তুমি প্রজাগণের শ্রেয়ঃসাধক ধর্ম্মকে বিনাশ করিও না, ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে রাজাকেও ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। যে রাজা অসাধু অমাত্যবর্গ ও দস্যুতস্করাদি হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং প্রজাগণের নিকট হইতে যথাশাস্ত্র শুল্ক গ্রহণ করেন, তিনি ইহপর—উভয়লোকেই সুখ লাভ করেন। যাঁহার রাজ্যে ও পুরমধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বি-প্রজাবর্গ নিজ নিজ অধিকারোচিত ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন, প্রজাপালন-রূপ ভগবদভিলষিত কার্য্যে অবস্থিত সেই রাজার প্রতি ভূতভাবন বিশ্বাত্মা শ্রীভগবান্ তুষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর সেই ভগবান্ তুষ্ট হইলে রাজার আর কি অপ্রাপ্য থাকিতে পারে? হে রাজন্, তোমার স্বদেশবাসী প্রজাগণ তোমারই মঙ্গলার্থ যে স্বাধ্যায় ও দ্রব্যাদিময় যজ্ঞদ্বারা ভগবানের যজন করিয়া থাকেন, তোমারও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। হে বীর, তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিলে শ্রীহরির অংশসম্ভূত দেবগণ সম্যক্‌রূপে পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইবেন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন। সুতরাং সেই দেবহেলন কোন ক্রমেই বিহিত নহে।”

ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অধাম্মিক বেণ কহিতে লাগিল,—“হে মুনিগণ, আমি নৃপরূপী ঈশ্বর, আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যে বিষ্ণু ভজনকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছ, তোমরা নিতান্ত মূঢ়—অজ্ঞ, যেহেতু অন্নদাতা পালক প্রজাপতি আমি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় তোমরা অন্য পতির ভজনা করিতে চাহিতেছ। সুতরাং ইহলোকে কিম্বা পরলোকে কুত্রাপি তোমাদের মঙ্গল হইবে না। কুলটা রমণীর পর-পুরুষাসক্তির ন্যায় তোমাদের যাহাতে ঈদৃশী ভক্তি দেখিতেছি, সেই যজ্ঞপুরুষ আবার কে? তাহার নাম কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য যাবতীয় বর ও শাপ-প্রদানে সমর্থ দেবতা—সকলেই নৃপতির দেহে অবস্থিত, তজ্জন্য রাজা সর্ব্বদেবময়। সুতরাং তোমরা আমাতে মনুষ্যভাবনাপ্রযুক্ত মাৎসর্য্য রহিত হইয়া আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যদ্বারা আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর, আমারই নিমিত্ত পূজোপহার—করাদি অর্পণ কর, আমা ব্যতীত আর কে যজ্ঞভুক্ অর্থাৎ যজ্ঞের প্রথম ভোক্তা বা আরাধ্য হইতে পারে?”

এই প্রকার বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট, পাপিষ্ঠ, উন্মার্গগামী, নষ্টপুণ্য বেণ মুনিগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিল না। তখন ব্রাহ্মণগণ বেণের হিতাচরণে হতাশ হইয়া এবং

পণ্ডিতাভিমানী তাহার উপর্যুক্ত বাক্যে অপমানিত হইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"এ নিষ্ঠুরস্বভাব পাপিষ্ঠকে এখনই সংহার কর। এ পাপাত্মা জীবিত থাকিলে ইহার সুদুরাচারত্ব রূপ অগ্নিদ্বারা এ জগৎকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। এ দুরাত্মার রাজসিংহাসনারোহণের কোন যোগ্যতাই নাই। এই নির্লজ্জ অধিযজ্ঞপতি অর্থাৎ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিরই নিন্দা করিতেছে। যাঁহার অনুগ্রহে এই হতভাগ্য ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইল, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পাপস্বরূপ এই বেণ ব্যতীত আর কেই বা সেই করুণাময় শ্রীভগবানের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতে পারে?" অচ্যুতের নিন্দাবশতঃ পূর্ব্বেই হত, 'অহং ব্রহ্ম' এইপ্রকার অভিমানী বেণকে মুনিগণ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক সংহার করিয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন বেণ-জননী সুনীথা শোক করিতে করিতে পুত্রের দেহ মন্ত্র দ্বারা রক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রজাপালক নৃপতিশূন্য রাজ্যে দস্যুতস্করাদির নানা প্রকার দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইল। অরাজক রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রাণহিংসারত দুর্জ্জনগণ সাধুগণের প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। দুষ্টদলনে সমর্থ ক্ষত্রিয়গণও উদাসীন। ইহাতে তাঁহারা ত' দোষভাক্ হনই, পরন্তু সমদর্শী শান্ত স্বভাব ব্রাহ্মণও যদি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দর্শনে তন্নিবারণ-চেষ্টায় উদাসীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও ভগ্নভাণ্ড হইতে দুগ্ধক্ষরণের ন্যায় ব্রহ্মতপঃ নষ্ট হইয়া যায়। তাই ভৃগ্বাদি ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিলেন,—রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা সুনীথা-রক্ষিত বেণের উরুদেশ খুব বেগে মন্থন করিলেন। তাহাতে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক বামনপুরুষের উদ্ভব হইল, তাহার অঙ্গসমূহ ও বাহুদ্বয় অত্যন্ত খর্ব্ব, কপোলদেশের দুই প্রান্তভাগ অতিবৃহৎ, পাদদ্বয় খর্ব্ব নাসিকাগ্রভাগ অনুন্নত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও কেশদাম তাম্রবর্ণ। সে অবনতমস্তকে বিনীতভাবে তাহার কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিতে মুনিগণ কহিলেন—নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর। এ ব্যক্তি রাজযোগ্য নহে, ইহা চিন্তা করিয়াই মুনিগণ তাহাকে 'নিষীদ' এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ঐ মুনিবাক্য হইতে সে 'নিষাদ' নামে খ্যাত হইল। ইহার বংশধর নৈষাদগণই পর্ব্বত ও কাননে বাস করিতেছে। উহারা জন্মগ্রহণ-মাত্রেই বেণের অত্যুগ্র কল্মষ (পাপ) গ্রহণ করিয়াছিল, এজন্য তাহাদের ঐরূপ নীচত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে।

অতঃপর মুনিগণ অপুত্রক বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে থাকিলে তাহা হইতে মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-যুগল সমুত্থিত হইল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ উহাকে ভগবদংশ-জ্ঞানে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা কহিলেন—এই পুরুষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ভুবনপালক অংশ এবং ঐ স্ত্রীমূর্ত্তিটিও শ্রীভগবানের অনপায়িনী অর্থাৎ অপায় বা বিয়োগরহিতা সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা।

"অত্র যঃ প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথয়িতা যশঃ।
পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথু শ্রবাঃ॥
ইয়ঞ্চ দেবী সুদতী গুণভূষণভূষণম্।
অর্চির্নাম বরারোহা পৃথুমেবাবরুন্ধতী॥"

—ভাঃ ৪।১৫।৪-৫

[অর্থাৎ ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি আদিরাজা হইয়া যশোবিস্তার করিবেন এবং মহাযশাঃ 'পৃথু' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া মহারাজচক্রবর্ত্তী হইবেন।

আর এই দেদীপ্যমানা, চারুদশনা, গুণ এবং ভূষণেরও ভূষণস্বরূপা বরাঙ্গনা 'অর্চিঃ' নামে প্রখ্যাতা হইয়া মহারাজ পৃথুকে ভর্ত্তৃরূপে ভজন করিবেন।]

এই পুরুষ সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশ, কেবল লোকরক্ষাহেতু আবির্ভূত হইয়াছেন। আর এই স্ত্রীও শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তা, অতএব তদ্বিয়োগসহনে অসমর্থা লক্ষ্মীস্বরূপিণী, এজন্য ইনি পতির সহিতই আবির্ভূতা হইয়াছেন, ইঁহাদের দম্পতিভাব অবিরুদ্ধ।

অনন্তর বিপ্রগণ ঐ পুরুষের গুণকীর্ত্তন, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ যশোগান, সিদ্ধগণ পুষ্পবৃষ্টি ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবগণ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি ও পিতৃগণ সেইস্থানে সমাগত হইলেন। জগদ্গুরু ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপাল-

গণ, সনকাদি সিদ্ধ ও মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণের সহিত সেস্থানে আসিয়া দেখিলেন—বেণনন্দন পৃথুর দক্ষিণ-হস্তে বিষ্ণুচক্রচিহ্ন ও পাদযুগলে পদ্মচিহ্ন বর্ত্তমান। সুতরাং তিনি তাঁহাকে শ্রীহরির অংশ বলিয়াই স্থির করিলেন। যেহেতু যাঁহার চক্রচিহ্ন অন্তরেখাদ্বারা প্রতিহত হয় না, তিনি পরমেশ্বর ভগবানেরই অংশ।

ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণগণ তাঁহার রাজ্যাভিষেক আরম্ভ করিলেন। তখন ভূলোক-দ্যুলোকবাসী যাবতীয় লোক চারিদিক্ হইতে তাঁহার অভিষেকদ্রব্যসম্ভার আনিয়া সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সূত-মাগধ-বন্দিগণ তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইতে লাগিল। ধরাতলে শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। প্রজাবৃন্দের আনন্দের আর সীমা নাই।

রাজা ধর্ম্মহীন হইলে প্রজাবর্গের আর দুঃখের সীমা থাকে না।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"
—গীঃ ৩।২১

[অর্থাৎ শ্রেষ্ঠলোক যে আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয়।]

তেজস্বী শ্রেষ্ঠব্যক্তিরও শাস্ত্রবহির্ভূত স্বৈরাচরণ নিষিদ্ধ। শ্রেষ্ঠব্যক্তি লোকসংগ্রহার্থ শাস্ত্রোদিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। নতুবা জগদ্ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কথায় বলে—'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গৃহিণীর পাপে গৃহস্থ ভ্রষ্ট।' ধর্ম্মহীন রাজার রাজ্যে অধর্ম্মের প্রভাব অনিবার্য্য। অধার্ম্মিক রাজা মঠমন্দিরাদি সদ্ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণে সর্ব্বদাই উদাসীন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্ম্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই রাখেন না। বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যমূলক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, মহাভারতেতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রানুশীলনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্যাদির বিচার ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিতই হইয়া যায়। পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখে সহানুভূতিচেষ্টা—দয়ামায়া ক্রমশঃই লোপ পাইতে বসে। অতি ক্ষুদ্র—নগণ্য স্বার্থ বা অপ-স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য বিপুলাকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সর্ব্বংসহা জননী বসুন্ধরার বক্ষঃ তাঁহার সন্তানের রক্তে রঞ্জিত প্লাবিত হয়। নৃশংসভাবে নরহত্যা, গবাদি পশুহত্যা, ভ্রূণ-হত্যা প্রভৃতি অতি ঘৃণিত মহাপাপ দিনের পর দিন প্রতিনিয়তই ব্যাপকভাবে বাড়িয়াই চলে। ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান হওয়া ত' দূরের কথা পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ে। শ্রীভগবানে ভক্তিই জীবমাত্রের স্বরূপগত ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মহীন মনুষ্যসমাজের স্বদেশপ্রীতি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গোরক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি কৃষ্টি সমস্তই প্রাণহীন শবতুল্য হয়। ধর্ম্মহীন মানব অত্যন্ত নিষ্ঠুরস্বভাব হইয়া পড়ে। অহর্নিশ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরত হয়, পরার্থপরতার অভিনয়েও অপস্বার্থপরতাই পূর্ণমাত্রায় চালাইতে থাকে। ইহাদের ইহকাল পরকালের কোন চিন্তাই থাকে না।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাও বড়ই ভয়াবহ ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ যে ভারতভূমিতে মুকুন্দসেবনোপযোগী জন্মপ্রাপ্ত মনুষ্য-গণের ভাগ্যের প্রশংসা স্বর্লোকবাসী দেববৃন্দ কত উদাত্তকণ্ঠে নিরন্তর গান করিয়া থাকেন, আজ সেই ভারতের কথা চিন্তা করিতে পরদুঃখকাতর করুণহৃদয় মনীষিগণ কতই না অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন! দেহাত্মবাদোত্থ স্বপরভেদবুদ্ধিজনিত তুচ্ছ প্রাদেশিকতা প্রবল হইয়া ভারতমাতার বক্ষঃ আজ অগণিত নর-শোণিতে প্লাবিত হইতেছে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহো-পযোগী দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ অস্বাভাবিকভাবেই বর্দ্ধিত হইতেছে! দস্যুতস্করাদির উপদ্রবও ক্রমবর্দ্ধমান। কয়-জন মধ্যবিত্ত দরিদ্র রাজদরবারে গিয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগাদি জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হন? অধিকাংশ নরনারীকেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইতেছে! পূর্ব্বে রাজারা ছদ্মবেশে প্রজার দুঃখ দৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, প্রজাগণ রাজার পুত্রাধিক স্নেহপাত্র বলিয়া বিচারিত হইত। হায়, আজ

আর তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার কেহই নাই!

এতাদৃশ সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের এক্ষণে একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে—সেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জগদ্গুরু বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। "জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥" তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ভুলিয়াই আমাদিগকে এইরূপ দুঃখ দৈন্য পীড়িত হইয়া মায়িক সংসারে আসিয়া অহর্নিশ ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হইতেছে। সম্প্রতি লব্ধবুদ্ধি হইয়া সেই শ্রীভগবানের অশোকাভয়ামৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে চিরাশ্রয় গ্রহণ করিবার সুবুদ্ধি উদিত হউক। "তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে। আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥"—এইরূপ নিষ্কপট শরণাগতি জাগিয়া উঠুক। "নাম রূপে কলিকালে কৃষ্ণ-অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥" নামী কৃষ্ণই যখন স্বয়ং নামরূপে অবতীর্ণ, আর নামেই যখন তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন, তখন হে বন্ধুগণ, আসুন, আমরা সর্ব্বতোভাবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নাম-প্রভুরই শরণাপন্ন হই। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সেই নামসংকীর্ত্তন হইতেই সব্বার্থ সিদ্ধির উপদেশ করিয়াছেন।

"প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

এই নাম সংকীর্ত্তন হইতেই বিশ্ববাসী মানব সমাজের সকল সমস্যার সর্ব্বাঙ্গীণ সমাধান হইবে। আশ্রিত-বৎসল নাম তাঁহার আশ্রিত জনগণকে প্রেমসম্পদ্ দিয়া সেই প্রেমসূত্রে সকলকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইবার সৌভাগ্য দান করিবেন। তখন হিংসাদ্বেষমাৎসর্য্যাদি সংকীর্ণতা-পরিমুক্ত মানব-সমাজ পরমোদারচরিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউ প্রসন্ন হউন, মানব-সমাজের দুর্দ্দিন অপসারিত হউক—

"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাম্
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥"

—ভাঃ ৫।১৮।৭

[হরিবর্ষে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহরূপে অবস্থান করেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন—(হে প্রভো,) নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক; খল ব্যক্তিগণ ক্রূরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমতি লাভ করুক; প্রাণিসকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করুক; তাহাদিগের মন মঙ্গল (অর্থাৎ উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেবে প্রবিষ্ট হউক।"]

উত্তর ভারতের বিভিন্নস্থানে ও দিল্লীতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রিয় শিষ্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সতীর্থ ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে জম্মুতে, পাঞ্জাবে ও হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানে, দেরাদুনে, ও দিল্লীতে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গত ২২শে জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে, রাত্রিতে তিন-স্থানে, কোন কোনদিন চার-পাঁচ স্থানেও বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক স্থানে বিরাটাকারে নগর-

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাও বাহির হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অমৃতসর পর্য্যন্ত প্রচার পার্টির সহিত অবস্থান করতঃ বিভিন্ন স্থানে ভাষণ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা বিশেষ উদ্যমের সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে সাহায্য করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ মাঝে মাঝে প্রচার পার্টিতে আসিয়া যোগ দেন ও ভাষণ প্রদান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব প্রভু প্রচার পার্টির সহিত অবস্থান করতঃ অভিভাবকরূপে সকলকে উপদেশাদির দ্বারা প্রোৎসাহিত করেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচন্দ্রকান্ত দাস, শ্রীঅমরেন্দ্র দাস ও ভাটিণ্ডার শ্রীহরিদাস জী (ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজ শেখেরীর পুত্র) প্রচার পার্টির সহিত থাকিয়া বিভিন্নভাবে প্রচার সেবায় সাহায্য করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ ও শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবন মঠ হইতে জম্মুতে আসিয়া যোগ দেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী চণ্ডীগড় মঠ হইতে পাঞ্জাবে ও হরিয়ানায় প্রচার পার্টিতে আসিয়া যোগ দেন। চণ্ডীগড়, জলন্ধর, লুধিয়ানা, রাজপুরা ও ভাটিণ্ডার গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় বিভিন্ন স্থানে প্রচার পার্টির সহিত যোগ দিয়া নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার ও ধর্ম্ম সম্মেলনের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করেন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দেরাদুন ও দিল্লীর বহু নরনারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

জম্মু—৮ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত স্বামীজিগণ জম্মুতে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ প্রাতে গীতাভবনে, অপরাহ্নে পুরাণা মণ্ডীস্থ শ্রীসীতারাম মন্দিরে ও শ্রীগদাধর মন্দিরে এবং রাত্রিতে শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। ১৩ই এপ্রিল রবিবার গীতাভবন হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহর পরিভ্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া স্বামীজিগণের অবস্থানের, প্রসাদের ও প্রচার প্রোগ্রামের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া সাধুগণের কৃপার ভাজন হন।

অমৃতসর (পাঞ্জাব)—১৬ই এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত অবস্থান। দুর্গিয়ানায় ধনবন্ত-কৌর ধর্ম্মশালায় থাকিবার ব্যবস্থা হয়। প্রাতে কথাভবনে, পূর্ব্বাহ্নে সহরের অন্যত্র, অপরাহ্নে নিমক মণ্ডীস্থ বাবা পুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে এবং রাত্রিতে দুর্গিয়ানার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে বক্তৃতা কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত অধ্যাপক শ্রীখেরাইতি রাম গুলাটি, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও পরিজনবর্গের বিশেষ উৎসাহে ও সেবা-প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে প্রচার প্রোগ্রাম হয়। ২০শে এপ্রিল রবিবার প্রাতে কথাভবন হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীতুলসীদাস মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

রাজপুরা (পাঞ্জাব)—২৫ এপ্রিল হইতে ২৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত রাজপুরায় অবস্থান করতঃ স্থানীয় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে প্রাতে, রাত্রিতে শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে এবং সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের বিপুল ব্যবস্থা হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শ্রীরঘুনাথ সাল্দি মহোদয় এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। ২৭ এপ্রিল রবিবার প্রাতে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। চণ্ডীগড় হইতে বহু ভক্ত রাজপুরার সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য আসেন।

কৈথাল (হরিয়াণা)—অবস্থান ২৯ এপ্রিল রাত্রি হইতে ৬ই মে পর্য্যন্ত। স্থানীয় গীতাভবনে, শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দিরে ও সহরের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা কীর্ত্তনাদি হয়। ৪ঠা মে রবিবার শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর পরি-

ভ্রমণান্তে গীতাভবনে আসিয়া সমাপ্ত হয়। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল এবং স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন লালা শ্রীসোহন্‌লালজী প্রচারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হন।

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)—অবস্থান ৭ই মে হইতে ১৩ই মে পর্য্যন্ত। ৭ই মে হইতে ১০ই মে পর্য্যন্ত পুরাণা সহরে শেঠ ভানামল-ধর্ম্মশালায় এবং ১১ই মে হইতে ১৩ই মে পর্য্যন্ত থার্ম্মোপ্ল্যান্ট কলোনিতে অবস্থান করা হয়। ধর্ম্মশালা বাংলেওয়ালীতে, থার্ম্মেল কলোনীর হরি-মন্দিরে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ ও কীর্ত্তনের বিপুল ব্যবস্থা হয়। ১১ই মে রবিবার থার্ম্মেল কলোনীর হরিমন্দির হইতে বৈকাল ৫ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতঃ পুনরায় হরিমন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। স্থানীয় রামায়ণ প্রচারক মণ্ডলীর বহু ভক্ত এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য থার্ম্মোপ্ল্যান্টের ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযোগরাজ শেখরি ভাটিণ্ডাতে প্রচার প্রোগ্রামের ও অবস্থানাদির ব্যবস্থা করেন। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীবেদ ওমপ্রকাশ শর্ম্মাজী পুরণা সহরের মধ্যে কতিপয়স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ভাটিণ্ডাবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমায়াপুরে সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের দরুণ বিশেষ আনুকূল্য করেন।

হোসিয়ারপুর (পাঞ্জাব)—১৪ই মে হইতে ১৯শে মে পর্য্যন্ত অবস্থান। হোসিয়ারপুরে কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে সকলের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। প্রত্যহ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে, কমালপুরস্থ শ্রীগোপাল মন্দিরে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসভা ও হরি-কথার আয়োজন হয়। ১৭ই মে শনিবার শ্রীসচ্চিদা-নন্দ আশ্রম হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ উক্ত আশ্রমেই সমাপ্ত হয়। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্যত্রয় শ্রীঅমরচাঁদ সৈনি, লালা শ্রীমদনগোপালজী ও শ্রীবিদ্যা-সাগর শর্ম্মা প্রচার ব্যবস্থায় মুখ্যতঃ সাহায্য করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হন।

দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)—২০শে মে হইতে ২৭শে মে পর্য্যন্ত। দেরাদুন ১৮৭, ডি-এল্ রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের সম্মুখে রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। তন্মধ্যে ২৫ মে হইতে ২৭ মে পর্য্যন্ত তিনটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন দেরাদুনের জেলাধীশ শ্রী বি, বি, সিংহ, আই-এ-এস্, শ্রী জি, পি শুক্লা, আই-এ-এস্ ও দেরাদুন সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার চিফ্ ম্যানেজার শ্রী জি, পি, মদন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডক্টর শ্রীরামমূর্ত্তি শর্ম্মা এম্-বি-বি-এস্, স্থানীয় ও-এন্-জি-সির অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রীশিবচরণ দাস-শর্ম্মা, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর শ্রীএন্-ডি-সাউ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সেক্রেটারী ব্যতীত মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসজ্জনা-নন্দ দাস (শ্রীসামসের সিং রাণা) একদিন ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত দিলারাম মন্দির, গীতাভবন প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন স্থানেও বক্তৃতা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। ২৪শে মে শনিবার শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহর পরিভ্রমণ করতঃ মঠেই সমাপ্ত হয়। দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীবিভুচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীসজ্জনানন্দদাসজী শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসজী (জ্যোতিপ্রসাদজী), শ্রীকৃষ্ণসুন্দরজী, শ্রীঅশোক কুমার, শ্রীদেবকীনন্দন প্রভুজী, শ্রীললিতা-প্রসাদজী (কৃষ্ণলালজী) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ২৭শে মে মঙ্গলবার শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

নিউ দিল্লী—অবস্থান ২৯ মে হইতে ৫ জুন। শ্রীমঠের আচার্য্য ও অন্যান্য পূজনীয় স্বামীজিগণ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য লালা ত্রিলোকীনাথ আগরওয়ালার বাসভবনে অবস্থান করেন। অবশিষ্ট সেবকগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয় আগরওয়াল পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায়।

নিউ দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলের সজ্জনগণ আগরওয়াল পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালার হলে প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত মডেল টাউনে ও শঙ্করপুর এলাকাতে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হয়। ধর্ম্মসম্মেলনে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। আগরওয়াল পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালার এবং রামায়ণ সৎসঙ্গের সভ্যবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ১লা জুন রবিবার অপরাহ্ণে আগরওয়াল পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, ধর্ম্মশালার সভাপতি শ্রীশেরসিংহ গর্গ, সেক্রেটারী মাষ্টার ব্রিজলালজী ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দ, রামায়ণ সৎসঙ্গের প্রেসিডেণ্ট শেঠ শ্রীরামচন্দ্রজী ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দ, শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল, পণ্ডিত শ্রীহরসহায়মলজী, শ্রীবামনাথজী, লালা ত্রিলোকীনাথ আগরওয়াল, শ্রীরামভক্ত আগরওয়াল, ভক্ত শ্রীতুলসীদাসজী প্রভৃতি পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলের সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হন।
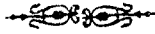
হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ হায়দরাবাদস্থিত শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট-তিথি উপলক্ষে তথায় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তদবধি উক্ত তিথিতে ঐ উৎসব চলিয়া আসিতেছে। এই বৎসরও তাঁহার কৃপা-প্রার্থনামুখে ১৩ জুন শুক্রবার হইতে ১৫ জুন রবিবার পর্য্যন্ত উক্ত বার্ষিক-উৎসব বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান-সহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচন্দ্রকান্ত দাস, শ্রীঅমরেন্দ্র নিউদিল্লী হইতে ৬ জুন অন্ধ্রপ্রদেশ এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে হায়দরাবাদে শুভপদার্পণ করেন। ১৪ জুন শনিবার শ্রীবিগ্রহগণের প্রকটতিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরতি এবং তৎপশ্চাৎ সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। ১৫ জুন রবিবার প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিবিধ বাদ্যাদিসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমঠের সভামণ্ডপে ১৩ই ও ১৫ই জুন সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে এবং ১৪ই জুন পূর্ব্বাহ্ণের অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী ভি, মাধব রাও, সহরের স্বনামধন্য সমাজসেবী পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র রাও (বন্দে মাতরমজী) এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীরামনিরঞ্জন পাণ্ডে। অন্ধ্র রাজ্য-সরকারের মন্ত্রী শ্রী বি রামদেবজী এবং হায়দরাবাদস্থ

লুডা এলাকার চেয়ারম্যান শ্রী এম্‌-বালার প্রথম দুই-দিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন।

হায়দরাবাদস্থ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীশ্যামানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরবিলোচন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ও শ্রীবলদেব দাস, শ্রীজগদ্দাসজী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের সেবা-চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের সেবাপ্রচেষ্টায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য মঠের সংলগ্ন কিছু জমি সংগৃহীত হইয়াছে। কর্পোরেশনে প্ল্যান দাখিল করা হইয়াছে। উক্ত প্ল্যান মঞ্জুর হইলে শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কানাডা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীগৌরবাণী প্রচার

কুইবেক প্রদেশের প্রধান নগর মন্ট্রিলে—

কানাডা রাষ্ট্রের অন্টারিও প্রদেশের বিশাল নগর টরেন্টো ও কানাডার রাজধানী অটোয়াতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারান্তে শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ ৩ মে শনিবার কানাডার অন্তর্গত কুইবেক প্রদেশের বৃহত্তম সুপ্রসিদ্ধ নগর মন্ট্রিলএ পদার্পন করেন। চতুর্ব্বিংশতি দিবস তথায় অবস্থান করতঃ ক্যানেডিয়ান্ ও ইণ্ডিয়ান্ উচ্চশিক্ষিত সমাজে তিনি বিপুলভাবে শ্রীগৌর-বাণী প্রচারের যত্ন করেন। ২৬ মে সোমবার স্বামীজি মন্ট্রিল হইতে টরেন্টো প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তৎপূর্ব্ব দিবস ২৫ মে রবিবার স্থানীয় হিন্দুসভা স্বামীজির প্রীত্যর্থে নগরমধ্যস্থ Y. M. C. A. এর (Young Men's Christian Association'র) বিশাল সভাকক্ষে মধ্যাহ্নে শতাধিক নরনারীর সমুপস্থিতিতে একটী প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন। স্বামীজি সমুপস্থিত শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দকে হার্দ্দ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া বলেন—

"আমি আপনাদের স্নেহে নিজকে ঋণী মনে করিতেছি। Commercial দান-প্রতিদানের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার বালাই অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু শুদ্ধ স্নেহের প্রতিবেদনে তাহা নাই। স্নেহের উপাদান সর্ব্বদাই ধনাত্মক হওয়ায় স্নেহাস্পদ ও স্নেহশীল উভয় পক্ষই একে অন্যের নিকট ঋণী অর্থাৎ স্নেহ পরিবেশনে নিজকে ন্যূন জ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের সুখের জন্য সকল কিছু করিয়াও তাহার জন্য কিছুই করিতে পারিলেন না মনে করেন এবং ভক্তও ভগবানের জন্য অকরণীয় করিয়াও তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারিলেন না মনে করেন। স্নেহের স্বভাব ও সম্বন্ধ এবম্প্রকারই। স্নেহের প্রতিদান স্নেহ-ই, অন্য কিছু নহে। আর তাহাতে থাকে কেবল অতৃপ্তি। আমি নিজ অযোগ্যতায় নিজকে আপনাদের নিকট ঋণী বলিয়াই বোধ করিতেছি। কিন্তু ইহাও আমার জানা আছে যে, আমি রিক্ত সন্ন্যাসী হইলেও আমার আরাধ্য দেবতা শ্রীগুরুদেব, শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনদেব রিক্ত বা ফকির নহেন। তাঁহারা সদা আনন্দময়, সর্ব্বশক্তিমান্ ও বিশ্বম্ভর, বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে নিত্যকাল পালন-পোষণ করেন। আমি যদি সত্য সত্য তাঁহাদের সেবার জন্যই সন্ন্যাসী হইয়া থাকি, তাহা হইলে আপনারা তাঁহাদের Account-এই আমাকে স্নেহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁহারা আপনাদের নিকট ঋণী থাকিবেন না, পরন্তু

স্নেহের প্রতিদানে আপনাদের উপর অনন্ত স্নেহ বর্ষণ করিবেন এবং স্বাভাবিকরূপেই আমিও ঋণ মুক্ত থাকিব। নতুবা ব্যক্তিগত ভোগচেষ্টায় একে অন্যের নিকট হইতে দান-প্রতিগ্রহ করতঃ ক্রমশঃ নিরয়গামীই হইতে হইবে। শ্রীহরির শুভদৃষ্টিতে ও স্নেহাকর্ষণে জীব-হৃদয়ের জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত অন্ধকার-রাশি চিরতরে বিদূরিত হইয়া তথায় বস্তুজ্ঞানের উদয় হয়। শ্রীভগবৎ-স্নেহসিক্ত সজ্জন চরাচরকে তাঁহার Real perspective এ (প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে) দর্শন করতঃ নিত্য সুখলাভে ধন্যাতিধন্য হন। ইহাকেই জীবের আনন্দ-সাক্ষাৎকার বলে। মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা এখানেই। ভাষান্তরে ইহারই নাম শ্রীভগবৎ-প্রেম।"

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহামহিমান্বিত উপদেশাবলী প্রচারের যোগ্যতা আমার নাই, প্রচারে আসা আমার ন্যায় কাঙ্গালের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র! তথাপি যখন কিঞ্চিৎ সদিচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে, তখন শ্রীগৌরহরি বিবিধ যোগাযোগ করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, দেখিতেছি। কাজেই যাঁহারা নিজ জীবনাদর্শে শ্রীগৌরহরির প্রাণবন্ত উপদেশামৃত প্রতিপালন করতঃ অখিল জীবগণকে শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব! তাঁহারা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র নির্ভীক প্রচারকবর। তাঁহারা সকল জীবেরই আত্মীয় এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেই জগৎ ভরা। আমি যেন তাঁহাদের নিত্য দাসানুদাসানুদাস পদবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জন্মে-জন্মে তাঁহাদের জয়গান গাহিতে পারি, ইহাই প্রার্থনীয়। আপনারা সকলেই জয়যুক্ত হউন! জয়যুক্ত হউন!!

আমি এতাবৎ আপনাদের সকলের নামগুলি জানিতে পারি নাই। তবে যে কতিপয় সজ্জনের নাম জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না, Mr. J. Rakshit, Dr. B. B. Bhattacharya, Dr. A. K. Cnatterjee, Dr. P. K. Lala, Mr. A. Chowdhury, Mr. R. Sukla, Dr. U. N. Teoari (তেওয়ারী), Dr. L. S. Dubey, Mr. S. Roychowdhury, Mr. V. K. Sharma, এই কতিপয় বন্ধুবর্গের শুভনামগুলি আমি সানন্দে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন, কেহ কেহ বা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমি সকলকেই আমাদের প্রতিষ্ঠান ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে তথা নিজের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

স্বামিজীর ভাষণান্তে হিন্দুসভার সম্পাদক Mr. V. K. Sharma এবং Dr. Dubey তাঁহাদের স্বল্পাক্ষরযুক্ত মাধুর্য্যপূর্ণ প্রতিভাষণে স্বামিজীকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিলে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণমুখে সভার কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর সকলে বিচিত্র শ্রীভগবৎ-প্রসাদ সম্মান করেন।

ব্রাম্পটন্ ও হ্যামিল্টন্ সিটীতে—

কানাডারাষ্ট্রান্তর্গত কুইবেক প্রদেশের মন্ট্রিল সিটিতে ব্যাপক প্রচারান্তে শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ অণ্টারিও প্রদেশের ব্রাম্পটন্ সিটিতে আগমন করেন। তথায় অষ্টাদশ দিবস অবস্থান করতঃ সহরের বিভিন্ন অংশে প্রচার করেন। তন্মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী হ্যামিল্টন্ সিটিতে প্রফেসর শর্ম্মার গৃহে বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাবেশে কানাডা ত্যাগের অন্তিম অধিবেশনে স্বামিজী বলেন, —"জগতে কোন Reciprocity (পারস্পরিক সম্বন্ধ বা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান) নাই। এমন কি পতি-পত্নীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যেও তাহা নাই। জগৎ কেবলই কর্ম্মভোগের স্থান। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।" "মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরতঃখদস্তৎ॥"—(ভাগবত ৪।৮।১৭)। শ্রীভগবৎ-প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে শ্রীভগবদ্বিমুখ জীব ত্রিগুণময়ী ভগবন্মায়ার অধীন হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতাবস্থায় স্বকৃত-কর্ম্মের পুঞ্জীভূত নশ্বরফল ভোগ করিয়া থাকে। চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড কর্ম্মভোগের স্থান-বিশেষ বলিয়াই পরিচিত। এখানে কাহারও সহিত কাহারও আত্যন্তিক সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নাই। কর্ম্মই এখানকার সমুহ সম্বন্ধের অধিকর্ত্তা। ভোগান্তে সম্বন্ধ-

গুলিও পুনঃ বিলীন হইয়া যায়। এইজন্য এখানে তত্ত্বতঃ কাহাকেও কাহারও সহিত আদান-প্রদান করিতে দেখা যায় না, এখানে সকলই নিজ নিজ কর্ম্মভোগ লইয়াই ব্যস্ত, কাহারও সহিত কাহারও কথা বলিবার বা আদান-প্রদান করিবার অবকাশও নাই। কর্ম্মভোগ হইয়া গেলে, যে যত প্রিয়তম বা প্রিয়তমাই হউন একে অন্যকে নির্ম্মম ও নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু মুক্ত (কর্ম্ম ও জ্ঞানমুক্ত) ভূমিকায় অথবা প্রেমময় ভূমিকায় তাদৃশ চাঞ্চল্য ও বিচ্ছেদ নাই। তথাকার স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান সত্য-সত্যই লোভনীয়। তথায় একে অন্যের কথা মনোনিবেশ-সহকারে ও প্রীতিভরে শ্রবণ করেন, সম্বর্দ্ধন করেন এবং তাহা হইতে অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করেন। ভাগ্যবান্ জীব জগতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াই মাত্র উক্ত ভূমিকার সহিত আদান-প্রদানের যত্ন করেন। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে ত' কোন কথাই নাই। নিত্য সমাধানের পথ তথা নিত্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভ হইল। যদি এহেন মহান ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যত্নশীল কোন ব্যক্তির দৈবদুর্ঘটনে পাতিত্যেরও অবকাশ দেখা যায় তথাপি তাহাতেও কোন অভদ্র নাই। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোহথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥" (ভাগবত ১।৫।১৭)। "শ্রুতোহনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥" —(ভাগবত ১১।২।১২)। অর্থাৎ উক্ত ভূমিকার জন্য attempt (চেষ্টা) ত' দূরের কথা, উহার অনুমোদনেও জীবের সৌভাগ্যের কোন সীমা থাকে না। কিন্তু সেই সুখময় ভূমিকা বিদ্যমান থাকিলেও জগৎ-কল্যাণার্থ তাঁহাকে কে প্রকাশ করিবেন? কে উদাত্ত কণ্ঠে প্রীতিভরে বদ্ধজীবকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—"ওরে মূঢ়! অন্ধ! বধির, দিশাহারা জীবকুল! ঐ দেখ! ঐ দেখ!! তোমার গন্তব্যস্থল, তোমার মৃগ্যবস্তু পরম স্নেহভরে তোমার জন্য নিত্য অপেক্ষমাণ।" "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" "Get arise, awake and stop not till the gole is reached." এতবড় উদারতা, এতবড় আত্মীয়তা কাহার মধ্যে রহিয়াছে? কে সেই ব্যক্তি? কে সেই মহান্! তিনি অন্য কেহ নন্। তিনি করুণাঘন-মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীমধুসূদন এবং তাঁহারই পার্ষদভক্ত সাধুগণ। তাঁহারাই যুগে যুগে, কালে কালে আবির্ভূত থাকিয়া চ্যুত, অবহেলিত ও অবগুণ্ঠিত জীবকে পরমাত্মীয়-বোধে সম্বোধন করেন, তাহার সকল তাপ বিদূরিত করেন। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নির্ব্যলীক শরণাগতি হইতেই তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ মহিমা বোধের বিষয় হয়, তাঁহাদের সুখময় নিত্যধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসুন! আমরা তাঁহাদিগকে বারংবার প্রণাম করি।

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"
"সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
—চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৪

সৌভাগ্যবান্ আপনারা তাই আমাকেও কথঞ্চিৎ হরি-সেবার সুযোগ ও সৌভাগ্য প্রদান করিলেন। আমি আপনাদের নিকট জন্মে-জন্মে ঋণী, আপনারা জয়যুক্ত হউন।

অণ্টারিও প্রদেশে যেসকল সুহৃদ্বর্গের সহযোগিতায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিলাম, তন্মধ্যে কতিপয় সজ্জনের নাম আমি উল্লেখ না করিয়াই পারিতেছি না, তাঁহারা Mr. Prem Sagar, Budhi-Yoga Prabhu (Canadian disciple of Iskcon Centre), Kailash Prabhu (Disciple of Iskcon), Dr. Aditya Avsthi, Mr. S. P. Malik (President Hindu Sabha Bramalea) ইত্যাদি। আমি আপনাদের সকলের নিকটই কৃতজ্ঞ। আবার যদি কোনদিন এই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি, শ্রীভগবদিচ্ছা হইলে তবে পুনঃ দেখা হইবে, নতুবা ইহাই প্রথম ও শেষ দেখা।

অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য শেষ হয় এবং সকলকে হাতে হাতে বিবিধ মিষ্টান্ন প্রসাদ প্রদত্ত হয়।

শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজের নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ দীর্ঘ তিনমাস-কালব্যাপী কানাডা রাজ্যে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারান্তে তথা হইতে যাত্রা করতঃ বিগত ১৯ জুন প্রাতঃ ৭-৪০ মিঃ এ লণ্ডন বিমান বন্দরে শুভবিজয় করিলে ইংলণ্ডবাসী তাঁহার প্রাচীন সতীর্থ শ্রীসুশীলচন্দ্র ত্রিপাঠী (শ্রীপাদ শচীসুত দাসাধিকারী, দেরাদুন উত্তরপ্রদেশ) মহোদয় সপত্নীক তাঁহাকে তথায় স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপন-পূর্ব্বক পরম আনন্দ-সহকারে নিজ প্রাইভেট-কার-যোগে স্ব-বাসভবনে (Edgware এ, বিমান ঘাঁটী হইতে ৪০ মাইল দূরে) লইয়া যান। ত্রিপাঠী-দম্পতি কর্ত্তৃক বিপুলভাবে আপ্যায়িত হইয়া স্বামিজী তাঁহাদের ভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তনানন্দে পঞ্চ দিবস স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলে পর Southall এর বিশ্ব হিন্দুমন্দির কমিটী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি তথায় দুই সপ্তাহাধিককাল অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীগৌরবাণী প্রচার করতঃ ক্রমশঃ Lechmorts, Heath, watford এবং Birmingham ইত্যাদি ইংল্যাণ্ডের কতিপয় প্রধান সহরেও শ্রীহরিকথা প্রচারার্থ গমন করেন। তথা হইতে ১৬ জুলাই বুধবার ঘ ২-৪৫ মিঃ এর B. A. 033 বিমান যোগে যাত্রা করিয়া পর-দিবস প্রাতঃ ঘ ৭-২০ মিঃ এ দমদম্ বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করিলে কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীনৃত্যগোপাল দাস ও শ্রীপ্রেমময়দাস প্রমুখ ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাকে তথায় স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডে উপস্থিত হইলে শ্রীমঠের প্রবেশ দ্বারে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি বৃদ্ধবৈষ্ণব প্রপূজ্য-চরণ শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ হৃষ্টচিত্তে স্বামিজীকে প্রসাদী চন্দন ও মাল্যাদি প্রদান করতঃ শুভ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন এবং অন্যান্য মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিতি-সমাচারে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

উক্ত দিবস শ্রীবিগ্রহগণের সন্ধ্যারতির পর শ্রীমঠের নাট্য-মন্দিরে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে শ্রীগৌরবাণী কীর্ত্তন ও প্রচারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহার ইংল্যাণ্ডের প্রচার সংবাদ ক্রমপর্য্যায়ে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থখানার গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত দুষ্প্রাপ্য "সংস্কৃত টীকা" এবং বীরভূম জেলান্তর্গত রাইপুর গ্রামস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ কৃত "শ্রীনয়নানন্দ-ভাষ্য"-সমন্বিত হইয়া উক্ত মঠ হইতে বিগত বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ক্রাউন ১/৪ সাইজ, ৬২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও রেক্সিন বাঁধান গ্রন্থখানার সেবানুকূল্য তৎকালে ৪০৲ ধার্য্য ছিল।

বর্ত্তমানে আমরা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে,—গ্রন্থের সম্পাদক মহোদয় এক্ষণে উক্ত গ্রন্থখানা শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে ৪০৲ টাকা স্থলে মাত্র ২৫৲ পঁচিশ টাকা মূল্যে প্রদান করিতেছেন।

যদি কোন সজ্জন উহা ডাকযোগে লইতে ইচ্ছা করেন তবে রেজেষ্ট্রী ডাক খরচ বাবদ ৫৲ টাকা ও গ্রন্থের মূল্য ২৫৲ টাকা সর্ব্ব মোট ৩০৲ ত্রিশ টাকা মনিঅর্ডার যোগে বিস্তারিত নাম ও ঠিকানাসহ পাঠাইলে যথাস্থানে গ্রন্থ পাঠান হইয়া থাকে।

প্রাপ্তিস্থান :—১। শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ—রাইপুর, ভায়া—বোলপুর, জেলা—বীরভূম।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬।

স্বধামে শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি-মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত-শিষ্য শ্রীমৎ গোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু (ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগোপাল চন্দ্র দে) বিগত ৩রা বৈশাখ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ; ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ বুধবার তাঁহার কলিকাতা প্রতাপাদিত্য প্লেসস্থিত বাসভবনে ৯৩ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। গৌহাটীতে থাকাকালে তিনি সস্ত্রীক পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীহরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং তদবধি ভক্তি সদাচারে ব্রতী হইয়া নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে থাকেন। তিনি আসাম সরকারের ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার কারিগরী বিদ্যা সর্ব্বান্তঃকরণে মঠের সেবায় নিয়োজিত করেন। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের, বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরদ্বয়ের প্ল্যান, প্রাক্কলন (estimate) আদি যখন যাহা প্রয়োজন হইত বহু পরিশ্রম করিয়া তিনি তাহা করিয়া দিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-মহারাজ যখনই প্ল্যান ও প্রাক্কলনাদি সেবার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিতেন, তিনি পরমোৎসাহের সহিত রাত্রি জাগরণ করিয়া তখনই উহা করিয়া দিতেন, অথচ তাহার জন্য কোনই পারিশ্রমিক লইতেন না। ইহাতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহার উপর খুবই প্রসন্ন ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও অন্তিম-কালাবধি উদ্যমী ও পরিশ্রমী ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে তাঁহাকে "কারুকোবিদ" এই শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদে (উপাধিতে) ভূষিত করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে অসুস্থ থাকাকালে তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তাঁহার পতির সেবা নিষ্ঠার সহিত করিয়াছেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদে কলিকাতা মঠে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহার গৃহে উপনীত হন এবং সংকীর্ত্তনসহ কেওড়াতলায় শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত যান।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও মধ্যমপুত্র কলিকাতা মঠেই তাঁহার বিরহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

তাঁহার প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই বিরহ সন্তপ্ত।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

"শ্রীচৈতন্য-বাণী" পত্রিকার ২০শ বর্ষ ৫ম আষাঢ় সংখ্যায় "ভগবন্নাম কি বস্তু" প্রবন্ধের ৯৩ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে ২য় লাইনে 'কৃষ্ণশ্যামসুন্দরকে' আকৃষ্ট ও বশীভূত করিতে পারেন, এই স্থলে 'কৃষ্ণনামসুন্দরকে' আকৃষ্ট ও বশীভূত করিতে পারেন এইরূপ পাঠ হইবে।

শ্রীপত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণ কৃপা পূর্ব্বক ঐ ভ্রম সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

	গ্রন্থ		মূল্য
(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—	ভিক্ষা	.৮০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—	,,	.৮০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	.৮০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.০০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	১৬.০০
(৭)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.০০
(৮)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	১.৫০
(৯)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	.৮০
(১০)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	.৮০
(১১)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত —	,,	১.৭৫
(১২)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE —	Rs.	1.00
(১৩)	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — —	ভিক্ষা	৭.৫০
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— —	,,	১.৫০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত —	,,	৫.০০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১২.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৮)	একাদশীমাহাত্ম্য — — —	,,	২.০০
	অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—		
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	২.৫০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	২.০০
(২১)	শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — —	,,	২.০০
(২২)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা + মধ্যলীলা) অন্ত্যলীলা যন্ত্রস্থ	,,	৫৪.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

ভাদ্র
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮৭ | ৭ম সংখ্যা
৬ হৃষীকেশ, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, সোমবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও ভাল লাগে না

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা চতুষ্টয়।
উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুল্য হয়॥
অবিদ্যা পিত্তের তুল্য, তাতে জিহ্বা তপ্ত।
জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্তহেতু সুপ্ত॥
অপ্রাকৃত জ্ঞানে যদি লও সেই নাম।
নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়াধাম॥
নামমিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া।
নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া॥

কৃষ্ণনাম চরিতাদি, মিশ্রির সহ উপমা। অবিদ্যা, পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখবাসনারূপ জড়ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যাম্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াকে (অভিন্ন বস্তু জ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে) বহুমানন করিয়া, নিজ স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনাম বলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়। সে সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(জীবের প্রতি উক্তি)

প্রশ্ন—দেহাত্মবাদীর প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

উত্তর—"শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তার অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—৪, কঃ কঃ

প্রঃ—নিত্যানন্দলাভেচ্ছুর প্রতি ঠাকুরের ভজনানুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে কিরূপ উপদেশ ?

উঃ—"যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরুপাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি'
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দ রস
অনুভবি'। মায়াভোগে তোমার পতন!"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

প্রঃ—জাড্যপরায়ণের প্রতি ঠাকুরের কি উপদেশ ?

উঃ—"আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই!
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

প্রঃ—সাধকের ভবিষ্যদাশা ও স্বরূপের বৃত্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি কি ?

উঃ—"For thee thy Sire on High has kept
A store of bliss above,
To end of time, thou art Oh! His
Who wants but purest love."

—Saragrahi Vaishnava.

প্রঃ—মনুষ্য স্বীয় জীবন-রহস্যভেদে অসমর্থ হইলে অন্তর হইতে কে তাহার অমরত্বের সন্ধান দেয় ?

উঃ—"Man's life to him a problem dark!
A screen both left and right!
No soul hath come to tell us what
Exists beyond our sight!!
But then a voice, how deep and soft,
Within ourselves is left:—
Man! Man! thou art immortal soul!
Thee Death can never melt!!"

—Saragrahi Vaishnava.

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর শ্রেয়ঃপথের পথিককে কিরূপ দৃঢ় হইতে বলিয়াছেন ?

উঃ—"Maintain thy post in spirit world
As firmly as you can,
Let never matter push thee down,
O stand heroic man!"

—Saragrahi Vaishnava.

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি ?

উঃ—"বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেরূপ যত্ন-সহকারে সদ্গুরুর নিকট পাঠ করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাগ্রন্থখানি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) পাঠ করিবেন।"

—'প্রবোধন'—অঃ প্রঃ ভাঃ, সঃ ৩।১১

প্রঃ—সদ্গ্রন্থ-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

উঃ—"যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া

অবশেষে তার্কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—আধ্যক্ষিক গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি ঠাকুরের সদুপদেশটি কি?

উঃ—"কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না; সাধুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এই সকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। 'নির্গ্রন্থ' শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদিগকে গ্রন্থাতীত বলিয়াছেন; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটি রহস্য।"

—'সমালোচনা' সঃ তোঃ ৬।২

প্রঃ—ঠাকুর কর্তৃক কলিভীত ভজনকারিগণের প্রতি কোন্ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

উঃ—"সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশানুসারে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।"

—'বৈষ্ণব-সেবা' সঃ তোঃ ৬।১

প্রঃ—ঠাকুর সাধকগণকে কিরূপ দৃঢ় ও সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন?

উঃ—"তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসদ্ব্যক্তি বঞ্চিতই করুক, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে থুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে।"

—'সাধনভক্তি', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১২।৫

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অকপট সেবককে কিরূপ আশ্বাস দিয়াছেন?

উঃ—"করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।"

—'মনুষ্য সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যলীলা-দর্শনলালসা ও কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ বিশ্ববাসীকে আহ্বান কিরূপ?

উঃ—"যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-তরঙ্গে
রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্র যেমতি
পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ
গিরিচূড়া জলবেগে, কেন সে সময়ে
না জন্মিনু ভাগ্যহীন নরাধম আমি?
নারিলাম আস্বাদিতে সে প্রেমলহরী!!
কেন আমি না রহিনু সে অপূর্ব্বকালে
সেবিতে চৈতন্য-পদ? কেন না হইনু
রূপ-সনাতন-দাস? কেন না বহিনু
রঘুনাথের করঙ্গ? রামানন্দ সনে
কেন না ফিরিনু আমি চক্রতীর্থ-মাঝে?
কেন না দেখিনু সার্ব্বভৌমের উদ্ধার?
কাশীবাসী দণ্ডিপতি প্রকাশ আনন্দ
সরস্বতী সঙ্গী সহ কুতর্ক ছাড়িয়া
ভক্তিরূপী পরানন্দ লভিল যেকালে
প্রভুস্থানে, কেনে আমি না চাকিনু হায়
সে তর্কতরঙ্গসুধা হরিভক্তিপূর্ণ?
এহেন বাঞ্ছিত পদ যদিও দুর্ল্লভ,
তবুও হ'তাম ধন্য যদি সে সময়ে
জন্মিতাম বিপ্রকূলে তর্ককাণ্ডী হ'য়ে,
তা' হ'লে জীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমা লক্ষি' ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ,
লইতেন দণ্ড দিয়া এহেন পাষণ্ডে
পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,
হরিনামে শুধিবারে এ দুষ্ট হৃদয়!!
আহা! চিৎচক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,
প্রভু যবে, বৈষ্ণব-বেষ্টিত, সিঞ্চিতেন প্রাণ
হরিনামামৃত দানে এদগ্ধ সংসারে,

কত যে বাড়িত প্রেম সঙ্গিগণ-মনে
সুনির্ম্মল ! দীর্ঘবাহু উত্তোলন করি,
জাগাইয়া জীবগণে মোহনিদ্রা হ'তে
বলিতেন—লহ সবে ভবৌষধি, প্রেম
পিয়া নিরবধি হও অমৃতস্বরূপ !!
যূথে যূথে শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ
বিষয়-দনুজ-ভয়ে মাগিত আশ্রয়
প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম করিতেন দান !!
প্রেমানন্দ বিলিম্পনে হৃদ্রোগ ঘুচিত !!!
চৈতন্যের দাস আমি ! জীব প্রভু মম
কর্ণধার ভবার্ণবে। তাঁহার বিধানে
আহ্বানি' তোমারে আমি হরিনাম ল'তে।
কর্ম্মকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি'
এস, জীব ! প্রিয় সখে ! চৈতন্যের প্রেম
অন্তর ভরিয়া লহ ! ঘুচিবে হুতাশ !
কলিমল-বদ্ধভাব ! পাইবে স্বপদ
শান্তিরস ! আচরিবে জীবের স্বভাব
কৃষ্ণপ্রেম ! মহাভাব অনন্ত হইবে !
বৈষ্ণবদাস কেদারনাথ সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।
মতিহারী, ফাল্গুন ১২৭৬ ; ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০
—'বৈষ্ণব-নিমন্ত্রণ' সঃ তোঃ ১৯।২
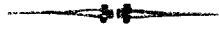
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(১৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পাথরঘাটি
হায়দ্রাবাদ-২
(অন্ধ্রপ্রদেশ)
২০।৫।৭২

স্নেহভাজনেষু,—

* * * আমি তোমাদের সকলের স্নেহে এখনও জীবিত আছি এবং যোগ্যতানুসারে নিজ আরাধ্যদেবের সেবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। তোমরা আমাকে আমার নিত্যারাধ্যের সেবায় সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ ও করিতেছ। আমি স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের এই সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ।

আমাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং আত্মা সকলই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি বলিয়া তাঁহার সেবার নিমিত্তই উহা সংরক্ষণ ও নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের জীবনের কোন অংশ বা সময়ই অন্য কার্য্যে নিয়োগ করার জন্য নয়। আমরা সর্ব্বতোভাবে, সকল সময় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই ধন্য জ্ঞান করিব। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া যেন কখনও আমাদিগকে নিজারাধ্যের তথা প্রিয়তমের সেবা-সুখ-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত না করে। মায়া রকমারী মূর্ত্তিতে আসিয়া সাধককে পরীক্ষায় ফেলিতে পারেন। আমরা একান্ত শরণাগত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করিবেন। কোন বিপদ্ হইবে না।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ সাধকের অত্যাবশ্যক। নিজের স্বরূপবোধ; শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই নিজের প্রয়োজন বোধ হইলে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কখনও অভাব হইবে না। শ্রীগৌর-কৃষ্ণ পরম দয়ালু, সুতরাং তাঁহার বা তাঁহাদের শরণাগত ভক্তের কোন ভয়ের কারণ কোথাও হইবে না। কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি বা ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবলা হইলে চিত্তে অশান্তি ও উদ্বেগ আসিয়া চঞ্চল করিবে। তোমরা উক্ত অনর্থ হইতে তফাৎ থাকিবে। শরণাগতির কথাগুলি বা গীতিগুলি পাঠ ও স্মরণ করিবে। চিত্তে শান্তি লাভ হইবে।

এখানে মঠের জমিতে ভিত্তি সংস্থাপন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এখন প্ল্যান মঞ্জুর হইয়া আসিলেই মন্দির ও সেবক খণ্ডের কার্য্যারম্ভ হইবে। জুন মাসের মধ্যে আমি কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা করি।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * * *

(১৮)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
১২।৫।৬৮

স্নেহভাজনেষু,—

* * * তোমার স্বাস্থ্য হায়দ্রাবাদে ভাল হইতেছে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের শরীর কখনও ভাল, কখনও মন্দ, এইভাবেই চলিবে। ইহার মধ্যেই সুচতুর ও বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণ নিজ নিত্যারাধ্য ও প্রিয়তম প্রভুর সেবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন। নিজেদের কর্ম্মফলই সুখ দুঃখাদি বা পরিবেশআদি লাভ হইয়া থাকে। সাধক সর্ব্বদা সতর্কতার সহিতই জীবন যাপন করিবেন। সতীর্থগণের মধ্যে কাহারও কোন দুর্ব্বলতা দেখিলে তিনি যাহাতে উক্ত দুর্ব্বলতার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, তদ্ অনুকূলেই তাহার সহিত প্রীতিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা সমীচীন। সাধুসঙ্গে "বোধ-য়ন্তঃ পরস্পরম্" ইত্যাদি সুযোগ থাকে বলিয়াই সাধকগণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধন ভজনে যত্ন করিয়া থাকেন। অপরের দুর্ব্বলতা দেখিলে নিজেকে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে। নিজের আদর্শ জীবন যেন অন্যের হিতকর হয়। * * *

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

লীলাময় শ্রীহরির অনন্তলীলা-বৈচিত্র্য। তিনি সর্ব্ব-অবতারের অবতারী—সর্ব্ব অংশের অংশী—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। স্বয়ং ভগবান্ ও লীলা-পুরুষোত্তম,—তাঁহার এই দুই নাম (চৈঃ চঃ ম ২০।২৪০)। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১।৩।২৮)। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" (চৈঃ চঃ আ ২।৮৮) ইহাই 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের অর্থ। এক মুখ্য

দীপ হইতে যেমন অন্যান্য বহু দীপের জ্বলন, তেমন এক অবতারী কৃষ্ণ হইতে অসংখ্য অবতারের উদ্ভব। যেমন এক মহাজলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি শ্রীহরির অসংখ্য অবতার। মোটামুটী ছয় প্রকারের অবতারের কথা বলা হইয়াছে—

"অবতার হয় [illegible] ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।২৪৫-২৪৬

সেই অবতারী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি মধ্যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—এই তিনটী শক্তিই প্রধান। ইচ্ছাশক্তিপ্রধান—কৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত ব্যাপার সম্পাদিত হয়। জ্ঞানশক্তি প্রধান—বাসুদেব এবং ক্রিয়াশক্তি প্রধান—সঙ্কর্ষণ। ঐ তিনের তিনটি শক্তি লইয়াই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমুদয় জগৎ সৃষ্ট বা প্রকটিত হইতেছে। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণেচ্ছায়ই চিচ্ছক্তি দ্বারা চিচ্ছক্তি বিলাসরূপ গোলোক বৈকুণ্ঠাদি-ধাম প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ঐ গোলোক বৈকুণ্ঠাদি তদ্রূপবৈভব ধাম নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাসস্বরূপ, কোন সৃজ্য অর্থাৎ সৃষ্টিযোগ্য অচিদ্ ব্যাপার নহে, তথাপি মূল লীলাময় কৃষ্ণেচ্ছায়ই সঙ্কর্ষণ-কর্তৃক উহার প্রাকট্য সাধিত হয়। অর্থাৎ ইচ্ছাময় কৃষ্ণই সঙ্কর্ষন রূপে উহার প্রাকট্য বিধান করেন—

"যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষন ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৫৭

আবার লীলাময়ের যখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করিবার ইচ্ছা হয়, তখন সেই পূর্ণ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—যিনি গোলোকে ব্রজের সহিত নিত্যবিহার করেন, —যাঁহাকে তাঁহার অপ্রকট বিহার বলে, তিনি ব্রহ্মার একদিনে (চারিযুগের বর্ষসমষ্টি ৪৩২০০০০ বৎসর, ইহাকে এক চতুর্যুগ বা এক মহাযুগ বলে, এইরূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর বা এক মনুর রাজত্বকাল, চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন বা এক কল্প) এই ভৌমজগতে অবতীর্ণ হইয়া একবার প্রকট বিহার করেন। সপ্তম মন্বন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ বা মহাযুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলার সমস্ত উপকরণ লইয়া ভৌমব্রজে আত্মপ্রকাশ করেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"বৈবস্বত নাম—এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৯-১০

কৃষ্ণের ভৌম ব্রজে প্রকট বিহারকালে তাঁহার নিজ নিত্যলোক গোলোকব্রজের সিংহাসন শূন্য থাকে না। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অবিচিন্ত্য লীলাশক্তি প্রভাবে উভয় স্থলেই সমভাবে নিত্যলীলা সম্পাদিত হয়।

উক্ত বৈবস্বত (বিবস্বান্ বা সূর্য্য পুত্র শ্রাদ্ধদেব) নামক সপ্তম মনুর রাজত্বকালে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীল কৃষ্ণচন্দ্র ২৭ চতুর্যুগ বা মহাযুগ গত হইলে ২৮শ চতুর্যুগে সত্য ত্রেতা অতীত হইবার পর দ্বাপরের শেষভাগে ভৌমব্রজে আবির্ভূত হইয়া ১২৫ বৎসর প্রকটলীলা করতঃ অন্তর্দ্ধান কালে মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন— "আমি এ যাবৎ জগজ্জীবকে প্রেমভক্তি দান করি নাই। শাস্ত্রাদি বিচার করতঃ লোকে আমাকে বিধিভক্তিতে ভজন করে, কিন্তু 'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি'; বিধি ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল থাকে, তাহাতে প্রেম শিথিলীভূত হইয়া পড়ে, প্রেমের গাঢ়তা থাকে না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা মুক্তি চতুষ্টয় (সার্ষ্টি—বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-লাভ, সারূপ্য—বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজ ও অঙ্গবর্ণ প্রাপ্তি, সামীপ্য—বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি, সালোক্য—বিষ্ণুলোকে বাস) লাভ করতঃ পরব্যোম বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। কিন্তু ঐ সকল বৈধভক্তগণও ব্রহ্মের সহিত ঐক্য রূপ ব্রহ্ম সাযুজ্য-মুক্তি কখনও প্রার্থনা করেন না। ['ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' এইরূপ বিচার সম্পন্ন নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী পরব্যোমের বহিঃস্থিত কেবল চিন্মাত্র জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক

লাভ করেন। ঐ স্থানটি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে কোন চিচ্ছক্তিগত বিচিত্রতা বা চিদ্বিলাস বৈচিত্র্য নাই। জ্যোতির্ভ্যন্তরে যে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং, তাহা নির্ব্বিশেষবাদী দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারেন না। উহাকেই সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বলে। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতা-রহিত, মণ্ডলমধ্য সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ বা বিবিধ বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ সাযুজ্যের অধিকারী নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু পরব্যোমের বহির্মণ্ডলস্থিত সেই বিলাসশূন্য সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃপারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥"

"তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধাম রূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন, পাতঞ্জল যোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন।" ফলকথা ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎ শত্রুগণ বিলাসশূন্য সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হন।

'সিদ্ধ' বলিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ ও কৈবল্য যোগসিদ্ধ উভয়কেই বুঝায়।]

যাহা হউক ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ জীব-ব্রহ্মৈক্য বিচার-রূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রার্থনা করেন না। মাধুর্য্য মার্গের কৃষ্ণভক্তগণ প্রেমভক্তি পাইলে ঐ চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবাসুখ লইয়াই উন্মত্ত থাকেন। এই বিধি মার্গের অতীত বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচারই শ্রীভগবান্ তাঁহার মনোহভীষ্ট বলিয়া বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন—"আমি কলিযুগের ধর্ম্ম যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা দাস্য সখ্য-বাৎসল্য-মধুর বা শৃঙ্গার রসের সহিত জগজ্জীবকে দিয়া সকলকে নৃত্য করাইব, নিজেও ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক 'আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে'। অবশ্য যুগধর্ম্ম প্রচার কার্য্য আমার অংশাবতার দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পদ্ ব্রজপ্রেম-প্রচার পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমা ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারিবে না। এজন্য আমি স্বয়ং আমার নিত্যলীলা-পরিকরগণসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তথায় নানা মনোজ্ঞ লীলা প্রকাশ করিব।" এইরূপ মনঃস্থ করিয়া মাধুর্য্যপ্রধান নন্দনন্দন কৃষ্ণই কলির প্রথম সন্ধ্যায় ("কলিকালের প্রথম সন্ধ্যা ৩৬০০০ ছত্রিশ হাজার সৌর বর্ষ, শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালের ৪৫৮৬ বর্ষ গত হইলে প্রকটিত হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।"—চৈঃ চঃ অনুভাষ্য) স্বয়ং শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল গৌরাঙ্গ রূপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৩২-৩৪
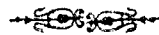
ভগবান্ কে ?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ (রাইপুর)]

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্, স্বয়ংরূপ-ভগবান্, মূল-ভগবান্, অনাদি-ভগবান্, আদি-ভগবান্, আদ্য-ভগবান্, মহা-ভগবান্, মূল-বাসুদেব, মূল-নারায়ণ, পরমেশ্বর, পরম-পুরুষোত্তম, লীলা-পুরুষোত্তম, গোপীজনবল্লভ, ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ও বৃন্দাবননাথ। এই রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক বা পরিচালক বলিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত। তাঁহার

অপর নাম গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন। তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই বলিয়া তিনি অসমোর্দ্ধ-ভগবান্ বা অদ্বিতীয়-পরমেশ্বর। তাই জগদ্গুরু ব্রহ্মা ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি কেহ নাই। তিনি অনাদি এবং বাসুদেব-নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অবতার-গণের ও অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অর্থাৎ মূল। তাঁহার একটী নাম গোবিন্দ। তিনি সর্ব্বকারণকারণ অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি বা প্রকাশ।

অথর্ব্ববেদও বলেন—

মুনয়ো বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ—কঃ পরমো দেবঃ? কুতো মৃত্যুর্বিভেতি? কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি? তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ—কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন এতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি। কৃষ্ণ এব পরমো দেবস্তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ।

মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো! পরমেশ্বর কে? মৃত্যু কাহাকে ভয় করে? কি জ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত জানা যায়? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—কৃষ্ণই পরমেশ্বর। মৃত্যু সেই গোবিন্দকেই ভয় করে। এই গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ হইলে সমস্তই অবগত হওয়া যায়। অতএব এই পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই চিন্তা কর, তাঁহার পূজা কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর, তাঁহার ভজনা কর।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
স্বয়ং-ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১)

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫)

ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব—চিত্ত অধিষ্ঠাতা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

সর্ব্বশক্তিমান্ নন্দকিশোর কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হয়। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কি মনুষ্য, কি দেবতা, এমনকি অবতারগণও কেহই কিছু করিতে পারেন না। সেই ইচ্ছাময় নন্দনন্দন কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই বসুদেবনন্দন বাসুদেব ও বলদেব, নারায়ণ এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ সকলেই বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন। কারণ নন্দনন্দন কৃষ্ণই অংশী-ভগবান্ বা মূল-ভগবান্ আর অন্যান্য ঈশ্বরগণ সকলেই তাঁহার অংশ। এজন্য কিশোরশেখর বৃন্দাবননাথ পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই Unrestricted God অর্থাৎ পরমস্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, স্বয়ং-ভগবান্ বা মহা-ভগবান্ বলা হয়। আর অন্যান্য ঈশ্বর বা অবতারগণ Restricted God বা ভগবান্ বলিয়া অভিহিত। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ৬৪ গুণ সম্পন্ন, কিন্তু বাসুদেব, নারায়ণ ও রাম-নৃসিংহাদি সকলেই ৬০ গুণ-সম্পন্ন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কর্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ।
নাহং কর্ত্তা ন কর্ত্তা ত্বং কর্ত্তা যস্তু সদা প্রভুঃ॥

পরমেশ্বর কৃষ্ণ ব্যতীত তুমি কর্ত্তা বা আমি কর্ত্তা—ইহা মনে করা ভ্রান্তি। তুমিও কর্ত্তা নও, আমিও কর্ত্তা নই, পরন্তু নন্দনন্দন কৃষ্ণই সকলের একমাত্র কর্ত্তা, রক্ষক, পালক, নিয়ামক ও প্রভু।

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় কৃষ্ণই সর্ব্বকর্ত্তা অর্থাৎ সকলের কর্ত্তা বা নিয়ামক। আর অন্যান্য সকলেই তাঁহার অধীন। সুতরাং আমাদের নিত্য-উপাস্য নন্দকিশোর বৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণই যে সকলের একমাত্র আশ্রয় ও উপাস্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—(ভাঃ ৩।৯।১৪)

সবিশেষস্বরূপেষ্বপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপস্যৈব পরম-পরিপূর্ণত্বাৎ পরমাশ্রয়ত্বং জ্ঞাপিতম্।

কৃষ্ণের যত অবতার বা স্বরূপ আছে, তন্মধ্যে নন্দনন্দন কৃষ্ণস্বরূপ পরম-পরিপূর্ণ বলিয়া কৃষ্ণকেই পরমাশ্রয় বলা হয়।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯২)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥

(ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

ভক্তের প্রতি স্নেহশীল, সত্যবাদী, নিঃস্বার্থ বন্ধু ও কৃতজ্ঞ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোন পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? কোন সজ্জন ব্যক্তিই এমন দয়ালু, এমন স্নেহশীল, এমন কৃতজ্ঞ, এমন আশ্রিত-বৎসল কৃষ্ণকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও আশ্রয় করেন না। কারণ স্নেহময় ও দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণ নিজ আশ্রিত ভক্তের যাবতীয় কামনা পূর্ণ ত' করেনই, উপরন্তু তাহাকে নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। এত তাঁর অপার দয়া!

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২)

মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছেন—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

(ভাঃ ৩।২।২৩)

বকাসুরভগ্নী পূতনা-রাক্ষসী কৃষ্ণকে মারিবার উদ্দেশ্যে স্তনে বিষ মাখাইয়া তাহা কৃষ্ণকে পান করাইয়াছিল, তথাপি পরম-দয়ালু কৃষ্ণ তাহাকে ধাত্রীযোগ্য গতি দান করিয়া গোলোকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণের ন্যায় এমন দয়ালু আর দেখা যায় না। অতএব সকলেরই যে কৃষ্ণকে আশ্রয় করা উচিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—দ্বিবতামপি মুক্তিভক্তিশ্চ স্যাদিতি কৃষ্ণাবতারস্য অসাধারণো ধর্ম্ম উক্তঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(চক্রবর্ত্তী টীকা ১৮।৬৬, ৯।২২)

হে জীব, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, বিপদ্, অশান্তি, অভাব, ও দুঃখ হইতে উদ্ধার করিব এবং অপরাধ হইতেও রক্ষা করিব। তুমি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও অন্য-দেবতা-আশ্রয়—এসব ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে আমাকে আশ্রয় কর। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি আমাকে আশ্রয় করিয়া সুখে ভজন কর। তোমার কোন অসুবিধাই হইবে না। আমি তোমার রক্ষক আছি। হে জীব! তোমার পাপমোচন ভার, দুঃখমোচন ভার, সংসারমোচন ভার, জীবনযাত্রার ভার, সংসারের ভার, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যাবতীয় ভার এমন কি বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি এবং ভগবৎপ্রাপ্তির ভারও আশ্রিতবৎসল আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হও।

হে ভক্তগণ! 'আমি প্রভুর উপর সব ভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব'—এই বলিয়া তোমরা দুঃখ বা চিন্তা করিও না। কারণ আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। আমার ইচ্ছামাত্রেই জগদ্বাসী অনায়াসে পালিত ও রক্ষিত হয়। তজ্জন্য আমাকে কোন চেষ্টা বা কষ্ট করিতে ত' হয়ই না, বরং ভক্তবৎসল আমার পক্ষে সংসারী লোকের স্ত্রী-পুত্র-পালনের ন্যায় তোমার যাবতীয় ভার গ্রহণ অত্যন্ত সুখপ্রদই হয়। সুতরাং তুমি সত্যবাদী আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত, নির্ভীক ও সুখী হইয়া আমার সেবা কর।

জগতের একমাত্র ঈশ্বর, প্রভু ও নিয়ামক কৃষ্ণ নিজ দাসেরও দাস্য করিয়া থাকেন। এ জগতের কল্পিত প্রভুগণ দাসের উপর প্রভুত্ব করেন। কিন্তু

ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, প্রভুগণেরও প্রভু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া ভক্তগণের সুখের জন্যই সতত যত্ন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের 'ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি বিনা নাহি অন্য কৃত্য'। ভক্তের সুখবিধান ব্যতীত যাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য নাই, তিনিই হ'লেন আমাদের নিত্য উপাস্য পরমদয়াল স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। কত আনন্দের সংবাদ! তাই হে আমার বন্ধুবর্গ, আসুন, আমরা সেই করুণা সাগর, স্নেহের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত, নির্ভয় ও চিরসুখী হই।

শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তগণের অত্যন্ত পক্ষপাতী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভক্ত পাণ্ডবগণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজন-পক্ষপাতী ও ভক্তজীবন। ভক্তের জীবন হ'লেন—কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের জীবন হ'লো—ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ছাড়া আর কিছু জানেন না। ভক্তই কৃষ্ণের হৃদয়, সার, সর্ব্বস্ব ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভক্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তকে ত্যাগ করেন না। ভক্তের জন্য কৃষ্ণের অকার্য্য বা অকরণীয় কিছু নাই। কৃষ্ণ ভক্তের জন্য সবই করিতে প্রস্তুত। এমন ভক্তবান্ধব কৃষ্ণকে আমরা আশ্রয় করি না, ভজন করি না, কি দুঃখ! কি দুর্ভাগ্য!

পরমেশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ। অর্থাৎ তিনি সবই করিতে পারেন। তিনি অযোগ্যকেও যোগ্য করিতে সমর্থ।

পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার ন্যায় স্নেহ, তাঁহার ন্যায় মাধুর্য্য, তাঁহার ন্যায় দয়া, তাঁহার ন্যায় শক্তি-সামর্থ্য ও অসাধারণ গুণ অন্য কোন অবতারেরও নাই। এই শ্রীকৃষ্ণের নাম অনন্ত, রূপ অনন্ত, গুণ অনন্ত, ধাম অনন্ত, লীলা অনন্ত, অবতার অনন্ত। অনন্ত কৃষ্ণের সবই অনন্ত।

কৃষ্ণের অপার গুণ ও দয়ার কথা কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই অনন্তগুণময় শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা সহস্রবদন অনন্তদেবও সহস্রমুখে সম্যক্ বর্ণন করিতে অসমর্থ।

স্নেহময় শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতবৎসল। এইজন্য যে কৃষ্ণকে আশ্রয় করে, কৃষ্ণও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যে কৃষ্ণের সেবা করে, কৃষ্ণও তাহার সেবা করেন। কৃষ্ণ সেবা-প্রার্থীকে সেবা দেন এবং তাহার সেবা করেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব। তাই ভক্তগণ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন। সেই কৃষ্ণই কলিকালে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক উদ্ধার করিবার জন্য কৃষ্ণনামরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের সকলেরই যে কৃষ্ণনাম আশ্রয় করা বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্র বলেন—

নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাই নামাশ্রয়ই কৃষ্ণাশ্রয়, নাম-ভজনই কৃষ্ণভজন, নাম-সেবাই কৃষ্ণসেবা, নামে প্রীতিই কৃষ্ণ প্রীতি, নামপ্রাপ্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

শাস্ত্র বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

গতি অর্থে আশ্রয়, পন্থা, উপায়।

কলিকালে হরিনামই জীবের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল-লাভের বা শান্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই।

এখন আমরা দেবতা ও ভগবান্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শাস্ত্র বলেন—দেবতা ও ভগবান্ এক নহে। ভগবান্ শ্রীহরি ঈশতত্ত্ব বা সেব্যতত্ত্ব, কিন্তু দেবতাগণ জীবতত্ত্ব, বশ্যতত্ত্ব বা সেবকতত্ত্ব। শ্রীহরি হইতেই কি দেবতা, কি মনুষ্য সকলেই প্রকাশিত।

এ সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদ বলেন—

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেরন্। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ, রুদ্রাঃ, সর্ব্বাঃ দেবতাঃ, সর্ব্বে ঋষয়ঃ, সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে।"

অর্থাৎ নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন—'প্রজা সৃষ্টি করিব', তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল। নারায়ণ হৈতে ব্রহ্মা

জন্মগ্রহণ করিলেন। নারায়ণ হইতে ইন্দ্র, সূর্য্য, শিবজী, সকল দেবতা, সকল ঋষি ও সকল প্রাণী উদ্ভূত হইলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম-প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০

'আজ্ঞাকারী' অর্থে আজ্ঞাবহ। (শব্দকল্পদ্রুম)

জগদ্গুরু ব্রহ্মার উক্তিতেও আমরা পাই—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥
(ভাঃ ২।৬।৩২)

ব্রহ্মা বলিতেছেন—আমি শ্রীহরি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করি, শিব তাঁহার বশীভূত হইয়া তন্নির্দ্দেশক্রমে সংহার করেন, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরি নিজেই বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন।

গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—'অহং আদি হি দেবানাম্' অর্থাৎ আমিই সমস্ত দেবতার আদি অর্থাৎ মূল। অতএব জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির সহিত তদ্-অধীনতত্ত্ব ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণকে সমান মনে করা যে কত বড় অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা এতাদৃশ অজ্ঞতা পোষণ করেন, তাঁহাদের অপরাধ ও অমঙ্গল অনিবার্য্য, নরক অবশ্যম্ভাবী। তাই পদ্মপুরাণ বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ॥

যে ব্যক্তি ভগবান্ নারায়ণকে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণের সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী ও নারকী।

শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়াছেন—

নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে॥
ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্॥
তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে।
তেনাদ্বিতীয়-মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭৩-৭৫ টীকা-ধৃত বৃহৎ-সহস্রনাম-স্তোত্র)

হে দেবি, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে আমার (শিবের) সহিত এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কালী প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণের সহিত সমান মনে করে, তাদৃশ ভক্তি-শ্রদ্ধাবিহীন অবৈষ্ণব দুর্ভাগাকে কোন কিছু দান করিবে না।

যাহারা সর্ব্বদেবপূজ্য পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে অনন্য-ভাবে আশ্রয় করে না, তাহারা কোন দিনই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। হে পার্ব্বতি, আমি জগদীশ্বর শ্রীহরিকে ভজনা করি, স্তুতি করি, চিন্তা করি। তাঁহার আরাধনা-বলেই আমি এতাদৃশ শক্তিশালী ও জগৎপূজ্য হইয়াছি। শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতম্।
সূর্য্য-কোটি-প্রতিকাশো যমকোটিদুরাসদঃ॥
ব্রহ্মকোটি-জগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ।
কোটীন্দ্র-জগদানন্দী শম্ভুকোটি-মহেশ্বরঃ॥
(বিষ্ণুসহস্রনাম)

শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবতার একমাত্র আশ্রয় ও উপাস্যবস্তু। তিনি কোটি কোটি সূর্য্যের অপেক্ষাও তেজস্বী, কোটি কোটি যমের ন্যায় দণ্ডধর, কোটি ব্রহ্মার ন্যায় জগৎস্রষ্টা, কোটি পবন অপেক্ষাও মহাবলশালী, কোটি ইন্দ্র অপেক্ষাও জগতের অধিক উপকারী, কোটি শিব অপেক্ষাও পরম শ্রেষ্ঠ।

শ্রীদুর্গাদেবীও বলিতেছেন—

অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈ সামান্য ইব বীক্ষতে॥
অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্ত-সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়া ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ॥
যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষতে জনৈঃ।
ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষঃ॥
(বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র)

শ্রীদুর্গাদেবী বলছেন—অহো! সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদেবো-ত্তমোত্তম ও জগতের আদিগুরু শ্রীবিষ্ণুকে মূঢ়সকল কি করিয়া অন্যান্য দেবতার সহিত সমান মনে করে? হায়! সর্ব্বসুখ-প্রদাতা জগৎপতি শ্রীহরি বিদ্যমান্ থাকিতে অজ্ঞ-

সকল তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া এই দুঃখকর সংসারে কষ্টভোগ করিতেছে, ইহাই দুঃখ। আমার স্বামী শিবও যাঁহার আরাধনায় উন্মত্ত হইয়া অঙ্গে ভস্ম-লেপনপূর্ব্বক দিগম্বর, অবধূত, তপস্বীরূপে দৃষ্ট হন, সেই লক্ষ্মীকান্ত মধুসূদন হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ আছে ?

পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী শ্রীনারদকেও বলিয়াছেন—

ভুবনে সর্ব্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা।
ভবার্ণবছিন্নকোঽপি সর্ব্বকামদঃ কামদঃ॥

ভববন্ধন-ছেদনকারী সর্ব্বফল-দাতা শ্রীহরি ব্যতীত জীবের আর আরাধ্য কেহ নাই। তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য।

পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই সকলের আরাধ্য। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-মাত্রেরই তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্ভক্ত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে কখন অবজ্ঞা করা উচিত নহে। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি॥
(গৌতমীয়-তন্ত্র)

যিনি গোপালের পূজা করেন অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম ভক্তি লাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥
(কূর্ম্মপুরাণ)

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৬৫)

ভগবান্ বল্‌ছেন—একান্তভাবে শ্রীহরির ভজনা করিয়াও যাহারা মঙ্গলময় শিবের নিন্দা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। আবার যাহারা শিবভক্ত অভিমান করিয়া শ্রীহরির নিন্দা করে, তাহারাও নরকে গমন করে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতও (মধ্য ৩।১৭০) বলেন—

পূজয়ে গোবিন্দ যেবা, না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইবে যম ঘর॥

দেবতাগণ ভগবান্ নন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভক্ত সাজিয়া তাঁহাদিগকে অনাদর বা নিন্দা করিতে হইবে না। পরন্তু ভগবদ্ভক্তবুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে আদর, সম্মান ও প্রণামাদি করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন এবং আমাদেরও মঙ্গল হইবে।

এখন প্রশ্ন—দেবতাপূজা না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীহরির আরাধনা করিলেই কি দেবতাগণ প্রসন্ন হইবেন ?

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীশিবাজী পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন—

বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥

তরোর্ম্মূলাভিষেকেন যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥

হে দেবি, বেদান্তবেদ্য ভগবানের আরাধনার দ্বারা সকলেই প্রসন্ন হন। বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে যেরূপ শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি প্রফুল্ল থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে দেবতা প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট হন।

শাস্ত্রসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন— (৪।৩১।১৪)

যথা তরোর্ম্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজো পশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, মুখে আহার প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় পুষ্ট হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় ব'লেছেন—

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সকলেই প্রফুল্ল থাকে; কিন্তু মূলে সেচন না করিয়া শাখাদিতে পৃথক্ পৃথগ্-ভাবে জলসেচন করিলে তাহা হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরির পূজা-দ্বারাই সকলের পূজা হইয়া যায়—সকলেই তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু শ্রীহরির পূজা ব্যতীত পৃথগ্-ভাবে অন্যান্য দেবতাদির পূজার দ্বারা তাহা

হয় না। এখন প্রশ্ন—অসমর্থ ব্যক্তি না হয় শ্রীহরির পূজাই করুন, তাহাতেই তাঁহার সব হইবে। কিন্তু যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা ভগবান্ অচ্যুতেরও পূজা করুন এবং দেবতারও পূজা করুন—ইহাতে দোষ কি? বরং ভালই ত?—এই আশঙ্কা নিরাসার্থ শ্লোকে আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—প্রাণে অর্থাৎ মুখে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু পৃথগ্ভাবে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে আহার লেপন করিলে ভাল হওয়া ত' দূরের কথা, চক্ষু-কর্ণাদির অন্ধত্ব ও বধিরাদি উৎপাদন-হেতু অনিষ্টই হইয়া থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য দেবতার পূজার দ্বারা নিষ্ঠার ব্যাঘাত-হেতু দোষই হয়।

এখন প্রশ্ন—যাঁহাদের বাড়ীতে শিবাদি- দেবতার পূজা আছে, তাঁহারা কি করিবেন?

তদুত্তর এই যে—গৃহে শিবাদি দেবতার পূজা থাকিলে অন্য কোন লোক দিয়া সেই পূজা করাইবেন। তাহা সম্ভব না হইলে ভক্ত-বুদ্ধিতে শিবাদি দেবতার পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণভক্তি ভিক্ষা করিবেন। কিন্তু ভক্তবুদ্ধি না করিয়া ঈশ্বর-বুদ্ধিতে তাঁহাদের পূজা করা ভক্তিবাধক ও অমঙ্গলজনক। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—শ্রীব্রহ্মাশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত (ভাঃ ২।৭।৫)—স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ (ভাঃ ১২।১৩।১৬)—বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তং। অনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি।

অর্থাৎ ব্রহ্মা-শিবকে বৈষ্ণবরূপে ভজন করিবে। যেহেতু ব্রহ্মা আদিদেব, জগতের পরমগুরু। নদীগণের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীহরি শ্রেষ্ঠ, পুরাণগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু প্রধান। অতএব বৈষ্ণববুদ্ধিতেই শিবপূজা করা উচিত। অনন্য-ভক্তগণ শিবকে বৈষ্ণব-রূপেই আদর করেন।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।৭।৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

পৃথক্-পৃথগ্-দেবতাত্বেন পূজা হ্যনন্যতা-বিঘাতিনী, ন তু তদঙ্গত্বেনেতি।

অর্থাৎ পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণের পূজা ভক্তিবাধক, কিন্তু ভক্তবুদ্ধিতে ব্রহ্মা-শিবাদির পূজা করিলে অনন্য-ভক্তির ব্যাঘাত হয় না।

এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—ভগবৎ-প্রাপ্তি অতি সহজ ও সুলভ কেন?

তদুত্তরে জগদ্গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় ব'লেছেন—

হৃদি বর্তমানত্বাৎ সুলভম্। (ভাগবত)

অর্থাৎ ভগবান্ হৃদয়েই আছেন বলিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তি সুলভ।

শ্রীকৃষ্ণ পরম-মহাকৃপালু, পরম-মহাশক্তিমান্, পরম-মহাবদান্য, পরম-মহা-উদার, যৎকিঞ্চিৎ সেবাতেই পরম-মহা-সন্তুষ্ট, পরম-মহা-স্বতন্ত্র, পরমেশ্বর ও Unrestricted God বলিয়া কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণদর্শন-লাভ সহজ। শ্রীকৃষ্ণ বিন্দুমাত্র প্রীতি বা আপনজ্ঞান দেখিলেই নিজেকে বিলিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমার অদ্বিতীয়-মূর্ত্তি ও পরম-মহা-ক্ষমাশীল বলিয়া কাহারও দোষ-ত্রুটী বা অপরাধ ত' দেখেনই না, উপরন্তু নির্ব্বিচারে কৃপা করিয়া আশ্রিতকে সংসার হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক স্বধামে লইয়া যান। এজন্যই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুলভ।

শ্রীকৃষ্ণ শিবজীকেও বলিয়াছেন—যে মাং প্রাপ্তুং ইচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।

অর্থাৎ যাহারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। কারণ সত্যবাদী আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ব'লেছেন—

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীজীব প্রভুও বলিয়াছেন— (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ)

অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবল-ভগবদ্দাস-অভিমানেনাপি সিদ্ধিঃ স্যাৎ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

নিরন্তর কর কৃষ্ণ নামসংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥

সহস্র সহস্র জন্মের পর যদি ভাগ্যক্রমে 'আমি কৃষ্ণের দাস' এরূপ সুবুদ্ধি বা দিব্যজ্ঞান কাহারও হয়, তাহা হইলে সেই মহাভাগ্যবান্ সজ্জন নিজে ত' সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবান্কে লাভ করেনই, এমনকি তিনি এই দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জগতের সকলকেই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। এত কৃষ্ণ-দাস্যের মাহাত্ম্য!

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

কেবলং ভগবদীয়োঽহং এতাবন্মাত্রেন্—'হে ভগবন্, আমি তোমার'—এই জ্ঞানটুকু হইলেই জীব অনায়াসে ভগবান্কে লাভ করিতে পারে।

কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন—এই জ্ঞান বা বিশ্বাস হইলে কৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করিবেনই। সুতরাং তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য ও সুনিশ্চিত।

কৃষ্ণ আমাদের নিজের লোক, পরমাত্মীয়, জগৎ-পিতা বা নিত্যপিতা বলিয়াও কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুলভ ও অতি সহজ। শাস্ত্র বলেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥ (চৈঃ ভাঃ)

নিত্যপিতা কৃষ্ণের ভজন না করিলে দুঃখ যেমন অনিবার্য্য, তদ্রূপ জগৎপিতা কৃষ্ণের ভজন করিলে চিরসুখী হওয়াও সুনিশ্চিত। শাস্ত্র বলেন—

সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
(চৈঃ চঃ)

সাধুর নিকট শাস্ত্রকথা শুনিয়া ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণের দিকে মুখটা একবার ফিরাইলেই জীব মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণকে লাভ করে। এত তাঁর অপার করুণা!

এখন একটা কথা—গভর্ণমেণ্ট-বিদ্বেষী কোন ব্যক্তি সুবুদ্ধিক্রমে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে জেল হইতে মুক্তি ত' দেনই, উপরন্তু তাহাকে বড় post দিয়া সম্মানী ও সুখী করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট বা জীবেরই যখন আশ্রিতের প্রতি এত দয়া, তখন আশ্রিতবৎসল, করুণার সমুদ্র, ক্ষমার মূর্ত্তি নিত্যপিতা কৃষ্ণ তাঁহার পুত্রকে যে চিরসুখী করিবেনই ও সেবা দিবেনই, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

কৃষ্ণাশ্রয় বা কৃষ্ণভক্তি অকুতোভয় পন্থা; সুতরাং ভক্তিপথে ভয় বা হতাশার কিছু নাই। ইহাতে সাফল্য সুনিশ্চিত। এজন্যও ভগবৎ-প্রাপ্তি সহজ ও সুলভ।

একজন অতি গরীব লোকও তাহার পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, সুতরাং অসীম-শক্তিশালী, জগৎপিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার নিত্য-পুত্র আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এখন প্রশ্ন—কৃষ্ণপ্রাপ্তি কাহার পক্ষে সুলভ?

তদুত্তরে বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—পরম-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ অল্পমাত্র ভজনকারীকেও আত্মসাৎ করেন। স্বয়ং-ভগবান্ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরম-মহাশক্তিমান্ ও পরম-মহা-কৃপালু বলিয়া নিরন্তর ভজনকারী ত' দূরের কথা, কদাচিৎ ভজনকারী ভক্তকেও নিজগুণে কৃপা পূর্ব্বক দর্শন দিয়া থাকেন। এত তাঁর অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য।

শাস্ত্র আরও বলেন—

কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥
(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—কিঞ্চিৎমাত্র ভজন করিলেও কি কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যৎকিঞ্চিৎ ভজন করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে যাবতীয় বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত সকল বিষয় ত' প্রদান করেনই, এমন কি, তিনি কৃপা-পূর্ব্বক নিজেকেও দান করিয়া থাকেন। এত তাঁর অপার করুণা। এইজন্যই বলছি—ভগবৎ-প্রাপ্তি কঠিন বা অসম্ভব নয়, পরন্তু অতি সহজ ও সুলভ।

(ভাঃ ১০।৪৮।২৬ টীকা)

দিব্যধামস্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠের
ভূগর্ভে দিব্যগন্ধ

শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম যেমন 'দিব্য' (গীঃ ৪।৯), তন্নিজজন লোকোত্তর মহাপুরুষগণের জন্মকর্মও তদ্রূপ দিব্য—অলৌকিক বা অপ্রাকৃত। তাহা সাধারণ মানব-মনীষার সহজ বোধগম্য ব্যাপার নহে। তাঁহাদের দুর্জ্ঞেয় চরিত্র তাঁহাদেরই অহৈতুকী করুণা ব্যতীত কেহই অবধারণ করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং মাদৃশ জীবাধম সর্ব্বক্ষণই তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের পরমান্তরঙ্গ নিজজন পরমারাধ্য প্রভুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জন্মকর্ম—সকলই অলৌকিক। তিনি প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন—১৭৯৫ শকাব্দায়, ১২৮০ বঙ্গাব্দে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার পর কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন ক্ষেত্র সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অতি নিকটে অস্মদীয় পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃষ্ণকীর্ত্তন মুখরিত বাসভবনে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা ভগবতী দেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য শিশুরূপে। তৎকালে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অন্ত্র ত্রিবৃৎমেখলাকারে বিজড়িত দেখিয়া সকলেই অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চিচ্ছক্তি বিমলাদেবীর নামানুসারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিশুর নামকরণ করিয়াছিলেন—শ্রীবিমলাপ্রসাদ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের ছয় মাস পরে শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা-মহোৎসবকালে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। রথযাত্রা দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসভবনের সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। রথারূঢ় জগন্নাথদেব তিনদিন সেখানে অবস্থান করিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ দিবসত্রয় তথায় অহর্নিশ হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়ে একদিন ছয়মাসের শিশুরূপী প্রভুপাদ মাতৃক্রোড়ে শায়িত অবস্থায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ ধারণ ও তাঁহার গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মাল্য গ্রহণের লীলা প্রকট করিয়া 'হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের নিকট হইতে জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচারের আজ্ঞামালা প্রাপ্তির ইঙ্গিত জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীজগন্নাথের প্রসাদান্ন দ্বারাই শিশুরূপী প্রভুপাদের অন্নপ্রাশন-সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীভগবৎপ্রসাদান্ন ব্যতীত তাঁহাকে এ জীবনে আর অন্য কোন অন্ন স্বীকার করিতে হয় নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসভবনের যে প্রকোষ্ঠটিতে প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রভুপাদের প্রকটকালেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সেই প্রকোষ্ঠটি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতাভিমানী আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তদবধি আমরা শ্রীপুরুষোত্তমধাম পরিক্রমাকালে বহু বৎসর ধরিয়া ঐ স্থানটিকে প্রণাম করিয়া আসিতেছিলাম। পরমারাধ্য প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানটি বহুকাল ধরিয়া বিষয়িজনাধ্যুষিত ছিল। প্রভুপাদের প্রিয়তম শিষ্য অধুনা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের হৃদয় ঐ স্থানটির উদ্ধার সাধনার্থ বিশেষভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠে। তিনি কএক বৎসর ধরিয়া বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ওড়িষ্যাবাসী কতিপয় উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত উদারহৃদয় সজ্জনের সহায়তায়, সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার অনুগ্রহে তাঁহার শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব বৎসরে গত ১৯৭৩ সালে জুলাইমাসে বহু অর্থ ব্যয়ে ঐ স্থানটির উদ্ধার সাধনে সমর্থ হন। তদবধি ঐ স্থানটিতে মন্দিরাদি করিবার ইচ্ছা পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের হৃদয়ে অতীব বলবতী হয়। তিনি ১৯৭৮ সালে সমগ্র সতীর্থগণকে আহ্বান করিয়া নিজ কৃতী শিষ্যগণ দ্বারা ঐস্থানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

বিপুলাকারে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ে পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার সতীর্থ, প্রিয় শিষ্য ও স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন বন্ধুবান্ধবকে লইয়া যথাশাস্ত্র শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবকখণ্ডাদির ভিত্তি সংস্থাপনও করিয়া যান। জগদ্গুরু প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানে মঠ-মন্দিরাদি সুন্দররূপে নির্ম্মাণার্থ স্থপতি-বিদ্যাবিশারদগণ-দ্বারা তিনি অনেক প্ল্যানও (নক্সাদিও) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কতই না উত্তম উত্তম পরিকল্পনা তাঁহার হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল! কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি গত ১৯৭৯ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী নিজাভীষ্ট নিত্যসেব্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধামাধবের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি তাঁহার নিজজনকে অবশ্যই তাঁহার বিশেষ কোন মনোহভীষ্টপূর্ত্তির জন্য—তাঁহার কোন মনোজ্ঞ সেবা সম্পাদনার্থ নিজ নিকটে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন, ইহাতে আমাদের দুঃখের কোন কারন না থাকিলেও এ ভৌমজগতে তাঁহার বিচ্ছেদ-ব্যথা অতীব মর্ম্মভেদিনী। ঐ ১৯৭৯ সালেও তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের আয়োজন করা। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার ছিল Volcanic energy—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ। তাঁহার সেই হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার অদম্য উদ্যমের সম্মুখে কোন বাধা-বিঘ্নই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। তিনি আর্ত্তিভরে প্রাণ করিয়া যখনই ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অভয়চরণারবিন্দ স্মরণ করিতেন, তখনই শ্রীনৃসিংহদেব যেন স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সেই সমুদয় বিঘ্ন দূর করিয়া দিতেন।

তাঁহার অপ্রকটকালে ও পরে তন্মনোহভীষ্ট পূরণ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত নিরাশ—নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলে তিনি যেন পরোক্ষে থাকিয়া তাঁহার প্রাণকোটি-প্রিয়তম নৃসিংহ দেবকে ডাকিয়া তদ্দ্বারা আমাদের সকল বিঘ্ন অপসারিত করাইয়া দিতেছেন। তাই আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে—অতিক্ষীণপ্রায়া নির্ব্বাণোন্মুখী উৎসাহবর্ত্তিকা আবার ক্রমশঃ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

দিব্যধামে দিব্যপুরুষ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে একটি নবচূড়া-বিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ-কল্পে স্থানীয় জ্যোতিষীর নির্দ্দেশানুসারে গত ২৩ বিষ্ণু, ৪৯৪ গৌরাব্দ; ১০ই চৈত্র (১৩৮৬), ২৪শে মার্চ্চ (১৯৮০) সোমবার প্রাতে শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জয়গান পুরঃসর খোল-করতাল-সংযোগে শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তন-মুখে ভিত্তিখননকালে শ্রীভগবান্ ও চিন্ময় শ্রীভগবদ্ধামের দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী করুণা-প্রভাবে তথায় এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়। ভিত্তি খননারম্ভকাল হইতেই একটি সুন্দর গন্ধ অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু তখন প্রথম প্রথম তাহাতে কেহই বিশেষ একটা ধ্যান দেন নাই। পরে আরও অধিক মৃত্তিকা খনন-কালে গন্ধটি যখন ক্রমশঃই অধিকতররূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, তখন উহা সকলেরই ধ্যানের বিষয় হইল।

প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থ প্রকোষ্ঠটি স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট। উহার অভ্যন্তরের পরিমাপ ছিল—৮´-১´´ × ১১´-২´´। পাকা ঘর, ২০´´ মোটা দেওয়াল, প্রাচীন ধরণের ছোট আকৃতির ইটে তৈরী মেঝের উপরিভাগে ছাদ পর্য্যন্ত, আর মাটীর নিম্নভাগে প্রায় ৫ ফুট পর্য্যন্ত Laterite Stone বা মাকড়াই পাথরে গাঁথা। ভূগর্ভের মাটীর বর্ণ ছিল ধূসর অর্থাৎ কালমাটি ও বালি মিশ্রিত। ঐ প্রকোষ্ঠে ছোট মাপের একটি মাত্র দরজা ও একটিমাত্র জানালা ছিল।

ঐ গৃহের মেঝের সমতল ভূমির ২ ফিট নিম্নস্থ ভূগর্ভেই সুগন্ধি চন্দন ও ধূপের গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ ৫ ফিট পর্য্যন্ত ভিত্তি খননকালে ঐ সুগন্ধ উপস্থিত সকলে সুস্পষ্ট রূপেই অনুভব করিয়াছেন। তথায় তৎকালে উপস্থিত ছিলেন—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, পুরীধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী,

ওড়িষ্যা ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ক্লার্ক শ্রীগতীশ্বর সোয়াইন, শ্রীমদ্ যশোদা কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তি-কমল ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণাম্বর ষড়ঙ্গী, কবিরাজ শ্রীমদ্ বৈষ্ণবচরণ দাস মহাপাত্র ও ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বিজয়রঞ্জন দে মহাশয়। ইঞ্জিনীয়ারবাবু ঐ সুমধুর গন্ধ অনুভব করতঃ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন। এই সম্বন্ধে তাঁহার Daily Working diary লেখনী হইতে একটি অবিকল নকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ক্রমশঃ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় বহু বিশিষ্ট সজ্জন স্থানটি দেখিতে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মসংহিতায় দিব্যধামের এই ভূমিকে 'ভূমিশ্চিন্তা-মণিগণময়ী' (ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহণং দদাতি অর্থাৎ ভূমিও সর্ব্ব স্পৃহণীয় বস্তু দানকারিণী) ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ দিব্য—চিন্ময়—প্রপঞ্চাতীত ধামকে আমরা আমাদের "চর্ম্মচক্ষে দেখি যেন প্রপঞ্চের সম"। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ বৃন্দাবনচন্দ্র মদনমোহনরূপে দর্শন করিতেন। তাঁহার ধামকেও সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বৃন্দাবনরূপেই দর্শন করিয়াছেন। সেই ধামের ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম, গৃহদ্বার, প্রাঙ্গণ, পথ, ঘাট, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই চিন্ময়।

এতাদৃশ গোলোকাভিন্ন দিব্য চিন্তামণি ধাম—শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীভগবন্নিজজন—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠ যে অনন্ত চিন্ময় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যাদি গুণ-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট হইয়া তচ্চরণাশ্রিত দাসানুদাসগণের নিত্যনবনবায়মান আনন্দবর্দ্ধক হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে!

সপার্ষদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন, তাঁহার চিন্ময় আবির্ভাবপীঠও সমধিক জয়যুক্ত হউন।

(True Copy of Diary)

Diary on 24. 3. 1980 at Puri

In the Temple Corner 'M', one foundation pit was dug to test the soil and to determine the bearing pressure. The starting pit was made 8′×8′ (ABCD) covering the major portion of Sreela Prabhupad's birth-place. At a depth of about two (2′) feet from floor level, smell of sandalwood and Dhupa was floating in air and it continued upto the depth of about 5′ feet.

The pit was dug on 24th March 1980 is about 6′-6″ depth from floor level. * * * *.

Sd. *B. R. Dey*
Engineer Central P. W. D. (Retd.)
24. 3. 80

(বঙ্গানুবাদ)

ডাইরী ২৪।৩।১৯৮০ পুরী,

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে মাটীর পরিবহন ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য 'M' চিহ্নিত কোণে ৮′×৮′ (A.B.C.D.) পরিমিত স্থানে ভিত্তি খনন করা হয়। এই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রটীর অধিকাংশই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থানটীকে ক্রোড়ীভূত করিয়া অবস্থিত। ভিত্তি খননকালে সমতলক্ষেত্রের ২′ ফিট তলদেশ হইতে ৫′ ফিট নীচু পর্য্যন্ত মাটীতে কেবল চন্দন ও ধূপের সৌরভে আমোদিত বায়ু অনুভব করিলাম।

২৪ মার্চ্চ ১৯৮০ তারিখে উক্ত খনন কার্য্যের গভীরতা ৬′-৬″ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

স্বাক্ষর—বি, আর, দে
ইঞ্জিনীয়ার সেণ্ট্রাল পি, ডব্লিউ, ডি, (অবসরপ্রাপ্ত)
২৪।৩।৮০

শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ লণ্ডন হইতে ভারত প্রত্যাবর্ত্তনকালে সাউথহল বিশ্ব হিন্দুমন্দির কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের প্রত্যভিভাষণ

বন্ধুগণ! আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার কষ্ট হইতেছে। আপনাদের মধ্যে প্রচুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু রহিয়াছেন, আপনারা সকলেই অমানী-মানদ-গুণ-সম্পন্ন, বিনয়াবনত ও পরম করুণ। আপনাদের সঙ্গে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য মাত্র অল্পদিনের জন্য লাভ করিয়াছি। যাঁহাদের সঙ্গে শ্রীভগবৎ-স্মৃতি হয়, তাঁহারা গুরুস্থানীয়—প্রণম্য; তাঁহারা যে কোন আশ্রমী বা বর্ণীই হউন।

সাধুসঙ্গ এক দুর্ল্লভ নিধি। তাহা বর্ণাশ্রমকে অপেক্ষা করে না, পরন্তু বিশেষ সুকৃতি সাপেক্ষ। কোটি জন্মের পুণ্য-ফলের বিনিময়েও তাহা লভ্য হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভও এক অহৈতুকী ব্যাপার বিশেষ। 'অহৈতুকী'র ইংরাজী প্রতিশব্দ Causeless. Cause-less বলিবার তাৎপর্য্য ইহাই যে, উহা Sense-perceptible নহে অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-কৃপা কিভাবে কখন কাহার প্রতি কিরূপে বর্ষিত হইবে, তাহা বদ্ধ জীব মাত্রেরই অজ্ঞাত। শ্রীভগবান্ ও সাধু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিরাজমান হইলেও তাহা গৃহ-মেধীয় ভাবের বহু ঊর্দ্ধে। পরমার্থপথ নিরূপণে সাধু ও শাস্ত্রের একই সুর। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" (মহাভারত), মহাজনানুগত্যই সাধুর মুখ্য লক্ষণ। ইহাকেই ভক্তি বলে। "ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাগবত), "ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি" (গীতা), "ভক্ত-কৃপানুগামিনী ভগবৎ-কৃপা" ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্র বাক্য হইতে প্রতিপাদিত হয় যে, ভক্তিই একমাত্র পথ। ভক্তির মূলে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার মূলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি যাহা হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল। "কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥" "কৃষ্ণভক্তিজন্ম-মূল হয় সাধু-সঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম্ জন্মে, তেঁহ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥" —চৈঃ চঃ।

শ্রীহরি যেরূপ নির্গুণ, তদীয় ভক্তি ও ভক্ত সকলই নির্গুণ। নির্গুণ অর্থ নির্ব্বিশেষপর নহে, পরন্তু তাহা ত্রিগুণাতীত। কিঞ্চিদধিক বিস্তারে ইহাই জ্ঞাত হইতে পারা যায় যে, গুণময় ভূমিকায় যে গুণের প্রকাশ দেখা যায়, তাহা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও অনিত্য অর্থাৎ অস্থায়ী; পরন্তু শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবৎ-সেবা ব্যতীত ইতর প্রচেষ্টার কোন অবকাশ না থাকায় তিনি ভগবানের সকল সদ্‌গুণেরই দায়ভাক্। এবম্বিধ গুণ কখনও নষ্ট হয় না। তাহাই নির্গুণের গুণ।

সংসার—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মময়। জ্ঞান—কর্ম্ম-নাশা অর্থাৎ সংসার বৃক্ষের ছেদনকারী। শ্রীভক্ত ও ভগবানে প্রপন্নতায় শরণাগত হৃদয়ে যে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহারই নাম শ্রীভগবজ্জ্ঞান। তাহা সর্ব্বদাই ভক্তির অনুগত। কর্ম্মনাশক জ্ঞানে শুষ্কতা রহিয়াছে, পরন্তু ভক্তির অনুগামী জ্ঞান রসময় বা সদা আনন্দময়। সাধকজীবনে সাধনার প্রথমস্তরে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু তাহা ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশ করাইতে পারে না। ভক্তির দ্বারে পৌঁছান পর্য্যন্তই তাহার কার্য্য। এইমত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সকলেরই সীমা রহিয়াছে। নিজ নিজ কার্য্য করিয়া তাহারা বিরত হইয়া যায়, কিন্তু ভক্তির কোন সীমা নাই। ভগবান্ যেমন অসীম ভক্তিও তদ্রূপ অসীম। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিকে কোন সময়ে ক্রোড়ীভূত করিয়া, কোন সময়ে অতিক্রম করিয়া ভক্তির স্থিতি, পরন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদি 'ভক্তি'কে অতিক্রমই করিতে পারে না, ক্রোড়ীভূত করা ত' দূরের কথা। "জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।" "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত 'প্রেমভক্তি'র অনুশীলন-তৎপর হইলে আপনারা পরম সুখ লাভ করিবেন। আমি আপনাদের সকলের নিকট বিশেষতঃ "সাউথহল বিশ্ব হিন্দু মন্দিরের" সভ্যবৃন্দ সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। করুণাময় শ্রীহরি আপনাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে এ কাঙ্গালের প্রার্থনা।

(অভিনন্দন পত্রটি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল)।

VISHWA HINDU MANDIR

Registered With The Charity Commission No: 262922

2 - Lady Margaret Road (Near Town Hall)

Southall., Middx U. K.

Managed by;
Vishwa Hindu Kendra

Tel: 01-574-3870

Date ..16...7.80

Ref..................

श्रद्धेय स्वामी जी महाराज

सादर प्रणाम !

आज आप स्वदेश रवाना हो रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी विश्व हिन्दू मन्दिर के अधिकारी और सदस्य आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करते हैं।

वस्तुत: आप जैसी तपोमूर्ति ही मानवजाति का उद्धार कर सकती है। आपके सार-गर्भित और विद्वतापूर्ण भाषणों से धर्मप्रेमी जनता लाभान्वित हुई है ऐसा अनुभव करते हुए हमें गौरव हो रहा है।

भविष्य में पुन: इंग्लैण्ड पधारने की कृपा करें।

— सधन्यवाद —

(Cultural Secretary)

ट्रस्टी

শ্রীপুরুষোত্তমধামে দামোদরব্রত পালনের বিপুল আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ** বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে তদাশ্রিত শিষ্য বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমধামে আগামী ৩ কার্ত্তিক ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, ২০ অক্টোবর ১৯৮০ খৃষ্টাব্দ সোমবার শ্রীএকাদশী তিথি হইতে ২ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্যান্ত কার্ত্তিকব্রত, ঊর্জ্জব্রত, দামোদরব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমধামে অস্মদীয় পরম গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের **শুভাবির্ভাব তিথিপূজা** আগামী ২ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে বিশেষভাবে সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সম্মুখে গ্র্যাণ্ডরোডস্থিত সভামণ্ডপে ওড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা থাকিবে।

কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইতে ইচ্ছুক যাত্রিগন আগামী ২ কার্ত্তিক, ১৯ অক্টোবর রবিবার বিজয়াদশমী তিথিতে হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুভযাত্রা করতঃ পর দিবস ২০ অক্টোবর পুরী পৌঁছিবেন। যাঁহারা শ্রীভুবনেশ্বর, শ্রীসাক্ষীগোপালাদি স্থান দর্শনের ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা করা হইবে। আগামী ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ট্রেণে আসন সংরক্ষণ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থার সৌকর্য্যার্থে নিয়মসেবায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতেই মঠ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিতে এবং সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ গ্রহণ করতঃ নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ জানান হইতেছে। প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি লইবেন। ছোট থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটী, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হয়। **বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।**

১। **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ**, সম্পাদক
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ; ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

২। **শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী**
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী—৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে প্রণামী ইত্যাদি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর নামে পুরীর ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত, শুভানুধ্যায়ী, ধর্ম্মপ্রাণ, কলিকাতা নগরীতে বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংযুক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন নাথ মহোদয় বিগত ১২ বৈশাখ (১৩৮৭), ২৫ এপ্রিল (১৯৮০) শুক্রবার শ্রীএকাদশী তিথিতে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি বাংলাদেশ অন্তর্গত চট্টগ্রামে ইং ১৯২৬ সালের ১৫ মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ বসবাস করিতে থাকেন এবং নিজ উদার চরিত্রের বলে কলিকাতার বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদাশীল নেতৃত্বপদে নিযুক্ত হন। তিনি বিবিধ জনহিতকর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করেন। শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সাধু ভক্তগণের অবস্থানের জন্য গৃহ নির্ম্মাণে আনুকূল্য করিয়া তিনি সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা তিনি কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার আত্মার নিত্য মঙ্গল বিধান করুন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৮০

(২) **শরণাগতি**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— „ .৮০

(৩) **কল্যাণকল্পতরু** „ „ „ „ ১.০০

(৪) **গীতাবলী** „ „ „ „ .৮০

(৫) **গীতমালা** „ „ „ „ ১.০০

(৬) **জৈবধর্ম্ম** (রেক্সিন বাঁধান) „ „ „ „ ১৬.০০

(৭) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.০০

(৮) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ „ ১.৫০

(৯) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ .৮০

(১০) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) „ .৮০

(১১) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** — — — ভিক্ষা ১.৫০

(১৪) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — „ ১.৫০

(১৫) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ৩.০০

(১৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — „ ১১.০০

(১৭) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — „ .৫০

(১৮) **একাদশীমাহাত্ম্য** — — — „ ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) **গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস** — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — „ ১.৫০

(২০) **শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য** — — „ ১.০০

(২১) **শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য** — — — — „ ২.০০

(২২) **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত** (আদিলীলা + মধ্যলীলা) অন্ত্যলীলা যন্ত্রস্থ „ ৫৪.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

আশ্বিন
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

২০শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮৭
৮. পদ্মনাভ, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ; ২ অক্টোবর, ১৯৮০ { ৮ম সংখ্যা

রুচি জন্মিলে—'বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ'

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

কৃষ্ণ নাম রূপ গুণ লীলা চতুষ্টয়।
গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয়॥
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়।
কীর্ত্তন স্মরণকালে ক্রম পথে ধায়॥
জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগি ব্রজজনানুস্মরিয়া॥
নিরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন।
এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ॥

অজাতরুচি সাধক অন্য রুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণনাম রূপ গুণ লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশসার। সাধকজীবনে আদৌ শ্রবণ দশা, তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণ-গুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বরণ দশায় উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধিভেদে স্মরণ পাঁচপ্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধানরহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণদশার পরেই আপন দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে সম্পত্তি দশায় বস্তুসিদ্ধি। বৈধ ভক্তগণ "কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।" —শ্রীচরিতামৃত। তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে "বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।" "রাগা-নুগা ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥" "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥" —শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। "রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রবৃত্তি॥ বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে

নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা, ব্রজলোকানুসারতঃ॥" "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥" "দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।"—চরিতামৃত। শান্তরসে গো বেত্র বেণু কদম্বাদি, দাস্যরসে চিত্রক পত্রক রক্তকাদি, সখ্যরসে বলদেব শ্রীদাম সুদামাদি, বাৎসল্যরসে নন্দ যশোদাদি, মধুর রসে রাধিকা ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানসসেবনাদিই উপদেশসার।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(নানা কথা)

প্রশ্ন—জীবের ক্রমোন্নতির ভিত্তি কি ?

উত্তর—"স্বীয় স্বীয়-অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়।"

—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য', সঃ তোঃ ১০।৬

প্রঃ—নিজে শ্রীনাম গ্রহণ ও প্রচার করা ব্যতীত ভক্তি-ধর্ম্মে অপর জীবের শ্রদ্ধা উদিত করা যায় কি ?

উঃ—"যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, *** দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নামমহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।"

—'নববর্ষ আর্ত্তি-নিবেদন', সঃ তোঃ ১৫।১

প্রঃ—শ্রী, সুখ দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্খ, পন্থা-উৎপথ, স্বর্গ-নরক, গৃহ, আঢ্য-দরিদ্র, কৃপণ, ঈশ ও অনীশ কাহাকে বলে ?

উঃ—"নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নামই—'শ্রী'; সুখ দুঃখ বিনাশের নামই—'সুখ'; কামসুখাপেক্ষার নামই—'দুঃখ'; বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই—'পণ্ডিত'; যাঁহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই—'মূর্খ'; কৃষ্ণের নিগম বা আজ্ঞাই—'পন্থা'; চিত্তবিক্ষেপই—'উৎপথ'; সত্ত্ব-গুণোদয়ই—'স্বর্গ'; তমো-গুণ-বৃদ্ধির নামই—'নরক'; কৃষ্ণই একমাত্র বন্ধু ও গুরু; মনুষ্য-শরীরই—'গৃহ'; গুণাঢ্য ব্যক্তিই—'আঢ্য'; অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই—'দরিদ্র'; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই—'কৃপণ'; যিনি গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণসমূহে অনাসক্ত, তিনিই—'ঈশ'; যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী, তিনিই—অনীশ।"

—'প্রমাণনির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।৪৪-৪৭

প্রঃ—শুভাশুভ ফলের জন্য অদৃষ্ট দায়ী কি ?

উঃ—"সময় যতক্ষণ মন্দ থাকে, ততক্ষণ কোন সুবিধা দেখা যায় না; সময় ভাল হইলে সকল দিক্ প্রসন্ন হয়।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

প্রঃ—'এঁচড়ে পাকা' কাহাকে বলে ?

উঃ—"আজকাল এই একটি রোগ হইয়াছে যে, একটু 'ক' 'খ' লিখিতে পারিলেই অনায়াসে অজাতশ্মশ্রু

বালকগণ গুরুর ন্যায় উপদেশ করিতে থাকে,—ইহাদিগকেই 'এঁচড়ে-পাকা' বলে।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।৪

প্রঃ—নব্যপাণ্ডিত্যের লক্ষণ কিরূপ?

উঃ—"প্রাচীন-মতের প্রতি আক্রমণ করাই আজকাল পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।"

—'নূতন পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪।২

প্রঃ—বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য প্রভেদ কি? যুবকগণ সাধারণতঃ কোন্‌টির পক্ষপাতী?

উঃ—"বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য—ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতদিগের যত বাগাড়ম্বর, তত পাণ্ডিত্য নাই; ভারত-ক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী।"

—'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

প্রঃ—কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় কি?

উঃ—"কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, দন্ত নাই, চুল সকলই পাকিয়াছে, কিন্তু চুলে কলপ দিয়া এবং রূপার দাঁত বাঁধাইয়া বালকের ন্যায় বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। সে-সকল বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল-কারণ বলা যায় না।"

—'মর্কট বৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

প্রঃ—ধারণা, অনুভূতি ও যুক্তি কাহাকে বলে?

উঃ—"বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে, ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটি অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থান দান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে; এই বৃত্তিকে 'ধারণা' বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাবনিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প-সাধনার দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করত ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে; ঐ বিচারকে 'যুক্তি' কহা যায়। এই সমুদয় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়মূলক বলা যায়।"

—তঃ সূঃ, ১৬সূঃ

প্রঃ—শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি কাহাকে বলে?

উঃ—"যুক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়, তাহা—নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিক-বৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে 'মিশ্রযুক্তি' বলে; তাহা দুইপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র; তাহার অন্যতম নামই 'তর্ক'—ইহাই নিন্দনীয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৮

প্রঃ—জড় তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পক্ষে চিত্তত্ত্বের মীমাংসক হওয়ার দাম্ভিকতা পোষণ করা উচিত কি?

উঃ—"অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ-প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

প্রঃ—কোন্ কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ মর্ম্মোদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছেন?

উঃ—"Men of brilliant thoughts have passed by the work (the Bhagabat) in quest of truth and philosophy, but the prejudice which they imbibed from its useless readers and their conduct prevented them from making a candid investigation."

—The Bhagabat: Its Philosophy, its Ethics and Its Theology.

প্রঃ—কিরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত?

উঃ—"In fact, most readers are mere repositories of facts and statements made by

other people. But this is not study. The student is to read the facts with a view to create, and not with the object of fruitless retention. Students like satellites should reflect whatever light they receive from authors and not imprison the facts and thoughts just as the Magistrates imprison the convicts in the jail!"

—The Bhagabat: Its Philosophy Its Ethics and Its Theology.

প্রঃ—মহাজনগণের বাণী রহস্যাবৃত থাকে কেন এবং উহা কখন সহজবোধ্য হয়?

উঃ—"The expressions of all great men are nice but somewhat mysterious—when understood, they bring the truth nearest to the heart, otherwise they remain mere letters that "kill." The reason of the mystery is that men, advanced in their inward approach to Deity, are in the habit of receiving revelations which are but mysteries to those that are behind them."

—'To Love God' (Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871)

প্রঃ—জড়জগৎ চিজ্জগতের কোন ইঙ্গিত দেয় কি?

উঃ—"The outward appearance of Nature is nothing more than a sure index of its spiritual face. * * * Matter is the dictionary of spirit and material pictures are but the shadows of the spiritual affairs which our material eye carries back to our spiritual perception."

—The Bhagabat: Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(১৯)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
সেক্টর-২০ বি
চণ্ডীগড়-২০
৮।১০।৭১

স্নেহভাজনেষু,—

* * * সর্ব্বাবস্থা শ্রীভগবানের কৃপারূপে সত্যই বুঝিতে পারিলে আর অশুভ ও দুঃখের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। শ্রীভগবানের কৃপাহস্ত সর্ব্বত্র রহিয়াছে এবং তিনি কাহারও শত্রু নন, অধিকন্তু সকলেরই প্রিয়তম পাত্র বলিয়াও সকলের হিতবাঞ্ছা করেন এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ায় তাঁহার বিধান বাস্তবিক পক্ষে সকলের হিতকর, উহা শুদ্ধ-জ্ঞান ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধক জীবনে রকমারী পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইলে উহাতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টাই বুদ্ধিমত্তা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের তৃতীয় শ্লোকটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিবে।

পরম মঙ্গলময় শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাসুখে তাঁহার পদতলে থাকিয়া নিয়মসেবা পালন করিবে জানিয়া সুখীই হইলাম। এই সময়ে মুখ্যভাবে শ্রীনামসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীবিগ্রহ সেবার জন্য অধিকতর যত্ন করিও।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

(২০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গৌহাটি
১৯।৬।৫৩

বিপুল বৈষ্ণব সম্মান পূর্ব্বিকেয়ম্,—

* * * আপনার ৬।৬।৫৩ তারিখের কৃপালিপি পাইয়াছি। শ্রীমান্ * * * দাস ব্রহ্মচারীর প্রতি স্নেহ-বিশিষ্ট হইয়া আমার নিকটে যে বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা পরমার্থ লাভের আশায় সাধুসঙ্গে মঠে বাস করিতে আসিয়াছি। ভক্ত মঠবাসিগণের বিচার ও আচরণ কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণাপেক্ষা স্বতন্ত্র। ভগবান্, ভক্ত ও শ্রীভগবদ্ধামে অপ্রাকৃতবুদ্ধি হইলে অথবা অধোক্ষজ তত্ত্ববোধ লাভে প্রযত্নশীল হইলে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই নিঃশ্রেয়সার্থী ও তাঁহার বান্ধবগণের কর্ত্তব্য। বৈকুণ্ঠ বস্তুর সত্তা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডজাত তথা মনঃকল্পিত নয় বলিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তচ্ছঙ্গ লাভের চেষ্টা ভোগবাদেরই নামান্তর মাত্র। কর্ম্মিগণ বৈকুণ্ঠবস্তুকে নিজ প্রাকৃত ঐহিক ও আমুত্রিক স্থূল, সূক্ষ্ম ভোগের ইন্ধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়া থাকেন। কর্ম্মীর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ছলনা ও ভক্তের সাধন-চেষ্টা একজাতীয় অস্মিতা হইতে উত্থিত নয়। শুদ্ধ ভক্তগণ একলব্যের গুরুভক্তিকে সমাদর করেন না। ঐরূপ ভক্তি ছলনার যথাযোগ্য ফল তাঁহারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তের কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ও কর্ম্মীর স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু করিতে প্রয়াস একজাতীয় নয়।

শ্রীমান্ * * * দাসের প্রতি যদি কোন ব্যক্তি কখন অবিচারও করেন, তাহাও ভক্তিপথের পথিক হইলে অম্লান বদনে নিজ প্রিয়তম প্রভুর শ্রীকৃষ্ণেরই ব্যবস্থা জানিয়া স্বানন্দচিত্তে শ্রীকৃষ্ণভজনেই অধিকতর মনোনিবেশ করা দরকার। দুইপাতা সংস্কৃত পড়িলে বা ২।৪টা শ্লোক উচ্চারণ করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইল বলিয়া আমি মনে করি না। বৈষ্ণবগণের আদেশ বা নির্দ্দেশাদি গ্রহণে এত আপত্তির কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গতম শ্রীস্বরূপ-রামানন্দ বাহ্যতঃ শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থান করেন নাই বলিয়া তাঁহারা কি প্রেমভক্তিতে অসমৃদ্ধ ছিলেন? সেবকের সেবাবৃত্তির নিকটে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সেব্যের প্রাকট্য সম্ভব, পক্ষান্তরে কামুকের নিজেন্দ্রিয় তর্পণের তামসিকী, রাজসিকী বা সাত্ত্বিকী চেষ্টার নিকটে নির্গুণ শ্রীহরির প্রাকট্য হয় নাই; তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই তাহাকে বঞ্চিত করে। অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক মায়িকরূপ তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে ক্ষণকালের তরেও অন্যত্র গেলে শ্রীকুণ্ড-প্রেমাতুর * * * দাসের প্রাণ নির্গত হইয়া যাইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারি না। পরীক্ষা দিবার জন্য গোয়ালিয়রে যাইতে বা বক্সিস লইবার জন্য আগ্রায় যাইতে যাহার প্রাণ নির্গত হয় না, তাহার বৈষ্ণবদের আজ্ঞায় ভক্ত ও ভগবানের সেবার নিমিত্ত অন্য মঠে গেলে দেহত্যাগ হইবে, এই প্রকার প্রলাপোক্তি আমি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি না। গুরুতর আহার করিলে হজম না হইলে, যেরূপ উদ্বেগকর পরিস্থিতি হয়, তদ্রূপ ভক্তিশাস্ত্রের বড় বড় কথা অনধিকারী ব্যক্তি শুনিয়াও বদহজম হইলে উদ্বেগকর পরিস্থিতি প্রকাশ করে। * * * দাস যদি কিছুদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি-গীতিগুলি অধ্যয়ন ও বুঝিবার জন্য কাতরভাবে তাঁহার চরণে প্রণত হয়, তাহা হইলে শ্রীবিনোদ-বাণীর কৃপায় ক্রমশঃ নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়া সংশোধন করতঃ ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে যত্ন করিতে পারিবে। তাহাকে কুঞ্জবিহারী মঠের সেবা হইতে বা শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে অন্যত্র পাঠাইবার জন্য আমার কোন প্রকার আগ্রহ বা প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সকল বৈষ্ণবের সেবা বা আজ্ঞা-পালন আমি আমার

সাধন বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের যদি ইচ্ছা হয়, তাহাকে অন্তত্র রাখিতে বা সরাইতে, তাহাতে আমার আপত্তি করিবার কিছুই থাকিতে পারে না। নিষ্কপট ভক্তের অহৈতুকী ভক্তি অপ্রতিহতা ; উহা কেহ কখন রোধ করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার নিজজনকে সর্ব্বদা রক্ষণ ও পালন করিতে পারেন। ভক্তের ভয়ের কোন কারণই নাই। কখনও কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলেও আমি যেন ভ্রমেও কখন তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ না করি। আমারই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সাধারণতঃ আমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা আনয়ন করিতেছে। সুতরাং শ্রীমান্ * * * দাসকে আমার বক্তব্যগুলি ইচ্ছা করিলে আপনি বুঝাইয়া বলিতে পারেন। সেশ্রীপাদ * * * ও শ্রীপাদ * * * দাস প্রভু আদির সহিত পত্র বা সাক্ষাদ্‌ভাবে আলোচনাদি দ্বারা ও নিজ আচরণ সংশোধনাদি করতঃ যেখানে থাকিয়া হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারে এবং আনুষঙ্গিকভাবে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতে পারে, তাহা করিলে আমার আপত্তি করিবার কিছুই নাই। চতুর হইলে যেস্থান হইতে অবাঞ্ছিত অবস্থার উৎপত্তির হেতু বুঝিবে, তথায়ই সংশোধন প্রয়াস কর্ত্তব্য। * * *

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

সৃষ্টিরহস্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ যেমন অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা —ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম রূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি চিদ্ধামের প্রাকট্য বিধান করেন, তদ্রূপ সর্ব্ব-কর্ত্তা সেই কৃষ্ণেচ্ছায়ই সন্ধিনী শক্তিমত্তত্ত্ব সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণ-ক্ষুব্ধা জড়া মায়া ক্রিয়াবতী হইয়া এই চরাচর-জগৎপ্রসবিনী হন। ঈশ্বর-শক্তি ব্যতীত জড় হইতে কখনই জগৎসৃষ্টি সম্ভাবিত হয় না। ব্রজের কৃষ্ণ-বলরামই দ্বারকালীলায় বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে বিস্তৃতি লাভ করেন। ইঁহারাই আদি-চতুর্ব্যূহ, মহাবৈকুণ্ঠে ইঁহারই দ্বিতীয় প্রকাশ দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ রূপে বিদিত। ইঁহাতে মূল সঙ্কর্ষণ বলরামের যে সঙ্কর্ষণ-রূপ বিদ্যমান, তিনিই বিরজা বা কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষাবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে,—এই ঈক্ষণটি সরাসরি নহে, রমা দেবী এই ঈক্ষণ বহন করিয়া প্রকৃতিতে সংযোগ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই ঈক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—
'স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন। জীব রূপ বীজ তা'তে কৈলা সমর্পণ॥'—(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৭৩) এই ঈক্ষণ দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রকৃতিকে স্বীয় কালশক্তি দ্বারা ক্ষোভিত করিয়া তাহাতে জীবশক্ত্যাখ্য বীর্য্য আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকেন। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক — এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়), তামসিক অহঙ্কার হইতে গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাত্মক পঞ্চ তন্মাত্র, তাহা হইতে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌-ব্যোমাত্মক পঞ্চ মহাভূত। (ভাঃ ৩।২৬।২৩-২৫ দ্রষ্টব্য)

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥

—ভাঃ ৩,২৬।১৯

[অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ (পৌরুষপ্রভাব অর্থাৎ ঈশ্বরের বিক্রম স্বরূপ কাল-কর্ত্তৃক) ক্ষোভ-ধর্ম্মপ্রবণা প্রকৃতির অভিব্যক্তি স্থানে (যোনৌ) পরমপুরুষ জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তি আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশ-বহুল মহত্তত্ত্বকে প্রসব করিয়া থাকে।] 'হিরণ্ময়' বলিতে প্রকাশবহুল।

শ্রীভগবদ্ গীতাতেও ভগবান্ কহিয়াছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

—গীঃ ৯।১০

[অর্থাৎ প্রকৃতি আমারই শক্তি, আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে আমি প্রকৃতিতে যে কটাক্ষ করি, সেই কটাক্ষ-দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে; এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।]

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—ক্ষুভিতধর্ম্মিণী প্রকৃতি হইতে যে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়, সেই মহত্তত্ত্ব আপনাতে সূক্ষ্ম রূপে অবস্থিত অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চকে প্রকটিত করে এবং প্রলয়কালীন 'আত্মপ্রস্বাপন' (আত্মানং প্রস্বাপয়তি, প্রচ্ছাদয়তি ইতি তৎ অর্থাৎ আত্মপ্রচ্ছাদক) মহাতমঃ নিজ তেজঃ অর্থাৎ প্রভাব দ্বারা বিলোপ বা বিনাশ করে। সর্ব্বাগমপ্রসিদ্ধ যে চিত্ত সত্ত্বগুণ-সমন্বিত, স্বচ্ছ, শান্ত (রাগাদিবিরহিত), ভগবদুপলব্ধিস্থানভূত, যাহাকে পণ্ডিতগণ 'বাসুদেব' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাহা অধিষ্ঠেয় বাসুদেবের অধিষ্ঠান-স্বরূপ, সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ['মহদাত্মম্' 'মহত্তত্ত্বমেব দেহে চিত্তরূপেণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ' অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই দেহে চিত্তরূপে অবস্থান করে (চক্রবর্ত্তী টীকা)]। 'যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং' ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"চিত্তাহঙ্কারবুদ্ধিমনঃসু ক্রমেণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্না-নিরুদ্ধা উপাস্যদেবতাঃ চিত্তাদিশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞেয়াঃ। বিষ্ণু-রুদ্র-ব্রহ্ম-চন্দ্রাস্তু অধিষ্ঠাতারঃ।"

অর্থাৎ চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনে ঐ চিত্তাদি শুদ্ধি-নিমিত্ত যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উপাস্যদেবতারূপে অবস্থিত। বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা ও চন্দ্র যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

একই অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও লক্ষণানুসারে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারিপ্রকার ভেদ-বিশিষ্ট (ভাঃ ৩।২৬।১৪ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ স্কান্দ বচন উদ্ধার করিয়া ঐ অন্তঃকরণের চতুর্ব্বিধ বৃত্তিভেদের কথা লিখিয়াছেন—

"বুদ্ধিরধ্যবসানায় সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
অভিমানোঽহঙ্কার শ্চিত্তং স্মরণ-কারণম্॥"

অর্থাৎ বুদ্ধির বৃত্তি—নিশ্চয়, করণ, মনের বৃত্তি—সংশয়, অহঙ্কারের বৃত্তি—অভিমান ও চিত্তের বৃত্তি—স্মরণ।

সুতরাং অন্তঃকরণ যখন তাহাদের উপাস্য দেবতা-চতুষ্টয়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে, তখনই তাহার শুদ্ধতা।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব তত্ত্বসংখ্যান এইরূপে করিয়াছেন:—

পঞ্চ + পঞ্চ + দশ + চারি, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত + পঞ্চ-তন্মাত্র + দশ ইন্দ্রিয় + চারি অন্তঃকরণ = এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব + পঞ্চবিংশ তত্ত্ব রূপে কাল। এই কাল পৌরুষ-প্রভাব অর্থাৎ ঈশ্বরের বিক্রম-স্বরূপ, ইহা জীবক্ষোভক অর্থাৎ ইহা হইতেই জীবের দেহাদিতে আমি ও আমার —এইরূপ অজ্ঞানোত্থ ভ্রান্তি জন্মায়। আবার ইহা প্রকৃতি-ক্ষোভকও বটে। ইহা হইতেই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেষ প্রকৃতির ক্ষোভচেষ্টা উদিত হইয়া মহত্তত্ত্বাদির উদয় হইয়া থাকে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্ই আত্মমায়া দ্বারা নিখিল জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামি পুরুষরূপে এবং বাহিরে কালরূপে সর্ব্বসত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণিগণের নিয়ন্তা।

সুতরাং তত্ত্বসংখ্যা দাঁড়াইতেছে—উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব + জীব ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব + অন্তর্য্যামি পুরুষ সপ্তবিংশ তত্ত্ব + প্রকৃতি অষ্টাবিংশ তত্ত্ব (ভাঃ ৩।২৬।১১-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) — এই প্রকারে শ্রীকপিল দেবহূতি সংবাদে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব সংখ্যাত হইয়াছে।

বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনস্তত্ত্বের উদয় হয়। এই মনেরই সঙ্কল্প অর্থাৎ সামান্যতঃ বিষয় চিন্তন ও বিকল্প অর্থাৎ বিশেষরূপে বিষয় চিন্তন রূপ বৃত্তিদ্বয় দ্বারা কামের কামনা রূপ বৃত্তির সম্ভব বা উৎপত্তি হয়। মনই ইন্দ্রিয়গ্রামের অধীশ্বর ও 'অনিরুদ্ধ' নামে খ্যাত অর্থাৎ অনিরুদ্ধ দেবই মনের অধিদেবতা। মন সেই ভগবচ্চিন্তা-বিমুখ হইলেই নানা অনর্থদায়ক হইয়া পড়ে। যোগিগণ অভ্যাস (অর্থাৎ সদ্গুরূপদিষ্ট প্রকারে ভগবদ্ধ্যান যোগের নিরন্তর অনুশীলন) ও বৈরাগ্য (অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্তি) দ্বারা এই বিকারপ্রাপ্ত দুর্জ্জয় মনকে নিগৃহীত বা বশীভূত করিতে সমর্থ হন (গীঃ ৬।৩৫ চঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)। মনই জীবের অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে। (গীঃ ৬।৫-৬ দ্রষ্টব্য)।

তৈজস বা রাজস অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উদয় হয়। ইন্দ্রিয়গণের দ্রব্যস্ফুরণরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্বের বৃত্তি বা স্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্ব ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক বা প্রকাশক। বুদ্ধি ব্যতীত পঞ্চেন্দ্রিয়কে প্রবর্ত্তন করিতে বা চালাইতে কেহই সমর্থ নহে। যদিও চিত্ত, অহঙ্কার ও মন ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক বটে, তথাপি বুদ্ধি দ্বারা সেই অনুগ্রহ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদও 'দ্রব্যস্ফুরণে যদ্বিশেষ-জ্ঞানম্' ইহাকে বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন। এই বুদ্ধিতত্ত্বের সংশয় (একবস্তু বিষয়ে অনেক প্রকার জ্ঞান—এটা না সেটা ইত্যাকার), বিপর্য্যাস (মিথ্যাজ্ঞান), নিশ্চয় (যথার্থ প্রমাণজ্ঞান), স্মৃতি (স্মরণ) ও স্বাপ (নিদ্রা)—এই কয়েকটি লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধির মধ্যে কৃষ্ণভক্তিযোগবিষয়িণী ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা বুদ্ধি বলা হইয়াছে। ইহাই শুদ্ধবুদ্ধি। শ্রীভগবানের নিত্য সংযোগাকাঙ্ক্ষা প্রীতি পূর্ব্বক ভজনকারী জনগণকে শ্রীভগবান্ এই বুদ্ধিযোগ তাঁহাদিগের হৃদ্বৃত্তিতে উদ্ভাবিত করিয়া দিয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহারা অনায়াসে যোগিজন-দুরারাধ্য ভগবচ্চরণ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই একা বা একটিমাত্র—একোদ্দিষ্টা—ঐকান্তিকী—একমাত্র কৃষ্ণাভিমুখিনী—শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ী ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির এইরূপ লক্ষণ সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—

"মম শ্রীমদ্ গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনং মেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্যদশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু দুঃখং বাস্তু সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতবভক্তাবেব সম্ভবেৎ।"

অর্থাৎ আমার শ্রীমদ্ গুরূপদিষ্ট ভজন—ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণপরিচর্য্যাদি। ইহাই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবন-স্বরূপ। সাধন ও সাধ্য—উভয় দশায়ই ইহা আমি ত্যাগ করিতে অসমর্থ, ইহাই আমার একমাত্র কাম্য—অভিলষণীয়, ইহাই আমার করণীয় কার্য্য, ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন কার্য্য স্বপ্নেও অভিলষণীয় নহে, ইহাতে আমার সুখ হউক বা দুঃখ হউক, সংসার নাশপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি নাই—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিষ্কপট ভক্তিতেই সম্ভব হইয়া থাকে।

অব্যবসায়াত্মিকা বা অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির গতি বিভিন্ন মুখিনী। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্যত্র বুদ্ধি একোদ্দিষ্টা নহে। কামিব্যক্তিগণের কামনার অসংখ্যত্বহেতু তাহার শাখাও অনন্ত এবং তৎসাধনার্থ কর্ম্মও অনন্ত।

উপনিষদে দেহকে একটি রথ, দেহী জীবাত্মাকে রথী অর্থাৎ রথারূঢ়, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রথের ঘোড়ার প্রগ্রহ বা লাগাম, ইন্দ্রিয় সকলকে ঘোড়া এবং সেই ঘোড়ার বিচরণস্থানকে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা দেখান' হইয়াছে—রথারূঢ় জীব যখন তাঁহার দেহরূপ রথের উক্ত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা সুবুদ্ধিরূপ সারথি পান, তখন সেই সারথি ভগবচ্চিন্তারত শুদ্ধমন রূপ লাগাম ধরিয়া ভগবৎসেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ রূপ বিষয়ে বিচরণ করাইতে করাইতে রথখানিকে ব্রজে লইয়া চলেন।

এইজন্য তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে উদ্ভুতা বুদ্ধিকে ঐ তৈজসাহঙ্কার হইতে উৎপন্ন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক স্বরূপ বলা হইয়াছে। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ স্বরূপ পঞ্চ-তন্মাত্র, তাহা হইতে আকাশ-বায়ু-তেজ-অপ্ বা জল-ক্ষিতি-রূপ পঞ্চমহাভূত প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চ মহা-ভূতেরই সূক্ষ্মাবস্থা পঞ্চতন্মাত্র।

এইরূপে শ্রীভগবানের অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠানহেতু প্রকৃতিগর্ভে ঐ সকল তত্ত্বের সমবায় স্বরূপ ঈদৃশ চরা-চরাত্মক ব্যষ্টি বা সমষ্টি জগতের উদ্ভব হইয়া থাকে। তাঁহার অধ্যক্ষতা ব্যতীত জড়া প্রকৃতি হইতে কোন সৃষ্টিকার্য্য সম্ভাবিত হয় না। শ্রীদেবহূতি নন্দন ভগবান কপিলদেব এই সেশ্বর সাংখ্যের প্রবর্ত্তক। ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিল নিরীশ্বর সাংখ্যপ্রণেতা। বেদান্ত সূত্রে তাঁহার মত বিশেষভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কাপিলেয়-বাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন—

"তদেব বাসুদেবাখ্যং মহত্তত্ত্বনিয়ামকম্।
সঙ্কর্ষণাখ্যস্ত হরিঃ সূক্ষ্মাহংকার-যামকঃ॥
স্থূলাহংকারনিয়মো বিষ্ণুঃ প্রদ্যুম্ননামকঃ।
অনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্ব নিয়ন্তা ভগবান্ হরিঃ॥"
—ভাঃ ৩।২৬।১৯

পরবর্ত্তী ভাঃ ৩।২৬।২৫ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—

"সঙ্কর্ষণ নামক যে পুরুষের সহস্রমস্তক এবং তত্ত্ববিদ্গণ যাঁহাকে অনন্তদেব বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের কারণ।"

সুতরাং সঙ্কর্ষণ সূক্ষ্ম অহঙ্কারের নিয়ামক। স্থূলাহঙ্কার-নিয়ামক প্রদ্যুম্ন নামক বিষ্ণু, শ্রীভগবান্ অনিরুদ্ধ হরি মনস্তত্ত্ব-নিয়ন্তা। শ্রীবাসুদেব মহত্তত্ত্ব নিয়ন্তা হৃদয়ই মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্রমা, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বাকপতি ব্রহ্মা, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রুদ্র, চিত্তের অধি-ষ্ঠাতাও বাসুদেব এবং উপাস্য দেবতাও বাসুদেব। তিনিই প্রদ্যুম্নরূপে সমষ্টি—জীব হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী, তিনিই আবার অনিরুদ্ধরূপে ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী। (ভাঃ ৩।২৬।৩১ মূল ও বিশ্বনাথ দ্রষ্টব্য)।

উপরিউক্ত রুদ্রের অন্তর্য্যামী শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভু। শ্রীমদ্-ভাগবত ৫ম স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ে ১৫-১৬ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্, ন হ্যন্য-স্তত্রাপরো নির্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞঃ। যৎ-প্রবেক্ষ্যঃ স্ত্রীভাবস্তৎপশ্চাদ্বক্ষ্যামঃ॥ ১৫॥"

"ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধা-প্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি॥ ১৬॥"

অর্থাৎ "ইলাবৃতবর্ষে ঐশ্বর্য্যশালী শিবই একমাত্র পুরুষ, সেখানে অন্য কোন পুরুষ নাই ; যেহেতু ভবানীর শাপবৃত্তান্ত যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কখনও সেইস্থানে প্রবেশ করেন না ; যাঁহারা না জানিয়া প্রবেশ করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। এই শাপের বিবরণ পশ্চাৎ (নবম স্কন্ধে) বর্ণন করিব।

এই বর্ষে ভগবান্ ভব ভবানীর অর্ব্বুদ সহস্র সহচরী কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হন। ভগবান্ নারায়ণের বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ—এই চারিটী মূর্ত্তির মধ্যে চতুর্থী মূর্ত্তির নাম সঙ্কর্ষণ। এই মূর্ত্তি শুদ্ধচিন্ময়ী হইলেও জগৎ-সংহার প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ব্যবহারতঃ তামসী বলা যায়। ভব সেই মূর্ত্তিকে আপনার অংশী বা মূলকারণ জানিয়া তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবেশ পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে উপাসনা করেন।

মন্ত্র যথা—ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণ-সংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি॥ ১৭॥

অর্থাৎ প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক আমি সেই মহাপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। তিনি সর্ব্বগুণের প্রকাশক, কিন্তু স্বয়ং অপ্রমেয় ও অনন্ত॥ ১৭॥"

বৃহদ্ভাগবতামৃতে ও লঘুভাগবতামৃতে শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ইঁহার তত্ত্ব ও রুদ্রের সঙ্কর্ষণ-পূজা সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীভাগবত ৫।২৫।১-২ গদ্যে কথিত হইয়াছে—

"তস্য (পাতালস্য) মূলদেশে ত্রিংশদ্যোজন-

সংস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমান-লক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইতি আচক্ষতে ॥ ১ ॥

যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥ ২ ॥"

অর্থাৎ "পাতালের তলদেশে ত্রিংশৎ সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের এক তামসী কলা আছেন, তাঁহার নাম—'অনন্ত' (এই মূর্ত্তি বস্তুতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী, তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তরে থাকিয়া সংহার কার্য্যাদি করেন বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে তামসী বা তমোময়ী কলা বলা হইয়াছে)। ইনি জীবের 'আমি—ইহার ভোক্তা, ইহা—আমার ভোগ্য'—এইরূপ অভিমান-লক্ষণ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে ভোক্তা ও ভোগ্যের আকর্ষণ করেন বলিয়া সাত্বতগণ তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। (ভক্তগণ অহংতা ও মমতার শুদ্ধার্থ তদধিষ্ঠাতৃরূপে তাঁহার ধ্যান করেন)।

ক্ষিতিমণ্ডল ঐ সহস্রশীর্ষ অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণের একটিমাত্র ফণায় ধৃত হইয়া একটি সর্ষপের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।"

প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে অনন্তদেব যখন এই বিশ্ব সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ক্রোধ-নিবন্ধন ভ্রূকুটি-কুটিল ভ্রূমধ্য হইতে ত্রিশিখ শূল উত্তোলন পূর্ব্বক ত্রিলোচন একাদশরুদ্ররূপী সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র উত্থিত হন। (একাদশব্যূহঃ সঙ্কর্ষণঃ রুদ্রঃ উদতিষ্ঠৎ অর্থাৎ একাদশাখ্যং ব্যূহঃ গণঃ একাদশরুদ্রসমুদায়রূপঃ সঙ্কর্ষণাখ্যঃ রুদ্রঃ উদতিষ্ঠৎ বভূব)। (যেমন সৃজনেচ্ছু দ্বিতীয় পুরুষের নাভিমধ্যে রজোগুণাত্মক পদ্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তদ্বৎ)।

লঘুভাগবতামৃতে কথিত হইয়াছে,—ভূধারী ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের শয্যারূপ ভেদে শেষ দ্বিবিধ। ভূধারী শেষ সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া তিনিও সঙ্কর্ষণ নামে কথিত। মূল সঙ্কর্ষণ বলদেবেরই অংশভূত সঙ্কর্ষণ পাতালে বাস করিতেছেন। ইনি তালধ্বজ, বাগ্মী—চতুঃসনের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাতা। ইনি বনমালী ও রত্নোজ্জ্বলফণাধারী। শ্রীসঙ্কর্ষণ চতুর্ব্যূহেরই অন্তর্গত প্রথম ব্যূহ শ্রীবাসুদেবেরই বিলাস বিগ্রহ, তিনি চতুর্ব্যূহের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সমগ্র জীবের প্রাকট্যের কারণ বলিয়া তিনি 'জীব' নামেও কথিত হন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও রুদ্রের সঙ্কর্ষণ পূজা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১।২০

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ভরিয়া॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৫।৪৪

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (২।৫।১৯) লিখিত আছে—

সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্ত্রয়ম্।

অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র সঙ্কর্ষণের বদন হইতে নির্গত হইয়া (কালানল দ্বারা) ত্রিলোক গ্রাস করেন।

স্বায়ম্ভুব নারদ তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বের সহিত ব্রহ্মার সভায় শ্রীসঙ্কর্ষণের মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন।

(ভাঃ ৫।২৫।৮)

(চৈঃ ভাঃ আদি ১।৪৮-৫২, ৫৮-৬৯ পয়ারও দ্রষ্টব্য)
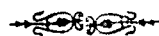
কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভপ্রবেশ-মহোৎসব

গত ১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্যমন্দিরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধাগোপীনাথ জীউ শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরাদিবাদ্যধ্বনিসহ শত শত ভক্ত কণ্ঠোচ্চারিত জয়ধ্বনি ও সুমধুর কৃষ্ণকীর্ত্তনকোলাহল মধ্যে শুভবিজয়

করতঃ সুসজ্জিত সুরম্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত যাবতীয় কৃত্য এবং বাস্তুযাগ সুসম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবহোম ও বাস্তুযাগাদি সম্পাদন করেন—বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ স্বয়ং এবং শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব ও উত্তরকালীয় যাবতীয় কৃত্য সম্পাদন করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। মাধ্যাহ্নিক ভোগা-রতির পর সমবেত অগণিত ভক্ত নরনারীবৃন্দকে বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীবিগ্রহগণের নবমন্দিরে এই শুভবিজয় উপলক্ষে ১০ই আষাঢ়, ২৪শে জুন মঙ্গলবার হইতে ১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীহরি-কথামৃত বিতরণেরও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দুই দিবস সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর টাউন হলে এবং তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাট মন্দিরেই ধর্ম্ম সভার আয়োজন হইয়াছিল। পৌরোহিত্য করেন বয়োবৃদ্ধ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ। ভাষণ দান করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব গোস্বামি মহারাজই এই শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তচ্ছিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কএক বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় ভক্তিমান্ সজ্জন ও ধর্ম্মপ্রাণা সহৃদয়া ভক্তিমতী মহিলার আর্থিক সহায়তায় এই মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠাদি কৃত্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন। এই শ্রীমঠের গৃহাদি সমেত ভূখণ্ডও দান করিয়াছিলেন স্বধাম-গতা ভক্তিমতী মহিলা করুণাময়ী কুণ্ডু। বাড়ীটি অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া পূর্ব্বের ঘরদ্বার প্রায় সমস্তই পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে।

এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা, শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ, যশড়া, বনগ্রাম প্রভৃতি বহুস্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। মঠবাসী ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত সেবাচেষ্টায় উৎসবটি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেব্যের সুখোৎপাদন রূপ নিষ্কপট সেবাচেষ্টার সুফল—কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য স্বয়ং কৃষ্ণই তাঁহার ভক্তকে দান করিয়া থাকেন। সুতরাং এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও তৎপ্রতিষ্ঠামহোৎসব উপলক্ষে, প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা কায়মনোবাক্যে যাঁহারা যাহা কিছু আনুকুল্য করিয়াছেন, তাহা করুণাময় কৃষ্ণকর্তৃক অবশ্যই স্বীকৃত হইবে এবং তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণ কৃপাভাজন হইবেন, ইহা নিঃসংশয়িত সত্য।
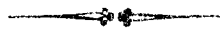
যশড়া শ্রীজগদীশপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

গত ১৪ই আষাঢ় (১৩৮৭), ইং ২৮শে জুন শনিবার পৌর্ণমাসী শুভবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়া (ভায়া চাকদহ), শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা কৃষ্ণনগর হইতে অপরাহ্নে ট্রেনযোগে চাকদহ আসি। চাকদহ হইতে যশড়া শ্রীপাট প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজ এই প্রাচীন শ্রীমন্দিরের সেবাধিকার প্রাপ্ত হইবার পর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা মহোৎসব—এই দুইটি মহোৎসবই প্রত্যব্দ বিপুলাকারে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীমন্দির-সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণে শ্রীজগন্নাথ-দেবের একটি উচ্চ স্নানবেদী আছে, তথায়ই মহানাম-সংকীর্ত্তন মধ্যে মহাসমারোহে তাঁহার মহাস্নান সম্পাদিত হয়। ঐ প্রাঙ্গণে বিরাট্ মেলা বসিয়া যায়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঐ মেলা থাকে। বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত অগণিত লোকসমাগম হয়।

বিজ্ঞাপিত উৎসবপঞ্জী অনুসারে এবার গত ১৩ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার অধিবাস উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর শ্রীমন্দির সমক্ষে একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বক্তৃতা দেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ কীর্ত্তন করেন।

১৪ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাবপৌর্ণমাসীশুভবাসরে তাঁহার মহাস্নান সম্পাদিত হয়। সকালে কতিপয় ভক্ত কীর্ত্তন সহযোগে গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গোদক লইয়া আসেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ স্নান আহ্নিকাদি সমাপনান্তে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করতঃ পূজারী শ্রীমৎ কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন করেন। অতঃপর শ্রীমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব সেবাইত শ্রীযুত বিশ্বনাথ গোস্বামি প্রভু আসিলে মুহুর্মুহুঃ বিপুল জয়ধ্বনিসহ নাম-সংকীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পহাণ্ডি আরম্ভ হয়। ৫।৬ জন বলিষ্ঠ সেবক যে শ্রীবিগ্রহ স্নানবেদীতে লইয়া যাইতে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়েন, সেই শ্রীবিগ্রহকে মাত্র একখানি যষ্টির সাহায্যে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর একাকী শ্রীপুরীধাম হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল লীলাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্ত প্রতি স্নেহবশতঃ মহাবিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হইয়াও ভক্তস্কন্ধে একখণ্ড শোলার মত পাতলা হইয়া ৩০০ মাইল রাস্তা চলিয়া আসিলেন! শ্রীজগন্নাথ স্নানমঞ্চে আরোহণ করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ অভিষেক আরম্ভ করেন।

শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তৎপ্রিয়তম শ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের আলেখ্যার্চ্চা এবং শ্রীবৃন্দাদেবীও স্নানমঞ্চে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, ১০৮ ঘট গঙ্গাজল প্রভৃতি দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীশালগ্রামের মহাস্নান সম্পাদিত হয়। শ্রীযুত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভক্ত শ্রীবীরেন্দ্র স্নান-সেবাকালে পুরী মহারাজকে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ১০৮ ঘটের কতিপয় ঘট এবং সহস্রধারা দ্বারা শ্রীমঠের সেক্রেটারী ও কৃষ্ণনগর শাখা মঠ সংরক্ষক মহারাজদ্বয় এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণও শ্রীজগন্নাথদেবকে স্নান করাইবার সৌভাগ্য বরণ করেন। স্নান সুসম্পন্ন হইলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ প্রোঞ্ছনান্তে বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্যাদি বিভূষিত করাইবার পর পুরী মহারাজ যথাবিধি পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদীতে শুভবিজয় কাল হইতে এতাবৎকাল মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব স্নানবেদীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দসহ অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন পরিচালনা করিয়াছেন। অতঃপর কীর্ত্তনমুখে স্নানবেদী বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে ভক্তবৃন্দ বিশ্রাম গ্রহণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

স্নানযাত্রা দর্শনার্থ বহু স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হয়। সকলেই শ্রীজগবন্ধুর দর্শন ও প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

সন্ধ্যায় পুনরায় কীর্ত্তন সহযোগে প্রভুকে স্নানবেদী হইতে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়া মন্দির মধ্যে পশ্চিমদিকে পূর্ব্বমুখী করিয়া রাখা হয়। এখানকার নিয়মানুসারে দিবসত্রয় অদর্শন বা অনবসর পালন করা হয়, চতুর্থ দিবস প্রভু নিজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া সকলকেই দর্শন দান করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরালিন্দে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে ভাষণ দান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

স্নানযাত্রার পর দিবস ১৫ই আষাঢ় শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
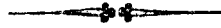
আগরতলায় স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের হার্দ্দী প্রচেষ্টায় আগরতলা-স্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের—শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউ মন্দিরের শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ জীউর স্নান-যাত্রা, রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৪ আষাঢ়, ২৮ জুন শনিবার স্নানযাত্রা উৎসবে বিপুল সংখ্যক নরনারী দর্শনার্থীর ভীড় হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ত্রিপুরা ও আগরতলায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণ ৩০ আষাঢ়, ১৪ জুলাই সোমবার রথযাত্রা ও ৬ শ্রাবণ, ২২ জুলাই মঙ্গলবার পুনর্যাত্রার রাস্তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সংক্ষেপ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বহু পুলিশ নিয়োগ করিয়া রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ১৫ জুলাই রবিবার হইতে ২১ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে শ্রীঅরবিন্দ লোচন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীননীগোপাল দাস বনচারীর মূল-গায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

আমরা শুনিয়া উৎসাহিত হইলাম, এইবার আগর-তলায় রথযাত্রাকালে শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গে ও ভক্তগণের অঙ্গে সজোরে ফলাদি নিক্ষেপরূপ অভক্তিপর কার্য্য অনেক কম হইয়াছে। একেবারেই যদি না হয়, পরম সুখের বিষয় হইবে। পুরীর রথযাত্রা হইতে আগত এক ভক্তের মুখে শুনিলাম, পুরীতে রথযাত্রাকালে কোনও এক ব্যক্তি একটী নারিকেল রথের উপর ছুড়িয়া মারে, উহা রথে ঘা খাইয়া ক্রোড়ে সন্তানসহ রথাকর্ষণরত একজন মহিলার মস্তকে আসিয়া আঘাত করে ও তাহার মস্তক হইতে দরদর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি নারিকেল ছুড়িয়া মারিয়াছে, তাহার চিন্তা করা উচিত, যদি সেই মহিলা তাহার জননী, স্ত্রী, কন্যা বা ভগ্নী হইত, তাহার কি সুখ হইত? এই জাতীয় অমানুষিক কার্য্য যেখানেই হউক না কেন, কখনই কোন যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না। ভক্তিময় কার্য্যকে বিভী-ষিকাময় করার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। ভগবান্ যেরূপ আরাধ্য, ভক্তও তদ্রূপ আরাধ্য—আরাধ্যকে আঘাত করিয়া কখনও আরাধনা হয় না।

পুরী হইতে আগত সেই ব্যক্তির নিকট ইহাও শুনিলাম, বহু ভক্ত বহুবিধ মিষ্ট দ্রব্য, খৈ, চিড়া-নারিকেল-মিশ্রিত একপ্রকার খাদ্য দূর হইতে শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন করিতেছেন, উক্ত প্রসাদ স্বয়ং পাইতেছেন অপরকেও দিতেছেন—ইহা কত সুন্দর ও কত সুখদ! শ্রীজগন্নাথদেব যখন রথে বাহির হন, তখন দৃষ্টি-ভোগ হয়—দূর হইতে ভক্তগণ ভোগ নিবেদন করিতে পারেন। করুণাময় পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবের ইহা এক অপরিসীম কৃপা। আগরতলায় রথযাত্রাকালে এই প্রকার ভোগ নিবেদন প্রথা লক্ষ্য করি নাই। যদি তথাকার ভক্তবৃন্দ ফলাদি ছুড়িয়া মারার পরিবর্ত্তে ঠোঙ্গ

করিয়া দূর হইতে দৃষ্টি-ভোগ দেন, নিজেরাও প্রসাদ পাইতে পারিবেন, অপরকেও দিতে পারিবেন, ইহা কত সুন্দর ও সুখদ হইবে !

শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দ লোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীগৌতম দাস, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক সেবাভূষণ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক ভক্তবন্ধু, শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা ভক্তিপ্রমোদ, ডাঃ শ্রীঊষা গাঙ্গুলী ভক্তবান্ধব, শ্রীঅমূল্য ভূষণ চৌধুরী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং সজ্জনবৃন্দের বিশেষ পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।
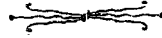
হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামূলে হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২২ আগষ্ট (১৯৮০), ৫ ভাদ্র শুক্রবার পবিত্রারোপিণী একাদশী তিথি হইতে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৭ ভাদ্র বুধবার শ্রীনন্দোৎসব তিথিবাসর পর্য্যন্ত একটি বিদ্যুৎ দ্বারা সঞ্চালিত সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তাহাতে ৫টী ষ্টলে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার সৎশিক্ষা-সম্বলিত বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক মনোরম দৃশ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচুর পরিশ্রম সত্ত্বেও যে লোকসমাগম সম্ভব হয় নাই, তাহা এই সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর আকর্ষণে অত্যল্পকালেই সম্ভবপর হইয়াছে। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রকটকালে এখানে প্রদর্শনী করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই মনোঽভীষ্ট পূরণার্থ আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ সেই প্রদর্শনীর আয়োজন গত বৎসর হইতেই আরম্ভ করিয়া সমগ্র হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ সহরের মধ্যে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা এইরূপ লোকসমাগম স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আনন্দে বিশেষভাবে অভিভূত হইয়াছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটকালে ইহা সম্ভব হইলে তিনি কতই না আনন্দ লাভ করিতেন !

এবারকার প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীয় বিষয় ছিল—

(১) শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবলীলা, কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভাব, দেবকী ও বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণস্তব, বসুদেবের কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে গমন ও যোগমায়াকে লইয়া পুনরায় কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন।

(২) শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনলীলা—মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনমঞ্চ, দুইপার্শ্বে ৪ জন করিয়া মোট ৮ জন সখী চামর ব্যজন এবং মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর ও বীণাবাদনসহ কীর্ত্তনরতা।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের মাখনচুরি-লীলা—পর পর দুইজন রাখাল বালকের উপর চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের মাখনচুরি ও তাহা সখাগণের মধ্যে বিতরণ। অপরদিকে বেত্রহস্তে মা যশোদার গৃহে প্রবেশ।

(৪) মা যশোদার গোদোহন-লীলা—মাতা যশোদা কর্ত্তৃক নিজহস্তে গোদোহন, কৃষ্ণের দুগ্ধপান ও বলরামের গো-বৎস আকর্ষণলীলা ও অপরদিকে নন্দমহারাজের গোশালা দেখান' হইয়াছে।

(৫) কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসি-বেশে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বেদান্ত শ্রবণ-লীলা ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যাকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন,—যাহার জন্য উক্ত প্রদর্শনীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের ভীড় হইত বা কেহই সেই স্থান ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেন না।

এবারের প্রদর্শনী এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, স্থানীয় অধ্যাপক ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কলাকার শ্রীবেদগিরি রাও উহা দর্শন করিয়া টেলিভিসনের মাধ্যমে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি টেলিভিসন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮-১০মিঃ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহা 'শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ দেওয়ান দেউড়ীতে সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী' নাম দিয়া প্রচার করেন। শ্রীপাদ শ্যামানন্দ প্রভুর চেষ্টায় আমরা মঠে বসিয়া উক্ত প্রদর্শনী দর্শনে পরম সুখ অনুভব করি। টেলিভিসন যোগে যেন সাক্ষাৎ প্রদর্শনী দর্শন অপেক্ষা অধিক সুন্দররূপেই দর্শন করিলাম বলিয়া মনে হইল। মঠের আরাত্রিক তথা শ্রীমন্দির-পরিক্রমাও তাহাতে দেখান হইয়াছে। লাইটের অভাবে শ্রীমন্দিরের দৃশ্যটী প্রকাশোপযোগী করিয়া উঠাইতে না পারায় তাহা দেখাইতে পারেন নাই। স্থানীয় গোসামহল গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী-সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আনিয়া প্রদর্শনী দর্শন করিয়া যান। দর্শনকারী সকলেই প্রদর্শনীর উচ্চ প্রশংসা করিয়া বিপুল প্রচার করিতেছেন। প্রদর্শনী বন্ধ হইলেও বহু লোকজন আসিতেছেন। এবারের শ্রীনন্দোৎসব দিবসে প্রসাদ-বিতরণের কথা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বহুদূর হইতে মঠে প্রসাদ পাওয়ার জন্য লোকসমাগম হয়। ইতিপূর্ব্বে এত অধিক লোক কোন দিনই প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীলক্ষ্মণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র দাসব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরবি-লোচন দাস ব্রহ্মচারী ও ভকতজী প্রমুখ মঠসেবক এবং শ্রীগহিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, জগৎ দাস, কৃষ্ণা রেড্ডি ও জগ্গা রেড্ডি প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহা ছাড়া কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ প্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রভু ১৭ই আগষ্ট উপস্থিত হইয়া মঠসেবকগণকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে
পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোড্স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তৎপ্রবর্ত্তিত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান এ বৎসর বিগত ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে এবং কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু শত ভক্ত-অতিথির শ্রীমঠে শুভাগমন হইয়াছিল। প্রথম দিবস শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-অধিবাস-বাসরে ১৫ ভাদ্র সোমবার শ্রীমঠ হইতে বহু মৃদঙ্গাদিসহ বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। নগর-সঙ্কীর্ত্তনে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমঠের সঙ্কীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেসনে যথাক্রমে পৌরোহিত্য করেন—কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল রায়চৌধুরী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়, শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাইন। শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, শ্রীরণদেব চৌধুরী—বার-এট্‌-ল, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তারূপে তাঁহাদের অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত সভায় অভিভাষণ প্রদান করেন—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। সভার বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—"হিংসা-প্রবণ বিশ্বে শান্তির উপায়", "পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ", "শুদ্ধভক্তির বশ শ্রীভগবান্", "সুসভ্য মনুষ্যজীবনের মূলভিত্তি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু" ও "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি"।

কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—

"সুসভ্য জাতি ব'লে অভিমানকারী দেশগুলিতে এমন সব আণবিক বোমা তৈরী হয়েছে, যদি তার বিস্ফোরণ হয়, তা'হলে সমস্ত পৃথিবী মুহূর্ত্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। শক্তিশালী জাতিগুলি দুর্ব্বল জাতির উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যে প্রকার অবিচারিত দুর্দ্দমনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হয় জ্যোতিষিকের বাক্য 'শতাব্দীর শেষে পৃথিবী ধ্বংস হবে' তা' সত্যও হতে পারে। দেশে বিদেশে মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, হিংসার তাণ্ডব ও পরপীড়নের মনোভাব দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে উহা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়েছে। আধুনিক মানুষ নিজেকে সভ্য বলে মনে করে। কিন্তু যে সভ্যতা ধ্বংসকে আনয়ন করে, তা কি সভ্যতা? এই তথাকথিত সভ্যতার মূলে নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর গলদ আছে যার জন্য মানুষ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেহটাই ব্যক্তি, দেহের স্বার্থ মানুষের একমাত্র স্বার্থ, দেশগত-প্রদেশগত-জাতিগত-ভাষাগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণই পবিত্রতম কার্য্য, এইরূপ আদর্শের মহিমা প্রচার মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি, বিভেদ, হিংসা, সংঘর্ষ বৃদ্ধি করে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জানিয়েছেন—স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় মানুষের স্বরূপের পরিচয় নয়, উহা বাহ্য পরিচয়, স্বরূপের পরিচয় মানুষ চিৎকণ, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হতে সম্ভূত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ অসীম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁকে অনন্ত জীব অনন্তরূপে পেলেও তাঁর শেষ হয় না। এজন্য সেক্ষেত্রে ঝগড়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। সীমাবিশিষ্ট বস্তুকে প্রয়োজন মনে করলেই ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। যদি সকলের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন হয়, সেখানে স্বার্থ এক হওয়ায় সংঘাত হবে না। স্বার্থের কেন্দ্র বহু হলে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। যিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি লাভ করবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সর্ব্বজীবকে প্রীতি করবেন। সম্বন্ধ দর্শন না হলে প্রীতির উদয় হয় না। এই ভগবৎ প্রেম জীবে প্রকট করার জন্য শ্রেষ্ঠ ও সহজ যুগোপযোগী সাধন শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। সাধুসঙ্গে নিরপরাধে হরিনামের দ্বারা সমস্ত অসৎপ্রবৃত্তির ধ্বংস হয়, সর্ব্বপ্রকার শুভের উদয় হয়, মানুষ ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত হয়ে সর্ব্বজীবকে প্রীতি করার হৃদ্গত ভাব লাভ ক'রতে পারে। প্রীতি সাধনের আনুষঙ্গিক ফলে হিংসার প্রবণতা

দূরীভূত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণীর অনুশীলন ও বিস্তারের দ্বারাই ধ্বংসোন্মুখ মানুষ রক্ষিত হতে পারে, অন্য উপায়ে নহে।"

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ এবং রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সহযোগে সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। ভোগরাগান্তে যোগ-দানকারী বহু শত ভক্তবৃন্দকে অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সপ্তাহব্যাপী বহুশত ভক্ত অতিথির যথোচিত সৎকার ও মহোৎসব দিবসে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও উৎসবের অন্যান্য বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা মুখ্যভাবে আনুকূল্য সংগ্রহ করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্রমানুযায়ী উল্লেখযোগ্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদন দাস ব্রহ্মচারী ও তৎসহ শ্রীবাসুদেব দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীখগপতি দাস বনচারী, শ্রীপ্রভুপদদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীতীর্থপদ দাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও জন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)— করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃপায় গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব সুসম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভাব উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ হরিচরণ দাসাধিকারী ব্যাকরণ শাস্ত্রী, শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণরঞ্জন বনচারী ভাষণ প্রদান করেন। বন্যা এবং আসামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য দর্শনার্থীর সমাগম কম হয় নাই। প্রায় প্রত্যহ কয়েক সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন পাঠাদি চলিতে থাকে। বেলা ১০ টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ চলে। সন্ধ্যা ৭ টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ভবনে একটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিচরণ দাসাধিকারী ব্যাকরণ-শাস্ত্রী মহোদয় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণরঞ্জন বনচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী এবং ডাক্তার দুর্গা সেন মহোদয় কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। উৎসবে মূল গায়করূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীপাদ উপানন্দ দাসাধিকারী। ধর্ম্মসভায় যোগদান-কারী সমবেত ভক্ত নরনারী মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাভিষেকাদি দর্শন করিয়া অবশিষ্টরাত্রি মঠের কীর্ত্তন-ভবনেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে প্রায় ছয় সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। আসামের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যেও মঠের সেবকগণ উৎসবটিকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপাদ কৃষ্ণরঞ্জন বনচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেরাদুনে — দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব— শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভা, মধ্যরাত্রে শ্রীভগবানের অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি মুখে এবং পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব পাঠকীর্ত্তন ও সহস্রাধিক ভক্তনরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (পাঠ বক্তৃতাদি), শ্রীরাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতুলসীদাসাধিকারী, শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী (কীর্ত্তন), শ্রীগঙ্গারাম ব্রহ্মচারী (রন্ধন সেবা) এবং স্থানীয় মঠাশ্রিত সেবকগণের বিভিন্ন সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তেজপুরে (আসাম)— আসামের নানাপ্রকার বিপৎসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যেও তেজপুরস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব, ভগবানের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী কৃপামূলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব একরূপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। পঞ্চদিবসব্যাপী ঝুলনোৎসবকালে প্রায় ২০-২৫ জন পুলিশ প্রত্যহ শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিয়াছেন। কোন বিশেষ আলোকসজ্জা বা প্রদর্শনী প্রভৃতি করা সম্ভব হয় নাই। প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শনের প্রোগ্রাম করা হইয়াছিল। ভগবদিচ্ছায় কোন গণ্ডগোল হয় নাই। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে ও আপ্রাণ সেবাচেষ্টায় উৎসবাদি পাঠকীর্ত্তন বক্তৃতা ও সামর্থ্যানুযায়ী প্রসাদ বিতরণ-মুখে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বেহালাস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমে নবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীধামমায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎশাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত—খড়গপুর, পুরী ও বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রম এবং কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ গত ১৭ই চৈত্র (১৩৮৬), ইং ৩১শে মার্চ্চ (১৯৮০) সোমবার শুভবাসরে তাঁহার কলিকাতা বেহালা ২৩নং ভূপেন রায় রোডস্থ নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট অপূর্ব্বদর্শন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও ঐ শ্রীমন্দিরে তাঁহার নিত্যসেবিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনদেবের শুভ প্রবেশ মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে ও সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছেন—ঝাড়গ্রাম শ্রীগৌরসারস্বতমঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান-বৈশিষ্ট্য। ভাষণ দান করিয়াছিলেন—শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ ও পুরী মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, তচ্ছিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ।

১৭ই চৈত্র সোমবার শ্রীশ্রীবলরাম রাসপূর্ণিমা — শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্তরাস—শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব শুভবাসরে পূজ্যপাদ শ্রৌতী মহারাজ সকাল ৬-৩০ ঘটিকা মধ্যে শ্রীল সন্ত মহারাজের নিত্য সেবিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরসুন্দর-রাধামদনমোহনজিউ-শ্রীগিরিধারী-বালগোপাল-শালগ্রামাদি শ্রীবিগ্রহের পূর্ব্ব অধিষ্ঠান প্রকোষ্ঠে বিশেষ ক্ষিপ্রতা সংকারে অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করান। এদিকে নব মন্দিরালিন্দের নৈর্ঋত কোণে প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত বাস্তুপূজা, বাস্তুযাগ, দশদিক্পাল পূজাদিও শ্রীমদ্

ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদন করিলে ভক্তসহস্রকণ্ঠসমুচ্চারিত মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ জয়োল্লাস মধ্যে শ্রীবৃন্দাদেবীসহ শ্রীবিগ্রহগণ নব-মন্দিরে প্রবেশ ও নবসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অনন্তর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ষোড়শোপচারে সিংহাসনারূঢ় শ্রীবিগ্রহগণের মহাপূজা ও ভোগরাগ সম্পাদন পূর্ব্বক আরাত্রিক বিধানকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রাচ্য দর্শনানুশীলন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রেরিত শ্রীচৈতন্যবাণীর সর্ব্বপ্রথম প্রচারকবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ মহাসঙ্কীর্ত্তন ও জয় জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। অতঃপর আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে শ্রীমঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমী বনচারী ভক্তবৃন্দ অসংখ্য গৃহস্থ নরনারী ভক্তবৃন্দসহ উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্রসাদ বিতরণ চলিয়াছে, পরে ৩॥ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি মহতী-ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—শ্রীবিগ্রহ-সেবার তাৎপর্য্য। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। অন্যান্য মঠের স্বামীজী মহারাজগণও আলোচ্যবিষয় সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। সভাশেষে শ্রীপাদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ সভায় সমবেত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বক্তা, শ্রোতা, শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সহায়তাকারী সজ্জনবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল সন্ত মহারাজ উক্ত শ্রীচৈতন্য আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজিউর ঝুলনযাত্রা উৎসব, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব ও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ঝুলনোপলক্ষ্যে ৫ই ভাদ্র একাদশীতিথি হইতে ৯ই ভাদ্র শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় যথাক্রমে ৫টি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় ছিল যথাক্রমে—(১) শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব ও তাঁহার ঝুলনযাত্রা, (২) শাস্ত্র ও ধর্ম্ম মানিবার প্রয়োজনীয়তা, (৩) শ্রীনামই একমাত্র সাধন ও সাধ্য, (৪) বিশ্বশান্তি সমাধানে শ্রীচৈতন্য-দেবের দান ও (৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব।

প্রথম দিনের পৌরোহিত্য করেন — ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, চেতলা গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ। দ্বিতীয় দিবস শ্রীমৎ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ — শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ স্বয়ং হোম কার্য্য সম্পাদন করেন। মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার সভায় সভাপতিত্ব করেন—অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভাষণ দানের পরই কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দিবস এবং অন্যান্য দিবসও সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

গত ৪ঠা আশ্বিন, ২১ শে সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীবামন দ্বাদশী দিবস—অর্থাৎ শ্রীশ্রীবামনদেবের শুভাবির্ভাব বাসরে সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের উক্ত বেহালা শ্রীচৈতন্য-আশ্রমের সান্ধ্য অধিবেশনে ভাষণ দান করেন। রাত্রে তাঁহারা ঐ মঠেই বিশ্রাম করিয়া পরদিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূজ্যপাদ সন্ত মহারাজ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

WHILE PURCHASING COTTON CLOTH, YARN, HESSIAN, SACKING, CARPET BACKING AND OTHER JUTE & COTTON PRODUCTS, PLEASE INSIST ON QUALITY PRODUCTION.

We are always ready to meet the exact type of your requirement

NEW GUJRAT COTTON MILLS LIMITED

4 & 4-A, Red Cross Place,

CALCUTTA - 700 001.

PHONE : 23-7197, 23-6973

TELEX : 021-2196

COTTON MILLS

Unit No. 1 - Naroda Road, Ahmedabad.

Unit No.2 - Outside Dariapur Gate, Ahmedabad.

JUTE MILLS

Kanoria Jute Mills,
Sijberia, P. O. Uluberia.
Dist. Howrah (W. B.)

SPINNING MILLS

Shree Hanuman Cotton Mills,
Fuleshwar, P. O. Uluberia,
Dist. Howrah (W. B.)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ৮০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, .৮০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.০০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.৫০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭.৫০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৫.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.০০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা + মধ্যলীলা) অন্ত্যলীলা যন্ত্রস্থ ,, ৫৩.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২০শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮৭
৯ দামোদর ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, শনিবার; ১ নভেম্বর, ১৯৮০ — ৯ম সংখ্যা

রাধাকুণ্ডসেবাই পরম পরাকাষ্ঠাসেবা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।
গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥
গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম নিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্দ্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন? শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব রাধাকুণ্ড সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠাসেবা-রূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(নানা কথা)

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মে পণ্ডিত ও মূর্খের সমান অধিকার হইলেও তাহাদের ভজন-প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য আছে কি ?

উত্তর—"The religion preached by Mahaprabhu is universal and not exclusive. The most learned and the most ignorant are both entitled to embrace it. The learned people will accept it with a knowledge of *Sambandhatatwa* as explained in the categories. The ignorant have the same privilege by simply uttering the name of the Deity and mixing in the company of pure Vaishnavas."

—*Chaitanya Mahaprabhu ; His life and Precepts.*

প্রঃ—অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য কি কথায় বুঝাইবার বস্তু ?

উঃ—"অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যসমূহ বিচার করিবার বিষয় নয়,—আস্বাদন করিবার বিষয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সেই অপূর্ব্ব আস্বাদন উদিত হয় নাই, তাঁহারা কেবল কথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

প্রঃ—স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবসকল কি নিম্নাধিকারীর বোধগম্য ?

উঃ—"স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনও কখনও দর্শনানুসারে স্তবাদিতে ভগবানের বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে তাহা সংক্ষিপ্ত হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে তাহা প্রকাশ পায়। সে-সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই।" —জৈঃ ধঃ ৪০তম অঃ

প্রঃ—জনসাধারণ অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকের সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিতে অসমর্থ কেন ?

উঃ—"অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না ; অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

প্রঃ—ত্রিশূলের স্বরূপ কি ?

উঃ—"জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই —'ত্রিশূল'।" —ব্রঃ সং ৫।৫

প্রঃ—চিত্রপট-দর্শন বা বিশ্বকৌশল-দর্শনটি কি ?

উঃ—"শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল-দর্শনের নামই—চিত্রপট দর্শন। মায়িক বিশ্বটি চিদ্বিশ্বের হেয় প্রতিভাত ছবি—ইহা যাঁহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট-দর্শন করিয়াছেন, বলা যায়।" —কৃঃ সঃ ৯।১৭

প্রঃ—সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে কাহার কর্ত্তৃত্ব ও বিলাস-ভাব বিরাজিত ?

উঃ—"জড়-কর্ত্তৃক অথবা শুষ্ক চৈতন্য কর্ত্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল-বিভাগের দ্বারা মানবজাতির বাস-স্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্য বিভাগের দ্বারা সৌরজগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থাপনের দ্বারা কালাকাল-নিরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদিত হইতে পারে ? পরমেশ্বরের বিলাস-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।"

—তঃ সূঃ ৬সূঃ

প্রঃ—ঈশ্বরবিশ্বাস কি মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম নহে ?

উঃ—"ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস-সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও

চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত-সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাহা-দিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—ভক্তি-পোষক ধর্ম্ম মাত্রে অল্প-বিস্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হয় না কি?

উঃ—"জগতে যত প্রকার ভক্তিপোষক ধর্ম্ম আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মে কিয়ৎপরিমাণে বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হইবে।"

—'খৃষ্ট-হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয়' সঃ তোঃ ২।৬

প্রঃ—বৈষ্ণব ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—"চার্ব্বাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ 'হিন্দু' নহেন, কিন্তু সর্ব্বলোক-নমস্কৃত 'বৈষ্ণব'। বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্ব-জাতিকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন।"

—'সোমপ্রকাশ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।১০-১১

প্রঃ—বৈষ্ণবতত্ত্বাবধারণে কিরূপ বুদ্ধি প্রয়োজন?

উঃ—"বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বক খণ্ড-খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা স্থূলবুদ্ধি।"

—কৃঃ সং ৮।২০

প্রঃ—বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যাঁহারা কেবল বৈধ-কাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের পরিণতি কি হয়?

উঃ—"বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত-উন্নত-গর্ভ থাকায় যাঁহারা বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন।" —কৃঃ সং ৮।২০

প্রঃ—শাস্ত্রোপদিষ্ট উদ্দিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট বিষয় কাহাকে বলে?

উঃ—"শাস্ত্রসমূহের দুইপ্রকার বিষয়—অর্থাৎ 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ও 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। যে-বিষয়টি যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার 'উদ্দিষ্ট' বিষয়; (আর) যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম—'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়।"

—গীঃ—রঃ রঃ ভাঃ ২।৪৫

প্রঃ—বৈধ ও রাগানুগ ভক্তের স্ব-স্ব অধিকার লঙ্ঘন করা উচিত কি?

উঃ—"বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানুগের জন্য ব্যবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে 'কামারের দই পাতা'র ন্যায় তাঁহার ব্যবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগানুগ ভক্ত বৈধদিগের অনুষ্ঠেয় কোন বিধির নিন্দা করিলে যেরূপ অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রা-চার্য্যের বিধি নির্ম্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া উঠে।"

—'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪।১

প্রঃ—মহাজন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণের মহিমা-প্রচারার্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কি উপদেশ ও অনুরোধ ছিল?

উঃ—"আমরা রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীশ বাবুকে অনুনয়-পূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক বৈষ্ণব-কীর্ত্তনের একখানি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবদিগকে যেন বিশেষ সুখী করেন। ঐগ্রন্থে সমস্ত রাগ-রাগিণী, তাল-মান ও কীর্ত্তনের সুর সমস্ত বিচারিত হইবে এবং রেণেটী, গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের আচার্য্যদিগের জীবনী এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণের সময় ও বিবরণ যতদূর পারেন, সংগ্রহ করিবেন।"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

প্রঃ—শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভবিষ্যৎ অন্তরায় বা তিনটী দোষ কি কি?

উঃ—"স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ (শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ) স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।"

—'শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের প্রতিরোধ সহজসাধ্য

কি? মিথ্যাশ্রিতজনগণের উদ্যমেরও ভাল দিক্ আছে কি?

উঃ—"সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতিশীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়; এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা; কেন না বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।"

—'বিগত বর্ষের আলোচনা', স-সজ্জিনী সঃ তোঃ ৮।১

প্রঃ—ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে যে-কোন প্রকারেই মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি?

উঃ—"আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-শরীরের বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস-ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজন করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করতঃ ক্রমশঃ হীনবল ও বিগতবীর্য্য হইতেছেন।"

—'মৎস্য-মাংস-ভোজন', সঃ তোঃ ২।৮

প্রঃ—স্বার্থই কি স্বাভাবিক নহে?

উঃ—"যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ; যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই—স্বভাব; নিঃস্বার্থ নিতান্ত অস্বাভাবিক।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ৯।১২

প্রঃ—বিষয় ত্যাগের পরামর্শ কেবল কাল্পনিক নহে কি?

উঃ—"বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, সুতরাং বিষয়ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৭

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামিমহারাজের বন্দনা ও প্রণাম মন্ত্র

সুদীর্ঘং স্বর্ণ বর্ণাঙ্গং দিব্যাবয়ব সুন্দরম্।
ত্রিদণ্ডি-বেষধৃক্ সৌম্যং সর্ব্ব ভারত সঞ্চরম্ ॥১॥
নবদ্বীপে তথাসামে ব্রজে পঞ্চনদাব্ধ্রয়োঃ।
স্থাপয়ন্তং মঠং গৌর-রাধাকৃষ্ণার্চ্চনোজ্জ্বলম্ ॥ ২ ॥
গুর্ব্বাবির্ভাব পীঠে তু শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমে।
দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ সেবা প্রকট কারকম্ ।৩॥
সর্ব্বত্র সাধু সঙ্ঘেষু সজ্জনেষু তথা গুরোঃ।
বাণী বৈভব বিস্তার সদাচার প্রবর্ত্তকম্ ॥ ৪ ॥
শিষ্যেঽশেষ কৃপাসিন্ধুং প্রীতিমন্তং সতীর্থকে।
গুরোরভীষ্ট যজ্ঞেষু তৃৎসর্গীকৃত জীবনম্ ॥ ৫ ॥
শ্রীভক্তি দয়িতং নামাচার্য্যবর্য্যং জগদ্গুরুম্।
বন্দে শ্রীমাধবং দেব গোস্বামি-প্রবরং প্রভুম্ ॥৬॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় রূপানুগ প্রিয়ায় চ।
শ্রীমতে ভক্তিদয়িত মাধব স্বামি নামিনে॥
কৃষ্ণাভিন্ন প্রকাশ শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
ক্ষমাগুণাবতারায় গুরবে প্রভবে নমঃ॥
সতীর্থপ্রীতি-সদ্ধর্ম্ম-গুরুপ্রীতি-প্রদর্শিনে।
ঈশোদ্যান প্রভাবস্য প্রকাশকায় তে নমঃ॥
শ্রীক্ষেত্রে প্রভুপাদস্য স্থানোদ্ধার-সুকীর্ত্তয়ে।
সারস্বত-গণানন্দ সম্বর্দ্ধনায় তে নমঃ॥

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(২১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্
কলিকাতা
২৩।১২।৭৮

শ্রীভাগবতচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্,

* * আপনার ১৩।১২।৭৮ তারিখের কৃপালিপি পাইয়াছি।

আপনি আমার নির্জ্জন ভজনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন, উহা আপনার আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা।

* * শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত কৃপাময় বলিয়া পরোক্ষে এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা আমার সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহার যতটা সম্ভব, আমার অযোগ্যতা লইয়া আমি তাহা পালনের চেষ্টা করিয়াছি বা করিতেছি মাত্র। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"

আমার ন্যায় চঞ্চল ব্যক্তির ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তদুপরি বিষয়াবিষ্ট চিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সমস্ত বস্তুর দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবাই সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীল প্রভুপাদের একসময় ইচ্ছা হইয়াছিল পূজ্যপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও আমাকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরকৃষ্ণের কথা তথা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা প্রচার করিতে পাঠানোর। বৈষ্ণবসঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীভগবানের আরাধনাই আমার পক্ষে বোধ হয় যোগ্য। যদি শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীল প্রভুপাদের অন্যরূপ ইচ্ছা হয়, তবে আমি তাহা করিয়াই কৃতার্থ বোধ করিব। আমার পৃথক্ ইচ্ছা প্রবলা না হউক। আমার ন্যায় ব্যক্তির ব্যক্ত ও অব্যক্ত বহুবিধ অনর্থ রহিয়াছে। উহা ভক্তগণের ও ভগবানের কৃপা হইলে এবং তাঁহাদের সেবায় নিষ্কপটে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলেই নিস্তারের সম্ভাবনা। আপনি আমার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী ও আপনার চরণে কৃতজ্ঞ থাকিলাম। কৃপাপূর্ব্বক এ দাসের দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি দাসাভাস—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * * *

(২২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড্
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা
৩১।১০।৭৮

স্নেহভাজনেষু,—

* * তোমার এক টেলিগ্রাম গত ২৮।১০।৭৮ তাং এ পাইয়াছি। তাহাতে তুমি আমার নিকট হইতে আদেশ চাহিয়াছ অশান্তিপ্রদ বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবার জন্য। তোমার পূর্ব্বার্জ্জিত বহু সুকৃতির ফলে অল্প বয়সেই ভোগে প্রমত্ত না হইয়া শ্রীহরি-ভজনের জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছিলে। কিরূপ বৈষ্ণবা-

পরাধ হইল যাহার জন্য বিষয়-বাসনা প্রবলা হয় বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক্ তুমি আমার অনুমতি চাহিয়াছ বিষয়ান্ধকূপে প্রবিষ্ট হইবার জন্য। মস্তিষ্ক বিকৃত না হইলে কি প্রকারে আমি একজন ভক্ত বা সাধককে সাধুসঙ্গ এবং ভজনানুকূলসঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ বিষয় সঙ্গ করিতে বলিতে পারি? যাহা হউক, তুমি নিজে ভালভাবে চিন্তা করিবে ও বিচার করিবে, যাহাতে তোমার শ্রীকৃষ্ণভজন হয়—আত্মকল্যাণ সাধিত হয় তদ্রূপই ব্যবস্থা করিবে। তোমার গৃহে যাইবার এত জরুরী কাজ পড়িয়া গেল যে, টেলিগ্রামে আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছ। যখন ভোগের পোকা মস্তিষ্কটা কামড়াইতে থাকে, তখন হিতাহিত জ্ঞান অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। আমি নিজ কর্ম্ম-দোষে মথুরায় প্রথম পরিক্রমার দিন হইতেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। ডাক্তার, ভারতী মহারাজ এবং দুইজন ব্রহ্মচারী আমার সঙ্গে দিয়া গোবর্দ্ধন হইতে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে। * * করুণাময় শ্রীগৌরহরি তোমাকে কৃপা করুন। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ১৫ই নভেম্বর যাত্রিগণ নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

অবতারী কৃষ্ণ সকল অবতাররূপ ধারণে সমর্থ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্—সর্ব্ব অবতারের অবতারী। ভক্তবৎসল তিনি তাঁহার ভক্তের ইচ্ছানুসারে ভক্তকে সুখ দিবার নিমিত্ত ভক্ত তাঁহাকে যখন যেরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ তখন ভক্তের সেই মনোজ্ঞরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। "ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব-অবতার" (চৈঃ চঃ আদি ৩।১১১)। ব্রহ্মা তপস্যা-দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার ও কৃপা লাভ করিয়া স্তব করিতেছেন—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

ভাঃ ৩।৯।১১

["ব্রহ্মা কহিলেন, হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।"] (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অনন্ত অচিন্ত্যমহাশক্তির মূলীভূত আশ্রয় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া তিনি সবই করিতে সমর্থ। অথবা অবতারী ভগবান্ তিনি, তাঁহাতে সকল অবতারই বিরাজিত, তিনি ইচ্ছামাত্রেই বিভিন্ন অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১ম খণ্ডে ৪র্থ অধ্যায়ে দিগ্‌দর্শিনী টীকায় শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ এবিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা অনুসন্ধেয়া বলিয়া সংক্ষেপে সেই আখ্যায়িকাটি জ্ঞাপন করিতেছেন—

"একদা শ্রীগরুড়াদের্গর্ব্বভঞ্জনকৌতুকায় নিজপাদপদ্ম-ভক্তিবিষয়ৈকান্ত্যবিশেষপ্রদর্শনায় দ্বারকায়াং শ্রীভগবান্ গরুড়মাদিদেশ—'মদাজ্ঞাং শ্রাবয়িত্বা কিংপুরুষবর্ষান্মৎ পার্শ্বং হনুমন্তমানয়।' ইতি। স তত্র গত্বা তমব্রবীৎ—'ভো হনূমন্! ভগবান্ শ্রীযাদবেন্দ্রস্ত্বামাহ্বয়তি সত্বরমাগচ্ছ।'

ইতি। স চ শ্রীরঘুনাথচরণারবিন্দৈকভক্তিনিষ্ঠস্তদেক-রতস্তদ্বচনমনাদ্রিয়মাণঃ ক্রুদ্ধেন গরুত্মতা বলাৎ ভগবৎপার্শ্ব-মানেতুং গৃহীতঃ সন্ লাঙ্গুলাগ্রেণ হেলয়ামুং চিক্ষেপ। স চ সদ্যো দ্বারকায়াং নিপতিতো বিহ্বলোদৃষ্টো ভগবতা বিহস্যোক্তঃ—ভো গরুড়! শ্রীরঘুনাথস্ত্বামাহ্বয়তীতি তং গত্বা বদেতি। স্বয়ঞ্চ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রস্বরূপো ভূত্বা শ্রীবলরামং লক্ষ্মণং বিধায় সীতারূপং কর্ত্তুমশক্তাং সত্যভামামপি বিহস্য শ্রীরুক্মিণীং ধৃতসীতারূপাং নিজ বাম-পার্শ্বে নিধায় দ্বারকায়ামাসীৎ। গরুড়শ্চ পুনর্গত্বা তথৈব তমুবাচ। তচ্ছ্রুত্বা স চ হনূমান্ সদ্যঃ পরমানন্দবিবশঃ সন্ ধাবন্ সমাগতস্তথৈব ভগবন্তং দদর্শ, ভক্ত্যা তুষ্টাব. চ। অথ পরমপ্রীতাদ্ ভগবতো নিজাভীষ্টান্ বরানপি প্রাপেতি।"

"একসময়ে শ্রীগরুড়াদির গর্ব্বভঞ্জনকৌতুক নিমিত্ত এবং নিজপাদপদ্ম ভক্তিবিষয়ে ঐকান্তিকতাবিশেষ প্রদর্শ-নার্থ দ্বারকাপুরে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় পার্ষদভক্ত গরুড়কে আদেশ করিলেন—'গরুড়, তুমি কিংপুরুষবর্ষে গমন কর, তথায় শ্রীমান্ হনূমান্‌কে আমার আদেশ শ্রবণ করাইয়া তাহাকে আমার পার্শ্বে লইয়া আইস।' শ্রীগরুড় শ্রীভগবদাজ্ঞানুসারে তখনই কিম্পুরুষ বর্ষে গমন করিয়া শ্রীহনূমান্‌জীকে কহিলেন—'ভো হনূমন্! শ্রীভগবান্ যাদবেন্দ্র আপনাকে দ্বারকায় আহ্বান করি-য়াছেন, আপনি সত্বর তথায় আগমন করুন।' শ্রীহনূমান্ শ্রীরঘুনাথপাদপদ্মে একনিষ্ঠ ভক্তিমান্ এবং ঐকান্তিক-ভাবে তাঁহারই সেবাসংরত, এজন্য তদেকনিষ্ঠাব্রতভঙ্গ-ভয়ে তিনি শ্রীগরুড়ের বাক্য আদর করিতে পারিলেন না। তাহাতে গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ভগবৎপার্শ্বে আনয়ন করিবার জন্য ধারণ করিতে গেলে তিনি (হনূমান্) গরুড়কে অবহেলাক্রমে লাঙ্গুলাগ্রভাগ দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় তৎক্ষণাৎ সুদূর-বর্ত্তী দ্বারকায় নিপতিত হইলেন। এমতাবস্থায় শ্রীভগবান্ দ্বারকাধীশ, গরুড়কে বিহ্বল দেখিয়া হাস্য করতঃ কহিলেন —'ভো গরুড়, তুমি পুনরায় কিম্পুরুষবর্ষে শ্রীমান্ হনূমানের নিকট গিয়া বল — 'আপনাকে শ্রীরঘুনাথ আহ্বান করিতেছেন।' অতঃপর শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তখনই স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রস্বরূপ এবং শ্রীবলরাম শ্রীলক্ষ্মণস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীসত্যভামা দেবীকে শ্রীসীতারূপ ধারণ করিতে বলিলে তিনি তাহাতে অসমর্থা হওয়ায় শ্রীভবান্ তাঁহাকে উপহাস করিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবীকে শীঘ্র সীতারূপ ধারণ করিতে বলিলেন। শ্রীরুক্মিণীদেবী তখনই সীতারূপ ধারণ করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বামপার্শ্বে (এবং শ্রীলক্ষ্মণকে দক্ষিণ পার্শ্বে) লইয়া দ্বারকার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এদিকে শ্রীগরুড়ও পুনরায় শ্রীহনূমৎ-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবানের শিক্ষানুরূপ বাক্য জ্ঞাপন করিলেন। প্রাণপ্রিয়তম শ্রীরঘুনাথবাক্য শ্রবণ মাত্রেই শ্রীরামৈকনিষ্ঠ হনূমান্ পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া তখনই একলম্ফে দ্বারকায় শ্রীভগবৎপদান্তিকে সমুপস্থিত হইলেন এবং শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার নিত্যারাধ্য স্বরূপে দর্শন করতঃ ভক্তিসহকারে তাঁহার স্তবস্তুতি করিলেন এবং তৎপ্রতি পরমপ্রীত শ্রীভগবানের নিকট হইতে নিজ অভীষ্ট বরও প্রাপ্ত হইলেন।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩৯॥

অর্থাৎ যে পরমপুরুষ স্বাংশ-কলাদি নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীব্রহ্মা-শিব-নারদাদি শ্রীদেবকীমাতার গর্ভস্তুতিপ্রসঙ্গে কহিতেছেন—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥

ভাঃ ১০।২।৪০

অর্থাৎ হে ঈশ, আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কচ্ছপ (কূর্ম্ম), নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (দাশরথি রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং দেবতা (বামন) ইত্যাদি-

রূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে যদুত্তম, আপনাকে আমরা বন্দনা করি। হে ঈশ্বর! আপনি অধুনা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন।

শ্রীউগ্রশ্রবা সূত শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

ভাঃ ১৩।২৬

অর্থাৎ হে ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্ব-সাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতারসমূহ প্রকটিত হন।

ঐ সকল অবতার মধ্যে কেহ কেহ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ অবতার এবং অংশের অংশবিভূতির অবতার, কিন্তু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব। তিনি অংশী অবতারী—"অব-তারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।"—চৈঃ চঃ আদি ৫ম। সুতরাং অবতারী ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ভক্তের উপাস্যস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করিতে পারেন।

কবিবর দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালী গীতাবলীতে দর্পহারী শ্রীমধুসূদন কর্ত্তৃক শ্রীসত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পহরণলীলা নানাভঙ্গীতে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত গীতসমূহের সারকথা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি:—

দর্পহারী মধুসূদন সকলেরই দর্প হরণ করেন। মহিষী সত্যভামা নিজেকে খুবই শ্যামসোহাগিনী বলিয়া অভিমান করেন। সুদর্শন ও গরুড়েরও মনে ঐ প্রকার গর্ব্ব। ঐ তিন জনের দর্পহরণ-লীলা বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীভগ-বান্ আমাদিগকেই নিরভিমান হইতে শিক্ষা দান করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ গরুড়কে কহিলেন—গরুড়, তোমার মত আমার পাশে আর এমন কে আছে যে, তাহাকে বলি। আমার পূজার জন্য নীলপদ্মের বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তুমি আমাকে নীলপদ্ম আনিয়া দাও। গরুড় কৃষ্ণাদেশে নীলপদ্ম অন্বেষণে বায়ুবেগে নীলপদ্মবনাভিমুখে ছুটিলেন। পূর্ব্বাহ্নের মধ্যেই প্রভুর পূজার পুষ্প আনিয়া দিতে হইবে। অপরাহ্ণ হইলে আর সে পুষ্প কাজে লাগিবে না। কিন্তু শ্রীহনূমানের সঙ্গে তাঁর পথে দেখা। হনূমান পথ আগলিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত গরুড় অনেক বাক্-চাতুরী করিলেন। গরুড়ের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া শ্রীহনূমান্ তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। শেষে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি নীলপদ্ম চাহিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীহনূমান্ গরুড়কে বাম বগলে চাপিয়া ধরিয়া নিজহস্তে পদ্ম তুলিয়া 'জয় রাম জয় রাম' শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতে করিতে দ্বারকা যাত্রা করিলেন। ইচ্ছা, স্বহস্তে শ্রীহরিপাদপদ্মে নীলপদ্ম ভেট দিবেন।

এদিকে দ্বারকাপতি ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তবর হনূমানের মনোজ্ঞ রামরূপ ধরিয়া অগ্রজ বলরামকে রামানুজ লক্ষ্মণ রূপ ধারণ করিতে বলিলেন। সত্যভামাকে সীতারূপ ধারণ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু সত্যভামা তাহা পারিলেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে উপহাস করিয়া রুক্মিণী দেবীকে সীতারূপ ধারণ করিতে বলিলে রুক্মিণী তখনই সীতারূপে তাঁহার বামে বসিলেন। দ্বারকায় সিংহাসনে আজ নবদূর্ব্বাদল-শ্যামরূপী, ধনুর্দ্ধর রাম, বামে জানকী ও দক্ষিণে লক্ষ্মণ শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে হনূমান্ 'জয় রাম জয় রাম' শব্দ করিতে করিতে দ্বারকাদ্বারে উপস্থিত। সুদর্শন তাঁহাকে দ্বারদেশে বাধা দিতে হনূমান্ তাঁহাকে স্বীয় অঙ্গুলীর অঙ্গুরী করিয়া পদ্মপলাশলোচন রামরূপধারী শ্রীহরির চরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বগলে গরুড়, হস্তা-ঙ্গুলীতে সুদর্শন অঙ্গুরীরূপে বিরাজিত। শ্রীহনূমান্ নীল-কমলদ্বারা প্রভুর চরণকমল প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলেন। ভগবদিচ্ছায় ক্রমে গরুড় ও সুদর্শনকে ছাড়িয়া দিলেন। সকলেরই দর্প দূর হইল। হনূমান্ মহিষীগণকে দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে শ্রীরামরূপী হরি তাঁহাদিগকে শ্রীহনূমানের বিমাতা বলিয়া পরিচয় দিলে হনূমান্ শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—

"(হনুমান্ কহেন—) শ্রীহরি ! আজ্ঞা হয়ত' করি শ্রীহরি,
এখানে থাক্‌লে এখনি হব নষ্ট।
এক বিমাতার জন্যে হরি, চৌদ্দবৎসর দেশান্তরী,
আমার ভাগ্যে ষোড়শত অষ্ট !॥
ভজি মা জানকীর পদ, অন্তে বাঁধা মোক্ষপদ,
এসব আপদ কেন করেছ জড়।
কোন্ দিনে গোল বাধবে ঘরে, দিন কতক কাল গেলে পরে
দীনবন্ধু দুঃখ পাবে বড়॥
যে হ'তে অযোদ্ধা ছাড়ি', প্রভু হ'য়েছেন বনচারী,
বিমাতায় বিমত মোর তখনি।
বড় দুঃখেতে জানাই, ইচ্ছাময়, মোর ইচ্ছা নাই,
রাখ্‌তে ঘরে জননীর সতিনী॥"

* * *

শ্রীরামভক্ত পবননন্দন শ্রীহনুমান্ প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ রামরূপ অন্তর্দ্ধান করাইয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন।

"করি' সুসিদ্ধ মানসকার্য্য, রামরূপ করি' ত্যাজ্য,
তদন্তরে কৃষ্ণরূপ ধরি'।
বামে ল'য়ে রুক্মিণীরে ভাসেন প্রেম সিন্ধুনীরে,
কৃপাসিন্ধু রত্নাসনোপরি॥"

শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর সাদর সম্ভাষণ

আমরা বর্ত্তমান বর্ষের শুভ বিজয়াদশমী উপলক্ষে আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা—পাঠক-পাঠিকা মহোদয়/মহোদয়াগণকে আমাদের অন্তরের হার্দ্দ্য অভিনন্দন ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। মঙ্গলময় শ্রীহরি আমাদিগের সকলেরই মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই তচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের শেষাংশে লিখিত আছে—

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥

অর্থাৎ আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে বিজয় বা উৎকর্ষেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে বিজয়োৎসব করা কর্ত্তব্য।

সীতা দৃষ্টেতি হনূমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥

অর্থাৎ 'আমি সীতাকে দেখিয়াছি'—শ্রীহনুমানের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঐ দিবস শ্রীরামচন্দ্র বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া শমীবৃক্ষতলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন,—উক্ত শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্ত নিয়মানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসব-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ বিধির সংক্ষিপ্ত সার এইরূপঃ—শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের অর্চ্চা বিগ্রহকে রাজোপচারে পূজা করতঃ তাঁহাকে শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইবে। পরে ভক্তাভয়দাতা শমীযুক্ত সীতাপতির অর্চ্চনান্তে বিজয়লাভার্থ শমীতরুর অর্চ্চনা করিবে। শমীপূজার মন্ত্র—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুন-বাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥
করিষ্যমানা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥"

অর্থাৎ শমী পাপ হরণ করেন, শমী লোহিতকণ্টকাকীর্ণা, শমী অর্জ্জুনবাণসমূহের ধরিত্রী (ধারণ কারিণী) এবং শ্রীরামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাসময়ে সুখে যে যাত্রা করিব, হে শ্রীরামপূজিতে, তুমি তৎসম্বন্ধে আমার নির্ব্বিঘ্ন কর্ত্রী হও।

এইমন্ত্রে শমীবৃক্ষের পূজা করিয়া শমী মূলস্থ আর্দ্রমৃত্তিকা অক্ষত অর্থাৎ আতপ চাউলসহ গ্রহণ করতঃ গীতবাদ্য সহকারে প্রভুকে গৃহে লইয়া যাইবে। সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীত্যর্থ কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বা লোহিত মুখ বানরের চেষ্টা করিবে অর্থাৎ তাহাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদির অনুকরণ করিবে। অতঃপর "ধরাতলে রাক্ষস, দৈত্য ও শত্রুসমূহ দলিত হইয়াছে—

রামরাজ্য, রামরাজ্য, রামরাজ্য" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি আনিয়া তাঁহার সিংহাসনে সুখে স্থাপন করিবে। তৎপর তাঁহার নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক সম্পাদনপূর্ব্বক প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করতঃ বৈষ্ণবগণসহ মহাপ্রসাদ বস্ত্রাদি ধারণ করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসব বিধি বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত নিয়মানুসারে বর্ণিত হইল। ইহা সাধুগণের উৎসবকৃৎ অর্থাৎ আনন্দজনক।

পঞ্জিকাদিতে যে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব লিখিত আছে, ইহাই সেই বিজয়োৎসব।

আমাদের দেশে এই বিজয়োৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের অঙ্গবিশেষরূপে বিচারিত হয়। এই দিবস দেবীর প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরে আলিঙ্গন, সম্বন্ধানুসারে প্রণতি বা স্নেহপ্রীতিসম্ভাষণ-জ্ঞাপনাদিসহকারে ফলমূল-মিষ্টান্নাদির আদান প্রদান বিহিত হইয়া থাকে। মূল বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন ও শক্তিপূজার কোন কথা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

ভজধ্বম্ হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্
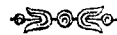
[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস নারায়ণ মহারাজ]

আমরা যে ভগবান্‌কে চাই, সেই ভগবান্ হৃদয়েই আছেন। ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে (গীতায়) বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, ভগবান্ হৃদয়েই আছেন। তিনি হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে রক্ষাও করিতেছেন এবং চালিতও করিতেছেন। শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার তার হয় নাশ॥ (চৈঃ চঃ)

ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদা হৃদয়ে ও সর্ব্বত্র থাকিয়া অর্থাৎ অন্তরে-বাহিরে অবস্থান করিয়া সতত আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন—এই বিশ্বাস যাহার আছে বা হয়, তাহার কোন অসুবিধা ও দুঃখ থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহাদের এই ভগবদ্বাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হয় না, তাহাদের নানারকম অসুবিধা, অশান্তি, ভয়, চিন্তা, দুঃখ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

হৃদয়েই ভগবান্ আছেন বলিয়া ভগবৎপ্রাপ্তি কঠিন নয়, পরন্তু ইহা সহজ ও সুলভ।

শ্রীমদ্ভাগবতে জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—'হৃদি বর্ত্তমানত্বাৎ সুলভম্।' অর্থাৎ ভগবান্ হৃদয়েই আছেন বলিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তি সুলভ।

ভগবান্ আমাদের নিজের লোক ও পরমাত্মীয় বলিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করাও কিছু কঠিন নয়। কারণ—সঙ্কল্পমাত্রেণাপি প্রীতেঃ সিদ্ধত্বাৎ। (চক্রবর্ত্তীটীকা)

অর্থাৎ ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করিবার জন্য যত্ন করা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছা জাগিলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। নিত্যপিতা শ্রীহরির এত অপার করুণা!

কৃষ্ণ আমাদের নিত্য পিতা। আমরা সেই কৃষ্ণের নিত্যসন্তান। সুতরাং আদর ও প্রীতির সহিত আমাদের সকলেরই যে হরিভজন করা দরকার, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শাস্ত্র বলেন—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে, সে সুপুত্র হয়॥ (চৈঃ ভাঃ)

যে সব সজ্জন জগৎপিতা কৃষ্ণের ভজন করে, তাহারাই ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্।

শাস্ত্র আরও বলেন—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥ (চৈঃ ভাঃ)

এই সব শাস্ত্রবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা সংসারে আসক্ত হইয়া কৃষ্ণভজনের জন্য তৎপর হয় না, তাহাদের যে জন্ম জন্ম দুঃখ ও উদ্বেগ অনিবার্য্য ও সুনিশ্চিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

হৃদয়ে ভগবান্ আছেন বলিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই 'হৃদয়স্থ ভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য; নতুবা ভগবৎ প্রাপ্তিতে অযথা দেরী হইয়া যাইবে।

শ্রুতিও বলেন—

'ভজধ্বম্ হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্।'

হৃদয়েই হৃদয়দেবতার ভজনা কর। তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—'হৃদয়স্থ ভগবানের কথা স্মৃতিপথে রাখিয়া নাম করিলে শীঘ্রই মঙ্গল হয়।'

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

আর্ত্তির সহিত হৃদয় দিয়ে হৃদয়স্থ ভগবান্‌কে ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

'মনে চিন্ত কৃষ্ণ, মাতা, মুখে বল হরি।'

হে মাতঃ! নাম-কীর্ত্তনমুখে হৃদয়ে ভগবানের ভজনা কর। তাহাতেই মঙ্গল ও সিদ্ধি হইবে।

আদর ও প্রীতির সহিত ভজন করিতে করিতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় প্রথমে হৃদয়ে ভগবদ্দর্শন হয়। তৎপরে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে মনে-নেত্রে কৃষ্ণ। (চৈঃ চঃ)

যথাসাধ্য সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে করিতে অন্তরে-বাহিরে ভগবদ্দর্শন হয়।

হরিনাম-কীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম। এইজন্য কলৌ শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র ভজন এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র পথ। হরিনামকীর্ত্তনের ন্যায় মঙ্গললাভের এমন অকুতোভয় রাস্তা, অব্যর্থ পন্থা ও অসমোর্দ্ধ উপায় আর কিছু নাই। এইজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই শ্রীনামকীর্ত্তনে মনোযোগ দেওয়া দরকার। নতুবা ঠকিয়া যাইব এবং পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলিয়াছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব-মন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ)

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন—

নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ-মন্ত্রবৎ॥

নামসংকীর্ত্তনের ন্যায় এমন বলিষ্ঠ সাধন, এমন শক্তিশালী সাধন ও এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই।

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নামসঙ্কীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং
ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন, রূপকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। কারণ ইহার দ্বারা শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।

শাস্ত্র আরও বলেন—

'কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।'

অর্থাৎ কলিকালে একমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানের আরাধনা হইয়া থাকে।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

স্বতন্ত্র-নামসংকীর্ত্তনমেব অত্যন্ত-প্রশস্তম্।

কলিকালে কেবল কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই একমাত্র অবশ্য করণীয়।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেনৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।

কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ শ্রীহরি অত্যধিক প্রসন্ন হন।

এখন প্রশ্ন—হরিনাম-কীর্ত্তনে রুচি ও প্রবৃত্তি কি করিয়া হইবে?

তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর অন্য বস্তু নাই॥

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা করিলেই হরিনামে রুচি বাড়িবে এবং 'ভজনে' উন্নতিও হইবে। তাঁহাদের সঙ্গ, সেবা ও কৃপা ব্যতীত হরিনামে ভগবদ্‌বুদ্ধি, নামভজনে দৃঢ়তা ও অত্যাগ্রহ কোনদিনই হইবে না। এইজন্য জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

যিনি হরিনাম-জপ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও হরিকথা-শ্রবণ এবং আলোচনা যথাসাধ্য করেন, তাঁহার মঙ্গল, শান্তি, সংসার হইতে মুক্তি ও সিদ্ধি হয়ই।

হরিনামে রুচি, হরিকথায় রুচি এবং হরিসেবা-প্রবৃত্তি থাকিলে মঙ্গল হইবেই হইবে।

যিনি ভাগ্যক্রমে হরিনামে, হরি-গুরু বৈষ্ণবসেবায় ও হরিকথা-শ্রবণে সমান রুচিবিশিষ্ট হইয়া যথাসাধ্য এই তিনটী সেবা আদর ও প্রীতির সহিত করেন, তাঁহার সিদ্ধি একজন্মেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটী সেবার মধ্যে যে কোন একটী সেবায় আলস্য, কার্পণ্য বা ঔদাসীন্য থাকিলে তাঁহার ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ঠিকমত হয় নাই, জানিতে হইবে। এজন্য তাঁহার সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হইয়া যাইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য—কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিলে কি মঙ্গল হইবেই ?

এই প্রশ্নের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিলে মঙ্গল অবশ্যই হইবে। কারণ ঔষধ ও মন্ত্রে যেমন স্বাভাবিক শক্তি আছে, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণনামেরও তদ্রূপ অসীম শক্তি আছে। পাপ দূর করা, অমঙ্গল নাশ করা এবং যাবতীয় মঙ্গল দান করা নামের স্বাভাবিক শক্তি। ঔষধ, দৈব ঔষধ ও মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা নিজশক্তি দ্বারা রোগ-বিষাদি নাশ করে, রোগী ঔষধ ও মন্ত্রের শক্তি না জানিয়াও ফল প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ নামশক্তি বা নামমাহাত্ম্য অবগত না হইয়াও যিনি হরিনাম করেন, তিনিও অনায়াসে নামের কৃপা ও ফল প্রাপ্ত হন।
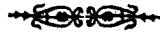
ভক্ত-পরিচর্য্যা-মাহাত্ম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ]

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া 'ভক্ত-পরিচর্য্যা-মাহাত্ম্য' কিছু লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি। ভক্ত পরিচর্য্যার অপার মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভক্ত-সেবার মুখ্যফল— শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ। এখানে 'ভক্ত' বলিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তকেই আমরা বুঝিব। শ্রীভগবান্ স্বীয় ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—(আদি পুরাণ বাক্য)—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

হে পার্থ! যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার ভক্ত নহে, পরন্তু যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই বস্তুতঃ আমার উত্তমভক্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' অর্থাৎ মদীয় ভক্তের পূজাতিশয্য— আমার সন্তোষবিশেষ জানিয়া আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজা অধিকভাবে করিবে। সুতরাং দেখা

যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ সকল শাস্ত্রে ভক্তসেবাই যে অধিক কর্ত্তব্য এবং ভক্তসেবার দ্বারাই যে তিনি অধিক সন্তুষ্ট হন, তাহা তিনি তারস্বরে জানাইয়াছেন। এমন কি নিজহস্তে দ্বারকাপুরীতে ভক্ত শ্রীদামার চরণ-প্রক্ষালনাদি পরিচর্য্যা দ্বারা ভক্তের অপার মহিমার কথা জগতে বিস্তার করিয়াছেন। ভক্তসেবার ফলে শ্রীভগবৎ কৃপালাভের জলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই—

"নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৯)

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রমাণবলে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই জনৈক ভক্তের নাম শ্রীকালিদাস। ইনি সর্ব্বজনপূজিত শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কে জ্ঞাতিখুল্লতাত। শ্রীকালিদাস নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন এবং ভক্তের পরিচর্য্যা তথা উচ্ছিষ্ট সেবা করিতেন। তদানীন্তন সময়ে তিনি অনুসন্ধান করতঃ সেবোপকরণ সংযোগে বঙ্গভূমির সকল বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে যাইতেন এবং সেই সকল বৈষ্ণবকে পরিচর্য্যান্তে তাঁহাদের প্রসাদ সেবা করিতেন। ভক্তের জাতিভেদ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—"বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।"

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০০, ১০২)

প্রভুবর শ্রীকালিদাস বৈষ্ণবে কোন প্রকার জাতি-বুদ্ধি না করিয়া সকল বর্ণোদ্ভূত বৈষ্ণবের বাড়ীতে যাইতেন ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। একসময় কিছু আম লইয়া তিনি শ্রীঝড়ু-ঠাকুর নামক জনৈক নীচ-কুলোদ্ভূত গৃহী বৈষ্ণবের নিকটে গিয়াছিলেন। পরস্পর দণ্ডবৎ প্রণামান্তে প্রীতিসম্ভাষণ হইলে পর শ্রীঝড়ু-ঠাকুর নীচকুলোদ্ভবতা বশতঃ দৈন্যসহকারে শ্রীকালিদাসকে অন্ন-প্রসাদদানে অস্বীকৃত হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহে চাউল আদি দিয়া তথায় অন্নপ্রসাদ পাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। তাহাতে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীকালিদাস শ্রীঝড়ু ঠাকুরকে বলিলেন—"আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনার দর্শনে আজ পবিত্র হইলাম। আমার বড় ইচ্ছা—আপনি কৃপা করিয়া আমার মস্তকে আপনার শ্রীচরণ ধারণ করুন এবং আমাকে আপনার ঐ শ্রীচরণ-ধূলি একটু প্রদান করুন, আমি তাহাতেই কৃতকৃতার্থ হইব, আমার জন্ম সার্থক হইবে।" ঠাকুর দৈন্যভরে কহিতে লাগিলেন—'ঐরূপ কথা বলিতে নাই, আমি নীচ কুলোদ্ভূত, আপনি সজ্জন-শ্রেষ্ঠ।' তাহাতে কালিদাস তাঁহার নিকট অনেক শাস্ত্রবাক্য কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন যে, চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ অভক্ত হইলে তাঁহার প্রিয় নহে, কিন্তু ভক্ত চণ্ডাল কুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহার প্রিয়। তচ্ছ্রবণে ঝড়ু-ঠাকুর খুবই প্রীত হইলেন। তিনি বৈষ্ণবোচিত বিবিধ দৈন্য প্রকাশ করিয়া নিজের অযোগ্যতা জানাইলেন। পরস্পরে অনেক দৈন্যপূর্ণ উক্তি প্রত্যুক্তি হইবার পর কালিদাস ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীঝড়ু-ঠাকুরও উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার অনুব্রজ্যা করিলেন এবং পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে শ্রীকালিদাস, শ্রীঝড়ু ঠাকুর চলিয়া গেলে তাঁহার চরণচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল, সেই সেই চিহ্ন হইতে চরণধূলি তুলিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে করিতে প্রেমে আপ্লুত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্রীমৎ ঝড়ু-ঠাকুরের প্রসাদের অপেক্ষায় একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ওদিকে ঝড়ু-ঠাকুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া শ্রীকালিদাস আনীত সুপক্ক আম্রফলগুলি সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগাইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উক্ত মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন এবং নিজেও পতির অবশেষ পাইলেন, পরে চোষ্য আঁঠি ও চোক্‌লা উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। দূর হইতে কালিদাস তাহা লক্ষ্য করতঃ তাঁহাদের অলক্ষিতে ধীরে ধীরে আসিয়া বৈষ্ণবের প্রসাদস্বরূপ উক্ত আঁঠি

চোক্লা পরমানন্দে উত্তরীয়াগ্রে তুলিয়া লইয়া চুষিতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবের প্রসাদপ্রাপ্তি জনিত আনন্দে বহু নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবৎ-প্রসাদের নাম 'মহাপ্রসাদ', উহা আবার কোন বৈষ্ণব সেবা করিয়া প্রসাদ রাখিলে তাহা 'মহামহা প্রসাদ' আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, যথা—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৬.৫৯)

অতঃপর শ্রীকালিদাস প্রভু একসময়ে পুরীধামে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অপার করুণা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ সিংহদ্বারে শ্রীচরণ-কমল ধৌত করিয়া জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। উক্ত চরণামৃত কাহারও গ্রহণ করা বিশেষ নিষেধ ছিল। একদিন যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচরণ ধৌত করিতেছিলেন, সেই সময় কালিদাস সেখানে উপস্থিত হইয়া উহা এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পান করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে উহা চতুর্থবার গ্রহণকালে নিষেধ করিলেন। বিরিঞ্চ্যাদি দেবদুর্ল্লভ শ্রীচরণোদক আজ তিনি মহাভাগ্যবলে প্রাপ্ত হইলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীমন্ মহাপ্রভু কালিদাস প্রভুর বৈষ্ণবে ঐকান্তিক বিশ্বাস, ভক্তি ও সেবাপ্রাণতার জন্য উক্ত মহানুকৃপা দান করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি শ্রীমন্-মহাপ্রভুর প্রসাদ পাইবারও সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবাপরায়ণ হইতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইব, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীস্বরূপরূপানুগবর গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর-পার্ষদ-প্রবর শ্রীল লোক-নাথ গোস্বামী প্রভুবরের বহির্গমনস্থানাদি পরিষ্কার করতঃ তাঁহার অশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। 'শ্রী'-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত মহামতি শ্রীকুরেশও তদীয় শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম শ্রীল রামানুজাচার্য্যের ঐকান্তিক সেবা ও মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়া পাষণ্ডী চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ কর্তৃক নষ্টীকৃত চক্ষুও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীভগবান্ বরদরাজ বিষ্ণুরও অকুণ্ঠকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্ত পরিচর্য্যার দ্বারাই যে—শ্রীভগবানের কৃপা-লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। '৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূঃ গোবিন্দ-ভাষ্য ধৃত শাণ্ডিল্য স্মৃতি-বাক্যে'—উল্লিখিত আছে যে—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্ত পরিচর্য্যা রতাত্মনাম্॥
কেবলং ভগবৎ পাদ সেবয়া বিমলং মনো।
ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্ত চরণার্চ্চনাৎ॥

অর্থাৎ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে তাঁহাকে পাইতেও পারি বা নাও পাইতে পারি, কিন্তু তদীয় ভক্তের পরিচর্য্যা করিলে অবশ্যই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। শ্রীভগবদ্ভক্তগণের শ্রীচরণ সেবা পরিচর্য্যার দ্বারা জীবের মন যেরূপ নির্ম্মল হয়, কেবল ভগবৎপাদপদ্মের সেবার দ্বারা সেরূপ নির্ম্মল হয় না। ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে রহূগণ রাজার প্রতি শ্রীভরতের উক্তি যথা—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

(ভাঃ ৫।১২।১২)

অর্থাৎ হে রহূগণ! এই পরতত্ত্ব-জ্ঞানকে তপস্যার দ্বারা বা যজ্ঞের দ্বারা, অথবা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কৃত্যাদি দ্বারা; কিংবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের উপাসনার দ্বারাও লাভ করা যায় না, কিন্তু মহতের পাদপদ্ম-পরাগের অভিষেক দ্বারাই সেই বস্তুকে অনায়াসে লাভ করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্য পাদ্মোত্তর বচনে উপদেশ যথা—

'তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥'

যেহেতু বৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত সেই ভগবৎ-তত্ত্বকে লাভ করা যায় না, সেইজন্য বলিতেছেন যে—সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবগণের সেবা সন্তুষ্টি বিধান করিবে, তদ্দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ—তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০-৬১)

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন,—অনুবন্ধাদিভ্যঃ (৩।৩।৫১)

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মকে পাইতে হইলে আগ্রহ সহকারে মহতের সেবা করিতে হইবে। উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"অনুবন্ধো মহদুপাসনানির্ব্বন্ধঃ।" 'অনুবন্ধ' শব্দের অর্থ—নির্ব্বন্ধ-সহকারে মহতের উপাসনা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন—

"প্রভু কহে—"বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০)

সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই শ্রীভগবান্, তদীয় ভক্তের পরিচর্য্যার দ্বারাই কেবল সন্তুষ্ট হন এবং তাহাই তৎপ্রাপ্তির মুখ্য-হেতু, ইহা উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই ভক্তপরিচর্য্যা বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল শ্রীভগবানের সেবা করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা কিন্তু কস্মিন্ কালেও সেই ইপ্সিত পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত আছে,—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে,
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করেন, তাঁহারা দাম্ভিক—কখনই বিষ্ণুর কৃপাপাত্র নহেন। সুতরাং ভক্ত-পরিচর্য্যাই আমাদের জীবাতু হউক্! জীবাতু হউক্! জীবাতু হউক্! ইহা ব্যতীত আমাদের কোনও গত্যন্তর নাই, গত্যন্তর নাই, গত্যন্তর নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

The Conception of Real Happiness

[By Swami B. H. Mangal at Harekrishna Temple, Bhaktivedanta Manor, Letchmore Heath, Watford, England on 6th July 1980 (Taped)]

Revered Vaishnabas and holy audiance !

I offer myself first to the lotus feet of my Divine Master Om Vishnupad Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj and my spiritual Preceptor Om Vishnupad Sree Sreemat Bhakti Vedanta Swami Goswami Maharaj who were (or who are, because they are surviving eternally) the undivided selves of Prabhupad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, the founder Acharya of Sree Chaitanya Math, Sree Gaudiya Math and Gaudiya Mission all over India and abroad under the Divine Love of Sree Krishna-Chaitanya Mahaprabhu Who made His appearance in the 15th Century in the firmament of Nabadwip (Bengal), India

and inundated the whole land from the Himalayas on the north to the Cape Comorine on the south with ecstatic delights of Krishna-Prema-Rasa— the unalloyed devotion to Sri Radha Krishna, the supreme Conception of real happiness. I invoke mercy from you all assembled here so that I can express the thoughts of my preceptorial clan very clearly and correctly.

My friends ! In this mundane we the aversed soules (aversed to the Lord) are living on dead matters. Our body, mind, intellect and false ego etc., are the outcome of dead matters or cosmic energy of the Lord commonly known as organic or inorganic matters like fire, earth, air, water and sky etc., of 24 kinds as destiny for conditioned soules, arranged by deluding potency or Mahamaya of the Lord. It is very difficult, rather impossible to get rid of Maya without proper surrender to the Lotus Feet of the Lord. If we think very keenly and wisely, we guess there is no reciprocity amongst embodied spirit soul aversed to the Lord but they are aimlessly roaming about in this mundane. All Jivas here are but reaping fruits of their own past 'Karmas' individually undertaking different kinds of relationships like wives and husbands, parents and children, friends, servants etc. Nobody is responding here to other's call but the groaning sound of his own representing pain and pleasures to him according to the past [fruitive] actions of his own with the false company of others as wife and husband etc.

On the other hand, there are clear reciprocations in the transcendental planes of Vaikuntha under its calm and serene atmosphere in relation to the Lord. Vaikuntha domain is beyond this mundane plane and there is no reaction. The Vaikuntha plane is full of love. The indwellers of Vaikuntha, called Vaisnabas can reciprocate from the Divine-world to this mundane plane also. If we be so fortunate enough to respond to their call, we shall be able to enter into that realm gradually prosecuting all laws and orders of Divinity relationships. Vaisnabas are the real friends of this world. They extend all sorts of help to the fallen souls if they submit prayers to their lotus feet.

The ultimate-Reality is an undivided knowledge-principle—a complete person with his two manifestive forms—'He form' and 'She form'. 'He form' is the predominating or enjoying aspect of the Moiety and 'She-form' is the predominated or His enjoyed aspect. These two forms complete the conception of Real Happiness.

As ultimate reality is one without the second, the enjoyer is also one without the second. He is imbued with innumerable potencies playing in his person for His pleasure only. There is no categorical difference in between the person and His potencies like the fire and its combustibility. So, the happiness infused from the Enjoyer-side to the enjoyed ones is termed as 'Ashrai Sukha' or the happiness of the enjoyed. Because the ultimate Reality is undivided One, we can not think of His potency's existance and her happiness

seperately. To think of seperate existance and seperate happiness of the potency will be 'Maya'—the nescience. Potency is the quality or the manifested beauty of the thing only.

According to vedic-lore ultimate Reality is termed as Krishna, the Charming-Attractor of all kinds of potencies—the Godhead Himself. Here the Divine-Sound Krishna and the Person Krishna is One and the same due to undivided knowledge Character of the Divinity. Amongst innumerable potencies of the Divinity three are main, (1) Superior Potency called Chit-Sakti, (2) Inferior potency called Achit-Sakti and (3) Marginal potency called Jiva-Sakti. Superior potency of the Lord is eternally producing the complete figures of servitors to the Lord. Jiva-potency is the most incomplete and incompetent which is, moreover, ever enveloped by 'Maya'—the nescience and being aversed to the Lord cannot render any effective service towords Him. From the inferior energy of the Lord all cosmic world are coming out.

In all these potencies and creations thereof Sree Krishna is only surviving like threads length-wise in the cloth or like spider on it's net-work. Due to pure consciousness Lord's Chit-potency is getting the highest privilege of service of the Divinity and drawing, thereby, the happiness to the fullest extent easily. But the Jiva-souls due to their incomplete-constitution cannot relish the Divine charms independently, so long as they are not backed by the Lord's Chit-potency imparting thereby knowledge of relationship to them. Backed by Chit-potency Jivas cultivate affinity in the Divine-Service and achieve happiness as enjoyed by the Chit-potency. So, the happiness is personified in two manifestive forms—Enjoying and Enjoyed and thus complete the Absolute Moiety—the Complete Happiness, technicaly known as Radha (Dominated or the Enjoyed Form of the Absolute Person) and Krishna (Dominator or the Enjoying Form of the Absoute Person).

বাস্তব সুখের স্বরূপ

[ইংল্যাণ্ডের ল্যাচ্‌মোরহিত, ওয়াট্‌ফোর্ডে অবস্থিত ভক্তিবেদান্ত মেনরের হরেকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীমন্‌ মঙ্গল মহারাজের ইংরাজী ভাষণের মর্ম্মানুবাদ (স্বর-ধর-যন্ত্রিত), ৬ জুলাই-১৯৮০]

পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ এবং পবিত্র শ্রোতৃমণ্ডলি! সর্ব্বপ্রথম আমার দীক্ষাগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ কমল আমি বন্দনা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করি। তাঁহারা উভয়েই নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অভিন্ন স্বরূপ। প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বর্ত্তমান বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আচার্য্য ও প্রচারকবর। তাঁহার আশ্রয়েই আমাদের

পূজনীয় গুরুবর্গ সমগ্র বিশ্বে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চদশ খৃষ্টশতকে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। সমুপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর করুণাও আমি প্রার্থনা করিতেছি; আমি যেন আমার গুরুবর্গের বিশ্বহিতকর-বাণীর শুদ্ধ অনুকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি।

বন্ধুগণ! শ্রীভগবদ্বিমুখ তটস্থ জীবকুল রক্ত-পুঁজ-লালা-মিশ্রিত মূত্রাধারে জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের শরীর, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি সকলই জড়াপ্রকৃতি-জাত। জড়া-প্রকৃতিতে প্রাণের অভাবই সূচিত হয়। তাহারা (জীবগণ) স্বরূপতঃ চিৎকণ (জ্ঞানকণ) হইলেও শ্রীভগবদ্বিমুখতা বশতঃ অজ্ঞানাবৃত হইয়া দিবারাত্র জড়বস্তুতে রমণ, জড়বস্তুর চিন্তন এবং জড়বস্তুর আহরণ করিতেছে। অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে তাঁহারই মায়া বিমুখমোহিনী হইয়া এক মহাইন্দ্রজাল বিস্তার করতঃ বিমুখ জীবকুলকে তুচ্ছ জড়ভোগে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। 'অতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে। রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।'—মহাজন পদ। এই ইন্দ্রজাল হইতে জীবকুল নিজ চেষ্টায় উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে যে, কোনপ্রকার প্রকৃত স্থায়ী আদান-প্রদান নাই, পতি-পত্নীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেও নাই, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ বদ্ধজীবের কর্ম্মফল বলিয়া একটী জড়ীয়-প্রতিক্রিয়াশীলতার কথা পাওয়া যায়। প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে যে সঙ্গ ও পরিবেশ লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন আদান-প্রদানাত্মক ভাব নাই, পরন্তু তাহা স্বকৃত-কর্ম্মফলেরই পরিচারক ও পরিচারিকা বিশেষ। বদ্ধজীবগণ জড়ব্রহ্মাণ্ডে নিজ নিজ কর্ম্মফলভোগেই অনুক্ষণ আবদ্ধ ও আবিষ্ট রহিয়াছে। অন্য একটি বদ্ধজীবের কোন আবেদনই তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। তাহার বোধগম্য হয় না যে—'এ সংসার সারহীন, তাতে মজে অর্ব্বাচীন'—মহাজনবাক্য। তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ বিবিধ দুঃখ-তাপে জর জর হইয়া সে মূক ও বধিরের ন্যায় আদান-প্রদান-রহিতাবস্থায় পরিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে।

পক্ষান্তরে, জড়াতীত ভূমিকায় বৈকুণ্ঠ পরিবেশে এক সুখময় আদান-প্রদানের পরিবেশ পরিদৃষ্ট হয়, যাহা পরম প্রেমময়, শান্ত ও নির্ম্মল। তথায় প্রতিক্রিয়াশীলতার কোনই বালাই নাই। তথাকার বাসিন্দাগণকে বৈষ্ণব বলা হয়। তাঁহারা শ্রীহরিসম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের শরীর, মন, আহার, বিহার সকলই চিন্ময় ও প্রেমময়। সর্ব্ব-ব্যাপী হইয়াও তাঁহারা স্বতন্ত্র অর্থাৎ শ্রীহরির বহিরঙ্গা মায়াস্পৃষ্ট নহেন। তাঁহারা চিন্ময় ভূমিকার আদান-প্রদান জড়-জগতেও বিস্তার করিতে পারেন। বদ্ধজীব যদি কোন ভাগ্যে তাঁহাদের নিকটে উপনীত হইয়া কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইতে পারে, তবেই সে মায়া-পারে যাইতে পারে এবং মুক্ত পরিবেশের আদান-প্রদান লাভে কৃত-কৃতার্থ হয়। পতিত জীবের উদ্ধার-কারণে বৈষ্ণবগণ সততই সচেষ্ট রহিয়াছেন, ইহাও শাস্ত্র হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বের চরম কারণ 'অখণ্ডসুখ'। সুখ দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত—বিষয় ও আশ্রয়। অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীহরিই সুখের মূর্ত্ত বিষয়-স্বরূপ—'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি', 'রসো বৈ সঃ'। তিনিই বস্তুতঃপক্ষে সুখের ভোক্তা স্বরূপ পুরুষ বিশেষ। তাঁহারই আশ্রয়রূপে প্রকাশিত অনন্ত শক্তিগণ তাঁহারই ভোগ্যস্বরূপে আশ্রয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত রহিয়াছেন। আশ্রয়মূর্ত্তিতে অন্তরঙ্গা শক্তিগণ সর্ব্বদাই শ্রীভগবৎসেবাপরায়ণা এবং সুখসম্পদ্ বা প্রেমসম্পদের অধিকারিণী। পরন্তু শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তিতে প্রকাশিত অনন্ত জীবকুলের সেই সৌভাগ্য না থাকায় তাহারা অনাদিকাল বঞ্চিত-বঞ্চকপ্রায় জড়রাজ্যের ভোক্তা সাজিয়া ঊর্দ্ধ অধো ভাবযুক্ত চতুর্দ্দশ ভুবনময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে এবং কেবল দুঃখ লাভ করিতেছে। শক্ত্যাশ্রয়ে স্বতন্ত্র সুখের অধিষ্ঠান না থাকায় বিষয়বিগ্রহ শ্রীহরির পরিচর্য্যাতেই মাত্র তাহাদের সুখসমৃদ্ধি। জীব-শক্তি সরাসরি ভগবানের সেবা করিতে না পারিলেও অন্তরঙ্গা শক্তির সমাশ্রয়ে তাহার সেই সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রীভগবৎ প্রদত্ত জৈব স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারেই তাহা সম্ভব, অন্যকোন উপায় তজ্জন্য নির্দ্ধারিত হয় নাই।

জম্মুতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

জম্মুনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া এবং তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পার্টিসহ বিগত ৮ই আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে হিমগিরি এক্সপ্রেসে জম্মু-তাওয়াই ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া ও অন্যান্য শতাধিক ভক্ত পুষ্পমাল্য ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে তাঁহাদিগকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করতঃ ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে দুইটি রিজার্ভ বাসে ষ্টেশন হইতে ৩।৪ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী সহরের কেন্দ্রস্থলে গীতাভবনে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের গীতাভবনের দ্বিতলে থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে লুধিয়ানা ও জালন্ধর হইয়া দুইদিন পূর্ব্বেই জম্মুতে আসিয়া উপস্থিত হন। লুধিয়ানা ও জালন্ধরের ভক্তবৃন্দ সংবাদ পাইয়া তথাকার ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও সাধুগণকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীঅমলেন্দু মিত্র কলিকাতা মঠ হইতে আগমন করেন। এতদ্ব্যতীত গোকুলমহাবন হইতে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, দেরাদুন মঠ হইতে শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগড় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী ক্রমশঃ জম্মুতে আসিয়া পার্টির সহিত মিলিত হন। প্রচারের শেষের দিকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীশিবানন্দদাস ব্রহ্মচারী সহ বৃন্দাবন হইতে জম্মুতে শুভাগমন করতঃ প্রচার-পার্টির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত বৃহদ্‌ব্রতী মহারাজও আসিয়া পার্টিতে যোগ দেন।

১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর; ১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর ও ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর এই তিনটী রবিবারেই সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে গীতাভবন হইতে বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করতঃ সহরের প্রসিদ্ধ স্থান শ্রীরঘুনাথ মন্দির যাইয়া সমাপ্ত হয়। ভক্তবৃন্দের সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শনে সহর-বাসীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। জালন্ধর হইতে শ্রীরামভজন পাণ্ডে ও শ্রীধর্ম্মপালজী, চণ্ডীগড় হইতে শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা ও ভাটিণ্ডা হইতে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগরাজ শেখেরী বহু ভক্তসহ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

২৩ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে জম্মু সহরে বিহারী কলোনীস্থ শ্রীহরিমন্দির হইতেও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের নেতৃত্বে একটি নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

২৬ সেপ্টেম্বর হইতে ১২ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে শ্রীগীতাভবনে, শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে, বিহারী কলোনীস্থ শ্রীহরিমন্দিরে, পুরাণা মণ্ডিস্থিত শ্রীসীতা-রাম মন্দিরে ও সহরের দক্ষিণাঞ্চলে শ্রীগদাধর মন্দিরে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ দিনে তিনবার ও কোনও দিন চারিবার বিভিন্ন স্থানে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও প্রত্যহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজও শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে দুইদিন বক্তৃতা করেন।

নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে প্রথম দুই রবিবারে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তি প্রসাদ পুরী মহারাজ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন। শেষের রবিবারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়া সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করেন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপর কথায় আকৃষ্ট হইয়া সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন।

জম্মুনিবাসী সজ্জন ভক্তবৃন্দ তথায় একটি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের গভর্ণিং-বডির সদস্যবৃন্দের সহিত এ-বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন।

গীতাভবনে ১৩ অক্টোবর প্রাতে শেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন—"আমাদের জম্মুতে প্রচারে আসিবার কোনও প্রকার সঙ্কল্প ছিল না। আমাদের গৃহস্থ সতীর্থ শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া গতবৎসর আমাকে বলেন,— পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ,—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রকটকালে জম্মু কাশ্মীরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিবার অভিলাষ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকটকালে তিনি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিতে পারেন নাই। এইজন্য তিনি মর্ম্মান্তিক অনুতপ্ত। শ্রীল গুরুদেবের মনোহভীষ্ট পূর্ত্তির জন্য তিনি আমাকে এক-প্রকার জোর করিয়াই ১৮মূর্ত্তি বৈষ্ণবের যাতায়াত এবং অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতঃ এখানে লইয়া আসেন। শ্রীহংসরাজজীর এই প্রকার জোর-জুলুমের মধ্যে আমি শ্রীল গুরুদেবের অপরিসীম ইচ্ছাশক্তি ও কৃপা-মহিমা অনুভব করিতেছি। আমি শ্রীল গুরুদেবের অপদার্থ শিষ্য, তাঁহার প্রকটকালে তাঁহাকে বহুভাবে উদ্বেগ দিলেও তিনি এই অপদার্থ শিষ্যের মঙ্গলের চিন্তা ছাড়েন নাই। তিনি অপ্রকটেও তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও কৃপা বিস্তার করিয়া আমার মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বল পূর্ব্বক অনিচ্ছুক আমাকে জম্মুতে লইয়া আসিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা ও হরিসেবার মধ্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং জম্মুবাসী ভক্তগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে বহুভাবে উৎসাহ দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহার স্নেহ ও শুভেচ্ছা ব্যতীত আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে ঐরূপ প্রচার-সাফল্য সম্ভব নহে। শ্রীল গুরুদেবের অপরিসীম সহিষ্ণুতা, ক্ষমাগুণ ও শিষ্যবাৎসল্য আমরা তাঁহার প্রকটকালেও দেখিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে বর্ত্তমানে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের অনতিদূরে শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের মূল প্রতিষ্ঠাতা আমাদের পরমগুরুদেব পরম-হংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠে বিশাল শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মিত হইতেছে। তিনি প্রকট না থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে সবকিছু কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ থাকায়, সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে দর্শন করিয়া লোকে কিছু মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন, বাকী যে কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকি কামাতুরতার দ্বারা স্নেহময় শ্রীল গুরুদেবকে আর দুঃখ না দিয়া যেন তাঁহার মনোহভীষ্ট-সেবা করিতে পারি। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে—হরিপ্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত করিতে পারি।"

জম্মু সহরে প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ তথা হইতে ১৩ অক্টোবর হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ ১৪ অক্টোবর কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ৮০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, .৮০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.০০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.৫০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭.৫০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, [illegible].০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১১.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.০০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা ও মধ্যলীলা) অন্ত্যলীলা যন্ত্রস্থ ,, ৫৪.০০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ : —

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ২৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

১০শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭
৯ কেশব ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার; ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ে ভজনকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়জন বলি গায় সব ধর্ম্মী ॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন।
সুখভোগবুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন ॥
জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি মুক্তজ্ঞানী জন।
পরাভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন ॥
ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা ॥
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন ॥১০॥

যথেচ্ছাচারপরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয় কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্ত ভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(নানা কথা)

প্রশ্ন—গুরুজনের অন্যায় উপদেশ স্থগিত করিতে হইলে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

উত্তর—"গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয় ; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।" —চৈঃ শিঃ ২।২

প্রঃ—স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি চিরকাল থাকিতে পারে কি ?

উঃ—"স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথা থাকিবে ? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—এরূপ নিত্যভাবে আছে, এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীর গত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সেস্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় জন্মান্তর-বাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ অকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না।" —প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

প্রঃ—নীতিশাস্ত্রের মূল ও উদ্দেশ্য কি ? পার্থিব নীতি কত প্রকার ?

উঃ—"সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহাই নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষ খর্ব্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার যথা, রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penal code), বণিক্-নীতি (Law of trade), প্রয়োজনবিজ্ঞান Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শারীর-নীতি (Rules of health), সংসার-নীতি (Socialism), জীবন-নীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিক-জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশ-জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক-জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম-মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশায় নাই।" —চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—স্বীয় আচার্য্যের মত স্থাপন করিতে যাইয়া বিদেশে বিবাদ সৃষ্টি করা উচিত কি ?

উঃ—"নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিষ্ঠালাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিৎ নয় ; তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

প্রঃ—গৌতমাশ্রম কোথায় ? ঐ স্থানের উন্নতিকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি করিয়াছিলেন ?

উঃ—"গোদনা গৌতমাশ্রম। তথায় অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন। গৌতমের আশ্রম হইলে (তাহা) কাজে কাজেই ন্যায় শাস্ত্রের জন্মস্থান। সেই স্থানটি উন্নত হয় এবং তথায় একটি ন্যায়শাস্ত্রের টোল হয়,—এই মানসে ছাপরায় একটি সভা করিয়া 'গৌতম স্পিচ' বলিয়া একটি বক্তৃতা করিলাম।

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

প্রঃ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে কিরূপ আনন্দ অনুভব করেন ?

উঃ—"বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্তের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন তিনি গর্গ-সংহিতা পড়িতেছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি দেখিয়া আমার মনস্তুষ্টি হইল।" —'ঠাকুরের আত্মচরিত'

প্রঃ—"শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুরী যাত্রা বৃত্তান্ত কিরূপ ?

উঃ—"আমি পুরীতে যাইতে বাসনা প্রকাশ করিলাম * * * * এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া পুরী যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় গেলাম। * * * চারিদিনে পুরী পৌঁছিলাম। ভদ্রকে একরাত্র, বালেশ্বরে একরাত্র ও কটকে একরাত্র ছিলাম।" 'ঠাকুরের আত্মচরিত',

প্রঃ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরিতে কি কি দর্শন করিলেন ?

উঃ—"আমি ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানে আমার পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্র ও আর কয়েকজন পণ্ডিত পুরী হইতে আসিয়া জুটিলেন। অপরাহ্নে খণ্ডগিরি দেখিলাম। খণ্ডগিরি বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি। পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে গুহশ্রেণী অতি সুন্দর।" —'ঠাকুরের আত্মচরিত'

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখন ব্রজমণ্ডলে গমন করেন ? তথায় কোন্ কোন্ স্থান ও মহাত্মার দর্শন এবং কি কি কার্য্য করেন ?

উঃ—"১৮৮১ সালে শ্রাবণ মাসে তীর্থ ভ্রমণে গেলাম। * * * রাধামোহন বাবু কালাকুঞ্জে লইয়া গেলেন। * * * আমি কএকদিন ব্রজে সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম। লালাবাবুর কুঞ্জ হইতে অনেক ভাল প্রসাদ আসিল। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন-দর্শন হইল। গোপীনাথের বাটীতে ভেট লইয়া বিবাদ হইল। রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ সেবন। তথায় নিম্বাদিত্যের দশশ্লোকী পাইলাম। অলক্ষ্যে নীলমণি গোস্বামীর পাঠ শ্রবণ হইয়া গেল। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম। পাল্কী করিয়া রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন দর্শন করিলাম। তথায় কঞ্জড়ের দৌরাত্ম্য অনুভব করিলাম, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বৃন্দাবনে আসিয়া পুনরায় দর্শনাদি করিলাম। * * * বৃন্দাবন হইতে মথুরা দিয়া লক্ষ্ণৌ গেলাম। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাসায় থাকিয়া সহর ভ্রমণ হইল। তথা হইতে ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যা গমন হইল। পাণ্ডার দৌরাত্ম্য-ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফৈজাবাদ আসিয়া বাঙ্গালী একটি বাবুর বাসায় অবস্থান করিলাম। পরদিন গোপ্রতার ঘাটে স্নানাদি হইল। সেই দিবসেই কাশী গমন হইল। কাশীতে তিনু বাবুর বাটীতে অবস্থান হইল।" —'ঠাকুরের আত্মচরিত'

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর কখন শ্রীরামপুর, মেমারী, কুলীন-গ্রাম ও সপ্তগ্রাম দর্শন করেন ?

উঃ—"আমি শ্রীরামপুরে থাকি। রাধিকা, কমল ও বিমল শ্রীরামপুরে পড়ে। ১৮৮৫ সালেই আমি রাধিকা, কমল, বিমল এবং প্রভু মেমারি ও কুলীনগ্রামে যাই। তাহার পর সপ্তগ্রাম দর্শন হয়।" —'ঠাকুরের আত্মচরিত'

প্রঃ—শ্রীল ঠাকুর কখন বাঘ্‌নাপাড়া, কাল্‌না, জান্নগর, প্যারিগঞ্জ, দেনুড়, ইন্দ্রকর্পুর, কক্ষশালী, পূর্ব্বস্থলী, কুলিয়া নবদ্বীপ, আম্‌লাজোড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ?

উঃ—"১৮৯০, ২৬শে মার্চ্চ শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়ায় গিয়া তাম্বুতে থাকি। তথায় স্কুল পরিদর্শন ও কাছারির কার্য্য করি। শ্রীবলদেব দর্শন ও প্রসাদ-সেবন। ৩০শে তারিখে কালনায় ফিরিয়া গেলাম। ৩১শে মার্চ্চ জান্নগর হইতে পারুল গ্রাম গিয়াছিলাম। * * ৯ এপ্রিল প্যারিগঞ্জের নকুল ব্রহ্মচারীর পাঠ দর্শন করিলাম। * * ২৩শে এপ্রিল কাইগ্রাম গমন। ২৫শে দেনুড়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট দর্শন করি। * * ১৮ই মে গোদ্রুম গেলাম, কমলের সঙ্গে পদব্রজে ইন্দ্রকর্পুরে গঙ্গাপার হইয়া কক্ষশালী ও চুপি দিয়া পূর্ব্বস্থলী থানায় গিয়া আহারাদি করি। পরদিন পদব্রজে নবদ্বীপ কুলিয়ায় গিয়া জগন্নাথ দাস বাবাজীকে ভজন

কুটিতে দর্শন করি। * * ১৭ই জুন পুনরায় বর্দ্ধমান যাই। ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্ণে আম্‌লাজোড়ায় গমন। গোপালপুরে ও আম্‌লাজোড়ায় বক্তৃতা।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত'

প্রঃ—শ্রীভক্তিবিনোদ বৃন্দাবনের কোন্ কোন্ বনাদি দর্শন করেন ?

উঃ—"১৮৯২ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করি। সেইদিন আম্‌লাজোড়া। মহেন্দ্র বাবুকে বড় যত্নে পাল্কি করিয়া ক্ষেত্রবাবুদের বাড়ীতে লইলাম। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত হরিবাসর। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯শে ফাল্গুন গিধৌড়। ৩০শে বকসর। ১লা চৈত্র এলাহাবাদ উমানাথের বাটীতে। ৬ই চৈত্র এলাহাবাদ হইতে এটওয়া। ৮ই চৈত্র হট্রাস। তথায় পকেট হইতে টাকার [illegible] গেল। ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবনে। ১১ই চৈত্র বিল্ববন হইয়া ভাণ্ডীর-বন দেখিয়া মাঠগ্রামে অবস্থিতি। ১২ই চৈত্র মান-সরোবর। ১৩ই, ১৪ই শ্রীবৃন্দাবন। ১৫ই মথুরা। ১৬ই গোকুল দর্শন। ১৭ই মধুবন, মুহলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড, তালবন, বলদেবকুণ্ড, কুমুদবন, (ভোজন) শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন গমন। ১৮ই রাধাকুণ্ড হইয়া গিরি-গোবর্দ্ধন। ২০শে এক্কায় শ্রীবৃন্দাবন।

—ঠাকুরের আত্মচরিত'

প্রঃ—বিভু-চৈতন্য ও অণুচৈতন্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ কিরূপ ?

উঃ—"আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্॥"

—দঃ কৌঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(২৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য আশ্রম
গৌরবাটসাহী
পোঃ—পুরী
১৮।৯।৭৪

স্নেহভাজনেষু,

* * * তোমার ১১।৯।৭৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার ভক্তিপথের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন দোষ দেখি নাই। তজ্জন্য তোমার প্রতি একটা মমতা হইয়াছে বলিয়া তোমাকে গৃহে যাইতে দিতে উৎসাহ হয় না। গৃহে গেলে ক্রমশঃ বিষয়ের ও বিষয়ীদের সঙ্গ-প্রভাবে চিত্ত মলিন হইবে ও শ্রীভগবান্ দূরে পড়িবেন। তবে "স্ব-কর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্" কথা স্মরণ থাকিলে গৃহে যাইতে বলিতে ইচ্ছা করি নাই। আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির ইচ্ছায় তোমার কোন উপকার হইবে না ভাবিয়া, তোমার যাহা নিজের বাস্তব হিতকর হয় তাহাই করিও। "জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে" চিন্তা করিয়া নীরব থাকিব। শ্রীগৌরহরি তোমার মঙ্গল বিধান করুন, এই মাত্র প্রার্থনা করিতে পারি।

আমি এখন এখানেই কিছুদিন শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণ প্রান্তে থাকিবার যত্ন করিব।

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি
নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(২৪)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা—২৬
৩।৮।৬৬

স্নেহভাজনেষু,

* * তোমার ৩১।৭।৬৬ তারিখের পত্র পাইলাম। তোমার অসুস্থতার সংবাদে ব্যথিত হইলাম। তবে আমাদের অসুখ বিসুখাদির জন্য আমাদের পূর্ব্বকর্ম্মই দায়ী বলিয়া কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না বা কাহারও উপর ক্রোধও করা যাইবে না। নিজের নিজের কর্ম্মফল আমাদিগকে সহিষ্ণুতার সহিত অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে তেজপুরে আপনজন ডাক্তার রহিয়াছে। তাহার স্নেহসিক্ত সেবায় তোমার যথেষ্ট উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। ঝুলনের পরে যদি বিশেষ কোন সেবার ভার না থাকে, তবে আমার বিবেচনায় গিরি মহারাজের সহিত তোমরা কলিকাতায় ফিরিতে পার। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার জন্য তোমরা কেহ কেহ বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশে ভ্রমণ করিলে মন্দ হয় না। তোমার অসুখের জন্য ভয় করিও না। মঠ হইতে সাধ্যমত চিকিৎসা করা হইবেই। তবে রোগীর আরোগ্যের জন্য তাহার জিহ্বা-লাম্পট্য দমনও করিতে হইবে। আহারাদিতে পেটের ব্যাধিতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। * * *

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি
নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

দুর্গোৎসব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা প্রাচীন লেখনী হইতে অবগত হইয়াছি— বাংলাদেশের বর্ত্তমান দুর্গোৎসবপ্রথা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সম্রাট্ আকবরের সময়ে বাংলাদেশের সুবেদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে বহু অর্থ, সম্পত্তি ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা হইয়া সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। একসময়ে তিনি বঙ্গদেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুরের রাজাদের পৌরোহিত্য করিতেন। ঐ পুরোহিত বংশে উদ্ভূত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকালে বাংলা ও বিহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা দিলেন—"বিশ্বজিৎ, রাজসূয়,

অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটি মহাযজ্ঞ বলিয়া কথিত। কিন্তু অশ্বমেধ ও গোমেধ কলিযুগে নিষিদ্ধ। বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় যজ্ঞও সার্ব্বভৌম সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী ব্যতীত অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য; বিশেষতঃ ঐ চারিটি যজ্ঞই ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত, ব্রাহ্মণের কৃত্য নহে। এমতাবস্থায় দেখা যায়, সত্যযুগে রাজা সুরথ আদ্যাশক্তি মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ সকল যুগে সকল জাতীয় লোকই অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং এই এক যজ্ঞেই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। সুতরাং মহারাজ এই শারদীয় যজ্ঞই অনুষ্ঠান করিতে পারেন।" অন্যান্য পণ্ডিতগণ সকলেই এই ব্যবস্থায় সম্মতি দান করিলেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ তৎকালীন সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে রাজসিক বিধানে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম এই দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিতে এই দুর্গোৎসবের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে শক্তিপূজক সম্প্রদায়ই নানা-প্রকার প্রাকৃত কামনা-বাসনামূলে এই পূজার বহুমানন করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে শক্তিপূজার কোন ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। তবে ব্রজকুমারীগণের যে কাত্যায়নীপূজার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার পূজা। এই স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী যোগমায়া দুর্গাই মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নহে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তোষণীতে লিখিয়াছেন—"এই কাত্যায়নী পরমা বৈষ্ণবী শ্রীশিবপ্রিয়া পার্ব্বতী"। গৌতমীয় কল্পোক্ত—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ"—এই বাক্যে যে, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ—এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, ইনি মায়াংশভূতা দেবীধামের দুর্গা নহেন। দেবীধামের দুর্গাসম্বন্ধে সিদ্ধান্তগ্রন্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে—

"সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি একটিই। উপনিষদে তিনিই 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিতা। সেই স্বরূপশক্তির ছায়া-স্বরূপিণী প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা মায়াশক্তিই ভুবনপালিকা দুর্গা। তিনি যে আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী অর্থাৎ যে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র গোবিন্দের ইচ্ছানুসারে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই মূল পুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি। ইনি সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী। আর যোগমায়া—চিচ্ছক্তি, ত্রিগুণাতীতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে জানা যায়—দেবতাগণের স্থানচ্যুতির কথা শুনিয়া মধুসূদন ও শম্ভু এবং তৎসহ দেবতাবৃন্দ সকলেই কুপিত হইলে তাঁহাদের মুখমণ্ডল হইতে যে তেজঃ নির্গত হইল, তাহাই একত্র মিলিত হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গাদেবীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। সেই দেবীর দশভুজা দশকর্ম্ম স্বরূপ, তিনি বীরপ্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপদমনরূপা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী, প্রাকৃত শোভা ও সিদ্ধিরূপ কার্ত্তিক ও গণেশ দুই পুত্র এবং জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যারূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইকন্যার জননী, পাপনিবারণার্থ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী।

বিমুখমোহন কার্য্য এই গুণময়ী মায়ার। উন্মুখমোহন যোগমায়ার কার্য্য। তিনিই বৃন্দাবনে পৌর্ণমাসী, নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়া, শ্রীক্ষেত্রে বিমলাদেবী। এইরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষ্ণবরাজ শম্ভু ক্ষেত্রপালক, যোগমায়া চিচ্ছক্তিরূপে ক্ষেত্রপালিকা। মহাজনের প্রার্থনায় আছে—

"বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়।
চিদ্ধাম আমার নেত্রে হউন উদয়॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥"

তাঁহাদের কৃপা না হইলে চিদ্ধামে প্রবেশাধিকার হয় না। দেবকীকন্যা রূপে যে কংস বঞ্চনা কার্য্য, তাহা ত্রিগুণময়ী মায়ার কার্য্য, কৃষ্ণের লীলাপুষ্টিকারিণী চিচ্ছক্তি যোগমায়া কংসাদি দুষ্টলোককে স্পর্শ করেন না। ঐরূপ বিমুখবিমোহন কার্য্য তাঁহার ছায়ারূপিণী মায়া দ্বারাই

সম্পাদন করান। কংসকারাগারের প্রহরিগণকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখা কার্য্যও ঐ মায়ার। দুর্য্যোধনাদিকে বিশ্বরূপ ও শাল্বাদিকে গরুড়বাহনাদিরূপ দর্শন করাইলেও বিমুখমোহিনী মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহারা কেহই কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভাবনা করিতে পারে নাই, এটা 'ধৃষ্ট যাদব' এইরূপই বুদ্ধিলাভ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। আবার মা যশোদা মৃদ্ভক্ষণলীলাভিনয়কারী কৃষ্ণের মুখবিবরে যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন বা পিতা নন্দ বরুণলোকে যে কৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিলেন, তাহাতে বাৎসল্য ভাবাধিক্যহেতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসত্ত্বেও সম্ভ্রমরাহিত্য ও ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানলক্ষণাত্মক যে মোহনকার্য্য, তাহা যোগমায়ার বা মায়ার কার্য্য নহে। উহা প্রেমেরই এমন একটি স্বভাব যে, তাহা ভগবানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবৃত করতঃ তাঁহাকে চিন্ময় মমতারজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া তাঁহাতে উত্তরোত্তর স্নেহাধিক্য উৎপাদন পূর্ব্বক তন্মাধুর্য্যাস্বাদমহাসমুদ্রে ভক্তজনকে নিমজ্জিত করিয়া তাহার (প্রেমের) অসাধারণ-লক্ষণ জ্ঞাপক হয়। পুত্রমুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া মা যশোদার সন্তানরূপী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান আসিয়া গেলে শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী-মায়া বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে (মা যশোদাকে) পুনরায় মোহিত অর্থাৎ বাৎসল্যপ্রেমান্ধ করিয়া ফেলিলেন—

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥

—ভাঃ ১০।৮।৪৩

রসবিশেষভাবনাচতুর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

"ইত্থমনেন প্রকারেণ বিদিতং তত্ত্বং মমত্বজিহাসা যয়া তস্যাং যশোদায়াং সত্যাং তর্হি কো মাং লালয়িষ্যতি প্রতিক্ষণং কো পালয়িষ্যতীতি ততঃ পুত্রস্নেহময়ীং স্বরূপে মহতী পুত্রস্নেহরূপং প্রেমবিশেষং ব্যতনোদিত্যর্থঃ। মোহন-সাধর্ম্ম্যান্মায়াং তেন চ তাং প্রেমান্ধাং চকারেত্যর্থঃ।"

[অর্থাৎ এই প্রকারে মা যশোদা পুত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিলে যদি তাঁহাতে পুত্রপ্রতি মমত্বজ্ঞানোদয়হেতু পুত্রপ্রতি মমতাত্যাগেচ্ছা আসিয়া যায়, তাহা হইলে কে আমাকে লালন করিবে, কেই বা আমাকে প্রতিক্ষণ পালন করিবে—ইহা চিন্তা করতঃ কৃষ্ণ পুত্রস্নেহরূপ প্রেমবিশেষ বিস্তার করিলেন। মোহনসাধর্ম্ম্যহেতু উহাকে মায়া বলা হইয়াছে। উহা দ্বারা প্রভু স্বীয় মাতৃদেবীকে প্রেমান্ধা করিয়া ফেলিলেন।]

দেবকীমাতার সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণী-গর্ভে স্থাপন, নন্দগোকুলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তদনুজা কন্যা যোগমায়া প্রসবের পর মা যশোদাকে গাঢ়নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখা, বসুদেবের পুত্রসহ নন্দালয়ে গমন, বাসুদেব কৃষ্ণের নন্দনন্দনে প্রবেশ, বসুদেবের কন্যাসহ পুনরায় কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন ও দেবকী ক্রোড়ে স্থাপনাদি সমস্তই যোগমায়ার কার্য্য, কিন্তু দেবকীকন্যারূপে কংসবঞ্চনা মায়ার কার্য্য। অতএব শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "তদংশভূতাং মায়াঞ্চ বসুদেবেনানীয়-মানাং কংসং বঞ্চয়িত্বা বিন্ধ্যাদিস্থানেষু প্রভবিষ্যন্তীং নরা আরাধয়িষ্যন্তি" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা জানাইতেছেন—বসুদেব যোগমায়ার অংশভূতা মায়াকেই নন্দালয় হইতে আনিয়াছেন। তিনিই কংসবঞ্চনাকারিণী। রাসলীলাদি সিদ্ধিনিমিত্ত ভগবৎপ্রেয়সীগণের পতি শ্বশ্রূ প্রভৃতি মোহনকার্য্য যোগমায়ার, 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' বলিয়া রাসলীলারম্ভের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে কথিত হইয়াছে—

"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥"

অর্থাৎ "সেই পরম পুরুষ ভগবানের একটিই পরাশক্তি আছে, তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরাশক্তির বিজ্ঞানমাত্রেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী হ্লাদিনীশক্তি। ইঁহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার মহামায়া নামে একটি আবরণী

শক্তি আছে, তাহার দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানী ব্যক্তি মুগ্ধ হইতেছে।"

[এই সকল সিদ্ধান্ত "বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থং সম্ভবিষ্যতি॥" ভাঃ ১০।১।২৫ শ্লোক হইতে শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা সহ আলোচ্য।]

শ্রীভগবান্ তাঁহার চিল্লীলাপুষ্টিকারিণী চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—"হে দেবি, তুমি গোপগোপীগোগণালঙ্কৃত নন্দব্রজে গমন কর, সেস্থানে বসুদেব মহিষী রোহিণী দেবী বাস করিতেছেন, দেবকীমাতার সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার গর্ভে স্থাপন কর। অতঃপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, তুমি মাতা যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইবে। (কিন্তু 'মা যশোদা তোমাকে বাৎসল্য করিবার অবকাশ পাইবেন না, তুমি অলক্ষ্যবিগ্রহরূপে ব্রজে বাস করিবে।'—শ্রীচক্রবর্ত্তীটীকা দ্রষ্টব্য।) প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমাকে অর্থাৎ তোমার অংশভূত বিমুখমোহনকারী স্বরূপকে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কাম ও বরের অধিশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বরপ্রদাত্রীরূপে বিবিধ ধূপোপহারবলিভিঃ অর্থাৎ ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার স্থান নির্দ্দেশ এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কনকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা, ইত্যাদি নামকরণ করিবে। (সুতরাং 'ইদানীং আমার ও তোমার অবতারে লোকসকল কেহ কেহ বৈষ্ণব ও কেহ কেহ শাক্ত হইবে'—চক্রবর্ত্তীটীকা দ্রষ্টব্য।)"

শ্রীভগবানের এইরূপ আদেশ পাইয়া যোগমায়া 'তাহাই করিব'—এই স্বীকৃতিসূচক বাক্যদ্বারা শ্রীভগবদ্বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নন্দগোকুলে গমন পূর্ব্বক ভগবন্নির্দ্দেশানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন অর্থাৎ দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীগর্ভে স্থাপন করিলেন। সুতরাং যোগমায়া শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিয়া তাঁহার লীলাসম্পর্কিত সকলকার্য্য তাঁহার ইচ্ছানুসারেই সম্পাদন করিয়া থাকেন। পরন্তু বহিরঙ্গা মায়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন। সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ভগবদিচ্ছানুসারে সম্পাদন করিলেও ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীবকে দণ্ডদানাদি কতকগুলি অপ্রীতিকর কার্য্য তাঁহাকে করিতে হয় বলিয়া তিনি ভগবানের সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করেন,—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

—ভাঃ ২।৫।১৩

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন, দুর্ব্বুদ্ধি জীব সেই মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া 'আমি আমার' এইরূপ শ্লাঘা করে অর্থাৎ বৃথা জল্পনা করে।

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—

"অত্র বিলজ্জমানয়া ইত্যনেনেদমায়াতি—তস্যা জীবসম্মোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি, তথাপি 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য' (ভাঃ ১১।২।৩৭) ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাবরণমস্বরূপাবেশঞ্চ করোতি।"

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদও লিখিতেছেন—

"অসহমানেতি, দাস্যা উচিতমেতৎ কর্ম্ম, যৎ স্বামিবিমুখান্ দুঃখাকরোতীতি। ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়া পিধত্তে, ঘটেনাক্রান্তং দীপং যথা তম আবৃণোতীতি।"

পুনরায় শ্রীল শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—

"শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্ভয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্নুপদিশতি"—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীঃ ৭।১৪)

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

—ভাঃ ৩।২৫।২৫

অর্থাৎ শ্রীল শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভ ৩৩ সংখ্যায় কহিতেছেন — এস্থানে বিলজ্জমানা শব্দের দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, মায়াদেবীর জীবসম্মোহনকার্য্য

শ্রীভগবানের রুচিকর নহে। ইহা মায়া অবগত থাকা সত্ত্বেও ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের দ্বিতীয় বস্তুতে 'অভিনিবেশবশতঃ ভয়ের উদয় হয়' এই নিয়মের অধীন জীবগণের অনাদিকাল হইতে যে ভগবদজ্ঞানময় বৈমুখ্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়া তাঁহার আবরণাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপের আবরণ ও অস্বরূপের আবেশ সংঘটন করিয়া থাকেন।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ পাদ 'অসহমানা' ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিতেছেন—জীবের অনাদি বহির্ম্মুখতা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামিবিমুখ জীবকে দুঃখাদি প্রদান করা মায়ার ভগবদ্দাস্যোচিত কার্য্য বটে। ঈশবৈমুখ্যহেতু আবৃতস্বরূপ জীবকে মায়া আবার স্ত্রীপুত্রধনজনাদি অনিত্য বিষয়ে আসক্তিরূপ অস্বরূপের আবেশ দ্বারা আরও বিপন্ন করিয়া থাকেন। ঘটের দ্বারা আবৃত দীপের অন্ধকার যেরূপ দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ হয়, তদ্রূপ।

যদি আশঙ্কা হয়, মায়া কর্ত্তৃক জীবকে দারুণ সংসার-দুঃখক্লিষ্ট হইতে দেখিয়া জীবপ্রতি করুণাময় ভগবান্ কি করিয়া তাহা সহ্য করেন ? তাহাতে বলা হইতেছে যে—শ্রীভগবান্ অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চসৃষ্টিতে নিযুক্তা ভক্তা অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তব্য পরায়ণা মায়ার প্রতি তাঁহার দাক্ষিণ্য অর্থাৎ সাক্ষাদ্ অনুগ্রহ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না। কেননা তিনি নিজেই জীবের মায়াকৃত মোহাদি দূর করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও মায়ার কার্য্যে তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু মায়া হইতে জীবের যে সর্ব্বদা ভয় রহিয়াছে, তাঁহার সাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের যে, সে ভয় হইতে কিছুতেই নিস্তার নাই, ইহা বুঝিয়া জীবপ্রতি করুণাময় শ্রীহরি জীবকে তাঁহার সাম্মুখ্য লাভের জন্য নিরন্তর এইরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন—

"আমার এই অলৌকিকী ত্রিগুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। কেবল যাহারা একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারাই এই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং হৃদয় ও কর্ণের আনন্দদায়িনী যে সকল কথা উপস্থিত হয়, ঐ সকল কথা শ্রবণাদি দ্বারা সেবা করিতে করিতে শীঘ্র অবিদ্যা নিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধামূলা সাধনভক্তি, রতিমূলা ভাবভক্তি এবং প্রীতিমূলা প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে।"

সুতরাং "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"
"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

কলিযুগধর্ম্ম কি ?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, চিনপাই]

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ। এই চারিটী যুগ যেমন নিত্যকাল আছে ও থাকিবে, চারি যুগের চারিটী ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্যকালই আছে ও থাকিবে। এই যুগধর্ম্ম ভগবৎপ্রণীত বা ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ইহা পরিবর্ত্তন করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য কাহারও নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ এই যুগধর্ম্ম নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ও অখণ্ডনীয়।

জীবের পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ এই অপ্রাকৃত পরমধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর। তাই পরমকরুণাময় ভগবান্ শ্রীহরি জীবের মঙ্গলের জন্য চারি যুগে চারিটী ধর্ম্ম বিভিন্ন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ব্যতীত যে সকল মনঃকল্পিত ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেগুলি সবই মানুষের কল্পিত ধর্ম্ম বা দেহমনোধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনমাত্রেরই এ বিষয়ে সাবধান হইয়া ভগবৎ-কথিত শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্ম গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অন্যথা নিত্যমঙ্গললাভে বঞ্চিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত জীবের একমাত্র কৃত্য স্বধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম সমন্ধে বলিয়াছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগের ধর্ম্ম—ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম—যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম—শ্রীহরির অর্চ্চন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিপূজা এবং কলিযুগধর্ম্ম হ'লো—হরিনাম-সংকীর্ত্তন। ইহাই চারিযুগের চারিটী ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণও এই কথাই বলিয়াছেন—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

সত্যযুগে শ্রীহরির ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বাপরে শ্রীমূর্ত্তিপূজার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীনারায়ণ-সংহিতা বলেন—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

দ্বাপর-যুগের সজ্জনগণ শ্রীমূর্ত্তি-পূজার দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। কলিকালে একমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানের আরাধনা হইয়া থাকে।

শ্রুতিও বলেন — কৃতত্রেতাদ্বাপরেষু ধ্যান-যজন-সেবাদিভির্যদ্ অশ্নুতে, তৎ কলৌ কৃষ্ণকীর্ত্ত্যা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগে ভগবানের ধ্যান, যজ্ঞ ও পূজার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিকালে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা লাভ হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তৎযজ্ঞাদি নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। অন্যথা ধ্যানগতিরন্যথা যাগাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং শ্রীহরিকীর্ত্তনাৎ।

সত্যযুগের ভক্তগণ ধ্যানের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ধ্যান কলিযুগধর্ম্ম নয়। এজন্য কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। ত্রেতাযুগের ভক্তগণ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাইয়াছেন। কিন্তু কলিকালে যজ্ঞদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। এজন্য কলৌ হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন-ভজন। দ্বাপরযুগের ভক্তগণ অর্চ্চনাদির দ্বারা ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছেন। কলৌ কেবলমাত্র অর্চ্চনদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। এইজন্য কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যুগধর্ম্ম নয় বলিয়া ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনদ্বারা কলিকালে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। কলিকালে কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই অনায়াসে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপাপূর্ব্বক এই শ্লোকের অর্থ জানাইয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২-২৫)

কলিকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কৃপাপূর্ব্বক নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। এই কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই জগতের লোক সংসার

হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণকে লাভ করতঃ চিরসুখী হইতে পারিবে।

জীবের বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আনিবার জন্য 'হরের্নাম' তিনবার বলা হইয়াছে। অল্পবুদ্ধি জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য পুনরায় 'এব'-শব্দ প্রয়োগ।

হরিনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, দান, যজ্ঞ, ব্রত, শুভকর্ম্ম, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্য এবং লোকের দৃঢ়তা-বর্দ্ধনের জন্য আবার 'কেবল'-শব্দের প্রয়োগ।

ভগবানের এত কৃপা-সত্ত্বেও যদি কেহ এই শাস্ত্রবাক্য না মানে এবং হরিনাম না করে অথবা মঙ্গলের পথ কল্পনা করিয়া অন্য কিছু করে তাহা হইলে তাহার নিত্যমঙ্গল ত' দূরের কথা, সংসার হইতে মুক্তিও হইবে না। এইজন্য শাস্ত্র এখানে তিনবার 'নাস্ত্যেব'-শব্দ বলিয়াছেন।

জগদ্গুরু শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীনারদ বলিতেছেন হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন। এতদ্ব্যতীত কলিকালে মঙ্গললাভের আর কোন পন্থা বা আশ্রয় নাই—নাই—নাই।

কলিকালে যুগধর্ম্ম হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই যে পাপনাশ, মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হয়—এতৎসম্বন্ধে যজুর্ব্বেদও বলিতেছেন—

দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ-মাত্রেণ নির্দ্ধূতকলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—তন্নাম কিমিতি? স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥ পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কোঽসৌ বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি।

দ্বাপরান্তে নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো! কলিকালে সংসার হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—ভগবান্ শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কলিকালে কি নাম করিতে হইবে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—কলিকালে ষোল-নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রই কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই নাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব যাবতীয় পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এই নাম-কীর্ত্তনের বিধি কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—হরিনাম-কীর্ত্তনের কোন বিধি বা নিয়ম নাই। এই হরিনাম-কীর্ত্তন শুচি, অশুচি, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদা করা যাইবে। হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা, হিংসা, চৌর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে, সংসার হইতে মুক্তি, প্রেম ও ভগবদ্দর্শন সহজ-লভ্য হইবে।

কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত যে মঙ্গল ও শান্তিলাভের অন্য কোন রাস্তা নাই, এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখা যায়—

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৃহে থাকাকালে যখন অধ্যাপনার্থ পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয় করেন তখন এই ঘটনাটী ঘটে। তাহা এই—

হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যাঁরে॥
নিজ ইষ্টমন্ত্র সদা জপে রাত্রিদিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥

সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥

শুন, শুন, ওহে দ্বিজ, পরম-সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥

নিমাই পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥

মনুষ্য নহেন তেঁহো—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ॥

বেদ-গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥

অন্তর্দ্ধান কৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কাঁদিতে লাগিলা॥

'অহো ভাগ্য' মানি' পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্যগণ-সহিত পরম মনোহর॥

আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়হস্তে দাঁড়াইলা সবার সদনে॥

বিপ্র বলে—আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপাদৃষ্ট্যে কর মোর সংসার মোচন॥

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা প্রতি কহিবা আপনি॥

বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়॥

প্রভু বলে—বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা॥

ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার॥

চারিযুগে চারিধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজধামে চলে॥

কলিযুগ-ধর্ম্ম—হরিনাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে-শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

শুন মিশ্র, কলিকালে নাহি তপ, যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
সংশয় পরিহরি' একান্ত হইয়া॥

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্যত্রও ভক্তগণকে এই কথাই বলিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে, বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥
হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ১১।৫।৩০)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

বেদান্তও বলিয়াছেন—'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'।

'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ হরিনাম কীর্ত্তন কর। হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই সংসার হইতে মুক্তি ও পরা শান্তি লাভ হইবে।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ১০।৩০।৪৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ তৎকারুণ্যে চ তৎ-সংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ। অর্থাৎ ভগবৎকৃপাই ভগবদ্দর্শন-লাভের উপায়। ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই ভগবৎ-কৃপা লাভ হইবে।

আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে দেখিলাম—হরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত কলিকালে অন্ত ধর্ম্ম আর কিছু নাই। এইজন্য ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ ইহা যুগবাসী প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, দুর্ব্বল, সবল, চণ্ডাল, যবন, খৃষ্টান, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, মনুষ্য, দেবতা, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অভক্ত, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যধর্ম্ম।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ভারতসম্রাট্ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥
(ভাঃ ২।১।১১)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সকলেরই কর্ত্তব্য—অনুক্ষণ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের পথে ভয় বা হতাশার কিছু নাই। ইহাতে সাফল্য হইবেই হইবে, আশা মিটিবেই মিটিবে। কারণ ইহা অকুতোভয়-পন্থা।
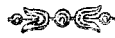
দীক্ষিত ও দীক্ষাপ্রার্থীর কৃত্য

[শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২য় বিলাস হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ॥ ১॥
বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাচার্য্যানাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ॥ ২॥

অনুবাদ—

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে,—

শিষ্য স্বীয় শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ দিবেন না এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করিবেন না। শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত কিংবা অর্চ্চনাদি-বিষয়ক গ্রন্থ গোপনে এবং নিজ দেহবৎ উহা রক্ষা করিবেন। বৈষ্ণব-গণের প্রতি বিশেষতঃ আচার্য্যবর্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, যথাশক্তি তাঁহাদিগের সেবা এবং বিপদাপন্ন হইলে তাঁহাদিগের রক্ষা করিবেন॥১-২॥

প্রাপ্তমায়তনাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো বহেৎ।
নিক্ষিপেদম্ভসি ততো ন পতেদবনৌ যথা॥৩॥
সোমসূর্য্যান্তরস্থঞ্চ গবাশ্বত্থাগ্নিমধ্যগম্।
ভাবয়েদ্দৈবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্রশরীরগম্॥ ৪॥
যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রূয়তে গুরোঃ।
তত্র তত্র ন বস্তব্যং নির্য্যায়াৎ সংস্মরন্ হরিম্॥ ৫॥

শ্রীবিষ্ণুমন্দির হইতে নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে প্রণত হইয়া তাহা মস্তকোপরি ধারণ করিবেন; তৎপরে তাহা জলগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন, যেন ভূমিতে পতিত না হয়॥৩॥

শ্রীবিষ্ণুকে সোম সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী, গো, অশ্বত্থ ও বহ্নির মধ্যগত এবং গুরু ও বিপ্রের দেহ মধ্যস্থরূপে চিন্তা করিবেন॥ ৪॥

যে স্থানে মাৎসর্য্যবশতঃ গুরুনিন্দা শ্রুতিগোচর হইবে,

যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ !
নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥ ৬ ॥
প্রদক্ষিণে প্রয়াণে চ প্রদানে চ বিশেষতঃ ।
প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ ॥ ৭ ॥
স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চর্য্যমতিহর্ষদম্ ।
অকস্মাদ্‌যদি জায়েত ন খ্যাতব্যং গুরোর্বিনা ॥৮॥

পঞ্চরাত্রান্তরে—

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পঞ্চরাত্রকাৎ ।
ন ভক্ষয়েন্মৎস্যমাংসং কূর্ম্মশূকরকাংস্তথা ॥ ৯ ॥
কাংস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন প্লক্ষবটপত্রয়োঃ ।
দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জ্জয়েৎ ।
ন সোপানৎকচরণঃ প্রবিশেদন্তরং কচিৎ ॥ ১০ ॥
একাদশ্যাং ন চাশ্নীয়াৎ পক্ষোয়োরুভয়োরপি ।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুম্ ॥ ১১ ॥

তথায় অবস্থান করিবে না ; শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবেন ॥ ৫ ॥

হে নারদ ! যে-সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের নিন্দা, শ্রীভগবানের নিন্দা ও শাস্ত্রনিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত কখনও অবস্থান অথবা কথোপকথন করিবেন না । বিশেষতঃ প্রদক্ষিণ-সময়ে, গমনকালে, দানকালে, প্রাতঃকালে ও প্রবাসে থাকিলে মুহুর্মুহুঃ স্বীয় মন্ত্র স্মরণ করিবেন । স্বপ্নে বা চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ যদি কোনরূপ অতিহর্ষপ্রদ অলৌকিক ব্যাপার ঘটে, তাহা হইলে শ্রীগুরু-ব্যতীত অপরের নিকট প্রকাশ করিবেন না ॥৬-৮॥

পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যথা—

পঞ্চরাত্র হইতে সংক্ষেপতঃ সময়সকল বর্ণন করিতেছি, রোগাদির জন্য ঔষধের মধ্যেও মৎস, মাংস, কূর্ম্ম ও শূকরমাংস ভোজন করিবেন না ॥ ৯ ॥

কাংস্যপাত্রে, অশ্বত্থ-পত্রে অথবা বটপত্রে ভোজন করিবেন না ; দেবমন্দিরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন না, তথায় হাঁচি দিবেন না এবং পাদুকাপদে কখনও মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন না ॥ ১০ ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ—উভয় পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করিবেন না, বিশেষতঃ শ্রীএকাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিবেন এবং শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবেন ॥ ১১ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে চ—

গোপয়েদ্দেবতামিষ্টাং গোপয়েদ্ গুরুমাত্মনঃ ।
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্রং গোপয়েন্নিজমালিকামিতি ॥
চতুর্য্যুক্ শতসংখ্যেষু প্রাগ্ গুরোঃ সময়েষু চ ।
শিষ্যেণাঙ্গীকৃতেষ্বেব দীক্ষা কৈশ্চন মন্যতে ॥১৩॥

তথা চ বিষ্ণুযামলে—

গুরুঃ পরীক্ষয়েচ্ছিষ্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ ।
নিয়মান্ বিহিতান বর্জ্জ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ চতুঃশতম্ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনম্ ।
নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ॥ ১-৪ ॥
বিশুদ্ধাহতযুগ্ বস্ত্রধারণং দেবতার্চ্চনম্ ।
গোপীচন্দনমৃৎস্নায়াঃ সর্ব্বদা চোর্দ্ধপুণ্ড্রকম্ ॥ ৫-৭ ॥
পঞ্চায়ুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনম্ ।
তুলসীমণিমালাদিভূষাধারণমন্বহম্ ।
নির্ম্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্ণোস্তচ্চন্দনবিলেপনম্ ॥৮-১২॥

সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে,—

ইষ্ট-দেবতাকে গোপন করিবেন, নিজ গুরুদেবকে গোপন করিবেন, স্বীয় মন্ত্রকে গোপন করিবেন এবং নিজ মালিকা গোপনে রাখিবেন ॥১২॥

প্রথমে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের কথিত একশত চারিটী নিয়ম অঙ্গীকার করিলেই দীক্ষা হইতে পারে, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুযামলে লিখিত আছে,—

শ্রীগুরুদেব মনোযোগ পূর্ব্বক একবর্ষকাল পর্য্যন্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং একশত চারিটী বিহিত ও পরিত্যাজ্য নিয়ম শ্রবণ করাইবেন। সেই সকল নিয়ম কথিত হইতেছে,—

(১) ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, (২) মহাবিষ্ণুর প্রবোধন, (৩) বাদ্য-সহকারে নীরাজন, (৪) যথাবিধানে প্রাতঃস্নান, (৫) বিশুদ্ধ নূতন বস্ত্রদ্বয় (পরিধেয় ও উত্তরীয়) ধারণ, (৬) দেবার্চ্চন অর্থাৎ অর্পণাদি দ্বারা জলে নিজ-ইষ্টদেবতার পুজন, (৭) গোপীচন্দন ও মৃত্তিকাদ্বারা নিরন্তর ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রধারণ, (৮) নিত্য আয়ুধপঞ্চক ধারণ অর্থাৎ যথাযথ অঙ্গে শঙ্খ, চক্র গদা, খড়্গ, ও সশর শরাসন ধারণ, (৯) চরণামৃত সেবন, (১০) প্রত্যহ তুলসী ও মণিমালাদি

শালগ্রামশিলাপূজা প্রতিমাসু চ ভক্তিতঃ।
নির্ম্মাল্যতুলসীভক্ষস্তবস্তবচয়ো বিধেঃ ॥ ১৩-১৫ ॥
বিধিনা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধো হি কর্ম্মণি
বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৄণাং তর্পণ ক্রিয়া।
মহারাজোপচারৈশ্চ শক্ত্যাং সংপূজনং হরেঃ ॥১৬-১৯॥
বিষ্ণুভক্ত্যবিরোধেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকরণং ন্যাসাঃ সর্ব্বে যথাবিধি ॥ ২০-২১॥
নবীনফলপুষ্পাদের্ভক্তিতঃ সংনিবেদনম্।
তুলসীপূজনং নিত্যং শ্রীভাগবতপূজনম্ ॥ ২২-২৪ ॥
ত্রিকালং বিষ্ণুপূজা চ পুরাণশ্রুতিরন্বহম্।
বিষ্ণোর্নিবেদিতানাং বৈ বস্ত্রাদীনাঞ্চ ধারণম্ ॥২৫-২৭॥
সর্ব্বেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তনম্।
গুর্ব্বাজ্ঞাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসো গুরুণোদিতে ॥২৮-৩০॥
যথা স্বমুদ্রারচনং গীতনৃত্যাদি ভক্তিতঃ।
শঙ্খাদিধ্বনিমাঙ্গল্য লীলাহ্ভিনয়ো হরেঃ।
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ॥ ৩১-৩৭ ॥

সাধূনাং স্বাগতং পূজা শেষনৈবেদ্যভোজনম্।
তাম্বূলশেষগ্রহণং বৈষ্ণবৈঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ৩৮-৪১ ॥
বিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা দশম্যাদি-দিনত্রয়ে।
ব্রতে নিয়মতঃ স্বাস্থ্যং সন্তোষো যেন কেন বৈ ॥৪২-৪৫॥
পর্ব্বযাত্রাদিকরণং বাসরাষ্টক-সদ্বিধিঃ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ ॥৪৬-৪৭
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনম্।
গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদা ॥ ৪৮-৫০ ॥
শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনম্ ॥ ৫১-৫২ ॥
সন্ধ্যয়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা।
তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্ব্বাসনাসনম্ ॥ ৫৩-৫৭ ॥
গুর্ব্বগ্রে পাদবিস্তারশ্ছায়ায়া লঙ্ঘনং গুরোঃ।
শক্তৌ স্নানক্রিয়াহানির্দেবতার্চ্চনলোপনম্ ॥৫৮-৬০॥
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ প্রত্যুত্থানাদ্যভাবনম্।
গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রৌঢ়পাদক্রিয়া তথা ॥
অমন্ত্রতিলকাচামো নীলীবস্ত্রবিধারণম্।

বিভূষণ ধারণ, (১১) নির্ম্মাল্যোদ্বাসন অর্থাৎ বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য দূরীকরণ, (১২) দেহে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যচন্দন-লেপন, (১৩) শ্রীশালগ্রামশিলা ও শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিতে ভক্তি-সহকারে অভীষ্ট-দেবতার অর্চ্চন, (১৪) নির্ম্মাল্য-তুলসী-সেবন, (১৫) যথাবিধি তুলসী চয়ন, (১৬) যথাবিধানে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা, (১৭) ধর্ম্মকার্য্যে শিখাবন্ধন, (১৮) বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই পিতৃগণের তর্পণক্রিয়া, (১৯) সামর্থ্য থাকিলে মহারাজোপচারে শ্রীহরির পূজন, (২০) বিষ্ণুভক্তির অবিরোধে অর্থাৎ যাহা বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরুদ্ধ নহে,ঈদৃশী নিত্য-নৈমিত্তিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, (২১) ভূত শুদ্ধাদি ও যথাবিধানে সমস্ত ন্যাস সম্পাদন, (২২) ভগবান্‌কে ভক্তিসহকারে নবীন ফলপুষ্পাদি নিবেদন, (২৩) নিত্য তুলসী-পূজন, (২৪) নিত্য শ্রীভাগবত-পূজন, (২৫) প্রতিদিন ত্রিকাল বিষ্ণুর অর্চ্চন, (২৬) প্রত্যহ শ্রীভাগবতাদি পুরাণ-শ্রবণ, (২৭) বিষ্ণুনিবেদিত বস্ত্রাদি-ধারণ (২৮)শ্রীভগবানের আদেশ জ্ঞান করিয়া অথবা ভগবানের 'দাস'ভাবে নিখিল পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, (২৯) গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ, (৩০) শ্রীগুরু-কথিত বাক্যে বিশ্বাস,(৩১) নিজমন্ত্র দেবতানুসারে মুদ্রাবন্ধন অর্থাৎ তিলকরচন, (৩২) ভক্তিসহকারে গীত ও (৩৩) ভক্তিসহকারে নৃত্যাদি, (৩৪) শ্রীহরি সম্বন্ধে শঙ্খাদির-মঙ্গলধ্বনি, (৩৫) লীলার অনুকরণ,(৩৬) যথাবিধানে নিত্য হোম-বিধান, (৩৭) নিত্য যথাবিধি নৈবেদ্যার্পণ, (৩৮) সাধুগণকে আনয়ন-পূজা (৩৯) শেষ-নৈবেদ্য-ভক্ষণ,(৪০) তাম্বূল-শেষ-গ্রহণ, (৪১) বৈষ্ণব-সঙ্গ, (৪২) বিশিষ্ট বৈষ্ণব-কৃত্যের বা ভগবদ্ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা, (৪৩)দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী— এই তিন দিবসে বিহিত ব্রত-বিষয়ে যথানিয়মে শ্রদ্ধাসহকারে স্থৈর্য্য ধারণ,(৪৪) যে-কোনরূপ অবস্থা হউক না কেন, সর্ব্বদাই সন্তোষ, (৪৫) শ্রীবিষ্ণুপর্ব্ব ও যাত্রাদির অনুষ্ঠান, (৪৬)যথাবিধানে অষ্টমহাদ্বাদশী প্রতিপালন, (৪৭) (বসন্তাদি) সকলঋতুতে (তত্তৎকালীন পুষ্পাদির দ্বারা) মহারাজোপচারে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা বা দোলান্দোলনাদি ক্রিয়া, (৪৮) নিখিল বৈষ্ণবব্রতের পরিপালন, (৪৯) শ্রীগুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি, (৫০) সদা তুলসী সংগ্রহ, (৫১) শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবকে শয্যাপ্রদান ও পাদসংবাহনাদি, (৫২) (শয়নকালে) রামাদির চিন্তন, (৫৩) উভয় সন্ধ্যায় শয়ন না করা, (৫৪) মৃত্তিকা ব্যতীত শৌচ না করা, (৫৫) দণ্ডায়মান হইয়া আচমন না করা, (৫৬) শ্রীগুরুদেবের আসনে উপবেশন না করা, (৫৭) শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে পাদবিস্তার ও (৫৮) শ্রীগুরুদেবের ছায়া

অভক্তৈঃ সহ মৈত্র্যাদী অসচ্ছাস্ত্রপরিগ্রহঃ ॥
তুচ্ছসঙ্গ-সুখাসক্তির্মদ্যমাংসনিষেবনম্ ॥৬১-৬৯॥
মাদকৌষধসেবা চ মসুরাদ্যন্ন ভোজনম্।
শাকং তুম্বী কলঞ্জাদি তথাঽভক্তান্নসংগ্রহঃ।
অবৈষ্ণবব্রতাচারস্তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্ ॥ ৭০-৭৬ ॥
অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকম্।
শোকাদিপারবশ্যঞ্চ দিগ্বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্ ॥ ৭৭-৮০ ॥
শুক্লা-কৃষ্ণা-বিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা।
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ॥৮১-৮৪॥
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যাবচয়স্তথা।
তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং হর্য্যনিবেদিতৈঃ ॥৮৫-৮৮॥
বৃদ্ধাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবম্।
চরণামৃতপানেঽপি শুদ্ধ্যর্থাচমনক্রিয়া ॥ ৮৯-৯১ ॥

কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনম্।
পূজাকালেঽসদালাপঃ করবীরাদিপূজনম্ ॥ ৯২-৯৪॥
আয়সং ধূপপাত্রাদি তির্য্যক্ পুণ্ড্রং প্রমাদতঃ।
পূজা চাসংস্কৃতৈর্দ্রব্যৈস্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ ॥ ৯৫-৯৭ ॥
একহস্ত-প্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনম্।
পর্য্যুষিতাদিদুষ্টানামন্নাদীনাং নিবেদনম্ ॥৯৮-১০০॥
সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্।
সদা শক্ত্যাং মুখ্যলোপো গৌণকালপরিগ্রহঃ ॥
প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোর্বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবঃ সদা।
চতুঃশতং বিধীনেতান্ নিষেধান্ শ্রাবয়েদ্গুরুঃ ॥১০৪
অঙ্গীকারে কৃতে বাঢ়ং তন্নীরাজনপূর্ব্বকম্।
দেবপূজাং কারয়িত্বা দক্ষকর্ণে মনুং জপেৎ ॥ইতি॥
ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্গুরুম্।
তৎপাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি ॥

লঙ্ঘন না করা, (৫৯) সামর্থ্য থাকিতে স্নান ক্রিয়ায় আলস্য না করা, (৬০) দেবার্চ্চন বিলুপ্ত না করা, (৬১) দেবতা ও গুরুবর্গের প্রত্যুত্থানাদি করা, (৬২) গুরুদেবের সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করা, (৬৩) উর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন না করা, (৬৪) মন্ত্র ব্যতীত তিলক রচনা ও আচমন না করা, (৬৫) নীলীবস্ত্র ধারণ না করা, (৬৬) শ্রীহরিবিমুখ ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতাদি না করা, (৬৭) অসৎশাস্ত্র গ্রহণ না করা, (৬৮) তুচ্ছ সঙ্গে ও তুচ্ছ সুখে আসক্তি না করা, (৬৯) মদ্য মাংস সেবন না করা, (৭০) মাদকৌষধ সেবা না করা, (৭১) মসুরাদি অর্থাৎ মসুর ও দগ্ধ অন্নাদি ভোজন না করা, (৭২) শাক ভোজন না করা, (৭৩) তুম্বী, কলঞ্জ ও বৃন্তাকাদি ভক্ষণ না করা, (৭৪) অভক্ত অর্থাৎ অবৈষ্ণবজনের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ না করা, (৭৫) বিষ্ণুসম্বন্ধ ব্যতীত ব্রতান্তরের আচরণ না করা, (৭৬) বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র জপ না করা, (৭৭) অভিচারাদি অর্থাৎ উচাটন-বশীকরণ-প্রভৃতি না করা, (৭৮) সামর্থ্য থাকিতে গৌণোপচারে অর্থাৎ ন্যূনকল্পে উপচার প্রদান না করা, (৭৯) শোকাদির বশীভূত না হওয়া, (৮০) দশমীবিদ্ধ একাদশীব্রত না করা, (৮১) শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষীয় একাদশীকে প্রভেদ না করা, (৮২) ব্রত-ধারণপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়াদি না করা, (৮৩) শক্তিবিদ্যমানে ব্রতদিবসে ফলাদি ভক্ষণ না করা, (৮৪) একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ না করা, (৮৫) দ্বাদশী-দিনে দিবাভাগে নিদ্রিত না হওয়া ও (৮৬) তুলসী চয়ন না করা, (৮৭) দ্বাদশী দিনে দিবাভাগে বিষ্ণুকে স্নপন না করা, (৮৮) শ্রীহরির অনিবেদিত অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধ না করা, (৮৯) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতীত শ্রাদ্ধক্রিয়া না করা, (৯০) অবৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ না করা অর্থাৎ বৈষ্ণব পুরোহিত রহিত অথবা বিষ্ণু-নির্ম্মাল্যরহিত শ্রাদ্ধ না করা, (৯১) শ্রীচরণামৃত পান বিদ্যমানেও শুদ্ধার্থ অন্যজল দ্বারা আচমন ক্রিয়া না করা, (৯২) কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চন না করা, (৯৩) অর্চ্চনকালে অসদালাপ না করা, (৯৪) গৃহকরবীর ও আকন্দকুসুমাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন না করা, (৯৫) লৌহনির্ম্মিত ধূপপাত্রাদি ব্যবহার না করা, (৯৬) প্রমাদবশেও বক্র পুণ্ড্র না করা, অসংস্কৃতদ্রব্যদ্বারা ও চঞ্চলচিত্তে ভগবানের অর্চ্চন না করা, (৯৮) এক হস্ত-দ্বারা প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণাদি না করা, (৯৯) অকালে বিষ্ণু-দর্শন না করা, (১০০) পর্য্যুষিতাদি দোষদুষ্ট অন্নাদির নিবেদন না করা, (১০১) সংখ্যা ব্যতীত মন্ত্র জপ না করা, (১০২) মন্ত্র প্রকাশ না করা, (১০৩) শক্তি বিদ্যমানে মুখ্যকালের লোপ, সুতরাং গৌণকালের পরিগ্রহ না করা এবং (১০৪) বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণে অস্বীকার না করা, এই একশত চারিটী বৈষ্ণব-কর্ত্তব্যরূপ নিয়ম শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে শ্রবণ করাইবেন।

শিষ্য 'বাঢ়ং' শব্দে প্রতিজ্ঞা করিলে শ্রীগুরুদেব তাঁহার নীরাজনপূর্ব্বক দেবার্চ্চন করাইয়া তদীয় দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে শিষ্য প্রফুল্লচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৮০

(২) শরণাগতি — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত — ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ১.০০

(৪) গীতাবলী ,, .৮০

(৫) গীতমালা ,, ১.০০

(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ২.০০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.৫০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৮০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — ভিক্ষা ৭.৫০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত — ,, ১.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ,, ১১.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য ,, ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য ,, ২.০০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য ,, ২.০০

(২২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা + মধ্যলীলা) অন্ত্যলীলা যন্ত্রস্থ ,, ৩৪.০০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান:— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়:—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্রাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৮৭
৯ নারায়ণ, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, মঙ্গলবার ; ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮০ | ১১শ সংখ্যা

রাধাকুণ্ডস্নাতজনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তার স্নানে সিদ্ধি ধরে॥
অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল সেবন।
রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥

কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীমতীর কুণ্ড, শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধকভক্তের তো তাহা দূরের কথা ; কিন্তু একবার মাত্র রাধাকুণ্ডস্নানকারিজনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত বাস ও প্রেমামৃতপ্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নান অর্থাৎ জীব প্রাকৃত জড়-ভোগবাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তিক আনুগত্যে মানসভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তরকালে অপ্রাকৃত নিত্য দেহে সাক্ষাৎ নিত্যসেবাতৎপর হইয়া রাধাকুণ্ডস্নাত জনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ পদবি। বিষয়িগণের কথা দূরে থাকুক, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ড-স্নান দুর্ল্লভ। রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নানের কথা আর অধিক কি বলিব! স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(আশীর্ব্বচন)

প্রঃ—শ্রীভক্তিবিনোদ নববর্ষে কি কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ?

উঃ—"নববর্ষ, তুমি জয়যুক্ত হও, শ্রীশ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর, ভগবদ্ভক্তিগ্রন্থ সকল প্রকাশ কর, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর, জীবসকলকে এরূপ প্রবৃত্তি দেও যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধনামপরায়ণ হন।"

—'নববর্ষ', সঃ তোঃ ৬।১

প্রঃ—শ্রীভক্তিবিনোদ জ্ঞানিগণকে কিরূপ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন ?

উঃ—"ভাই! অগ্রসর হও, চিন্মাত্র-প্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর, তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ডব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

প্রঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদের সর্ব্বজীবের প্রতি আদেশ কি?

উঃ—"হে ভ্রাতৃবর্গ! নিরপেক্ষতা বিষয়-সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিত্য স্বরূপ লাভ কর। সাধনভক্তিদ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা নির্গুণ প্রেমভক্তি লাভ কর; ঈশ্বর বা পরমাত্মাদি সাম্বন্ধিক স্বরূপ অতিক্রম করত নিত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রীতিসূত্রে লাভ কর।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

প্রঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর উপদেশামৃতের একাদশ শ্লোকে ভজন-পরায়ণদিগের প্রতি কি উপদেশ দিয়াছেন ?

উঃ—"সকল প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানুসুতা।
তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ দয়িতা॥
মুনিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিল।
ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি' কুণ্ডে স্থির কৈল॥
সাধন ভক্তির কথা কি বলিব আর।
কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের দুর্ল্লভ প্রেমসার॥
নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন।
কুণ্ড তাঁরে সেই প্রেম করে বিতরণ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধকভক্তদিগের ত' কথাই নাই, যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্য দাসী-ভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী।"

—'শ্রীউপদেশামৃত ভাষা ও পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি'

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

(২৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৮।৪।৭৮

স্নেহভাজনেষু,

* * * তোমার ৩।৪।৭৮ তারিখের পত্র গতকল্য আনন্দপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া পাইয়াছি। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে আগরতলা মঠে পৌঁছিয়াছ জানিয়া সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলাম।

আগরতলায় বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি রহিয়াছেন। তোমাদের নিষ্কপট সদাচার পূর্ণ ভক্তির অনুশীলন ও প্রচারের ফলে আশা করি উত্তরোত্তর তথাকার সজ্জনগণ তোমাদের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইবেন এবং তোমরাও উৎসাহের সহিত মঠের সেবা সর্ব্ববিধ উপায়ে সমৃদ্ধির যত্ন করিবে।

আমরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া মঠে আসিয়াছি একান্তভাবে নিজেদের কায়মনোবাক্য হরিসেবায় নিয়োজিত করিবার আশায় এবং নিজের চিত্ত অধিকতররূপে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিয়োজিত করিবার জন্য। নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বদাই সফল করিবার নিমিত্ত আমরা যত্নশীল থাকি। ভিক্ষা, প্রচার, লোকের সহিত সদালাপ, সবটারই উদ্দেশ্য আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় অধিকতররূপে নিবিষ্ট করিবার জন্য। এতদ্ব্যতীত আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত রাখাই সাধকের ব্রত।

এখানে এখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থপ্রার্থী বহু লোক দেখা যাইতেছে। কিন্তু ১০০০ পুস্তক ছাপিতে গেলে আজকালকার বাজারে কাগজের মূল্য, প্রিন্টিং, ও বাঁধাইর খরচ লইয়া ৪০ হইতে ৫০ হাজার টাকার কমে সম্ভব হইবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মুদ্রণের জন্য যদি কোন স্থূল সাহায্যকারী পাও, তাহা হইলে যত্ন করিতে পার।

আমি আগামী পরশ্ব চণ্ডীগড় যাত্রা করিব। ১৯শে পর্য্যন্ত চণ্ডীগড়ে, ২০ হইতে ২৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত জালন্ধর সিটিতে থাকিব। পরবর্ত্তী প্রোগ্রাম পরে জানাইব। আমি জুন মাসে ১ম সপ্তাহে হায়দ্রাবাদ হইয়া পুরীতে পৌঁছাইতে পারি। তৎপরে সম্ভব হইলে একবার আগরতলা যাইবারও আমার ইচ্ছা আছে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✻ ✻ ✻ ✻

(২৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
হায়দ্রাবাদ-২
(অন্ধ্রপ্রদেশ)
১৭।৫।৭৭

স্নেহভাজনেষু,

* * * তোমার ১৫।৫।৭৭ তারিখের লোক মারফতে প্রেরিত পত্র অদ্য এখানে পৌঁছিয়া পাইয়াছি। পুরীর সমাচার সম্বন্ধে কিছু জানিলাম। যাহা আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল আছে, তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। নতুবা মহৎকার্য্যে এইরূপ বিঘ্ন কল্পনাতীত। কাহাকেও দোষ দিয়া লাভ নাই। নিজেদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আমাদের নিষ্ঠার জন্য পরীক্ষাও ইহার কারণ হইতে পারে। যাহাই হোক তোমরা অবিচলিত চিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের, শ্রীল গৌরসুন্দরের তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণের তথায় সেবা-স্থাপন এবং মহিমা বিস্তারের জন্য এইরূপ উদ্বেগ স্বীকার করিবে। আমরা সকলেই যাহাতে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, তজ্জন্য ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অবলম্বন পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিবে।

আগামী ২৬শে মে প্রাতে এখান হইতে আমরা প্রায় ১৪ মূর্ত্তি যাত্রা করিব। তন্মধ্যে East Coast Express হইতে তীর্থ মহারাজ, অনঙ্গমোহন, গিরি মহারাজ, ভারতী মহারাজ, মদন, পরেশানুভব ও আমি সম্ভবতঃ খুরদা রোডে নামিয়া ২৪শে প্রাতে হাওড়া-পুরী Express ধরিয়া পুরীতে পৌঁছিব। আরও ২।১ জনও যাইতে পারে। আমাদের তথায় বেশীদিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি পত্র পাঠ যদি অদ্যকার Telegram পাইয়া না গিয়া থাক তাহা হইলে ভাস্করের নিকট অবশ্য যাইবে এবং তাঁহাকে বলিবে যেন তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গরাগ উত্তমরূপে তথা স্থায়ীরূপে শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া দেন। আমরা যাইয়াই যাহাতে শ্রীবিগ্রহগণসহ ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিতে পারি। যদি শোলার মুকুট না করিয়া থাকেন, তবে করিবার দরকার নাই। যদি করিয়া থাকেন, তবে তাহাও আমরা লইয়া যাইব। উহা ভালভাবে প্যাক্ করিয়া নিতে হইবে। কলিকাতা হইতে বিমানে নিবার চেষ্টা করা হইবে। স্নানযাত্রার পূর্ব্বেই শ্রীবিগ্রহত্রয় সহ আমরা আগরতলায় পৌঁছিতে ইচ্ছা করি। শ্রীবিগ্রহগণের বড় বাক্স প্রত্যহ বিমানে নিবার ব্যবস্থা নাই। মোটর Transportএ দিলে বহু দিন সময় লাগিবে। সাক্ষাতে অন্যান্য কথা হইবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * * *

(২৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
দেওয়ান দেউড়ী
(অন্ধ্রপ্রদেশ)
১৭।৮।৭৭

প্রীতিভাজনেষু,—

* * * আপনার ১১।৮.৭৭ তারিখের পত্র পাইয়া অমুকের উগ্রস্বভাবের কথা জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহার কোন দোষ নাই। আমার দুর্ব্বলতাবশতঃ এবং অযোগ্যতা নিবন্ধন এই জাতীয় অশিক্ষিত ও

দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকেও মঙ্গলের পথে তথা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিত করতঃ ভক্তি না হইলেও অন্ততঃ এই জন্মে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করাইবার চেষ্টা হইতেই এইরূপ অশালীন ব্যবহার করিয়াছে। এই জাতীয় লোককে মঠে বাস করিতে দেওয়ায় আমার দোষের নিমিত্ত আমিই দুঃখিত। আপনারা কৃপালু, ক্ষমাগুণসম্পন্ন বলিয়া যদি ক্ষমা করেন তো করিতে পারেন এবং তাহাকে সেবাকার্য্যে লাগাইতে পারেন। ক্ষমা আপনি করিলেও তাহাকে নিত্যানন্দ ও ননীগোপালের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে হইবে। তাহারা বৈষ্ণব ও দয়ালু বলিয়া ক্ষমা করিতে পারে। যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাহারা ক্ষমা করে, তবে তাহাকে বর্ত্তমানে আগরতলায়ই রাখিতে পারেন। সে অনেক কাজের লোক। সে মৃদঙ্গবাদন, কীর্ত্তন, রন্ধন, ভিক্ষা, বাগানের কার্য্যাদি করিতে পারে। এখনই তাহার পরিবর্ত্তে অন্য সেবক দেওয়া সম্ভব হইবে না। আপনি তাহাকে অন্যত্র পাঠানই একান্ত আবশ্যক মনে করেন, তবে তাহাকে বাসের ও ট্রেণের ভাড়া দিয়া এবং সঙ্গে একটা পত্র দিয়া গৌহাটী মঠে পাঠাইয়া দিবেন। পরিবর্ত্তে এখন কিছুতেই কোন নূতন সেবক পাঠানো সম্ভব হইবে না জানিয়া রাখিবেন। সেবক পাঠাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিবেন না। আপনারা যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহারাই চালাইয়া লইবেন।

গতকল্য রাত্রিতে জ্বরের মধ্যে আপনার পত্র পাইয়াছি। অদ্যই প্রাতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম আপনার নিকটে পাঠাইয়াছি :—

"......... Maharaj
Sree Chaitanya Gaudiya Math,
Agartala.

Let ... ... pray apology from Nityananda Nani Gopal serve there otherwise send Gauhatimath Train

—*Madhav*"

মদন সহ আমি দুর্ব্বল শরীর লইয়াই মঠের বিশেষ সেবার আশায় বৃন্দাবন হইতে এখানে দিল্লী হইয়া ১৪ই প্রাতে আসিয়া পৌঁছি। ষ্টেশনে অবশ্য খুব সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

১৫ই স্বাধীনতা দিবসে বিপুল লোকজনসহ ব্যাণ্ড পার্টি, কীর্ত্তন পার্টি আদি লইয়া বিরাট্ শোভাযাত্রা সহ আমাকে গাড়ীর উপরে সিংহাসনে বসাইয়া চামর ও ছত্র দিয়া নূতন মিলের উদ্ঘাটনের জন্য লইয়া ছিল। কেবল বাহ্য সম্মানই লাভ হইয়াছে। মঠের সেবার কিছু হয় নাই। আগামী পরশ্ব আমি মদন সহ দিল্লী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিব ও ২১ আগষ্ট ভোর ৩টায় মথুরা জংসনে নামিব। কয়েক ঘণ্টা ষ্টেশনে অপেক্ষা করতঃ প্রাতে বৃন্দাবনে ৯টায় বা ৮-৩০টায় পৌঁছিব।

শ্রীতীর্থ মহারাজ ১৭ই মথুরায় জরুরী কার্য্যের জন্য ভারতী মহারাজ সহ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ১৮ই তাহার কলিকাতায় যাওয়ার জন্য টিকেট করা আছে। ২১শে আগষ্টের মধ্যে তাহাকে পুরীতে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

চণ্ডীগড় হইতে জরুরী সংবাদ আসিয়াছে, শীঘ্র কয়েকদিনের জন্য গভর্ণমেণ্টের সহিত জমী সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার ও নিষ্পত্তির জন্য যাইতে বলিতেছে। তীর্থ মহারাজও চলিয়া গেল। আমি যে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। দেরাদুনেও মঠের জন্য মঠাশ্রিত ভক্তগণ জমীর বায়না দিয়াছে, তথায়ও শীঘ্রই তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যাইতে বলিতেছেন। ঝুলন ও জন্মাষ্টমীতে বৃন্দাবন ও কলিকাতা মঠে থাকার প্রোগ্রাম আছে। বহু লোক আসিবে। সকলকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। গোপাল দে কেমন আছেন? তাহার জন্য চিন্তিত রহিয়াছি। এই মঠে সেবক মাত্র ৬ জন। অথচ বড় মঠ। সেবক চাহিতেছে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

অন্য সমস্ত অনাত্মবস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মবস্তু বা পরমাত্মার উপাসনা কেন করিতে হইবে, তাহার কারণ প্রদর্শনার্থ বৃহদারণ্যক শ্রুতি (১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ৮ মন্ত্র) বলিতেছেন—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ অতি নিকটতম প্রিয়—নিরতিশয় প্রেমাস্পদ। ইহা পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, এমনকি অন্য সমস্ত বস্তু হইতেও অধিক প্রিয়।

সদ্গুরুমুখে এই পরম প্রিয়তম পরমারাধ্য ব্রহ্ম বস্তুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তৎপ্রাপ্ত্যর্থ তদিতর বিষয়ে বৈরাগ্যোৎপাদক যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-সংবাদাদি সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে এই সংবাদটি ২য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণে বর্ণন করিয়া আবার তাহা ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা 'নিগমন' স্থানীয়। শ্রীগৌতম ন্যায় দর্শনে বলিয়াছেন--হেতু প্রদর্শন ছলে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুল্লেখই 'নিগমন'।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে অভিহিতা দুই পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন—ব্রহ্মবাদিনী (ব্রহ্মবদন বা কথনশীলা), কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রী-জনোচিতা বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে পৃথক্ সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু হইয়া জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তোমরা আমাকে অনুমতি প্রদান কর। যদি ইচ্ছা কর, তোমাকে এই কাত্যায়নীর সহিত আমার সমস্ত ধনসম্পদ্ বিভাগ করিয়া দিতে চাহি। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—ভগবন্! যদি এই ধনপূর্ণা সমগ্র পৃথিবীই আমার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কি অমৃতা অর্থাৎ মৃত্যুরহিতা হইতে পারিব? তচ্ছ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—না, অমৃতা হইতে পারিবে না, তবে বিবিধ ভোগসাধনসম্পন্ন লোকসকলের জীবন যেরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যবহুল হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে, কিন্তু বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভের কোন আশা নাই। ইহাতে সেই মৈত্রেয়ী কহিলেন—

"যেনাহং নামৃতা স্যাদম, কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহীতি।"

অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি অমৃতা হইতে পারিব না, তাদৃশ বিত্ত বা সম্পদ্ দ্বারা আমি কি করব? পূজনীয় আপনি, অমৃতত্ব লাভের নিশ্চিত সাধন সম্বন্ধে যাহা অবগত আছেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

মৈত্রেয়ীর এই কথা শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—"তুমি পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রীতিভাজন ছিলে, এখনও তুমি প্রিয় বিষয়ই অবধারণ পূর্ব্বক আমার প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছ। অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যদি অমৃতত্ব লাভের উপায় জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তাহা তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব।"

স হোবাচ--ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ

প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়তমা বিদুষীপত্নী মৈত্রেয়ীর 'যাহা দ্বারা আমি অমৃতা হইব না, সেই বিত্ত দ্বারা আমি কি করিব? পূজনীয় আপনি, অমৃতত্ব লাভের যাহা নিশ্চিত সাধন, তাহা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহাই আমাকে বলুন'—এই জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন—অরে মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির নিমিত্ত পতি কখনও পত্নীর প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয় অর্থাৎ পতির সুখের নিমিত্ত পত্নী পতিকে ভালবাসে না, পরন্তু নিজের সুখের নিমিত্তই পতিকে ভালবাসিয়া থাকে। তদ্রূপ পত্নীর প্রীতির নিমিত্ত পত্নী কখনও পতির প্রিয়া হয় না, পরন্তু পতির আত্মপ্রীতির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হয়। পুত্রের প্রীতিজন্য পুত্র কখনও পিতার প্রিয় হয় না, পরন্তু পিতার আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্র পিতার প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ ধনের প্রীতির নিমিত্ত ধন কখনও লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু কেবল আত্মপ্রীতির নিমিত্তই ধনসমূহ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ কখনও লোকের প্রীতিভাজন হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতি বা সুখ নিমিত্তই ব্রাহ্মণ লোকের প্রীতি ভাজন হয়। সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের প্রীত্যর্থ ক্ষত্রিয় কখনও লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজা লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। এইপ্রকার স্বর্গাদি লোকের প্রীতি নিমিত্তই স্বর্গাদি লোক কখনও জনসাধারণের প্রিয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই স্বর্গাদি লোক জনসমূহের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, দেবতাগণের প্রীতির নিমিত্ত দেবতাগণ কখনও কাহারও প্রিয় হন না, পরন্তু স্ব স্ব আত্মপ্রীতি সাধনার্থই দেবগণ লোকের প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। এইরূপ প্রাণিগণের প্রীত্যর্থ প্রাণিগণ কাহারও প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতি লাভ নিমিত্তই প্রাণিগণ অপরের প্রিয় হইয়া থাকে। অধিক কি, অপর কাহারও প্রীতির জন্য অপর কেহ কখনই কাহারও প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার প্রীতিনিমিত্তই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। [সুতরাং আত্মার সুখের জন্যই যখন জগতের সমস্ত বস্তুই আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে, তখন সেই আত্মার প্রকৃত সুখ সন্ধানার্থ আত্মার পরম প্রিয় যে পরমাত্মা, তাঁহারই সেবায় আত্মসমর্পণই প্রকৃত শ্রুত্যর্থ জানিতে হইবে]। অতএব হে মৈত্রেয়ি, সর্ব্বাধিক প্রিয় আত্মাকেই দর্শন করিবে; শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ হইতে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবে; অর্থবোধ সহকারে ধ্যানপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য অনুশীলনরূপ মনন করিবে; নিঃসংশয়িতভাবে তাঁহার স্বরূপানুভূতিরূপ বিজ্ঞানসহ নিরন্তর ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসন করিবে। এইরূপ আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনে সমস্ত তত্ত্বই বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

বেদশাস্ত্রে আত্মা কোথায়ও বা জীবাত্মা, কোথাও পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছেন। আত্মা বা অরে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে 'আত্মা' পরমাত্মা শ্রীহরি বা তৎসম্বন্ধি বস্তুরই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। ঐ বৃহদারণ্যক শ্রুতির (১ম অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ ৮মন্ত্র) 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত' বাক্যেও আত্মা পরমাত্মারূপে উদ্দিষ্ট—আত্মাকেই অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌কেই প্রিয় বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে, ইহা বলা হইয়াছে। আবার জীবাত্মা সম্বন্ধে মুণ্ডক (৩।১।৯) শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ"

অর্থাৎ এই আত্মা (জীবাত্মা) অত্যন্ত ক্ষুদ্র, বিশুদ্ধচিত্তে ইঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয়।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ জীব অণুচৈতন্য, তাঁহাকে কেশাগ্রের শত-ভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে, সেই জীব আনন্ত্য (অন্ত—মৃত্যু, তদ্রাহিত্যই আনন্ত্য বা মোক্ষ) লাভের যোগ্য।

এই আত্মা শরীরে স্থিত হইয়াও শরীরধর্ম্মে লিপ্ত হন না। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥
—গীঃ ১৩।৩৪

অর্থাৎ হে ভারত (অর্জ্জুন), এক সূর্য্য যেমন সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, এক ক্ষেত্রী জীবাত্মাও তদ্রূপ আপাদমস্তক দেহরূপ সমগ্র ক্ষেত্রকে চেতনধর্ম্মদ্বারা প্রকাশ করেন।

বেদান্তসূত্রেও (ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৬) উক্ত হইয়াছে—
'গুণাদ্ বালোকবৎ'।

অর্থাৎ দীপাদি আলোক যেমন গৃহের একস্থানে থাকিয়াও সমগ্র গৃহকে আলোকিত করে, আত্মাও সেইরূপ দেহের একস্থানে থাকিয়া স্বীয় চেতন-শক্তিদ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইয়া থাকেন।

চিৎকণস্বরূপ জীবাত্মা ও সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের অংশরূপী পরমাত্মা উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু শ্রীভগ-বান্ সর্ব্বজীবহৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসমূহ তাঁহারই মায়াশক্তিদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় জগতে ভ্রামিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে যে সকল ভাগ্যবান্ জীব শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হইবার সদ্বুদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারাই তৎপ্রসাদে পরা-শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য বরণ করেন (গীতা ১০।৪২ ও ১৮।৬১, ৬২ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য)।

(ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।১৮ সূত্রে) মাধ্বভাষ্যোদ্ধৃত পৌগবন শ্রুতি বাক্যে জানা যায়—

"অনুর্হ্যেব আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ।"

অর্থাৎ এই আত্মা অণু। অণুত্বপ্রযুক্ত ইহাতে পাপপুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে।

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে জগতে নানা বিবদমান বিচার দৃষ্ট হয়। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়াবশযোগ্য, সুতরাং মায়াধীশের সহিত মায়াবশজীবের অভেদত্ব কখনই সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। তবে ভগবান্ বিভুচিদ্ বস্তু, জীব অণুচিৎ, এস্থলে চিত্তত্ত্ববিচারে অভেদত্ব থাকিলেও বিভুত্বে অণুত্বে ভেদ বর্ত্তমান, এজন্য ঈশ্বরের সহিত জীবের যুগপৎ ভেদাভেদ প্রকাশত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং তাহা চিন্তার অতীত বলিয়া তাহাকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামে সিদ্ধান্তিত করা হইয়াছে। গীতাশাস্ত্র জীবকে শক্তি বা 'পরা প্রকৃতি' (গীঃ ৭।৪ ৫) বলায় শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের সহিত শক্তিতত্ত্ব জীবকে কখনই কেবল-অভেদ বলা চলিবে না।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

শ্রীভগবান্ যে মায়াধীশ এবং জীব যে মায়াবশ-যোগ্য, ইহা বেদেরও সিদ্ধান্ত। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৪।৯ ১০) বলিতেছেন—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥"

অর্থাৎ "মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়াকর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া একটী পরমেশ্বরের শক্তি ও মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর।"

এমতাবস্থায় জীব ঈশ্বরের সহিত কোনপ্রকারেই অভিন্ন হইতে পারেন না। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ। যে শক্তি চিৎ ও অচিৎ উভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। তাহাও কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ নহে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৪।৩।৯ মন্ত্রে) এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং, তস্মিন্ সন্ধ্যে

স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।"

ঐ শ্রুতির (৪।৩।১৮) মন্ত্রেও জীবের তাটস্থ্য-ধর্ম্মের কথা এইরূপ বলা হইয়াছে—

"তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেহনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।"

অর্থাৎ "সেই জীব পুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ"। জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয় সন্ধি তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব উভয়স্থানই দেখিতে পান।

"সেই তাটস্থ্য ধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখনও পূর্ব্ব ও কখনও পর—এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্‌বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয় কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।"

তটস্থাশক্তিসম্ভূত জীব পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট—বিভিন্নাংশ স্বরূপ। শ্রীভগবানের অবতারসকল তাঁহার স্বাংশতত্ত্ব। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত তাঁহাদের অভিন্নাভিমান, তাঁহারা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব স্বরূপতঃ মায়াতীত অণুচিত্তত্ত্ব হইলেও মায়াবদ্ধ অবস্থায় কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্ন অভিমান বিশিষ্ট, কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্, মায়াপ্রবেশের পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা রূপ অপরাধ থাকায়—মায়িক কালের পূর্ব্ব হইতেই সেই অপরাধের মূল হওয়ায় তাহাদিগকে অনাদি বহির্ম্মুখ বলা হয়। কৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না, কিন্তু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতিকে ঈক্ষণপূর্ব্বক অপরাধী জীব সকলকে সেই প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন মায়াপ্রকৃতি সেই অপরাধী জীবকে সংসার-দুঃখ দয় দণ্ডবিধান করেন।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

সুতরাং সেই মায়া হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণভজন।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি (২।১।২০) বলিতেছেন—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"

অর্থাৎ অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্রবিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। তাটস্থ্যধর্ম্মবশতঃ উভয় কূলে সঞ্চরণশীল জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার রূপ অপরাধ ফলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার কবলে কবলিত হয়।

"জীব কৃষ্ণনিত্যদাস তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

স্বরূপবিস্মৃত জীবের কৃষ্ণস্মৃতি ব্যতীত এই দোষের আর দ্বিতীয় কোন সংশোধনোপায় নাই। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—

"অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি।

কৃষ্ণই এই আত্মা—পরম প্রেমাস্পদ বস্তু, তিনিই সর্ব্বভূতের মধু—অধিপতি—রাজা।

আত্মা শব্দে শ্রীমদ্ভাগবতেও কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্"
—ভাঃ ১০।১৪।৫২

অর্থাৎ হে রাজন্, কৃষ্ণকে তুমি সকল আত্মার আত্মা অর্থাৎ প্রেমাস্পদ বলিয়া জানিবে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"—আমি সেই উপনিষদুক্ত বা বেদান্তবেদ্য পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তমের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি,—এই বাক্য দৃষ্ট হয়, ইহার উদ্দিষ্ট পুরুষ সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। তিনিই নিজেকে গীতায় বেদবেদ্য, বেদান্তকৃৎ, বেদবিদ্ ও লোকে বেদে পুরুষোত্তম রূপে প্রথিত বলিয়া পরিচয়

প্রদান করিয়াছেন, তাঁহা হইতে পরতর তত্ত্ব আর কেহই নাই। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও তাই উক্ত হইয়াছে—

"ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং ত্বং
দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মরুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরমদেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি বা পালক। তুমি পরতত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর বলিয়া জানি।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর, পরমাত্মা তাঁহার অংশ, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি বা জ্যোতিঃ। পরব্যোম-পতি—নারায়ণ তাঁহারই ঐশ্বর্য্যবিলাস মূর্ত্তি। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১) উক্ত হইয়াছে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং। পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা। বিপশ্চিতা।"

অর্থাৎ সেই সত্যস্বরূপ, চিন্ময়, অসীমতত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। চিত্তগুহায় অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত তত্ত্বই 'পরমাত্মা'। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত তত্ত্বই 'নারায়ণ'। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি বিপশ্চিদ্ ব্রহ্মের সহিত যাবতীয় কল্যাণগুণ প্রাপ্ত হন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন, এই বিপশ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্বই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।

বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিং।

গীতায়ও ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং বলিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে পরংব্রহ্ম বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন।

বৃহদারণ্যক এই পরংব্রহ্ম পরমপ্রেমাস্পদ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষ্টব্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি বলিয়া জীবাত্মার শ্রীকৃষ্ণভজনকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া জানাইতেছেন। উপরিউক্ত বিপশ্চিৎ শব্দে 'পণ্ডিত' অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণের মধ্যে 'সুপাণ্ডিত্য'ও একটি প্রধান গুণ। সুতরাং কৃষ্ণকেই বিপশ্চিদ্ ব্রহ্ম বলা সুসঙ্গত। বেদশাস্ত্র কৃষ্ণকেই 'সম্বন্ধ', কৃষ্ণভক্তিকেই 'অভিধেয়' ও প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রীতি বা প্রেমকেই চরম 'প্রয়োজন' বলিয়া জানাইয়াছেন।

মন্ত্রমাহাত্ম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

ভগবন্মন্ত্র জাগতিক কোন বস্তু নন। ভগবন্মন্ত্র ও ভগবান্ একই বস্তু। মন্ত্র বিভুচেতন বস্তু। মন্ত্র, মন্ত্রদাতা গুরু ও মন্ত্রদেবতা কৃষ্ণ একই বস্তু—পরস্পর অভিন্ন। এই দুঃখকর সংসার হইতে উদ্ধার করিবার অচিন্ত্য শক্তি মন্ত্রের আছে। মন্ত্রের অক্ষরগুলি অসীম-শক্তি-সম্পন্ন। মন্ত্রে যাহার সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি আছে, তাহার মঙ্গল ও সিদ্ধি অনিবার্য্য।

শাস্ত্র বলেন—

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্ মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।'

অর্থাৎ যাহা মায়াবদ্ধ মনোধর্ম্মী জীবকে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মননধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিয়া অন্য চিন্তা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহাই মন্ত্র।

এই মন্ত্রজপ-প্রভাবে জীব মনোধর্ম্ম হইতে এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পায়। তখন ভগবৎ-সেবক-অভিমান, সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশিত হয়।

মন্ত্রজপের ফলে সাধক সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৩)

এই পরমমঙ্গলকর কৃষ্ণমন্ত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট হইতে ভগবৎ-কৃপায় ভাগ্যক্রমে লাভ হয়। যাঁহারা সত্য সত্য সংসার হইতে নিষ্কৃতি চান, মঙ্গলময় ভগবান্ই গুরুরূপে মন্ত্র দিয়া তাঁহাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন।

যিনি কৃপাপূর্ব্বক মন্ত্র দেন, সেই করুণাময় শ্রীগুরুদেবকে দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রগুরু বলে। মন্ত্র, গুরু ও কৃষ্ণে যাহার ভেদবুদ্ধি আছে বা ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, তাহার মঙ্গল অসম্ভব।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৭।৬৬) বলেন—

"মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ॥"

মন্ত্র যেমন সাক্ষাৎ ভগবান্, মন্ত্রদাতা গুরুও তদ্রূপ সাক্ষাৎ ভগবান্—ইহা দৃঢ়ভাবে জানিয়া মন্ত্র জপ করিতে হইবে। যিনি মঙ্গল চান, তিনি মন্ত্র ও মন্ত্রদাতা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিবেন না।

শাস্ত্র বলেন—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ)

অর্থাৎ মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই হরি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও (১৭।৬৫) বলেন—

যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা।
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥

যিনি মন্ত্র, মন্ত্রদাতা গুরু ও মন্ত্রদেবতা কৃষ্ণ—এই তিনটী ভগবদ্বস্তুকে পৃথক্ না জানিয়া অভিন্নবুদ্ধিতে অচলা ভক্তি করেন, তাঁহার শীঘ্রই মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

শাস্ত্র বলেন—

গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রশ্চ তেষাং ঐক্যং চিন্তয়ন্ মন্ত্রং উচ্চারয়েৎ। অর্থাৎ শিষ্যগণ গুরু, কৃষ্ণ ও মন্ত্র—এই তিনটী অভেদ জানিয়া মন্ত্র জপ করিবেন।

(হরিভক্তিবিলাস ২।১৩০-১৩১ টীকা)

প্রশ্ন—গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি কিরূপ ?

উত্তর—ভগবদ্দৃষ্ট্যা—ভগবান্ এব অয়ং সাক্ষাৎ ইত্যেবং বুদ্ধ্যা।

(হঃ ভঃ বিঃ ২।১১১ টীকা)

অর্থাৎ গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ই—এইরূপ বুদ্ধিই গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি।

সদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হয়—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। "অহং প্রভোর্জ্জনঃ সেবকোঽস্মি, সেব্যো মে প্রভুর্ভগবান্ সপরিকর এব।" (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)—ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণই আমার নিত্য-প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যসেবক। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য—এই দিব্যজ্ঞান সদ্গুরুর কৃপাতেই লাভ হয়।

দীক্ষা কি?—এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(বিষ্ণুযামল)

যাহা হইতে পাপ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় এবং দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই দীক্ষা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থে (২৮৩ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—"দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সহ সম্বন্ধ-বিশেষজ্ঞানঞ্চ।" অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বলিতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ জ্ঞান বুঝায়।

নিজেকে গুরুকৃষ্ণের সেবক জানিয়া ভগবানের সুখের জন্য যে ভগবৎসেবা, তাহাই শুদ্ধভক্তি। শাস্ত্র বলেন—'ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্ব-সুখে।'

—বিশ্বনাথ-টীকা

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেছেন—

"কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়।"

(চৈঃ চঃ)

গুরুকৃষ্ণদাস-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিষ্কামভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিলেই শুদ্ধভজন হইবে।

তৎফলে শীঘ্রই সিদ্ধি হইবে। নতুবা সিদ্ধিতে বিলম্ব হইয়া যাইবে।

বৃহদ্ভাগবতামৃত বলেন—

"ভগবন্মন্ত্রজপমাত্রেণৈব মুক্তিঃ সুষ্ঠু সিধ্যতি।" সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। কিন্তু যথাবিধি মন্ত্র জপ না করিলে মন্ত্র-বিষয়ে জ্ঞানাদি কিছুই শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। মন্ত্রজপের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—অনর্থনিবৃত্তি হয় অর্থাৎ কামক্রোধাদি দূর হয়। সিদ্ধি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই মুক্ত বা শুদ্ধভক্ত।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—(১ম বিলাস ১৪৭-১৪৮)

সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদম্॥
বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
গাণপত্যাদি-মন্ত্রেষু কোটি-কোটি-গুণাধিকাঃ॥

(অগস্ত্যসংহিতা)

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।১৫৫)

তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে—

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈক-সাধনম্॥

(ঐ ১৫৬)

তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।১৫৯)

শ্রীসনাতন-টীকা — তত্র তেষু শ্রীদ্বারকানাথদৈবতাদি মন্ত্রেষ্বপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপলীলয়া নিজাং ভগবত্তাং তন্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো যে মন্ত্রাস্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ। তেষ্বপি মধ্যে অষ্টাদশাক্ষরঃ সম্মোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। (ঐ টীকা)

অর্থাৎ গণেশমন্ত্র, শিবমন্ত্র, কালীমন্ত্র, সূর্য্যমন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণু মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্টপ্রদ। বিষ্ণুমন্ত্র অপেক্ষা রামমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীনৃসিংহ-রামাদি অবতারগণের মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণ-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীমশক্তিশালিত্ব। আবার দ্বারকা-নাথাদি কৃষ্ণের মন্ত্র অপেক্ষা গোপলীলাকারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র আরও শ্রেষ্ঠ। দ্বাদশাক্ষর দশাক্ষর ও অষ্টাক্ষ-রাদি কৃষ্ণমন্ত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আমাদের নিত্য উপাস্য। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইঁহার দেবতা।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্রে শ্রীশিবজী পার্ব্বতীকে বলিতে-ছেন — হে দেবি, অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে মানব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। এই মন্ত্রজপ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন লাভ করে, মানব সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে। ইঁহার প্রভাবে মানুষ ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে, সকলকে মোহিত করিতে সমর্থ হয়, রিপুকুল-সংহারে সক্ষম হয় এবং মুক্তিও অনায়াসে লাভ হয়। মণির মধ্যে যেমন চিন্তামণি, গো-মধ্যে যেমন কামধেনু, নারীগণ মধ্যে যেমন সতী, বর্ণমধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, নদীমধ্যে যেমন গঙ্গা, সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে সেইরূপ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই মন্ত্ররাজ অন্য সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতো ময়া সুরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।১৮৭)

হে দেবি, এজন্য আমি প্রত্যহ এই মন্ত্র জপ করি। ইঁহার তুল্য মন্ত্র এই চরাচর জগতে আর নাই।

গৌতমীয়তন্ত্রেও আমরা পাই—শ্রীনারদ গৌতমকে বলিতেছেন—হে গৌতম, অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র সকল মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। এই মন্ত্র চিন্তামণির ন্যায় সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহা সকৃৎ উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ ও গঙ্গাদি নিখিল তীর্থস্নানের ফল লাভ হয়। হে গৌতম, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি — এই মন্ত্র-প্রভাবে মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমস্তই অনায়াসে লাভ করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে আমরা পাই — ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে এই অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র প্রদান করেন।

শ্রুতিতে (গোপালপূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ) ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—
"আমি প্রণত হইলে গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক আমাকে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র প্রদান করিলেন।"

তাই শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত বলেন—

যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।২২১)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—"এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যাবতীয় মন্ত্র অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যশালী। ইহা সর্ব্বার্থ-সাধক ও বাঞ্ছিত ফলপ্রদ এবং মোক্ষের একমাত্র সাধন। এই মন্ত্র জপমাত্র সকল প্রকার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়। এই মন্ত্রে কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি স্ত্রীজাতি, কি শূদ্রাদি সকলেরই অধিকার আছে।

অষ্টাদশাক্ষর-গোপালমন্ত্রে কোন দোষ নাই, কোন বিচার নাই। এই মন্ত্র আশু অজ্ঞানতা দূর করে। ইহা স্বর্গ-মোক্ষফলপ্রদ, সর্ব্বপাপনাশন ও সর্ব্বকামপ্রদ। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয় ও অনির্ব্বচনীয়।

"বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি।"

কৃষ্ণমন্ত্র বলশালী বলিয়া এই মন্ত্রে সংস্কারাদি করার দরকার হয় না।

যিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মন্ত্র জপ করেন, মন্ত্র-দেবতা শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে বিপুল ভোগ ও বৈকুণ্ঠে স্থান প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি আমার মন্ত্রজপ-পরায়ণ, অতএব আমার প্রিয়।"

মন্ত্র-জপ-সম্বন্ধে বৃহদ্ভাগবতামৃত বলিতেছেন—

"মন্ত্র জগদীশ্বর-সাধক ও তৎপ্রসাদপ্রাপক বলিয়া আদরের সহিত মন্ত্র জপ করিতে হইবে। মন্ত্রজপকে ভগবৎসেবা বলিয়া জানিবে। প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তৎপরে অনুভূতি লাভ। গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত মন্ত্রজপাদি শক্তিশালী সাধনসমূহও নিষ্ফল হয়। এইজন্য আদৌ শ্রদ্ধার কথা। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা।

বৃহদ্ভাগবতামৃত (২।১।১১৩-১১৬ টীকা) আরও বলেন—

"সিদ্ধমন্ত্রোঽপি পূতাত্মা ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ। নিয়মেনৈক-সন্ধ্যং বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥" (তন্ত্রবাক্য)

"ন কদাপি জপং ত্যজেৎ। (বৃঃ ভাঃ ২।২।৮৩টীকা)

অর্থাৎ কখনও জপ ত্যাগ করিবে না।

যাঁহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, সেই মুক্তপুরুষগণও পবিত্র হইয়া ত্রিসন্ধ্যা অথবা একবার মন্ত্রজপ অবশ্যই করিবেন। মুক্তেরই যখন মন্ত্রজপ প্রত্যহ করণীয়, তখন দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকমাত্রেরই যে আদরের সহিত ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা যথাবিধি জপ না করিলে মন্ত্র, মন্ত্রদেবতা ও মন্ত্রদাতা গুরুর চরণে অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেবের গৌরবরক্ষার্থ মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা প্রীতির সহিত অবশ্য জপ করিতে হইবে। তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।"

শাস্ত্র বলেন—গুরুসন্তোষমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্। (গৌতমীয়তন্ত্র)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—(১৭।২৩৮, ২৪১, ২৪২)

ততো মন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা চ প্রসীদতি॥
অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥

টীকা—কেবল শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাৎ। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।২৪২)

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া বা প্রাণ দিয়া প্রীতি পূর্ব্বক গুরুসেবা করিবেন। তবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে এবং ভগবান্ও প্রসন্ন হইবেন। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে গুরুই মূল। এজন্য ভক্তিযুক্ত-চিত্তে প্রত্যহ শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হয়। পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও প্রীতি পূর্ব্বক গুরুসেবা দ্বারাই সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

শাস্ত্র-পাঠে জানা যায়—শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রথমে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র লাভ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা দীক্ষা বিফল হয় এবং নরক হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে ষোড়শনামাত্মক 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র দান করিয়া তৎপরে ত্রৈলোক্যমঙ্গল কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিবেন।

শাস্ত্র বলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম্।
এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়ান্নরঃ॥
শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন।
দীক্ষাং কুর্য্যুঃ সুতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দর॥
হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।
নারী বা পুরুষো বাপি তৎক্ষণান্নারকী ভবেৎ।
(শ্রীরাধাতন্ত্র)

প্রশ্ন—মন্ত্রশুদ্ধি কি?

উত্তর—সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মন্ত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞানই মন্ত্রশুদ্ধি। সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিলে মন্ত্রবিষয়ে জ্ঞান, সম্বন্ধজ্ঞান, মন্ত্রশুদ্ধি, সংসার হইতে মুক্তি ও ভক্তি সম্ভব নয়।

শাস্ত্র বলেন—

মন্ত্রস্য সদ্গুরুমুখাৎ যথাবৎ পরিজ্ঞানং মন্ত্রশুদ্ধিঃ।
(ভাঃ ১১।২১।১৫ টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ)

আর একটী প্রশ্ন—সদ্গুরু আমরা কি করে পাব?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন—মঙ্গল-লাভের প্রথম কথা সদ্গুরু-পদাশ্রয়। সকলেই ভগবদিচ্ছায় নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী গুরু পান। যেমন—খৃষ্টান ও মুসলমানগণ যীশু ও মহম্মদকে পাইয়াছেন। নিজ ভাগ্যানুসারে আবার কেহ বিষয়ী কুলগুরুকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া সংসারেই আসক্ত থাকেন। কিন্তু যদি আমার ভাগ্য ভাল হয়, আমি যদি অকপটে সত্য সত্য সদ্গুরুর অনুসন্ধান করি, সদ্গুরুলাভের জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাই, তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় এই জন্মেই সদ্গুরুর সন্ধান পাইব এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিব।

'হে কৃষ্ণচন্দ্র, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সেবক ব'লে গ্রহণ কর। গৃহকর্ত্তা-অভিমানে বা ভোক্তা-অভিমানে আমি আজীবন যে অনিত্য সংসারের সেবা ও জগতের সেবা ক'রেছি, তা' আর করবো না—জীব যখন এইভাবে নিষ্কপটে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়, তখনই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ মহান্ত গুরুরূপে তাঁর নিকট আবির্ভূত হন।

সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান-লাভের সৌভাগ্য না হ'লে ভগবৎ-সেবায় অধিকার হয় না। এই দিব্যজ্ঞান দিবার সামর্থ্য কোন মনুষ্য বা দেবতার নাই। এইজন্যই সদ্গুরুর এত প্রয়োজনীয়তা।'

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

ইংল্যাণ্ডের এজোয়্যারে—শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে এজোয়্যার-নিবাসী উত্তর ভারতীয়গণের সাদর আহ্বানে তাঁহাদের মধ্যে হিন্দিভাষার মাধ্যমে শ্রীগৌরবাণী কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, "হরি-ভক্তির রাজ্যটী সর্ব্বব্যাপী অথচ স্বতন্ত্র (Isolated) ও নিরাপদ। দৃষ্টান্ত যেমন, কাষ্ঠের অনু-পরমাণু অংশে দাহক-স্বরূপ অগ্নি স্বাভাবিকরূপে ব্যাপ্ত থাকিয়াও দাহ্য-স্বরূপ কাষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ শ্রীহরিভক্তির রাজ্যটীও জড়, জীব ও মায়া ইত্যাদি সমুদয় চিদচিৎ পদার্থকে সর্ব্বতোভাবে অধিকৃত করিয়াও তৎসমুদয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থিত। যদি সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তুতেই এতাদৃশ অচিন্ত্য বিরুদ্ধ স্বভাবের প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়, তবে সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ এবং তাঁহার অপ্রাকৃত সর্ব্ব-ব্যাপী

বৈকুণ্ঠধাম সম্পর্কে আর বক্তব্যের কি থাকিতে পারে? "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" গীঃ (৯।৪-৫)—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই গীতোক্ত শ্লোকটীর পয়ারছন্দে অর্থ করিয়াছেন,—"আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥" (চৈঃ চঃ)। কাষ্ঠস্থিত অগ্নি ও কাষ্ঠের মধ্যে যেমন একটা isolated line অচিন্ত্য হইলেও সহজেই চিন্ত্য, নতুবা দাহ্য ও দাহকের একত্রবাস সম্ভব হয় না; তদ্রূপ অদ্বয়জ্ঞান ভূমাপুরুষ ভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ধাম সর্ব্বব্যাপী হইয়াও তাঁহারা অজ্ঞান, জীব, জড় ও মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই স্বচ্ছন্দে সর্ব্বকাল বিরাজমান। ঈশ্বরের ও তদীয় সৃষ্টির ইহাই অচিন্ত্যপ্রভাব। শ্রীহরি-ভক্তির অনুশীলনে জীবের আশাতীত নিরাপত্তা ও সুফল লাভ হয়। পক্ষান্তরে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, নিরাপত্তারহিত ও পরিণামে নৈরাশ্যপ্রদ। তন্মধ্যে আবার কর্ম্মবিচার একেবারেই শুদ্ধ নহে, জ্ঞান বিচার কথঞ্চিৎ বৈরাগ্য উৎপাদক হইলেও তাহা ভক্তিদেবীর সাম্মুখ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত তন্মধ্যে পরমার্থ নিরূপক বৃত্তির কোন প্রকাশই লক্ষিত হয় না। ভক্তির মূলে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার মূলে সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গের মূলে জ্ঞাতাজ্ঞাত সুকৃতি। সুকৃতিপুষ্ট জনকেই সাধুসঙ্গে শ্রীহরির আরাধনায় রত থাকিতে দেখা যায়। ভক্তির Range এর মধ্যে সংসার-মোহ, অজ্ঞান-অন্ধকার নাই। উহা বর্ণাশ্রম বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধও নহে। "মদ্ভক্তস্য অাশ্রমা ভাবাৎ"—শ্রীধর। শ্রীহরিভক্তির উদ্দীপক শাস্ত্র—বেদ-পুরাণ। তন্মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণকে পুরাণার্ক বা পুরাণ-সূর্য্য বলা হয়। উহা অমল বৈষ্ণবগণের তথা অমল পরমহংসগণের অত্যন্ত প্রিয়। নিয়মিতরূপে শ্রীভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রচেষ্টায় শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীকে নিজ স্বরূপ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন।

"ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপি অজঃ॥" ভাঃ ১১।২।৩১

শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে কি আর অলভ্য থাকে? সাধুশাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিলে শ্রীহরি প্রসন্ন হন। শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য ইহাই সহজ সরল পন্থা। সংক্ষেপতঃ ইহাকেই ভাগবতধর্ম্ম, ভক্তিধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম বলে। প্রেমস্বরূপ ভগবান্ প্রেমধর্ম্মবশ।

বার্ম্মিংহাম সহরে— ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন সহরে প্রচারকালে শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ বার্ম্মিংহাম সহরের গীতাভবনেও তিন দিন ও তিন রাত্র অবস্থান করতঃ শ্রীগৌরবাণী প্রচারের যত্ন করেন। তথায় সমাগত উচ্চশিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের সহিত কথোপকথনকালে তাঁহাদের চিত্তে রেখাঙ্কিত করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন,—"স্নেহানুশীলনে আত্মধর্ম্ম ব্যাহত হয় না; পরন্তু তাহা হইতে আত্ম-প্রশস্তিই লাভ হয়। স্নেহ এমনই জিনিষ যাহা নিজ সন্তান ত' দূরের কথা, গৃহপালিত পশু পক্ষীকেও আকর্ষণ করে। স্নেহাকৃষ্ট মন স্নেহের আস্পদকে দূরদূরান্তর হইতে স্মরণ করিয়াও তাহাতে অধিকতর প্রীতিযুক্ত হইয়া পড়ে। মনের এতাদৃশ গতিবেগ লক্ষ্যপথে আসিলে সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তখন ভাবিতে বাধ্য হইতে হয় যে, জগতের বাস্তব ভূমিকা জড় নহে,—চেতন। চেতনের আশ্রয়েই জড় দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদির ক্রিয়াশীলতা; তদ্ব্যতীত উহারা সকলেই জড় নিয়মেরই অধীন (Law of inertia) তত্ত্ব-বিশেষ। চৈতন্যবৃত্তি স্বতন্ত্র, তাহা জড়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত নহে। পক্ষান্তরে চেতনের আশ্রয়েই জড়ের Collection (একত্রীকরণ), Existence (অবস্থান) ও Maintenance (সংরক্ষণ) ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় এবং তদভাবে তাহাদের decomposition (বিচ্ছিন্নকরণ) ও annihilation (নির্ব্বাণ) ইত্যাদি লক্ষ্যের বিষয় হয়।

জ্ঞানই বস্তু, চেতনতা তাহার স্বভাব ধর্ম্ম। উহা অবশ্যই জড়াতীত। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তাহাকে জীবাত্মা বলিয়াছেন।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

(গীতা ৭।৪-৫)

অর্থাৎ আমার বহিরঙ্গা প্রকৃতি বা মায়া—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটভাগে বিভক্ত।

হে মহাবাহো! এই যে অষ্টপ্রকার প্রকৃতির কথা বলা হইল, ইহা নিকৃষ্টা। ইহা হইতে পরা—শ্রেষ্ঠা অন্য একটি জীবস্বরূপা মদীয়া প্রকৃতি আছে, যাহা দ্বারা এই জীব-জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে।

এই জীবাত্মার দুইটি অবস্থার কথাও শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী বদ্ধ ও অপরটী মুক্ত। মুক্ত অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড় সম্বন্ধ থাকে না। ভগবদ্দাস অভিমানই তাহার স্বধর্ম্ম। ভগবদ্বিমুখ হইয়া জীবাত্মা জড় মায়ার জালে পড়িয়া বদ্ধ হইলেও তাহার চৈতন্যবৃত্তি কখনও লুপ্ত হয় না। অর্থাৎ জীবসত্তায় মায়া-গন্ধ নাই। জীব যতক্ষণ তাহার নিজ স্বরূপ কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন, ততক্ষণই শুদ্ধ থাকেন। কিন্তু জড় মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া নিজ চিন্ময় স্বরূপ ভুলিয়া জড় স্থূল ও লিঙ্গ দেহে 'আমি' অভিমান করিলেই আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি স্ত্রী, আমি অমুকের স্বামী ইত্যাদি বহুপ্রকার জড় অভিমান দ্বারা আত্ম-পরিচয় দিয়া নানা প্রকার দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, ক্লেশ অনুভব করেন; যাহা তাহার মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ স্বধর্ম্মে নাই। শ্রীভগবানে ভক্তি ব্যতীত জীবাত্মার প্রকৃত সুখ লাভ হয় না তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(চৈঃ চঃ ম ২০।১১৭, ১২০)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গী ৭।১৪

অর্থাৎ এই ত্রিগুণময়ী মদীয় মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায়; আমাতে যিনি শরণাগত হন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।

এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল যে,—জীবাত্মা ব্যক্তি, চেতনধর্ম্মী জীবের মৌলিক চরিত্রে পূর্ণ চৈতন্যময়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের আরাধনাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎ-সেবাই যাঁহার একমাত্র ব্রত তিনিই সাধু, তিনি গৃহে অথবা বনে যেখানেই অবস্থান করুন। আমরা সাধুপ্রীতির অনুশীলন-তৎপর হইলেই স্ব-পর কল্যাণ সাধন করিতে করিতে শ্রীহরিতে পৌঁছিতে পারিব। উহাই আমাদের চরম লক্ষ্যের বিষয়।"

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপন

এবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউ ও ধামেশ্বর সপরিকর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অহৈতুকী কৃপায় তন্নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরম পবিত্র আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উক্ত পীঠস্থানের সেবাপ্রকাশকারী তন্নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের একান্ত কৃপাকর্ষণে বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় আমরা যথানিয়মে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীশ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীঊর্জ্জ-ব্রত—নিয়মসেবা পালন করিয়াছি। বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত প্রায় দেড়শত পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শ্রীমঠে ব্রত পালনার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীবিজয়া-দশমী তিথিতে আমরা প্রায় ৬০ মূর্ত্তি পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শ্রীজগন্নাথ-এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগিযোগে পুরী যাত্রা

করি। আমাদের ব্রতনিয়ম এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল,—ভোর ৩৷৷ ঘটিকার সময় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে ৪টায় শ্রীমঠের দ্বিতল সেবকখণ্ডের নিম্নতলের প্রশস্ত অলিন্দে সমবেত হইয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতে হইত। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক সানুবাদ ও অষ্টকালীয় লীলার প্রথম যামোচিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সানুবাদ শ্লোক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর মঙ্গলারতি, অতঃপর ৫-৩০টা হইতে ৬-৩০টা পর্য্যন্ত নগর-কীর্ত্তন, তৎপর ৭টা হইতে ৮-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীদামোদরাষ্টক ও ২য় যামোচিত কীর্ত্তনের পর ভজনরহস্য পাঠ, পাঠের পর ৩য় যাম কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারতি, প্রসাদ-সম্মান ও বিশ্রাম গ্রহণান্তে পুনরায় অপরাহ্নে ৪র্থ যাম কীর্ত্তনান্তে শ্রীচরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ পরে ৫ম যাম কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরতি কীর্ত্তনের পর ৬ষ্ঠ যাম কীর্ত্তন, তৎপর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ (গজেন্দ্র মোক্ষণ, দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন-লীলা ভঞ্জনাদি) পরে ৭ম ও ৮ম যাম কীর্ত্তন।

সকালে ও রাত্রে পাঠ করিয়াছেন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, বৈকালে পাঠ করিয়াছেন—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। সকালে ও রাত্রে মধ্যে মধ্যে পাঠের পূর্ব্বে কিছুক্ষণ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়াছেন—শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। বিভিন্ন দিবসে প্রাতে শ্রীপুরীধামের যাবতীয় দর্শনীয় স্থান পরিক্রমা ও তত্তৎস্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রায়ই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বহির্মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীধামের বিভিন্ন পল্লী কীর্ত্তন মুখে পরিভ্রমণ করা হইয়াছে। ২২ কার্ত্তিক শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ নগরকীর্ত্তনে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের উদ্দণ্ড নর্ত্তনকীর্ত্তন দর্শনে ও শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যাও অপূর্ব্ব হৃৎকর্ণরসায়ন। ২৪ কার্ত্তিক শ্রীগোকুল মহাবন হইতে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী আসিয়া যোগদান করায় কীর্ত্তন খুব জোর চলিতে থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির আমাদের মঠের নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমরা প্রত্যহই সপরিকর শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত ব্রত পালন করা হইয়াছে। আমরা শ্রীরাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীপুরীধামে অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস ৭ অগ্রহায়ণ (ইং ২৩৷১১৷৮০) শ্রীজগন্নাথ-এক্সপ্রেসে কলিকাতা রওনা হই। কেহ কেহ ইহার আগে পাছে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে গমন করিয়াছেন। অনেকেই শ্রীপুরীধাম হইতে ট্রেণ বা বাসাদি যোগে সাক্ষীগোপাল ও ভুবনেশ্বরও দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

২৬ কার্ত্তিক কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীসহ এবং ২৮ কার্ত্তিক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ দুইজন শিষ্যসহ, শ্রীমদ্ বাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ প্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ গোলোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আসিয়া যোগদান করেন। ঐ দিবস রাত্রি হইতেই শ্রীমঠের সম্মুখবর্ত্তী গ্র্যাণ্ডরোডে সুসজ্জিত সুবৃহৎ সভামণ্ডপে সভার অধিবেশন হইতে থাকে। সন্ধ্যারতির পর শ্রীতুলসী পরিক্রমাও এখানেই হয়। অদ্য সভায় বক্তৃতা দেন শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

নিখিল ভারত রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথিপূজা ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার দিবস মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সম্মুখস্থ গ্র্যাণ্ডরোডে নির্ম্মিত বিরাট্ সভামণ্ডপে ২৯ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর শনিবার হইতে ২ অগ্রহায়ণ ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চারিদিবসব্যাপী আয়োজিত ধর্ম্মসভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—"শ্রীভগবদ্বিশ্বাসের উপকারিতা ও শ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব,

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তিবাণী, শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিতে সদ্গুরুর কৃপা অত্যাবশ্যক এবং শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিত্র ও শিক্ষা”। বিভিন্ন দিনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠসমূহের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ। কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাড্ভোকেট্ শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এই ধর্ম্মসম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত বিশাল জনসমাবেশে বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন— পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, মহামান্য কটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, ওড়িষ্যা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র, পুরীর জেলাধীশ শ্রীঅশোক কুমার মিশ্র, য়্যাড্ভোকেট্ শ্রীনারায়ণ মিশ্র, পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র, শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা এবং বাঁকী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় মহোদয়। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজী, পণ্ডিত শ্রীপশুপতিনাথ বেদান্ততীর্থ এবং ডাঃ যশোদানন্দন দাসাধিকারীও ভাষণ প্রদান করেন।

১৭ নভেম্বর সোমবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে শ্রীমঠ হইতে ভক্তগণ বহির্গত হইয়া বড়দাণ্ড পথে চলিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দির-প্রাকারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনাময় উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-মন্দির ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দির পরিক্রমা এবং তদ্-অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন মন্দির দর্শন করেন। ১৮ নভেম্বর দিবস পূজনীয় শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তদীয় আলেখ্যার্চ্চায় পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য প্রদান করেন। উক্ত দিবস রাত্রির সভায় পূজনীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার পূত চরিত্র ও শিক্ষা-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। পরদিবস ১৯ নভেম্বর মহোৎসবে অগণিত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত দিবস রাত্রির সভায় শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও অবদান-সম্বন্ধে উৎকল ভাষায় লিখিত মুদ্রিত পুস্তিকা পাঠ ও সভায় সকলকে বিতরণ করেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারের জন্য উৎকল ভাষায় পুরী মঠ হইতে একটি প্রথমতঃ ত্রৈমাসিক ও পরে মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। মঠের শুভানুধ্যায়ী স্থানীয় শ্রীলোকনাথ নায়ক মহাশয়ও তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

মঠের উৎসবসমূহ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য— শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদানন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীলোকনাথ নায়ক প্রভৃতি।

মহাপ্রয়াণে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশিষ্ট কীর্ত্তনানন্দী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ অনুমান ৬৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বিগত ২৩শে কার্ত্তিক (১৩৮৭), ৯ই নভেম্বর (১৯৮০) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি বাসরে রাত্রি শেষ ৩-৪৫ মিঃ এ শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে

দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী এই নামে সকলের নিকট পরিচিত হন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তিনি বিভিন্ন সন্ন্যাসী মহারাজের প্রচার-পার্টিতে থাকিয়া এবং বিভিন্ন মঠে ব্রহ্মচারী-রূপে অবস্থানপূর্ব্বক নিষ্কপট ভাবে সেবা করতঃ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রচুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধানের কয়েকবৎসর পর তিনি শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যাইয়া অবস্থান করেন ও তথায় ভজন করিতে থাকেন। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-ধামে অবস্থানকালীন অস্মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যখনই বৃন্দাবনে শুভবিজয় করিতেন, তখনই তিনি আসিয়া তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতেন। সুমধুর কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গবাদনে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। নগর-সংকীর্ত্তনে তাঁহার প্রবল উৎসাহ দৃষ্ট হইত। তিনি দীর্ঘ পথ একাদিক্রমে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে পারিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের ব্যবস্থাপনায় যতবার শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হইয়াছে, প্রায় ততবারেই তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং সমস্ত রাত্র অক্লান্তভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যগণ তাঁহার নিকট হইতেই উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে প্রচুর প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দক্ষিণভারত ও আসাম—যেখানে যেখানে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ প্রচারে গিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তিনি তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও নৃত্য-কীর্ত্তনাদির দ্বারা প্রচুর-রূপে প্রচার আনুকূল্য করিয়া ভক্তগণকে সুখ দিতেন। এজন্য বিভিন্ন প্রদেশের ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি তাঁহার এরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল যে, সর্ব্বসময় তাঁহার সঙ্গেই থাকিতে উল্লাসবোধ করিতেন এবং শ্রীল গুরুদেবের সম্বন্ধে কোনও প্রকার অসমীচীন কথা শুনিলে হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার কীর্ত্তনে অদম্য উৎসাহ দেখিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে তাঁহাকে 'কীর্ত্তনবিনোদ' এই শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া-ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরু মহারাজের নিকট তিনি ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলে বিগত ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ২১শে পৌষ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রাদিবস শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ প্রদান করতঃ তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ এই নামে ভূষিত করেন। তাঁহার সুমধুর সরল ব্যবহারে মঠবাসী ও গৃহস্থ সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্ত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার আশ্রিত শিষ্যবর্গ তাঁহার অপরিসীম স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রতি জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে-কৃত সমস্ত অপরাধের জন্য আমরা তাঁহার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

তাঁহার অন্তর্দ্ধানের প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণ-শরণ ব্রহ্মচারীজী তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবার সৌভাগ্য লাভ করতঃ নিষ্ঠার সহিত প্রাণপণে সেবা করিয়া নিজ জীবনকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিয়াছেন। বৈষ্ণবসেবার দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

"শুদ্ধভকত- চরণ-রেণু,
ভজন অনুকূল।
ভকতসেবা, পরমসিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল॥"
(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

শ্রীপুরুষোত্তমধামে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে গত ২৯শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর শনিবার তাঁহার বিরহোৎসবে মধ্যাহ্নে উপস্থিত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং রাত্রিতে বিরহ সভা হয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার পূত-চরিত্র ও মহিমা সম্বন্ধে বলেন। কলিকাতা মঠেও সমস্ত বৈষ্ণবগণের শুভ উপস্থিতিতে গত ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্নে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বধামে পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিভুপদ পণ্ডা

বিগত ২ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার পরমমঙ্গলময়ী উত্থানৈকাদশী-তিথিবাসরে — নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি এবং শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাবতিথিপূজা-বাসরে—সন্ধ্যা প্রায় ৬-৫৮ মিঃ পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ মহাশয় মেদিনীপুর জেলা কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মারিশদা গ্রামস্থ বাসভবনে ৭২ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার সাধনোচিত দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত নাচিন্দা জীবনকৃষ্ণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া গত ১৯৭৫ সালে নভেম্বর মাসে অবসর প্রাপ্ত হন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত হয়।

২৮ শ্রাবন, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, ইং ১৩ আগষ্ট ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ে মহামন্ত্র দীক্ষা এবং ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ ও ইং ২৮ মে, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতঃ ঐকান্তিকীনিষ্ঠা সহকারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গরাধা-গোবিন্দের ভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে তাঁহার অচলা অটলা ভক্তি দর্শন করিয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম তাঁহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। তিনি আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় যে সকল গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ দিতেন, তাহা পত্রিকার পাঠকবর্গের খুবই চিত্তাকর্ষক হইত। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণের পর কিছুকাল কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে বাস করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও তাঁহার প্রাণ ছিল গুরুপাদপদ্মে। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন নিষ্কপট সেবাপ্রাণ বৈষ্ণবকে হারাইয়া আজ অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহার নিষ্কপট অনুরাগ থাকায় শ্রীগুরুদেব তাঁহার আবির্ভাবদিনেই তাঁহাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

পরম পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ গত ৩রা অগ্রহায়ণ (১৩৮৭) বুধবার কাঁথি হইতে শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর নিকট পত্রমাধ্যমে জানাইয়াছেন—

"শ্রীপাদ জগমোহন প্রভো, অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গতকল্য (২রা অগ্রহায়ণ) সন্ধ্যা ৬-৫৮ মিঃএ শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ তাঁহার বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে আমাকে একখানি পত্র দিয়া-ছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছেন—

'যদি ইতিমধ্যে আমার জীবনাবসান ঘটে, স্মার্ত্ত-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া আমার শেষ-কৃত্যাদি শেষ না হয়, আপনি আপনার শিষ্যদিগকে এমন নির্দ্দেশ দিবেন, যেন তাঁহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া বৈষ্ণব-বিধানে সব কার্য্য করেন। আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই স্মার্ত্ত, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের বিধানানু-সারে কার্য্য করিতে চাহিয়া আমার পরলোকের অকল্যাণ করিয়া না বসেন, তার ব্যবস্থা আপনি নিশ্চয় করিবেন। আমার পুত্রকেও সেই রকম নির্দ্দেশ দিয়া যাইব। আপনি আমার বাল্যবন্ধু ও পারমার্থিক বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, সুতরাং আপনি সব ব্যবস্থা করিবেন, এই আশা লইয়াই কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব। শুইয়া শুইয়া অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না।'

তিনি শ্রীভাগবত ও শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে চাহিলে আমি গত শনিবার বঙ্কিম পণ্ডিত মহাশয় ও বলরাম ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়াছিলাম। অপ্রকটের আধ-ঘণ্টা পূর্ব্বে শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী গিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন ও গীতা পাঠ করিয়াছে।"

পূজনীয় শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা পঞ্চতীর্থ মহোদয় কাঁথি মঠ হইতে গত ২০ অগ্রহায়ণ (১৩৮৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে কলিকাতা মঠের ঠিকানায় পত্র দ্বারা জানাইতেছেন —"* * বিভুপদ

বাবু অপ্রকটের ৪ দিন পূর্ব্বে মঠে তাঁহার নাতিকে পাঠাইয়াছিলেন, পাঠকীর্ত্তন শুনিবার জন্য। শ্রীল গুরুদেব (পূঃ যাযাবর মঃ) বলিলেন—সকালে কাহাকেও পাঠাইব। তাঁহার আদেশ অনুসারে শনিবার বলরাম ব্রহ্মচারীসহ আমি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কথামত শ্রীভাগবত প্রথম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় ও ২য় অধ্যায় পাঠ করি। আদি অন্তে কীর্ত্তন করি। মালায় নাম করিতে পারিতেছি না বলিলেন। অপ্রকটের দিন সকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি তিথি? তিনি উত্তর দিলেন—আজ উত্থান-একাদশী। আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন — আজ গুরুদেবের জন্মতিথি। অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি—বলিয়া নাম করিতেছিলেন। অপ্রকটের ঘণ্টাখানিক আগে সত্যব্রত ব্রহ্মচারী গীতা ও শ্রীনাম শুনাইয়াছিল। সজ্ঞানেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন—মৃত্যুর ভয় আমি করি না। তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীল গুরুমহারাজের (শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের) নিকট পত্রে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি যাহাতে বৈষ্ণববিধানে হয়, তাহার জন্য জানাইয়াছিলেন। (১২ অগ্রহায়ণ) পাঠ-কীর্ত্তন সহযোগে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে। আমি পৌরোহিত্য করি। (পণ্ডিত) পশুপতি বাবু পাঠকীর্ত্তন ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি নৈবেদ্যাদি নিবেদন করি। প্রায় ৩০০।৪০০ শত লোককে লুচি, দই, মিষ্ট ইত্যাদি প্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে। পরদিন তুরমুঠ শ্রীগৌরগোবিন্দ-আশ্রমে (শ্রীল গুরুমহারাজ ও বিভুপদ বাবুর জন্মস্থানে) শ্রীল গুরুমহারাজ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন ও নিষ্কাম কর্ম্মিগণের অর্চ্চিরাদি গতি ও ভক্তের সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির কথা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ ও অজামিলের বৈকুণ্ঠযাত্রা আখ্যান দ্বারা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণকে ভগবান্ অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতীত গরুড়ের স্কন্ধে নিজধামে লইয়া যান।

তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতপুত্র অতিবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত পণ্ডা বি-এ মহোদয়ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হরিপদও উপস্থিত ছিল।"

গোঁড়া স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীমদ্ বিভুপদ প্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মে কি প্রকার সুদৃঢ় নিষ্ঠা ছিল তাহা প্রদর্শনের জন্যই আমরা উপরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও তচ্ছিষ্য শ্রীল বঙ্কিম পণ্ডিত মহাশয়ের পত্র দুইখানি উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্রীমদ্ বিভুপদ দাসাধিকারী বৈষ্ণবোচিত অশেষ গুণালঙ্কৃত ছিলেন। শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, তাঁহাতে সমস্ত সদ্গুণই বিরাজিত থাকেন। ভক্তির মূল শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুরাগ। তিনি শ্রীগুরুদেবতাত্মা ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবোচিত সকল সদ্গুণ সম্পদেরও অধিকারী হইয়াছিলেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা 'নিত্য-লীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ধুবড়ী নিবাসী শ্রীশৈলজা বালা পাল চৌধুরী গত ১৩আশ্বিন, মঙ্গলবার বেলা ১টায় নিজালয়ে পুত্র, কন্যা ও স্বজন-বান্ধব পরিবৃতাবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ ও হরিনাম উচ্চারণ মধ্যে ৭৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি দেহরক্ষার পূর্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমাখন লাল পাল চৌধুরীকে বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান-মতে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। সেমতে মাখন বাবুর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা ক্রমে উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ—শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন দাস, শ্রীশচীনন্দন দাস, শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী সহ মাখন বাবুর ধুবড়ী স্থিত গৃহে পদার্পণ করিলে বিগত ২৫ আশ্বিন, ইং ১২ অক্টোবর রবিবার বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান-মতে শ্রীপাদ হরিদাস প্রভুর পৌরোহিত্যে মাখনবাবু তাঁহার মাতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করেন।

এতদুপলক্ষে গৃহে সমাগত সজ্জন ও বৈষ্ণববৃন্দের সমুপস্থিতিতে সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গলমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং অন্যান্য সকলে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন ও আবশ্যকীয় বিভিন্ন কার্য্যে সহায়তা করেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলাঃ—নদীয়া

২৩ কেশব, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ;
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭; ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮০

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অত্র শ্রীমঠে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ১ বিষ্ণু ৭ চৈত্র ২১ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত পর-পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও ৩০ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক
গভর্ণিং বডি পক্ষে—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

ঃ পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী ঃ

২৩ গোবিন্দ, ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার — শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ, শনিবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ রবিবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ গঙ্গানগর, সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, শরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথমন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ সোমবার — শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী নদী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লীস্থ শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপাদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ মঙ্গলবার—শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে অবস্থান। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব। পূর্ব্বাহ্ন ঘঃ ৯।৪৬ মিঃ মধ্যে একাদশীর পারণ।

২৮ গোবিন্দ, ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বুধবার—পাদসেবন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও কোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন। অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ: সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌরগদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন। বন্দন দাস্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল সারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও শ্রীমহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গাপার হইয়া শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন।

২৯ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার — সখ্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ শুক্রবার—শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন।

৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ, ১ বিষ্ণু, ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ শনিবার — পূর্ব্বাহ্ন ঘঃ ৯।৪৪ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌর পূর্ণিমার পারণ। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

দৈবানুরোধে এই উৎসব-পঞ্জী পরিবর্ত্তনীয়।

THE SHANKAR AGRO INDUSTRIES LIMITED

Manufacturers Of Best Quality

WHITE CRYSTAL SUGAR

Mills at :

P. O. CAPTAINGANJ
Dist. : Deoria (U. P.)
Phone : 26
Gram : SUGAR
Captainganj (Deoria)

Registered Office :

9, Brabourne Road. (6th Flr.)
CALCUTTA - 700 001
Phone : 26-7385 (4 Lines)
Gram : CHINIMIL
Telex : CALCUTTA 7611

WE ALSO MANUFACTURE WHITE CRYSTAL SUGAR FOR EXPORT

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যান্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

২০শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

মাঘ
১৩৮৭

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা) ফোন : ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২০শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮৭ | ১২শ সংখ্যা
৯ মাধব, ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮১

'গৌড়ীয়' শব্দে গৌড়দেশীয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ। গোবিন্দসেবাই অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভকর্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব।

'গৌড়ীয়'-শব্দে গৌড়দেশীয়। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। তথায় পঞ্চ গৌড়দেশ—যথা, সারস্বত, কান্যকুব্জ (লক্ষ্মণাবতী), মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল প্রদেশ। বঙ্গদেশকে অনেকে গৌড়দেশ বলেন; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রাজধানীর 'গৌড়' আখ্যা ছিল। উহাই পূর্ব্বে গৌড়পুর, পরে শ্রীমায়াপুর-নামে প্রসিদ্ধ। উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যেমন ওড়িয়া-ভক্ত এবং দ্রাবিড়দেশীয় ভক্তগণকে যেমন দ্রাবিড়ী-ভক্ত বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয়গণও গৌড়ীয়-ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। আবার দাক্ষিণাত্যও পঞ্চ-দ্রবিড়-সংজ্ঞায় পরিচিত। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ চারিজনেই দ্রবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য দক্ষিণান্ধ্রপ্রদেশে মহাভূত-পুরীতে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গালোর জিলার বিমানগিরি-সমীপে 'পাজকম্'-ক্ষেত্রে, নিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুঙ্গের-পত্তন গ্রামে এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যদিও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মাধ্বমতস্থ তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্রাবিড়ীয়। তজ্জন্য শ্রীগৌরপদাশ্রিত সম্প্রদায়ে গৌড়ীয় আখ্যা। বিশেষতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। তজ্জন্য শ্রীগৌরভক্তগণ মাধ্ব-গৌড়ীয়-শব্দে সংজ্ঞিত হইতেও পারেন।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

(প্রয়োজন)

প্রশ্ন—'প্রয়োজন' কাহাকে বলে ?

উত্তর—" 'আমি কে? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?'—এই চারিটি প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে-রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—'প্রয়োজন'।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অ৭।১৪৬

প্রঃ—প্রকৃত প্রয়োজন কি ?

উঃ—"সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয়-আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।"

—'প্রয়োজন-বিচার', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২

প্রঃ—একমাত্র মঙ্গলময় প্রয়োজন কি ?

উঃ—"তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়শ্চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।"

—'প্রয়োজন বিচার', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।১১

প্রঃ—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কিরূপ ?

উঃ—" 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে-সমস্তই কামবাঞ্ছা।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৪।১৬৫-১৬৮

প্রঃ—জীবাত্মার স্বাভাবিক ভজন কি ?

উঃ—"জীবের পক্ষে কৃষ্ণের **বিচ্ছেদগত** ভাবই স্বাভাবিক ভজন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৪। ৯৭

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত জনের ভজন-চাতুর্য্য কি ?

উঃ—"অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নাম-আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

—পীঃ পঃ বৃঃ ১১, সঃ তোঃ ৯।১১

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(২৮)

ভুবনেশ্বর
(ওড়িষ্যা)
২২।১১।৭৩

স্নেহভাজনেষু,

* * * তোমার ৫।১১।৭৩ তারিখের লিখিত পত্রখানি আমি পুরীতেই পাইয়াছিলাম। ব্যস্ততা বশতঃ প্রাপ্তি স্বীকার করিতে বিলম্ব হইল।

তুমি পত্রে যে সকল কথা লিখিয়াছ তাহা শুদ্ধভক্তি অনুকূল। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভক্ত ও ভগবৎ সেবার নিমিত্ত শাস্ত্র-বিহিত যত্নহ বৈধ

সাধন-ভক্তি। উহাতে সাধকের ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিতে পারে। নিষ্কপট সেবা আকাঙ্ক্ষা থাকিলে এবং ভগবৎ প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রবল হইলে, নিজের কোথায় কিভাবে ত্রুটী বিচ্যুতি হইতেছে, তাহা ধরিতে পারা যায়। দাম্ভিক ব্যক্তি ভক্তির অনধিকারী। কারণ শরণাগতি ব্যতীত ভক্তি হইতে পারে না এবং দাম্ভিক কখনও প্রকৃত শরণাগত হয় না। নিজের অবান্তর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কখনও কখনও শরণাগতির ভাণ করিয়া থাকে মাত্র। নিজ অযোগ্যতা বোধ অর্থাৎ দৈন্য শরণাগতির জন্য অত্যাবশ্যক গুণ। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" অর্থাৎ কল্যাণকৃৎ ব্যক্তির কখনও দুর্গতি হয় না।

যখনই চিত্তে অসুবিধা দেখা দিবে, তখনই আর্ত্তির সহিত উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিবে। তিনি অবশ্যই যথাযোগ্যরূপে সাহায্য করিবেন।

আমরা ১৯ মূর্ত্তি কটকে গিয়াছিলাম। তথায় ১৬ ১৭, ১৮ তিনদিন একটী প্রসিদ্ধ হল ভাড়া করিয়া বিশিষ্ট লোকের সভাপতিত্বে ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিতিতে শ্রীল প্রভুপাদের লীলা ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তথা হইতে পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ, সাগর মহারাজ ও অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী বালেশ্বরে গিয়াছেন এবং আমরা ১৬ জন আহূত হইয়া ভুবনেশ্বরে আসিয়াছি। অদ্য তিনদিনের সভা এখানে সমাপ্ত হইবে। কল্য আমরা ১৫ জন বালেশ্বরে যাইব। ২৪ ও ২৫ তথায় টাউন হলে সভা, ২৬শে উদালায় সভা, ২৭ ও ২৮ শে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় সভা হইবে। ঐ সব স্থানে সভা করিবার জন্য অগ্রীম লোক বলিয়া গিয়াছে। ৩০।১১ তাং তীর্থ মহারাজাদি ১৩ জন সহ আমি বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালায় পুরীতে যাইব। শ্রীমান্ বিষ্ণুদাস ও অন্যান্য সকলকে আমার সংবাদ জানাইবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। অত্রস্থ কুশল। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

✳ ✳ ✳ ✳

(২৯)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বাগাড়িয়া ধর্ম্মশালা
পোঃ + জিঃ—পুরী
২৫।১০।৭৪

স্নেহভাজনেষু,—

* * * তোমার ১৯।১০।৭৪ তারিখের পত্র গতকল্য বৈকালে পাইয়াছি।

আমরা অদ্য প্রাতে ধর্ম্মশালায় আসিয়াছি। ২৯ নভেম্বর পর্য্যন্ত এখানেই থাকিব। উপরে ঠিকানা দিলাম।

তোমার পুরীতে আসিবার ইচ্ছা। ইহা কোন দোষের বিষয় নয়। তবে পুরীতে এখনও আমাদের মঠের খরিদা বাড়ীগুলির ভাড়াটীয়ারা বাড়ী ছাড়িয়া না দেওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধ মামলা করিয়া উঠাইবার যত্ন করিতে হইবে। সুতরাং এখন তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। এখন গোয়ালপাড়া মঠের ভালভাবে সেবা কর। শ্রীমান্ গিরি মহারাজের উপদেশ মত সেবা-কার্য্য করিবে। বাড়ী নিকটে থাকায় তুমি পুনঃ পুনঃ বাড়ী যাইবে না। উহা খুব দৃষ্টি-কটু বা অশোভনীয়। মঠের বাহিরে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিবে না বা বেড়াইতে যাইবে না। এখন নিয়ম-সেবার সময়ে নিয়মিত পাঠ, কীর্ত্তন করিবে বা শ্রবণাদিতে যোগ দিবে। শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজায়ও যেন বিশেষ যত্ন করা হয়।

বদ্ধজীবের নিজের ইচ্ছামত চলিলে মঙ্গল হয় না

বলিয়াই আমরা শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে অথবা সাধুসঙ্গে তাঁহাদের এবং শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে জীবন নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত মঠে বাস করিতেছি। সুতরাং তুমিও সাধু শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে চলিয়া নিজের জীবন সফল করিবে। আমরা অদ্য এখানে ২৬ জন হইলাম। কল্য ৭০।৮০ জন আসিবেন। সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

বর্ষশেষে

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা পরম করুণ মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রৌতমুখে কীর্ত্তন করিতে করিতে আজ বিংশতিবর্ষ উদ্‌যাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিতা শিক্ষিতা পত্রিকা, তাই তাঁহার সেই হরিকীর্ত্তনের আর বিরাম নাই, বেদান্তসূত্রের 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রও সেই মন্ত্রেরই অনুধ্বনি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক হরিনাম মহামন্ত্রকে সকল মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্য ফলস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই নামে নিজ সর্ব্বশক্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণেও কোন কালাকাল নিয়ম করেন নাই—'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল, দেশ, নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।' (কিন্তু হায়) 'আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥' দশ অপরাধই ঐ দুর্দ্দৈব, উহাই নামে অনুরাগ জন্মিতে দেয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু নামে প্রেমোদয়ার্থ যে প্রণালী অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, সেই প্রণালী অনুসরণ ব্যতীত নামে প্রেমোদয় অন্য কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। সেই প্রণালীটি হইতেছে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

—ইহাই সুসিদ্ধান্ত। দেহাত্মবোধে উন্মত্ত থাকা পর্য্যন্ত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপাদির অভিমান-মদমত্ততা জীবকে কিছুতেই দীনতা, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব—এই সদ্‌গুণ চতুষ্টয়ের অধিকারী করিয়া ঐ সুসিদ্ধান্ত অনুসরণ করিতে দিবে না, সুতরাং শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনেও অধিকার আসিবে না, অন্তর বা ব্যবধানশূন্য নৈরন্তর্য্যও সুদূরপরাহত হইবে। শ্লোকটি মুখস্থ করা বা ব্যাখ্যার ফুলঝুরী ছুটান' খুবই সহজ, কিন্তু আচারে স্থাপন করা বড়ই কঠিন। আচারশূন্য প্রচারেও সুতরাং কোনই ফলোদয় হয় না।

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তজ্ঞানের অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, কেননা তাহাতে চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়। সৎসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল। বৈধ ও রাগানুগ সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান একান্ত আবশ্যক হইলেও ভজনানুরাগবিহীন সিদ্ধান্তজ্ঞান পাণ্ডিত্যাদি প্রাকৃত মদবর্দ্ধকই হইয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
এসব সিদ্ধান্ত শুন করি' একমন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য মহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥"

—চৈঃ চঃ আ ২।১১৬-১১৮

অনেককেই সিদ্ধান্তের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতে দেখা যায়, এজন্য আমরা নিম্নে উপরিউক্ত ১১৭ সংখ্যক

পয়ারের 'অনুভাষ্যটি' উদ্ধার করিতেছি। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিতেছেন—

"অনেকে জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শদর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্তবিষয়ে তাদৃশ প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী জড়ভাবসমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচারপ্রধান মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিক্রমে স্বল্পরুচিবিশিষ্টজনের শ্রবণাঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচিবৃদ্ধি হয় না। নবধা ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের পূর্ব্বে শ্রবণের ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে সিঞ্চিত হইলেই ভক্তিলতা সম্বর্দ্ধিতা হন। ব্রহ্মা যে-কালে ত্যক্ত-জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তগণের অবস্থা বলিয়া কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তথায়ও "সম্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং" বলিয়াছেন। পারমহংস্য অমল জ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠন-শ্রবণাদি করিলেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সনাতনশিক্ষামধ্যেই আমরা শুনি — 'শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার॥' শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন, আলস্য ত্যাগ করিয়া 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥' সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেকসময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোকচক্ষে বৈষ্ণবপদবীকে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত 'তদশ্মসারং' (ভাঃ ২।৩।২৪, চৈঃ চঃ আ ৮।২৫ দ্রষ্টব্য) শ্লোক লিখিয়াছেন। তাহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বলেন—'বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি। কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপি অশ্মসারহৃদয়ত্বয়া নিন্দৈষা'। সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায়, তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন — 'নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥' মিছাভক্তদল সিদ্ধান্তাভাবপ্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যনিম্বার্কবিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করেন। শ্রীজীবপাদ ইঁহাদের সুসিদ্ধান্তগুলিই ষট্সন্দর্ভে বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাখ্য জীব, ভক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল শ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।'

সাধুগুরুপাদপদ্মে সদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত শুনিয়া জানিয়া সেই সিদ্ধান্তানুসারে ভজন করিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায়, সিদ্ধান্ত জ্ঞান আছে, অথচ ভজনে অনুরাগ নাই। সেক্ষেত্রে জানিতে হইবে, অপরাধ রূপ দুর্দৈবই সেই অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে দিতেছে না। তজ্জন্য নিষ্কপট নির্ম্মৎসর শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। 'সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন। শ্রবণান্তে হয়—সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥' ইত্যাদি ভজনক্রম অনুসরণীয়।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে একস্থানে লিখিয়াছেন—

"শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্তসলিলে।
নিভাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥"

শ্রীল শ্রীজীবপাদের সপ্ত সন্দর্ভ (তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ —এই ষট্ সন্দর্ভ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা—ক্রমসন্দর্ভ) এবং সর্ব্বসম্বাদিনী প্রভৃতি সিদ্ধান্তগ্রন্থ আলোচনা না করিলে চিত্তদাহ-জনক তর্কানল নির্ব্বাপিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে কৃষ্ণকে সম্বন্ধতত্ত্ব, ভক্তিকে অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রেমকেই প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হয়। শ্রীগীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রেও তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবতকেই 'অমল প্রমাণ' গ্রন্থ রূপে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ বস্তু, বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্র সারাৎসার উত্তর মীমাংসা গ্রন্থ এই শ্রীভাগবত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর

অমন্দোদয়া দয়ার উদয়ে এই প্রমাণশিরোমণি শ্রীভাগবতে আদর আসিলেই সমস্ত শাস্ত্রবিবাদ পরিসমাপ্ত হয়। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন।

"শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদ-সমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানাবাদ-প্রতিবাদ করে। ভগবৎকৃপা লাভ করিলেই লব্ধরূপ হৃদয়টি ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয়; আবার কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততাও ভগবৎকৃপা বলেই উদিত হয়; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তিলাভ করে।"

—চৈঃ চঃ ম ১০।১১৯ অনুভাষ্য।

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

অর্থাৎ "শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়রসমত্ত ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।"

"অভূদ্ গেহে গেহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি॥"

অর্থাৎ "শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুসম্পদ শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়তর উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিত হইয়াছে।"

সমস্ত শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত 'ভক্তি'। শ্রীমন্মহাপ্রভু নববিধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। এই নাম অপরাধশূন্য হইয়া গ্রহণ করিতে করিতেই প্রেমের উদয় হইবে। এই প্রেমোদয়েই জগতের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। প্রেমা পুমর্থো মহান্—প্রেমই পরম পুরুষার্থ। শ্রীভগবানে প্রগাঢ় প্রীতিই প্রেম। তাহাই চরম প্রয়োজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥"
'যদ্বা তদ্বা' (অর্থাৎ যে সে) কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।৯৭, ১০২

এজন্য 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখোৎপাদক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত মূলক যেসকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ কৃপাপূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলে অবশ্যই লাভবান্ হইতে পারিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ পরমকরুণাময় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্যগণোদ্দেশ্যে পরমমঙ্গলময়ী অন্তিমবাণী—"সকলে রূপরঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। * * সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে চলবেন। শতবিপদ্, শতগঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। * * নিজভজন, নিজসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ছাড়বেন না। * * এজগতের সকল বস্তোবস্তুই ক্ষণস্থায়ী। * * সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।"

শ্রীপত্রিকা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই পরমহিতসাধক অন্তিম উপদেশ অনুসরণের বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এবার আমাদের অনেকগুলি বান্ধববিয়োগ-

দুর্ঘটনা ঘটায় হৃদয় বড়ই দুঃখভারাক্রান্ত। "স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ।" কিন্তু তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন—'ধীরঃ তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়' — অর্থাৎ 'বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি যৎকাল পর্য্যন্ত মৃত্যু নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র কালও বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণ লাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন।' "আজ থাক্, কাল করিব"—এই দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এখনই ভগবদ্ভজনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রাণ যাবার বেলায় বাতপিত্তকফ প্রকুপিত হইয়া উঠিলে আর কৃষ্ণস্মরণের সৌভাগ্য পাইব না। পরবর্ত্তী জন্মে কি হইব, হরিভজনের সুযোগ পুনরায় আর পাইব কিনা তাহার ত' কোনই নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং এখনই "নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে" — এই মহাজনবাক্য সযত্নে অনুসরণীয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্যও এইরূপ—

"প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥"

শ্রীনামভজন হইতেই নিখিল জগজ্জীবের নিখিল কল্যাণ সুনিশ্চিত। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীভাগবতের চরম পরম সিদ্ধান্ত। তাঁহার ১৮০০০ শ্লোকের সর্ব্বশেষ শ্লোকও—

"নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশনং।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

ভারতসম্রাটের ভগবৎ-প্রাপ্তি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, চিনপাই]

জনৈক ভারতসম্রাট্ নিজ মহিষীর সহিত হরি-ভজন করিয়া কিভাবে ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন—ইহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। মহারাজ যেমন ভগবানের একান্ত ভক্ত ছিলেন, তদ্রূপ প্রজা-বৎসলও ছিলেন। এইজন্য তাঁহার রাজত্বকালে প্রজা-গণ হরিভজনের সুযোগ পাইয়া পরম সুখেই বাস করিত। তিনি ভারতসম্রাট্ হইয়াও অতি গরীব সুদামা বিপ্রের ন্যায় অকিঞ্চনও ছিলেন। ভক্তগণ ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হন এবং ভগবান্‌ও যে নিজ আশ্রিতভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেনই—এই প্রসঙ্গে ইহাই আমা-দের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। শুদ্ধ ভক্তের শ্রীচরণে অপরাধ করিলে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, ইহাও এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে আমরা জানিতে পারি—এই নিষ্কি-ঞ্চন সম্রাটের নাম—শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ। অতুল বৈভব থাকা-সত্ত্বেও তিনি তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া নিজেকে ভগবৎ-সেবক মনে করিয়া এবং এসবই ভগবৎকার্য্য জানিয়া দৈন্যের সহিত প্রজাপালন ও রাজ্য পরিচালনা পূর্ব্বক ভগবন্নাম-কীর্ত্তন, ভগবৎ-কথা আলোচনা ও সর্বেন্দ্রিয়ে সপরিকর ভগবানের সেবা করিয়া শ্রীহরির সুখবিধান করিতেন। কোন কিছুতেই তাঁহার ভোগবুদ্ধি না থাকায় মহারাজ সবই ভগবৎসেবার উপকরণ জানিয়া সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে সানন্দে ভগবৎ-সেবাতেই লাগাইতেন। কর্ত্তাভিমান বা প্রভু অভিমানের লেশমাত্রও তাঁহাতে ছিল না। সাধুগুরু-কৃপায় ভগবৎ-সেবক-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সবই ভগ-বানের সুখের জন্য করিতেন বলিয়া নিরহঙ্কার ও নিষ্কাম তাঁহার সকল কার্য্যেই ভগবৎ-সেবা হইত। তিনি কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় তন্ময় থাকিয়া

আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়কে অতিসুন্দরভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতঃ তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য করুণাময় ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শন চক্রকে তাঁহার প্রাসাদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজার মহিষীও তাঁহার ন্যায় গুণবতী, ভক্তিমতী ও সেবাপ্রাণা ছিলেন। এইজন্য মহারাজ ভার্য্যার সহিত আজীবন একাদশী, শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করিতেন। কোনসময় কৃষ্ণেচ্ছায় মথুরামণ্ডলে থাকিয়া একবৎসর একাদশী-ব্রত পালন করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়। তাই মহারাজ মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত মধুবনে সস্ত্রীক গমনপূর্ব্বক একাদশীব্রত আরম্ভ করেন। একবৎসর অন্তে কার্ত্তিকমাসে ব্রত পূর্ণ হইলে মহারাজ হরি-গুরু বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেন। দ্বাদশীর দিনে ব্রাহ্মণগণকে সুষ্ঠুভাবে ভোজনাদি করাইয়া পারণা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ তাঁহাকে প্রণাম, পূজা ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রসাদ-গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলে মুনিবর তাহাতে সম্মত হইয়া যমুনায় নিত্যকর্ম্ম করিতে গেলেন। কিন্তু মুনির আসিতে বিলম্ব হওয়ায় পারণের সময় অতীত হইয়া যায় দেখিয়া মহারাজ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিলে দোষ হয় অতিশয়।
দ্বাদশীর ক্ষণ গেলে ব্রত ভঙ্গ হয়॥
কোন্ কর্ম্ম কৈলে মুঞি না পড়ি সঙ্কটে।
বিচার করিয়া দেব কহ সবে ঝাটে॥
দ্বিজগণ বলে—তুমি কর জলপান।
ব্রতরক্ষা হয়, নহে বিপ্র অবজ্ঞান॥
ভক্ষণের মধ্যে জলপান নাহি লিখি।
এই সনাতন-ধর্ম্ম বেদ-বিপ্র সাক্ষী॥

ব্রাহ্মণগণের উপদেশমত রাজা জলপান করিয়া মুনির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা সাদরে তাঁহাকে প্রণামাদি করিলেও মুনি ধ্যানে তাঁহার জলপানের কথা জানিতে পারিয়া অকথ্য ভাষায় নানাভাবে ভর্ৎসনা করতঃ তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য তৎপ্রতি জ্বলন্ত অনলাদৃশ কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলে সেই মহাভয়ঙ্কর কৃত্যা খড়্গ হস্তে পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে দ্রুতবেগে অম্বরীষ মহারাজকে ধ্বংস করিবার জন্য ধাবিত হইল। শরণাগত ভক্ত, মহারাজ অম্বরীষ 'কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন' জানিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভক্তরক্ষক বিষ্ণুচক্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সেই কৃত্যাকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করতঃ দুর্ব্বাসার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

দুর্ব্বাসা তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু চক্র হইতে কোথাও রক্ষা না পাইয়া অবশেষে তিনি ব্রহ্মার নিকটে গমন পূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা জানাইলে ব্রহ্মা বলিলেন যে, এই বিষ্ণুচক্র হইতে রক্ষা করিবার সামর্থ্য কৃষ্ণাধীন আমার নাই।

তখন দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে কৈলাসে গিয়া শিবের নিকট রক্ষার জন্য আবেদন জানাইলে শিবজী বলিলেন—

শিব বলে—শুন, মুনি আমার বচন।
প্রভুর উপরে প্রভু আছে কোন্ জন॥
আমি—ভব মহেশ্বর, ব্রহ্মা—লোকপিতা।
জগতের গতি, পতি, জগত-বিধাতা॥
বুঝিতে না পারি যাঁর মায়া বলবতী।
তাঁর নিজ চক্রতেজ অতুল-শকতি॥
সর্ব্বভাবে লহ গিয়া গোবিন্দশরণ।
হরি সে করিতে পারে চক্রনিবারণ॥
শিবের বচন শুনি দুর্ব্বাসা চলিল।
বৈকুণ্ঠ নগরে গিয়া ত্বরিতে উঠিল॥
ভয়ে কম্পমান মুনি দেখিয়া তরাস।
কমলার সনে যথা বৈসে শ্রীনিবাস॥
'হা নাথ হা নাথ' বলি' পড়িল চরণে।
পরিত্রাণ কর প্রভু পশিলু শরণে॥

অজানতা তে পরমানুভাবং
কৃতং মযাঘং ভবতঃ প্রিযাণাম্।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-
র্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি॥
(ভাঃ ৯।৪।৬২)

মোর অপরাধ প্রভু ক্ষম একবার।
না জানিয়া মুঞি বড় কৈলু দুরাচার॥
তোমার ভকত-স্থানে কৈল অপরাধ।
একবার ক্ষম প্রভু সর্ব্বলোক-নাথ॥
যাঁর নাম শুনিয়া নারকী সব তরে।
শরণ পশিলু তাঁর চরণ-কমলে॥

মুনির কথা শুনিয়া শ্রীহরি বলিলেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদযো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিযঃ॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

ভকতের বন্ধু আমি, ভকত-অধীন।
ভকত-জনের সঙ্গে মোর নাহি ভিন॥
হৃদয় হরিয়া মোর নৈল সাধু-জনে।
আপনে ঈশ্বর নহি সাধুজন বিনে॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে দুর্ব্বাসা! ব্রহ্মা, শিব আমার অধীন বলিয়া যেমন তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ আমিও ভক্তের অধীন বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। যদি বল — আপনি স্বয়ংই ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু ভক্ত ত' আপনাকে অধীন করেন নাই। সুতরাং আপনি অধীন কিসের? আপনি ত' স্বতন্ত্র। তদুত্তরে আমি বলি—প্রেমবশ্য হওয়াই আমার স্বভাব। নিজ স্বভাব কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই ভক্তের অধীন হইয়াছি। যদি বল—আমি ব্রাহ্মণ, আমার দুঃখ দেখিয়া কি আপনার দয়া হইতেছে না? তাহাতে বলি—দয়া ত' হৃদয়ের জিনিষ। নিষ্কাম ভক্তগণ ত' ভক্তির দ্বারা আমার হৃদয়কে জয় করিয়াছেন। সুতরাং তোমার প্রতি আমার দয়া হইবে কি করিয়া? আমি ভক্তের অধীন বলিয়া ভক্তের কৃপা হইলেই আমার কৃপা হয়। ভক্তগণ আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তুমি সেই ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়াছ। এইজন্য আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।

আপনাকে বড় আমি না বলি আপনে।
লক্ষ্মীদেবী বড় মোর নহে সাধু হনে॥
অষ্টৈশ্বর্য্য দেখ মোর বৈকুণ্ঠ-সম্পত্তি।
বৈষ্ণব হইতে বড় নহে অষ্টসিদ্ধি॥

যে দারাগার-পুত্রাপ্ত প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তুমুৎসহে॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৫)

সুত, বিত্ত, গৃহ, দার, প্রাণ, বন্ধুগণ।
সকল তেজিল যেবা আমার কারণ॥
ইহলোক, পরলোক, সর্ব্বসুখ তেজে।
শরণ পশিয়া মোর পদযুগ ভজে॥
মনেহ না লয় মোর তেজিতে তাহারে।
হৃদয়ে বাঁধিয়া মোরে তিলেক না ছাড়ে॥
ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশ করি।
স্বামী বশ করে যেন পতিব্রতা নারী॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—

যে সব ভক্ত আমার জন্য স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, সম্পত্তি সব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, আমি সেই সব ভক্তকে কোন দিনই ত্যাগ করিতে পারি না ও পারিব না। যদি বল—আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, আর আমি ব্রাহ্মণ, সুতরাং আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? তাহার কারণ বলি শুন—ভক্তের শত্রু তোমাকে রক্ষা করিলে ভক্তকেই ত্যাগ করা হয়। তাহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভক্তগণ আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি আমার জন্য কি ত্যাগ করিয়াছ বল? তুমি আমার ভক্ত অম্বরীষকে ধ্বংস করিবার জন্য কৃত্যা প্রেরণ করিয়াছিলে। শরণাগত ভক্ত অম্বরীষ নিজরক্ষার্থ বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তুমি নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছ। সুতরাং তোমাতে ও আমার ভক্তে কত তফাৎ, তাহা তুমি নিজেই বুঝিয়া দেখ।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

ভকত-হৃদয়ে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ।
সতত হৃদয়ে মোর থাকে সাধুজন ॥
তাহা বিনে আমি কিছু না জানিয়ে আনে।
আমি বিনে তার চিত্ত অন্য নাহি জানে ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় জানাইয়াছেন—

ভক্তগণই সাধু। সেই সাধু-ভক্তগণই আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। সাধুভক্তগণ আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া আমি তাহাদিগকে সার করিয়াছি। ভক্তগণ আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। আমিও ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও প্রিয় জ্ঞান করি না।

তুমি ভক্তকে দুঃখ দিয়া আমার হৃদয়েই আঘাত করিয়াছ। তথাপি তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি এখনও তোমাকে দণ্ড দিই নাই, ইহাই তোমার প্রতি আমার দয়া। তুমি অম্বরীষ মহারাজের নিকট গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে ক্ষমা করিলে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইব।

শুনিয়া দুর্ব্বাসা মুনি প্রভুর বচনে।
চক্রভয়ে গেলা মুনি ত্বরিত গমনে ॥
অম্বরীষ-চরণ ধরিয়া দুই হাতে।
লোটাঞা দুর্ব্বাসা মুনি পড়িলা ভূমিতে ॥
লাজে ভয়ে ব্যাকুলিত রাজা-অম্বরীষ।
দেখিয়া মুনির দুঃখ হৈল বিমরিষ ॥
তবে অম্বরীষ রাজা কোন্ কর্ম্ম করে।
নানা স্তুতি করি চক্রে সাধিল বিস্তরে ॥
শুনিয়া সুদর্শন সেই অম্বরীষ-স্তুতি।
শান্ত হৈল বিষ্ণুচক্র অতুলশকতি ॥

তখন সুস্থ হইয়া দুর্ব্বাসামুনি সানন্দচিত্তে বলিতে লাগিলেন—

আমি সে দেখিলু হরিভক্তের মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
অপরাধ দেখি' ক্ষমা করে সাধুজনে।
ভকত-মহিমা ত্রিভুবনে নাহি জানে ॥
যাঁর নাম-শ্রবণে পাতকী সব তরে।
তাঁহার ভকততত্ত্ব কে বলিতে পারে ॥
অনুগ্রহ কৈলে রাজা তুমি দয়াময়।
ক্ষমিয়া সকল দোষ খণ্ডাইলে সংশয় ॥
তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে।
ভকত-জনের তত্ত্ব জানিল বিদিতে ॥
তোমার আলাপ-দরশন-পরশনে।
খণ্ডল সকল দোষ মোর অভিমানে ॥
তবে রাজা দুর্ব্বাসার ধরিয়া চরণ।
প্রসন্ন করিয়া তাঁরে করায় ভোজন ॥
প্রসন্ন হইয়া তবে দুর্ব্বাসা চলিল।
এইরূপে গেল কাল বৎসর পূরিল ॥
বৎসরেক ছিল রাজা করি' জলপান।
পারণা করিতে তবে করে অবধান ॥
দিব্য অন্ন পান দিয় ভুঞ্জাল ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ-অবশেষ দিয়া কর়য়ে পারণে ॥
এইরূপে নানাগুণ ধরে মহিমান্।
অম্বরীষ রাজা ছিল ভকত-প্রধান ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবা, স্তবন-বন্দন।
দান-যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণ ॥
তিন পুত্র হৈল তাঁর মহাবলবান্।
বিভজিয়া দিল রাজ্য করিয়া সমান ॥
বনে গেলা অম্বরীষ সকল তেজিয়া।
বিষ্ণুপদে গেল রাজা কৃষ্ণ আরাধিয়া ॥

এখন প্রশ্ন—অম্বরীষ মহারাজ ভগবানের পরমভক্ত ছিলেন। তবে তিনি আবার বনে গমন করিলেন কেন?

তদুত্তর এই যে — মহাধনী ব্যবসাদারগণ যেমন কোটিপতি হইয়াও আরও ধন উপার্জ্জনের জন্য সমুদ্র পার হইয়া অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন, কৃষ্ণানুরাগী ভক্তগণও তদ্রূপ ভক্তিবৃদ্ধির জন্য নির্জ্জন স্থানে গমন করেন। (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)

ভারতসম্রাটের এই ভজনময় আদর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী সকলেরই ভগবদ্ভজনে তৎপর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে তাঁহারাও মহারাজের ন্যায় নির্বিঘ্নে অবশ্যই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ত্রিপুরায়
শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

আনন্দপুর (মেদিনীপুর)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত আনন্দপুরবাসী গৃহস্থ ভক্তগণের বিশেষ আহ্বানে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে মঠবাসী ভক্তবৃন্দসহ বিগত ৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর (১৯৮০) সোমবার আনন্দপুরে শুভপদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ গোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে অবস্থান করতঃ বিভিন্ন ভাবে প্রচারানুকূল্য করেন। আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে এবং বৈষ্ণবগণকে পুষ্পমাল্যাদি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ভক্তবৃন্দ সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া উপনীত হন। শ্রীমৎ সনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের (ডাঃ সরোজ সেনের) গৃহেই বৈষ্ণবগণের অবস্থানের সুব্যবস্থা হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় উক্ত শ্রীসনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ২৪ নভেম্বর হইতে ২৭ নভেম্বর পর্য্যন্ত বাগেদের বাড়ীর সম্মুখস্থ ঠাকুর বাড়ীতে, ২৮ নভেম্বর ডাঃ সরোজ সেনের গৃহে ও ২৯ শে নভেম্বর ডঃ শ্রীতারাপদ দাসের গৃহের সম্মুখস্থ হরিসভায় বিশেষ ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় নরনারীগণ ভাষণ শ্রবণ করিয়া বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশশাঙ্ক শেখর দাস, শ্রীসমর রায় সভার আদি ও অন্তে মুখ্য ভাবে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী, শ্রীবনবিহারী দাস, শ্রীমদন মোহন পাল ও ডাঃ শ্রীতারাপদ দাসের গৃহে বৈষ্ণবগণের বিশেষ সেবার ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসমর রায় রন্ধনাদি সেবা মুখ্যভাবে সম্পাদন করেন।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর গৃহে পূঃ শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শাস্ত্রালোচনা করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব মধ্যে মধ্যে শ্রীহরিকথা বলেন।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী, তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, তাঁহার পুত্রবধূ প্রভৃতি গৃহের সকলেই বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন। আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত হন।

আগরতলা (ত্রিপুরা)ঃ—আগরতলাবাসী ভক্তবৃন্দের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে বিমান-যোগে গত ২১ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর রবিবার আগরতলা বিমানবন্দরে অপরাহ্ণে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদিসহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। জীপমোটরকারাদিসহ স্থানীয় বহু ভক্ত বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে বিমান বন্দর হইতে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে (শ্রীজগন্নাথমন্দিরে) উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দশ দিবস সহরের কেন্দ্রস্থলে মহারাজগঞ্জ

বাজারে নির্ম্মিত সুবৃহৎ সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা ও ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী— যাহা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীল মাধব-গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন— শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা শ্রবণ করিয়া নরনারীগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থিতির শেষ দিবস ১৮ই ডিসেম্বর শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। তদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠে, অপরাহ্ণে ডক্তার (Dentist) বাবুর গৃহে তিন দিবস, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক মহোদয়ের গৃহে ও শ্রীবিনোদবিহারী দেববর্ম্মা ও শ্রীঅমূল্য ভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে ভাষণ প্রদান করেন। ১৮ই ডিসেম্বর একাদশী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ চন্দ্রপুরের ভক্ত শ্রীমুকুন্দদাসাধিকারীর গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী সভার আদি ও অন্তে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন।

আগরতলা মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহক্রমে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা ও চক্র গত ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে বৈষ্ণবহোমাদি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিশেষ সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়ায় কেবল কলস প্রতিষ্ঠিত ছিল, ধ্বজা ও চক্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মনোহভীষ্ট সেবা পূর্ত্তি কল্পে শ্রীপাদ জনার্দ্দন মহারাজ ধ্বজা ও চক্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। উক্ত দিবস পুরাতন শ্রীগুণ্ডিচা বাড়ীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাকা শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যও সংকীর্ত্তনসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। মেলা ঘরের শ্রীবিরাজ মোহন সাহা উক্ত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণসেবার আনুকূল্য করিবেন। তিনি নির্ম্মাণকার্য্যের শুভারম্ভানুষ্ঠানকালে উপস্থিত ছিলেন। পুনঃ স্থানীয় মঠের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীদীপক সাহার বিশেষ আগ্রহক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে গত ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে গ্রন্থাগারের ভিত্তি সংস্থাপন-অনুষ্ঠানও বৈষ্ণব হোমও সংকীর্ত্তন সহযোগে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস তিনি বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থাও করেন।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে, ধর্ম্মসভার আয়োজনে ও উৎসবাদিতে বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক, ভক্তবন্ধু শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক সেবাভূষণ, শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা ভক্তিপ্রমোদ, ডাক্তার বাবু, শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীননাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমারদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেনদাস উৎসবাদি কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯শে ডিসেম্বর বিমানযোগে আগরতলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বনগ্রাম (২৪ পরগণা) :—বনগ্রাম নিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার আশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীব্রহ্মানন্দ দাসাধিকারী ও তত্রস্থ অন্যান্য ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ট্রেণযোগে গত ১৩ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর রবিবার বনগ্রাম রেলষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্ণে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তবৃন্দ সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করতঃ মতিগঞ্জস্থিত নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনের পূর্ব্বে শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠের প্রচারকবৃন্দ পূর্ব্বেই তথায় অবস্থান করতঃ প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্ণে স্থানীয় শিব মন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় নরনারীগণ

বিপুল সংখ্যায় সভায় যোগ দেন। ২৯ ডিসেম্বর প্রাতে নগরসঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ যতি মহারাজ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন।

২৯শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহের বাড়ীতে ও ৩০শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দের সেবোৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ বিশেষভাবে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ দাসাধিকারীর সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গ বৈষ্ণবসেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ধানবাদ (বিহার)ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ১৭ই পৌষ ১লা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে ধানবাদে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় দুর্গামন্দিরে ও হীরাপুর শ্রীহরিমন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য স্বধামগত শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ হরিকথা আলোচনা করেন। সুরেশবাবুর পুত্রদ্বয় শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সিংহ ও শ্রীগোপীনাথ সিংহ এবং তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় ও পরিজনবর্গ সকলেই বৈষ্ণবসেবার জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতা সুরেশবাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীকে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ জননীরূপে দর্শন করতঃ প্রতি বৎসর তাঁহার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির জন্য ধানবাদে আসিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের গুণাবলী কীর্ত্তন

গত ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিতে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে নিম্নলিখিত ভাষণদ্বয় প্রদান করেন—

শ্রীমৎ পুরী মহারাজের ভাষণ—

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ। আমরা শুনিয়াছি—শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী নামে অভিহিত করেন। পরে ইংরাজী ১৯১৮ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণকালে তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে পরিচিত হন। অতঃপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাস বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীরাধার অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ তিনি, শ্রীরাধাপ্রিয় কৃষ্ণদাস্যেই তিনি বিশেষ উল্লাস প্রদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। শ্রীরাধাতত্ত্ব বর্ণনকালে — এমনকি শ্রীরাধা-নাম-গ্রহণকালেই তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্র এবং গদ্‌গদ হইতেন। বিলাপকুসুমাঞ্জলির 'বৈরাগ্যযুগ্‌ ভক্তিরসং', 'আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ', 'শ্রীরাধারসসুধানিধির', যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ' প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ ও ব্যাখ্যাকালে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশ লক্ষিত হইত। "রাধাদাস্যে রহি' ছাড়' ভোগ অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব। রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন, কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব ॥"—ইত্যাদি তাঁহার নিত্য কীর্ত্তনীয় বাণী। তাঁহার অন্তিম বাণীও—"আপনারা সকলে এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে **আশ্রয়বিগ্রহের** আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। * * * আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে **মূল আশ্রয়**-

বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন।" এই আশ্রয়-বিগ্রহ—স্বয়ং শ্রীবার্ষভানবীদেবী ও তন্নিজজন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের মাত্র কিয়দ্দিবসপূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থানকালে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের 'প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাং' ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের 'নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্' — এই দুইটি সূত্রদ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাদর্শ প্রদর্শন করিয়া উহাকেই গোবর্দ্ধন-পূজার মন্ত্র বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন। কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকক্ষে আমরা স্বচক্ষে তাঁহাকে ভোজনের পূর্ব্বে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলায় জল-তুলসী দিতে দেখিয়াছি। গিরিরাজ ও তত্তটবর্ত্তী শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহার পরমপ্রিয় সেব্যবস্তু। এজন্য নীলাচলে সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীর ভাবস্বরূপ শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামীর সেবা টোটা গোপীনাথের সন্নিকটস্থ অভিন্নগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন চটকপর্ব্বতোপরি তাঁহার ভজনস্থান প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডতটেও শ্রীল প্রভু-পাদ 'ব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ' নামক শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুষ্পসমাধিমন্দির প্রকট করিয়া তথায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্টকালীয় ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। চাঁপাহাটীতে (বর্দ্ধমান) শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ পূজিত শ্রীগৌরগদাধরের লুপ্তসেবা পুনরুদ্ধার করিয়া ভজনমার্গীয়-যুগল শ্রীগৌরগদাধর-সেবানুরাগাদর্শও প্রকট করিয়া গিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী যোগপীঠকে তিনি দর্শন করিতেন—সাক্ষাৎ 'গোকুল মহাবন'-রূপে, শ্রীবাসঅঙ্গনকে দর্শন করিতেন—ব্রজের রাসস্থলী বৃন্দাবনাভিন্ন 'সংকীর্ত্তনরাসস্থলী'-রূপে, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যভবনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠকে দর্শন করিতেন—সাক্ষাৎ 'গিরিরাজ গোবর্দ্ধন'-রূপে, তাই তাঁহার তটে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকাশ করতঃ তৎকুণ্ডতটে ভজনকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় তিনি কঠোর বৈরাগ্যের সহিত প্রত্যহ তিনলক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহকারে শতকোটি মহামন্ত্র-জপাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপরও প্রকটলীলা-কালাবধি প্রভুপাদ সেই আদর্শই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভজনমার্গে নাম ভজনের প্রতিই প্রভুপাদ বিশেষ গুরুত্ব ও আনুরক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। যখনই আমরা প্রভুপাদকে আমাদের নামজপসংখ্যা কিছু কমান'র কথা বলিয়াছি, তখনই তিনি তাহা অনুমোদনের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাবস্থায়ই লক্ষনাম গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—মহাপ্রভু অনূন লক্ষপতির অর্থাৎ একলক্ষ নাম গ্রহণকারীর হস্ত ব্যতীত অন্য কোন হস্তেই জল গ্রহণ করেন না। সুতরাং যেমন করিয়া হউক আমাদিগের প্রত্যেককেই অনূন লক্ষনাম গ্রহণের সময় করিয়া লইতেই হইবে। তবে শুধু লক্ষ-সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না, লক্ষ্যও স্থির রাখা চাই, অপরাধশূন্য নামই বাঞ্ছনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহ থাকিলেও আমরা তাঁহার শ্রীমুখবাক্য কোনপ্রকারেই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করিতে পারি না। শ্রীল প্রভুপাদের যেমন আচার, তেমনই প্রচার। আচারহীন প্রচারকে প্রভুপাদ কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত অভক্তি-পর অপসিদ্ধান্তগুলিকে কখনই প্রভুপাদ খিচুড়ী, ঘণ্ট বা লাফরায় পরিণত করিতে অনুমোদন করেন নাই। লোক সংগ্রহ করিয়া দল পুষ্ট করিবার জন্য ভক্তি-সদাচার-বহির্ভূত কোন কর্ম্মকেই তিনি কখনও কোন প্রকারেই আদর বা অনুমোদন করেন নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এমনই অত্যদ্ভুত অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ছিল যে, যিনি যতবড়ই পণ্ডিত হউন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হউন বা রাজা মহারাজা হউন, প্রভুপাদের সম্মুখে আসিয়া তিনি তাঁহাকে সদৈন্যে যথাযথ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রভুপাদও পদমর্য্যাদাদি নিরপেক্ষ হইয়া নির্ভীকভাবে সকলের নিকট নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাহারও মন রাখিয়া কথা বলিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইবার চেষ্টাকে প্রভুপাদ বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। প্রভুপাদ বলিতেন—'শুদ্ধভক্তিপ্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতাই প্রধান জীবহিংসা' (চৈঃ চঃ ম ১২। ১৩৫ অনুভাষ্য) এবং অন্যত্রও (চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫৯ অনু-ভাষ্য) বলিয়াছেন—'প্রাণি হনন বা প্রাণিমাত্রকেই উদ্বেগ বা ক্লেশদান' সাধারণতঃ 'হিংসা' হইলেও 'কৃষ্ণভক্তিমূলা নিত্যকল্যাণবাণী কীর্ত্তনে বা প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা

অর্থাৎ মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয়দান' অতীব অহিতকর জাবহিংসা। উহারা জীবস্বরূপেরই হিংসা হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ প্রভুপাদ, তাই অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহাতে নামানুরাগ—ভজনানুরাগ স্বভাবসিদ্ধরূপেই দেখা যাইত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরামপুর থাকাকালে ১ম শ্রেণীর বালক প্রভুপাদের অত্যন্ত ভজনাগ্রহ দেখিয়া পুরী হইতে তুলসীর মালা আনাইয়া তাঁহাকে শ্রীহরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ মন্ত্ররাজ প্রদান করেন। ইং ১৮৮১ সালে কলিকাতা — রামবাগানে ভক্তিভবনের ভিত্তিখননকালে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে একটি কূর্ম্মমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রকাশিত হন। ৮৷৯ বৎসরের বালক প্রভুপাদ ঐ শ্রীমূর্ত্তির সেবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীল ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও বিধি শিক্ষা দেন। তদবধি প্রভুপাদ নিয়মিতভাবে তিলকধারণাদি সদাচারসহ ঐ কূর্ম্মদেবের যথাবিধিপূজা করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তসেবিত এই কূর্ম্মমূর্ত্তি শালগ্রাম অদ্যাবধি শ্রীভক্তিভবনে পূজিত হইতেছেন।

'পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরি' ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১৩।২) ভাগবতীয় শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন— " * * * বেদশাস্ত্র শ্রীকূর্ম্মভগবানের নিঃশ্বাসে জীবহৃদয়ে সত্যের ধারণ প্রদান করিয়া অজ্ঞান তিরোহিত করেন। ভগবদবতার কমঠদেব নিদ্রিত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হইলে তাঁহার নিঃশ্বাস জীবভোগ্য ও জীবত্যাজ্য বিচারে গৃহীত হয়। কিন্তু সেই অধোক্ষজ কূর্ম্মের শ্বাসবায়ু কৃপাপরবশ হইলে ভোগ বা ত্যাগ হইতে বদ্ধজীবগণকে রক্ষা করেন, সেই কূর্ম্মদেবের চিন্ময় শ্বাস অচিৎপ্রতীতি হইতে ভাগ্যবন্ত জীবগণকে রক্ষা করুন। অমন্দোদয় মন্দরগিরির উপলখণ্ড যাঁহার পৃষ্ঠদেশে তর্করূপ কণ্ডূয়ন নিরসনার্থ গাত্রে বিকর্ষণ করায় তাঁহার নিদ্রাযোগ্যতায় বদ্ধজীব আশ্বস্ত হইতেছে এবং ভগবদ্বস্তুকে প্রস্তরধর্ম্মবিশিষ্ট জানিয়া চেতনের বিষয়াশ্রয়জ্ঞান হইতে দূরে অপসৃত হইতেছে, সেই ভগবচ্ছ্বাসানিল বদ্ধজীবের তর্ককণ্ডূয়নের উপশান্তি বিধান করুন। কূর্ম্মাবতারের প্রাকট্য ও কূর্ম্মলীলার প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীবহৃদয়ে অনুকূল বাতপ্রভাবে জড়ভোগ্যতা-কণ্ডূয়নের শান্তি করুক।"

'ভোগত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগ' কথাটি প্রভুপাদ প্রায়ই বলিতেন। জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই 'ঈশাবাস্য' আমরা তাহা ভোগ করিবারও মালিক নহি বা ত্যাগ করিবারও কোন কর্ত্তৃত্ব আমাদের নাই। শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক যাহা আমাদের জীবনোপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, তাহাই আমরা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার ভুক্তাবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই আমরা তাঁহার মায়া জয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, স্বায়ম্ভুব মনুর উচ্চারিত সুপ্রসিদ্ধ ঈশাবাস্যশ্রুতি ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। কূর্ম্মরূপী শ্রীভগবান্ ইহাও শিক্ষা দিতেছেন যে,—শ্রীভগবান্ই কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থন করাইতেছেন, দেবদানবের সে-স্থলে নামমাত্রে নিমিত্তত্ব। তদ্রূপ বেদমহাসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক ব্যাসশুকাদিরূপে ভক্তিরসামৃত উৎপাদনও তাঁহারই কৃত্য। আবার তিনি যেমন মোহিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রমন্থনোত্থ অমৃত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণকে ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, বেদোদধিমন্থনোত্থ ভক্তিরসামৃতও তদ্রূপ অভক্ত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া ভক্তগণকে পান করা'ন, ইহাই শ্রীসূতগোস্বামীর ভক্তগণপ্রতি আশীর্ব্বাদ।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও পুরুষোত্তমধামে শ্রীধাম ও ধামেশ্বর শ্রীবিগ্রহানুরাগাদর্শ অপূর্ব্ব। অনন্তকল্যাণগুণসমুদ্র তিনি, আমরা খুব সংক্ষেপে তাঁহার কয়েকটি গুণ-বৈভবের আলোচনা করিলাম মাত্র। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা অনুসরণ করিলে আমাদের মনুষ্যজীবন ধন্য করিবার যোগ্যতা তাঁহারই কৃপায় লাভ করিতে পারিব।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের ভাষণ—"পরমেশ্বরের নিজজন যাঁহারা জগদুদ্ধারের জন্য জগতে আসেন, তাঁহারা জগদ্বাসীর নিকট দুইরূপে প্রতীত হন—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে বাহ্যপ্রতীতি (Morphological conception) আর একটী তাঁহার স্বরূপের বা তাত্ত্বিক প্রতীতি (Ontological conception); শ্রীল প্রভুপাদের বাহিরের দিক্ হইতে প্রতীতরূপও অলৌকিক ছিল, আজানুলম্বিত বাহু, মহাতেজোদীপ্ত কোমল কাঞ্চনরূপ দর্শন মাত্রই

অতি বড় পাষণ্ডেরও মস্তক অবনত হইত। যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণীর বিরুদ্ধ মতবাদ সমূহ পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রবল প্রভাবশালীরূপে পরিব্যাপ্ত, বহু অপসম্প্রদায়ের দ্বারা উহা অত্যন্ত দূষিত ও ভ্রান্তরূপে পরিবেশিত, সেই সময় একক সমস্ত প্রতিকূল বিষয়ের বিরুদ্ধে সুদৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করতঃ পৃথিবীতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের যে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, তাহা বাহিরের বিচারেও অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক বলিতে হইবে, যাহার ফলে সমস্ত পৃথিবীতে আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী সমাদৃত। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই প্রকৃতির অতীত বৈকুণ্ঠবস্তু হওয়ায় তাঁহাদের তত্ত্ব ও মহিমা জগদ্বাসী নিজ যোগ্যতায় কখনই অনুভব করিতে সমর্থ নহে। তাঁহারা কৃপা করিয়া যতটুকু জানাইবেন, ততটুকুই মাত্র জানা সম্ভব। শরণাগতের হৃদয়েই ভক্ত ও ভগবানের কৃপার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা একান্তভাবে শরণাগত হইয়া তাঁহার আদেশ নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার বিশুদ্ধসেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়েই শ্রীল প্রভুপাদের তত্ত্ব ও মহিমা যথাযথরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনন্যশরণ নিজজনগণই তাঁহার তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ ও অধিকারী। অবশ্য শরণাগতের তারতম্যানুসারে তাঁহার তত্ত্ব ও মহিমা উপলব্ধিরও তারতম্য হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের নিজজনগণ যে ভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে অনুভব করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রে ও স্তবে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীল প্রভুপাদ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম—শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয় সখী। ভগবদ্বিমুখ জীবের প্রতি অপরিসীম দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পরম করুণাময় শ্রীগৌরহরির করুণা মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক পরমপাবনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবদ্বিমুখ জীবের প্রতি এইপ্রকার কল্পনাতীত অকৃত্রিম দয়ার প্রকাশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভগবদ্বিমুখ-জীবের দুঃখে দুঃখী সর্ব্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা একান্তভাবে শরণাগত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা সত্যই দুর্ভাগা। শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃপাময়মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বিমুখজীবকে নিজসেবা প্রদানের দ্বারা কৃতার্থ করিতে আসিলেন, তাহাতেও আমাদের যদি চৈতন্যোদয় না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছি। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ", ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধেই যথাযথরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। বিমুখ জীবের প্রতি, কৃপার নিদর্শন-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ যে 'বৈষ্ণব কে' গীতি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ উপদেশ জানিয়া প্রতিটি শব্দ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবধারণের ও সেই ভাবে চলিবার চেষ্টা করা যায়, তবে সকল প্রকার ভক্তিপ্রতিবন্ধকসমূহ দুরীভূত হইয়া জীব কৃষ্ণ-প্রেমলাভের অধিকারী হইবে, ইহা সন্দেহাতীতরূপে সত্য। শ্রীকৃষ্ণের চরণে অনন্যভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের গন্ধও যদি লাভ হয়, তাহা হইলে জীবের সকল সমস্যার নিত্য কালের জন্য সমাধান হইয়া যাইবে, এই দৃঢ় প্রতীতি-হেতু শ্রীল প্রভুপাদ জীবকে কৃষ্ণ দিবার জন্য যে প্রকার সর্ব্বোতোমুখী ব্যাপক প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সামান্য একটুকু শ্রদ্ধা যেখানে দেখিয়াছেন, তাহার সমস্ত প্রকার অযোগ্যতাকে ও দোষকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে তিনি নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার থাকিবার স্থান ও প্রসাদের ব্যবস্থা করতঃ তাহাকে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন কৃপাময়ী মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদ কিছুকাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন বলিয়া তিনি নাই—ইহা নহে, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সবই দেখিতেছেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে যদি আমরা চলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা আমরা এখনও অংশুই লাভ করিতে পারিব। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ যাঁহার হৃদয়ে তীব্র হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত প্রেম কষায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে আবার পাইবেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে অবস্থান করতঃ শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা লাভ করিতে পারিবেন।"

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যান্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ৮০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১·০০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৮০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১·০০

(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬·০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২·৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·৫০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৮০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৭·৫০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১·৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩·০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২·০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২·০০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২·০০

(২২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা + মধ্যলীলা) অন্ত্যলীলা যন্ত্রস্থ ,, ৫৪·০০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান:— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয়:—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬